ঋগ্বেদ-সংহিতা

গায়ত্রী মণ্ডল

পঞ্চম খণ্ড

টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ

শ্রীঅনির্বাণ

এই খণ্ডে ঐন্দ্রপর্বের শেষ, আর বৈশ্বদেবপর্বের শুরু। অন্তরিক্ষ থেকে আদিত্যলোক, আবার তার ওপারে বারুণী অব্যক্ত, তারা-ভরা অন্ধকারের শূন্যতা। অপূর্ব বর্ণনায় উদ্ভাসিত হলেন—সবিতা, বিষ্ণু, বরুণ, অদিতি ও সরস্বতী। তন্ত্রের কথা ছত্রে-ছত্রে, দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে শাক্তদর্শনের মূল বীজ। আরো পাওয়া যাচ্ছে ঋষি বিশ্বামিত্র ও গায়ত্রীমন্ত্রের কথা। অথর্ববেদ দেখা দিচ্ছেন ফাঁকে-ফাঁকে। কেবলমাত্র সৃষ্টিরহস্য নয়, যে-'ঋতম্'-এ বিশ্বচরাচর বিধৃত, অণোরণীয়ান থেকে মহতোমহীয়ান যার পরাবৃত্তে, সেই ঋতের ছন্দ বিবৃত হচ্ছে এই খণ্ডে। 'সত্য' অধিষ্ঠান, 'ঋত' তার শক্তি। সে-শক্তির ক্রিয়া সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তার বিপর্যয় ঘটে না। আমাদের জীবন এই ঋতের অনুশাসনে; তার পরম অয়ন সত্যস্থিতিতে। এই খণ্ডে আরো আসছেন 'একম্-সৎ'—বৈদিক পূর্ণ-অদ্বৈতবাদ। পরাবাক্ পশ্যন্তী মধ্যমা হ'য়ে বৈখরীতে প্রস্ফুটিতা হলেন। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে (ভৌতবিজ্ঞান এখনও যার নাগাল পায়নি) বেদমন্ত্রের অনুরণন শোনা গেল। মন্ত্র ব্রহ্ম এবং উৎসর্পিনী বাক্। দেবতার যা 'আপনমন্ত্র' তাই আমাদের হৃদয়ে অনাহত ধ্বনি, সেইখানেই নিত্যকাল ধরে তাঁর আনন্দের হিন্দোল।

এই আনন্দ-হিন্দোলের আয়োজন রয়েছে এই খণ্ডটিতে।

ঋগ্বেদ-সংহিতা
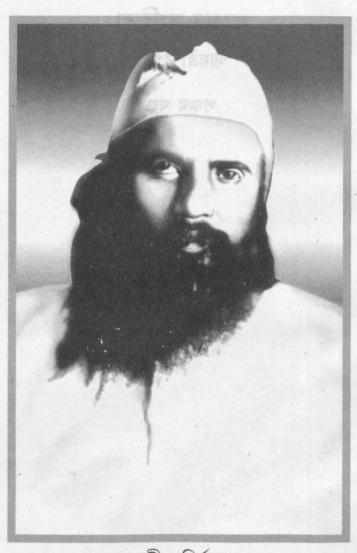
গায়ত্রী মণ্ডল

পঞ্চম খণ্ড

শ্রী অনির্বাণ
(১৮৯৬ - ১৯৭৮)

ঋগ্বেদ-সংহিতা

গায়ত্রী মণ্ডল

টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ

পঞ্চম খণ্ড

শ্রীঅনির্বাণ

হৈমবতী-অনির্বাণ বেদ বিদ্যালয় ট্রাস্ট
কলকাতা

Rig-Veda Samhita
Gayatri Mandala
Volume V
Annotations, Commentary and
Translation by
SRI ANIRVAN

প্রথম প্রকাশ: মহালয়া, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩

সম্পাদনা
রমা চৌধুরী

প্রকাশনা
প্রবোধ চন্দ্র রায়
হৈমবতী-অনির্বাণ বেদ বিদ্যালয় ট্রাস্ট
১/১এ রমণী চ্যাটার্জী রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯

অনুদান: দুই শত টাকা

অক্ষর বিন্যাস: নন্দন ফটোটাইপ
২৯ জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
মুদ্রণ: গিরি প্রিন্ট সার্ভিস
৯১-এ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

সঙ্কেত-পরিচয়

অ. স.	অথর্ব সংহিতা
আ.	আবেস্তা
আ. শ্রৌ.	আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র
ঈ. উ.	ঈশোপনিষৎ
ঋ. স.	ঋক্-সংহিতা
ঐ. আ.	ঐতরেয় আরণ্যক
ঐ. উ.	ঐতরেয় উপনিষৎ
ঐ. ব্রা.	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
ক.	কঠোপনিষৎ
কা. স.	কাঠক-সংহিতা
গী.	গীতা
ছা. উ.	ছান্দোগ্যোপনিষৎ
ছা. ব্রা.	ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ
টী.	টীকা
তু.	তুলনীয়
তৈ. আ.	তৈত্তিরীয় আরণ্যক
তৈ. স.	তৈত্তিরীয় সংহিতা
দ্র.	দ্রষ্টব্য
নি.	নিরুক্ত
নিঘ.	নিঘন্টু
পা.	পাণিনিসূত্র
পাত.	পাতঞ্জল যোগসূত্র
পু.	পুরাণ
ব্র. সূ.	ব্রহ্মসূত্র
বা. স.	বাজসনেয়ী সংহিতা
ভা.	ভাগবতপুরাণ
মু. উ.	মুণ্ডকোপনিষৎ

মা. উ.	মাণ্ডূক্যোপনিষৎ
মা. স.	মাধ্যন্দিন সংহিতা
যো. সূ.	যোগসূত্র
শ. ব্রা.	শতপথ ব্রাহ্মণ
শ্বে. উ.	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
সা.	সায়ণ

ABBREVIATIONS

A.V.	Avesta
Cog.w.	Cognate word
Eng.	English
G., Geld.	Geldner
Gk.	Greek
Goth.	Gothic
Lat.	Latin
Lith.	Lithuanian
O.E.	Old English
O.H.G.	Old High German
O.I.	Old Irish
O.N.	Old Norse
O.S.	Old Slav
Sk.	Sanskrit

প্রকাশকের নিবেদন

পরমপূজ্য শ্রীঅনির্বাণ ঋগ্বেদ-সংহিতা—গায়ত্রী মণ্ডলের টীকা-ভাষ্য রচনার পঞ্চাশ বছর পর ওই গ্রন্থের প্রকাশনার কাজ শুরু হয়েছে। ক্রমে ক্রমে পাঁচটি খণ্ডে চুয়ান্নটি সূক্ত প্রকাশ পেয়েছে। এখন এগুলির প্রচারের দিকটা দেখা দরকার। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন জাগে। তা হল বৈদিক যুগে ঋষিকুলের সত্য উদ্‌ঘাটনের পর বেদ-চিন্তনের অবলুপ্তি হল কেন? পুঁথি-পত্র ঘেঁটে যেটুকু অনুমান করা যায় তা সম্ভবত তন্ত্র ও মন্ত্রের বিরোধ, যদিও উভয়েরই একই লক্ষ্য — সত্য অন্বেষণ ও ঈশ্বরের সাযুজ্যলাভ। তন্ত্রে উদ্ভাসিত হয়েছে "শব্দ ব্রহ্ম" ; আর বেদ মন্ত্রের উদ্ভাসনে ঈশ্বরের সাযুজ্যলাভ। তন্ত্রে মাতৃকা, বীজাক্ষর, যন্ত্র ; আর বেদমন্ত্র ছন্দোময়, সুগীত, সোচ্চার। উভয়পথেই পরমেশ্বরের সাক্ষাৎলাভ। তন্ত্রের মূল শব্দ প্রতি বস্তু ও জীবে নিহিত। ওই শব্দ প্রসুপ্ত ধ্বনিরূপে নাভির নীচে কুণ্ডলীকৃত পাকে অবস্থিত। তাকে কোন রকমে জাগ্রত করলে পরম চৈতন্যময় সত্তার সঙ্গে একত্ব-লাভ সম্ভব। প্রাক্-বৈদিক যুগে তন্ত্রের প্রসার ঘটে। বৈদিকযুগে ভাষার উৎকর্ষের প্রাবল্যে মন্ত্রের প্রসার ও তার উদ্ভাসনে ঈশ্বরের সাযুজ্যলাভ বৈদিকঋষির পরম কাম্য বস্তু ছিল। উভয়ের লক্ষ্য ও কাম্যবস্তু এক হওয়া সত্ত্বেও কেন যে এই বিরোধ তা বোঝা যায় না।

এই প্রসঙ্গে আরও প্রশ্ন মনে জাগে, ভারতের এই তন্ত্র ও মন্ত্র ভিন্ন আর কোন পথে কি সত্য নির্ধারণ করা সম্ভব? তা সম্ভবত নয়, যদিও ভৌতবিজ্ঞানী সেই প্রচেষ্টা করে চলেছেন। তাঁরা এ পর্যন্ত প্রকৃতির মাঝে চারটি প্রাকৃতিক শক্তির সন্ধান পেয়েছেন, কিন্তু শক্তিগুলির সমন্বয়-সাধন এখনও সম্ভব হয়নি। তন্ত্রে যে প্রাকৃতিক শক্তির বর্ণনা পাওয়া যায় তা হল পাঁচটি, তখন সাহিত্যের অথবা দর্শনের ভাষার প্রাদুর্ভাব হয়নি সেজন্য চিত্রলিপিতে যা ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে এক দেবী মূর্তি। যাঁর চারটি বাহু চারটি প্রাকৃতিক শক্তি ও পদতলে এক পুরুষের শয়ানাবস্থান, পূর্ণ প্রজ্ঞা ও সামঞ্জস্যের প্রতীক। ঋগ্বেদ-সংহিতায়ও দেখা যায় পাঁচটি প্রাকৃতিক শক্তি। অগ্নি,

ইন্দ্র ও সোম তিন প্রধান দেবতা। এ ছাড়া রুদ্র বিনাশকর্তা ও স্কন্ত সংকর্ষণ শক্তির দ্যোতক তথা দেবতা। এখানে তন্ত্র ও মন্ত্র দুয়েরই একই উদ্ভাসন।

ঋগ্বেদ-সংহিতা পঠন-পাঠন কালে প্রাক্-বৈদিক যুগ, বৈদিক যুগ ও বৈদিকোত্তর যুগ একযোগে পাঠ ও সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে তবেই বেদপাঠের সার্থকতা বোঝা যাবে। প্রসঙ্গত আরও বলা যায় যে ঋগ্বেদ-সংহিতায় মোট ১০১৭টি সূক্তের মধ্য থেকে ঋষি দীর্ঘতমার "অস্য-বামস্য" সূক্তে মহাবিশ্বের আবির্ভাব, তার উপাদান ও সম্ভূতির কারণ যা বোঝা যায় তা আজও ভৌত-বিজ্ঞানের কাছে অজানা থেকে গেছে। এর থেকে আরও বোঝা যায় যে সৃষ্টি ও জীবন এক প্রবাহ, সমগ্র মহাবিশ্ব এক চলমান সত্তা। সৃষ্টির উষাকাল থেকে আমরা চলেছি জন্ম ও মৃত্যুর পথ বেয়ে। তবে এই বোধটি আসে যখন সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করা হয় তখনই। কিন্তু এই যে চলা তার শেষ কোথায়! কোথায় গেলে পাব প্রাণের আরাম, আত্মার প্রশান্তি, মনের আনন্দ এবং শান্তি সমৃদ্ধি ও অমৃতকে! ঋষি দীর্ঘতমার আর এক উক্তি থেকে জানা যায় যে মহাবিশ্ব শূন্য থেকে উদ্ভূত। কিন্তু সেই শূন্যতা সর্বাঙ্গীন পূর্ণতায় ভরা, যেখানে সকল রঙের সমাবেশ সেখানে শ্বেতবর্ণ অথচ বৈকালিক রামধনুতে কী রঙের বাহার, কী রঙের দোলা, লীলা ও বিলাস! যত সাম্য তত বৈষম্য। এই বৈষম্যই লীলার মূল বিবাদী সুর। এক হতে আর এক, তা থেকে বহু। বহু থেকে বহুতর। কেন এই লীলা, মানুষের কাছে এ এক রহস্যঘন চিরন্তন প্রশ্ন। উত্তরের খোঁজে সে বৈরাগী, গৃহছাড়া, অরণ্য প্রান্তর ঘুরে বেড়িয়েছে, কখনও মুদিত নয়নে স্থির, শান্ত, নিঃসঙ্গ, কখনো বা সে চলেছে প্রবহমান নদীর উজান পথ ধরে তার উৎসমুখে, দুর্গম থেকে দুর্গমতর পথ বেয়ে। আবার কখনো গিরিশৃঙ্গের চূড়ায় বিশ্বদেবের পদপ্রান্তে বসে একাত্মতা কামনায় মগ্ন। তাঁকে যে জানতেই হবে। কেন এই আসা-যাওয়া। কেমন করে এই আসা-যাওয়ার বন্ধনমুক্ত হয়ে নীলাকাশে ওই অচিন পাখির দেশে উড়ে বেড়ানো যায় তারই পথ খোঁজা। তাই সৃষ্টি-রহস্যের উন্মোচন চাই-ই-চাই!

ভারতীয় দর্শনে শব্দই ব্রহ্ম। এটি এমন এক সিদ্ধান্ত যা তন্ত্র ও মন্ত্র উভয়েই স্বীকার করেন। আকাশের গুণ শব্দ এটিও এক সিদ্ধান্ত অর্থাৎ প্রাচীনেরা তন্ত্রের

মাধ্যমে এবং বৈদিক ঋষিরা মন্ত্রের উদ্ভাসনে আকাশ ও শব্দকে ব্রহ্মবাচক বলেন। তাই এই দুই ধারার বিচ্ছিন্নতা ভারতের আকাশকে কালো মেঘে ঢেকে রেখেছিল, তার গৌরবোজ্জ্বল সূর্য অস্তমিত হয়েছিল ; ঠিক তেমনই এই দুই ধারার পুনর্মিলনে উষাকাল দেখা দেবে এই আশা করা যায়।

গায়ত্রী মণ্ডল প্রকাশকালে যাঁরা এই কাজে যুক্ত আছেন তাঁদের কাছে আমার অপরিসীম ঋণ রয়ে গেল। প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছিল স্বামীজী টীকা-ভাষ্য রচনা করেছেন ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত। সেই সব পাণ্ডুলিপির অনেকাংশই সুরক্ষিত না-থাকায় মাঝে মধ্যে ছেদ পড়েছিল। তবে সুধীজনের বদান্যতায় তা প্রায় পরিপূর্ণ হয়েছে। তাঁদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। আর যাঁরা প্রকাশনার কাজে সর্বক্ষণ সঙ্গে রয়েছেন তাঁদেরও শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও প্রীতি জানাই।

মহালয়া ১৪১০ প্রবোধ চন্দ্র রায়

১/১এ রমণী চ্যাটার্জী রোড

কলকাতা ৭০০ ০২৯

ওঁ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।

স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।।

ঋগ্বেদ ১।৮৯।৬

হে মহান্ যশস্বী এবং জ্ঞানবান্ পরমেশ্বর আমাদের কল্যাণ করুন,

সর্বজ্ঞ, সমস্ত পদার্থের স্বামী, সমস্ত সংসারের পালক,

হে পোষক পরমাত্মন্ আমাদের কল্যাণ করুন;

হে সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন;

বেদবাণীর পতি, স্বামী, পালক পরমাত্মা আমাদের কল্যাণ করুন।

"স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু"।

স্বস্তি = কল্যাণ বা মঙ্গল।

নঃ = আমাদের।

বৃহ = বিরাট।

বৃহস্পতিঃ = পরমেশ্বর।

দধাতু = দান করুন।

অর্থাৎ "পরমেশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন"।

তাঁহার শ্রীচরণে গ্রন্থারম্ভে এই প্রার্থনা।

গায়ত্রী মণ্ডল, ইন্দ্রদেবতা

পঞ্চাশত্তম সূক্ত

সোমপানের আবাহন।... সব ঠাঁই ছড়িয়ে আছ, হে তৃষার্ত দেবতা ; এসো আলোর ঝড় নিয়ে, পান কর, এই সোমের ধারা। আমিই জুড়ে দিচ্ছি তোমার বাহনদুটিকে, তারা এখানে তোমায় নিয়ে আসুক। তুমি বীর্যের নির্ঝর, তোমার আনন্দে মিলিয়ে দিলাম আমাদের আলো পরম প্রতিষ্ঠার তরে। ঝরাও তোমার কিরণ আমাদের পরে।...

১

ইন্দ্রঃ স্বাহা পিবতু যস্য সোম

আগত্যা তুম্রো বৃষভো মরুত্বান্।

ওরুব্যচাঃ পৃণতাম্ এভির্ অন্নৈর্

আস্য হবিস্ তন্বঃ কামম্ ঋধ্যাঃ।।

স্বাহা— [তু. স্বাহা যজ্ঞং কৃণোতন ইন্দ্রায় যজ্বনো গৃহে (স্বাহাকৃতি) ১।১৩।১২; পূষণ্বতে মরুত্বতে বিশ্বদেবায় বায়বে। স্বাহা গায়ত্রবেপসে (স্বাহাকৃতি) ১।১৪২।১২ (এর পরেই আবার ইন্দ্রকে আবাহন করা হচ্ছে) ; পিবেন্দ্র স্বাহা প্রহুতং বষট্‌কৃতম্ ২।৩৬।১ ; স্বাহা দেবা অমৃতা মাদয়ন্তাম (স্বাহাকৃতি) ৭।২।১১, ৩।৪।১১, ১০।৭০।১১ ; আপূর্ণ অস্য কলশঃ স্বাহা ৩।৩২।১৫ ; ইন্দ্র স্বাহা ররিমা তে মদায় ৩।৩৫।১ ; স্বাহাগ্নয়ে বরুণায় স্বাহেন্দ্রায়

মরুদ্ভ্যঃ, স্বাহা দেবেভ্যো হবিঃ (স্বাহাকৃতি) ৫।৫।১১; যথা বঃ স্বাহা(অ)গ্নয়ে দাশেম ৭।৩।৭ ; অস্রেধন্তো মরুতঃ সোম্যে মধৌ স্বাহেহ মাদয়াধ্বৈ ৭।৫৯।৬; স্বাহা স্তোমস্য বর্ধনা (অশ্বিনৌ) ৮।৮।৫ ; আ যাহি...স্বাহা সোমস্য পীতয়ে (ইন্দ্র) ৮।৩৪।১০ ; ৮।৬৩।৫; স্বাহা বয়ং কৃণবামা হবীংষি ১০।২।২ ; যাঁশ্চ দেবা বাবৃধুর্যে চ দেবান্, ৎস্বাহান্যে স্বধয়ান্যে মদন্তি ১০।১৪।৩ ; স্বাহাকৃতং বৃষভ বক্ষি হব্যম্ (স্বাহাকৃতি) ২।৩।১১ ; স্বাহাকৃতং হবিরদন্তু দেবাঃ (স্বাহাকৃতি) ১০।১১০।১১ ; স্বাহাকৃতস্য সমু তৃপ্নুত ঋভবঃ ১।১১০।১ ; স্বাহাকৃতস্য তৃম্পতং সুতস্য ৮।৩৫।২৪; স্বাহাকৃতান্যাগহি উপহব্যানি বীতয়ে ১।১৪২।১৩ ; বিশ্বে দেবাঃ স্বাহাকৃতিং পবমানস্যা গত ৯।৫।১১ ; অগ্নি... স্বাহাকৃতীষু রোচতে ১।১৮৮।১১ । নিঘণ্টুতে স্বাহা 'বাক্' (১।১১) ; যাস্ক বলছেন, 'স্বাহেত্যেতৎ সু আহ ইতি বা, 'স্বা বাগ্ আহ ইতি বা, স্বং প্রাহ ইতি বা, স্বাহুতং হরি র্জুহোতীতি বা' (৮।২১)। নিঘণ্টু থেকে বোঝা যাচ্ছে 'স্বাহা' বাক্ বা একটি বিশিষ্ট মন্ত্র। নিরুক্ত ব্যাখ্যার দ্বিতীয় কল্পে দুর্গ ব্রাহ্মণের ব্যুৎপত্তি উদ্ধার করছেন : 'তং স্বা বাগ্ অভ্যবদৎ জুহুধীতি, তৎ স্বাহাকারস্য জন্ম'। এই ব্যাখ্যা থেকে মন্ত্রের অর্থ 'উৎসর্গ' মনে হয়। অনেকগুলি উদ্ধরণে তার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু শব্দটির ব্যুৎপত্তিতে 'সু' ধাতু ঠিকমত লাগে না। 'স্বাহা' আর 'স্বধা' যদি জোড়া মন্ত্র হয় (১০।১৪।৩), তাহলে স্বধার মত স্বাহারও বিশ্লেষণ হবে স্ব + আহা। গত্যর্থক হা ধাতু আছে। 'আ' যোগে তা বোঝাবে আগমন। 'স্বাহা'র আরেকটি অর্থ তাহলে হতে পারে 'আপনি আসা', যেমন স্বধা 'আত্মপ্রতিষ্ঠা'। মন্ত্রের আর একটি অর্থ তাহলে আবাহন: "তুমি আপনি এসো, কেননা তুমি "সুহবঃ"। আবাহন আর উৎসর্গে ভাবে কোনও বিরোধ নাই ; কোনো-কোনো জায়গায় আবাহন অর্থটি বিশেষ করে খাটে (৭।৫৯।৬ ;

৮।৩৪।১০ ; ৮।৮।৫ ; অন্যান্য জায়গায় আবাহন অর্থ উৎসর্গের গুণীভূত)। স্বাহা দেবগণের মন্ত্র, স্বধা পিতৃগণের। সূচিত করে দুটি পথ, একটি আত্মোৎসর্গের গুণীভূত। স্বাহা দেবগণের মন্ত্র, স্বধা পিতৃগণের। সূচিত করে দুটি পথ, একটি আত্মোৎসর্গের, আর-একটি আত্মপ্রতিষ্ঠার, একটিতে দেবতা নেমে আসছেন মানুষের মাঝে, আর-একটিতে মানুষ উঠে যাচ্ছে দেবতার পানে। সেই বিপ্র আর নরের পথ—দেবযান আর পিতৃযান (দ্র. ১০।১৪।৩)।... এখানে স্বাহা শব্দটি মাঝখানে আপনমনে বলা] এসো, এই নাও।

তুম্রঃ— [তু. ইন্দ্রের বিশেষণ ৪।১৭।৮ ; ৪।১৮।১০ ; ৬।২২।৫ ; ১০।২৭।২ ; ন্যমিত্রেষু বধমিন্দ্র তুম্রং বৃষন্ বৃষাণম্ অরুণং শিশীহি (বজ্রের বিশেষণ) ১০।৮৯।৯ ।< √ তুম্ (ধাতু পাঠে ধরা নাই ; কিন্তু তু. 'তুমুল'; Lat.tumere 'to swell', tumor 'swelling', tumultus 'violent commotion'; O.E. pume. mod. germ.daumen, O.N. pumall, Eng.thumb)। সায়ণ এখানে অর্থ করছেন 'হিংসকঃ কিন্তু অন্যত্র আবার বলছেন' পীবাণম্'। 'শূরে'র যে মৌলিক অর্থ (< √ শূ), তুম্রের ও তাই] শৌর্যে উচ্ছ্বসিত, দুর্ধর্ষ।

মরুত্বান্— মরুদ্‌গণকে সঙ্গে নিয়ে এসো যাতে মূর্ধন্যভূমিতে আলোর ঝড় বয়ে যায়।

উরুব্যচাঃ— [তু. উরুব্যচা জঠর আ বৃষস্ব (ইন্দ্র) ১।১০৪।৯; উরুব্যচা অদিতিঃ শ্রোতু মে হবম্ ৫।৪৬।৬ ; উরুব্যচা নো মহিষঃ শর্ম যংসৎ (ইন্দ্র) ১০।১২৮।৮ ; উরুব্যচসং পৃথিবীং সুশেবাম্ ১০।১৮।১০ ; ইন্দ্রের বিশেষণ ৮।২।৫ ; ৭।৩১।১১; ৬।৩৬।৩ ; ইদং ভুবনং বিশ্বম্ উরুব্যচা বরিমতা গভীরং ১।১০৮।২ ; ।< উরু + বি √ অঞ্চ্ (ব্যাপ্ত হওয়া ; তু. দিবীব রুক্মমুরুব্যঞ্চম্ ৫।১।১২] সর্বত্র বিপুল হয়ে যিনি ছড়িয়ে পড়ছেন, সর্বব্যাপী। দেবতার বৈপুল্য আত্মচেতনারই অবাধ ব্যাপ্তি।

আ পৃণতাম্— নিজেকে পূর্ণ করুন।

অন্নৈঃ— [নিঘণ্টুতে অন্ন 'উদক' (১।১২) ; আবার আঠারোটি অন্ন নামের মধ্যে আছে 'অন্ধঃ', 'রসঃ' 'পিতুঃ'। তেমনি অন্নসূক্তের প্রায় প্রতিটি মন্ত্রে অন্নকে 'পিতু' বলা হয়েছে—'পিতু' সেখানে সোম (১।১৮৭।৯)। যে-দেবতার যাতে 'পয়ঃ' বা 'প্রয়ঃ' (আপ্যায়ন বা প্রীতি), তাই তাঁর অন্ন। ইন্দ্রের তৃপ্তি সোমে। বহুবচন প্রাচুর্যে ; অথবা সোমের সঙ্গে আরও-কিছু দেওয়া হয় তাই লক্ষ্য করে' তু. ৩।৫২] ভোজ্যে ; সৌম্যধারায়। তোমার 'অন্ন' আমার 'হবিঃ'।

তন্বঃ কামং—তোমার তনুর কামনা ; যা তুমি চাও। 'দ্রবিণোদাঃ পিপীষতি (১।১৫।৯), 'সোমম্ ইন্দ্রঃ পিপাসতি' (৮।৪।১১)—দেবতা চিরতৃষিত। আমার আহুতি হে দেবতা, তোমার কামনাকে।

ঋধ্যাঃ— ঋদ্ধ করুক, তৃপ্ত করুক।

উৎসর্গের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে। দেবতাকে বলি, 'তুমি এসো, তুমি সুস্বাগত—আমার সব নাও'। আমার নাড়ীতে উত্তরবাহিনী এই-যে রসের ধারা, এতো সেই বজ্রসত্ত্বেরই জন্যে। তিনি আসুন—অবিপ্লুত শৌর্যে তুমুল হয়ে, ভাঙুন বাধা, মূর্ধন্য চেতনায় আনুন আলোর ঝড়, আধারের গভীরে অবন্ধ্য শক্তিপাতের ধারাসার। আমার অনন্তসমাপন্ন সত্তার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুন তিনি চিন্ময় বৈপুল্যে, তার পর্বে-পর্বে সন্দীপ্ত রসচেতনার চিত্র-উপচারে হোন্ আপ্যায়িত, উৎসৃষ্ট এ-তনুর নিবিড় আসঙ্গে তৃপ্ত হোক তাঁর অতনু তনুর আকুল তৃষা :

স্বাহা! বজ্রসত্ত্ব করুন পান —তাঁরই তরে এই সোমের ধারা :

আসুন তিনি, তুমুল হয়ে, শক্তির নির্ঝর, মরুদ্‌গণকে সঙ্গে নিয়ে।

সব ছেয়েছেন, এবার নিজেকে পূর্ণ করুন এই রসের চিত্র উপচারে—

আমার আহুতি তাঁর তনুর কামনাকে করুক সন্তৃপ্ত।।

২

আ তে সপর্যূ জবসে যুনজ্‌মি

যয়োর্ অনু প্রদিবঃ শ্রুষ্টিম্ আবঃ।

ইহ ত্বা ধেয়ুর্ হরয়ঃ সুশিপ্র

পিবা ত্ব অস্য সুষুতস্য চারোঃ।।

সপর্যূ— [দ্বিবচনে অনন্যপ্রয়োগ। < √ সপ্ (পরিচর্যা করা ; নিঘ. ৩।৫, সেখানে 'সপতি' 'সপর্যতি' দুটি রূপই আছে) + অর্ + য (নাম ধাতু, যেমন 'বধর্য' < বধঃ) পরিচরণ করা, সঙ্গে থাকা সেবকরূপে।] তোমার নিত্যপরিচর দুটি জ্যোতির্বাহন। আমিই তাদের যুক্ত করছি (আ যুনজ্‌মি)। তারা 'বচোযুজ', 'মনোযুজ' বা 'ব্রহ্মযুজ'। আমার বচনে (অর্থাৎ জপে), মননে বা চেতনার প্রসারে দেবতাকে তারা সচল করে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই দুটি বাহন বীর্য এবং প্রজ্ঞা (কৌষিতকী উপনিষদে প্রাণ ও প্রজ্ঞা), অধিভূত দৃষ্টিতে বজ্র ও বিদ্যুৎ। চেতনার বাহন নাড়ী, তাই দেবতার বাহন অশ্ব। হঠযোগী বলবেন বজ্রাণী আর চিত্রাণী নাড়ীর কথা। এরা হল সুষুম্নার ভিতরে ; বাইরে তারা পিঙ্গলা এবং ইড়া, আরও স্থূলভাবে ধরলে দুটি শ্বাস। হঠযোগী বলেন, এই শ্বাসই মনকে চালায়। ইন্দ্র যদি শুদ্ধ মন হয়, তাহলে তাঁর বাহন-দুটি শুদ্ধ প্রাণ ; দেবতা, বাহন আর রথের পরস্পর সম্পর্কই তাই, একথা আগেও বলেছি।

অনু প্রদিবঃ— সেই প্রথম উষা ফুটল যখন, তখন থেকে ; চিরকাল।

শ্রুষ্টিম্— [তু. বিশ্বস্য হি শ্রুষ্টয়ে দেব ঊর্ধ্বঃ প্র বাহবা পৃথুপাণিঃ সিসর্তি (সবিতা) ২।৩৮।২ ; যদ্ধ স্যা ত ইন্দ্র শ্রুষ্টিরস্তি যয়া বভূথ জরিতৃভ্য ঊতী ১।১৭৮।১ ; ও শ্রুষ্টি র্বিদথ্যা সমেতু ৭।৪০।১ ; গিরা চ শ্রুষ্টিঃ

সভরা অসন্নঃ (আবেশযুক্ত দিব্য বাণী) ১০।১০১।৩ ; পুষ্টিগুঃ এবং শ্রুষ্টিগুঃ দুটি ঋষির নাম ৮।৫০ ; ৮।৫১ ; ৮।৫১।১ ; মর্তেষু মিত্রো বৃণীতে শ্রুষ্টিম্ (অগ্নি) ১।৬৭।১ ; নৃভ্যো যদেভ্যঃ শ্রুষ্টিং চকর্থ (অগ্নি) ১।৬৯।৪ ; অয়া ধিয়া মনবে শ্রুষ্টিমাব্য ১।১৬৬।১৩; অধ্বর্যবঃ কর্তন শ্রুষ্টিমস্মৈ (ইন্দ্রায়) ২।১৪।৯ ; অহেলতা মনসা শ্রুষ্টিম্ আবহ (ইন্দ্র) ২।৩৫।৩ ; শ্রুষ্টিং চক্রু র্ভৃগবো দ্রুহ্যবশ্চ ৭।১৮।৬ ; শ্রুষ্টিং চক্রুর্নিযুতো রন্তয়শ্চ ৭।১৮।১০ ; কৃণুতং নো অধ্বরং শ্রুষ্টিমন্তম্ ১।৯৩।১২ ; যূয়ং ধত্থ রাজানং শ্রুষ্টিমন্তম্ (মরুতঃ) ৫।৫৪।১৪ ; শ্রুষ্টী বীর জায়তে দেবকামঃ (অগ্নি) ২।৩।৯ ; শ্রুষ্টী দেষ্ণমভি গৃণীহি রাধঃ ২।৯।৪ ;— এই অর্থেই ২।১৪।৮ ; ৩।৯।৮ ; ৪।৩৬।৪ ; ৬।১৩।১ ; ৬।৬৮।১ ; ৭।৩৯।৪ ; ৮।২৩।১৪ ; ১৮ ; অশ্বিনা শ্রুষ্ট্যাগতম্ ৮।৮৭।৬ ; ৯।১০৬।১ ; ১০।২০।৬ ; শ্রুষ্টীবরীর্ ভূতনাস্মভ্যম্ আপঃ ১০।৩০।১১ ; শ্রুষ্টীবেব প্রেষিতো বাম্ অবোধি ৭।৭৩।৩ ; শ্রুষ্টীবানো হি দাশুষে দেবা অগ্নে বিচেতসঃ ১।৪৫।২ ; শ্রুষ্টীবানং বরিবোধাম্ (অশ্বিদ্বয়ের রথ) ১।১১৯।১ ; অধ স্মা তে পরিচরন্তি...শ্রুষ্টীবানো নাজর ১।১২৭।৯ ; শ্রুষ্টীবানং ধিতাবানম্ (অগ্নি) ৩।২৭।২; শ্রুষ্টীবানেব হবম্ আগমিষ্টম্ (অশ্বিদ্বয়) ১০।১০৬।৪ ; একস্য শ্রুষ্টৌ যদ্ধ চোদমাবিথ ২।১৩।৯ । শ্রুষ্টির মৌলিক অর্থ 'যা শোনা যায়' বা 'শ্রুতি', < √ শ্রু (ষ) + তি। দেবতা আমার আহ্বান শুনে ছুটে আসেন আমার কাছে, অথবা তাঁর ডাক শুনে আমি ছুটে যাই তাঁর কাছে, দুয়েরই মূলে আছে শ্রুষ্টি বা ডাক শুনে সাড়া দেওয়া (তু. ১০।১০৬।৪), তৎপর হওয়া বা ব্যাকুল হওয়া। এই ভাব থেকেই তৃতীয়ান্ত 'শ্রুষ্টী' শব্দটির অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে 'তাড়াতাড়ি' (শ্রুষ্টীতি ক্ষিপ্র নাম, আশু অষ্টীতি, নি. ৬।১৩ ; অথচ 'শ্রুষ্টিবরী'র ব্যাখ্যায় যাস্ক বলছেন 'সুখবত্যঃ' ৬।২২— এটি

লক্ষণীয়)। ক্ষিপ্রার্থক 'শ্রুষ্টী' একটি জায়গা ছাড়া সর্বত্রই পাদের আদিতে বসেছে। সাড়া, তৎপরতা, ব্যাকুলতা বা ক্ষিপ্রতা হল শ্রুষ্টির একদিককার অর্থ ; আর একদিকের অর্থ শোনা ব্যাপারের সঙ্গে নয়, যা শোনা যাচ্ছে তার সঙ্গে জড়িত। এই অর্থে শ্রুষ্টি বাক্, যা যজমানের 'মন্ত্র' আর দেবতার 'পরাবাণী' শেষের অর্থে শ্রুষ্টি বিশ্বের পরমর্থে (২।৩৮।২), শ্রুষ্টি 'বিদথ্যা' বা জ্ঞানযোগের ফল (৭।৪০।১), 'সভরা' বা দিব্যাবেশযুক্ত (১।১০১।৩), অগ্নি বা অভীপ্সার বরণীয় ১।৬৭।১ ইত্যাদি। দেবতারা যখন শ্রুষ্টীবান্ বা শ্রুষ্টীবরী, তখন তাঁরা পরাবাণীর আধার বা প্রাপক, কিংবা ডাকলেই সাড়া দেন এই দুটি অর্থই হতে পারে। যজমান যখন শ্রুষ্টীবান্ তখন তিনি দিব্যভাব প্রেরিত প্রবক্তা (inspired prophet ; ৭।৭৩।৩)। এই মন্ত্রে] তৎপরতা। দেবতার বাহনেরা দেবতার সম্পূর্ণ স্ববশ। আমি আজ তাদের জুড়ছি বটে তাঁর রথে, কিন্তু তারা আমার নিয়ন্ত্রণ মানছে তাঁরই প্রেরণায়। প্রাণকে বশ না করলে দেবতাকে পাওয়া যায় না, কিন্তু সে-বশীকারের শক্তি দেবতাই দেন।

আবঃ— আগলে রেখেছ, প্রেরণা দিয়েছ।

ধেয়ুঃ— [√ ধা + বিধিলিঙ্ যুস্] স্থাপনা করুক, নিহিত করুক। এখানে বহুবচন একই শক্তির নানা বৃত্তি বোঝাতে। সব বৃত্তি একাগ্র হয়ে দেবতাকে এই আধারে নিয়ে আসুক এরই নাম 'যোগ'।

সুশিপ্র— [অগ্নির বিশেষণ ৫।২২।৪ ; রুদ্র ২।৩৩।৫ ; বিশ্বদেব ৭।৩৭।১ ; এ ছাড়া সর্বত্রই ইন্দ্রের বিশেষণ। যাস্কের মতে 'শিপ্রে চঞ্চু হনূ নাসিকে বা' (৬।১৭)। তু. Gk. Kephale 'head' < Aryan ghebal, cogn. w. Gothic gibla 'pinnacle', the original sense being 'apex, highest point'. চোয়াল আর নাক

সমুখঠেলা, এই অর্থে যাস্কের ব্যাখ্যা অসঙ্গত নয়। আবার বেদে 'শেপ' পুরুষের প্রজনন যন্ত্র (৯।১১২।৪ ; ১০।৮৫।৩৭), ল্যাজ (১০।১০৫।২ ; তু. অজীগর্ত্তের তিন ছেলের নাম শুনঃপুচ্ছ, শুনোলাঙ্গুল, শুনঃশেপঃ)। এর সঙ্গে শিপ্রের সম্বন্ধ থাকা খুবই সম্ভব। তাহলে 'শিপ্র' অর্থ হতে পারে' বীর্য 'পৌরুষ'। যাস্ক বিষ্ণুর 'শিপিবিষ্ট' নামের ব্যুৎপত্তি দিতে গিয়ে পক্ষান্তরে বলছেন 'শিপয়োঽত্র রশ্ময় উচ্যন্তে' (৫।৮)। শব্দ ব্যুৎপত্তির দিক দিয়ে এ-ব্যাখ্যা অমূলক হলেও, শেপ-শব্দের দুটি অর্থের ইঙ্গিত এখানেও পাওয়া যাচ্ছে। শিপ্র শব্দের সঙ্গে যে সমস্ত পদগুলি পাওয়া যায়—যেমন, হরিশিপ্রঃ, হিরণ্যশিপ্রঃ, বৃষশিপ্রঃ, অরঃশিপ্রঃ ইত্যাদি—তাদের সঙ্গে পৌরুষ, বীর্য, তেজ এই অর্থ অসঙ্গত হয় না।] সুবীর্য।

সুষুতস্য চারোঃ— [তু. উত ত্বচং দদতো বাজসাতৌ পিপ্রীহি মধ্বঃ সুষুতস্য চারোঃ ৫।৩৩।৭ ; পিবা ত্বস্য সুষুতস্য চারোঃ ৭।২৯।১ । এই সুষুতের সঙ্গে তু. 'সুযুম্ন'—(দ্র. 'সুম্ন' ৩।৪২।৬)। বিশেষ্য 'সুষুতি' ; তু. যুবং সুষুতিং চক্রথুঃ পুরন্ধয়ে (অশ্বিদ্বয় ; এখানে অধ্যাত্মসবনের উল্লেখ স্পষ্ট। G. বলেন 'সুষুতি' = offspring ; কিন্তু তখন √ সূ, 'সু' নয়। এখানে 'বধ্রিমতী' প্রতীকী. দ্র. ১।১১৭।২৪) ১০।৩৯।৭] সযত্নে অভিষুত আনন্দধারাকে, সুষুম্নবাহিনী আনন্দধারাকে।

তোমার দুটি জ্যোতির্বাহন—বজ্র আর বিদ্যুৎ—তারা তোমার নিত্যসহচর। আমার মন্ত্রচেতনায় তারা যুক্ত হ'ক, সচল করুক, ক্ষিপ্রগ করুক তোমার রথ। না দেবতা, এ আমার প্রেষণা নয়। সেই সৃষ্টির আদিম উষা হতে তোমার প্রেষণায় তোমারই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এসেছে তারা। দুটি আলোর ধারা বহু শাখায় বিচ্ছুরিত হয়ে তোমায় নিয়ে আসুক, নিহিত করুক এই আধারে, হে সুমঙ্গল বীর্যের নির্ঝর! এই যে তোমারই তরে সুষোমা-বাহিনী সুধার ধারা ; হে দেবতা, তোমার তৃষ্ণা মেটাও:

তোমার নিত্যসহচর বাহন দুটিকে এই যে যুক্ত করছি আমি—ছুটে চলবে বলে:

সেই প্রথম দিন হতেই তাদের ক্ষিপ্র সাড়ার প্রচোদিতা তুমিই যে।

এইখানে তোমায় নিহিত করুক জ্যোতির্বাহনেরা, হে সুবীর্য, —

পান কর গো এই সুষুত সোম্য-ধারা আনন্দিনী।।

৩

গোভির্ মিমিক্ষুং দধিরে সুপারম্

ইন্দ্রং জ্যৈষ্ঠ্যায় ধায়সে গৃণানাঃ।

মন্দানঃ সোমং পপিবাঁ ঋজীষিন্‌ৎ

সম্ অস্মভ্যং পুরুধা গা ইষণ্য।।

গোভিঃ— [বহুবচনে কিরণবাচী (নিঘ. ১।৫)। তা ছাড়া যাস্ক এই অর্থগুলি দিচ্ছেন: গোরিতি পৃথিব্যা নামধেয়ম্...অথাপি পশুনামেহ ভবতি এতস্মাদেব...অথাপি অস্যাং তদ্ধিতেন কৃৎস্নবন্নিগমা ভবন্তি...পয়সঃ ...অধিষবণচর্মণঃ...অথাপি চর্ম চ শ্লেষ্মা...অথাপি স্নাব চ শ্লেষ্মা চ...জ্যাপি গৌরুচ্যতে...আদিত্যোঽপি গৌরুচ্যতে...অথাপ্যস্তৈকো রশ্মিশ্চন্দ্র মসং প্রতি দীপ্যতে, 'সুষুম্ণো সূর্যরশ্মিঃ' ইত্যপি নিগমো ভবতি (বা. স. ১৮।৪০) সোঽপি গৌরুচ্যতে...সর্বেঽপি রশ্ময়ো গাব উচ্যন্তে (২।৫-৬)। আবার 'গৌঃ' বাক্ (নিঘ. ১।১১), দ্যুলোক এবং আদিত্য (নিঘ. ১।৪) স্তোতা (নিঘ. ৩।১৬)। দেখা যাচ্ছে, সাধারণ অর্থে 'গৌঃ' পশু এবং সেই উপলক্ষ্যে তার দুধ, চামড়া, স্নায়ু, তাঁত।

কিন্তু প্রতীকী অর্থে গৌঃ আদিত্য, দ্যুলোক, সূর্যরশ্মি এবং পৃথিবী, আবার মাধ্যমিকা বাক্ এবং স্তোতা। অর্থাৎ গৌ ত্রিভুবনরূপিণী এবং জীবাত্মা। এই হল গৌ-র শক্তিরূপ। শিবরূপে তিনি বৃষভ। বৃষভ আর ধেনু দুটি মিলে আদি-মিথুন। গৌ যখন জীবাত্মা, তখন দেবতা 'গোপা'—পুরাণে গোপাল। আবেস্তাতেও গৌঃ Soul of Earth (গাথা অহুনবৈতি)। গো-র সঙ্গে আলোর সম্বন্ধ কী করে ঘটল? এই ছবিটি মনে আসে। ভোর হয়েছে, আকাশে টুকরো-টুকরো মেঘের পরে ভোরের আলো পড়ে বিচিত্র রঙে তাদের রাঙিয়ে তুলছে। উষা আসছেন, তাঁর বাহন 'অরুণ্যো গাবঃ' (নিঘ. ১।১৫)—অরুণবর্ণা গাভীরা। নীচে তাকাও, ভোর হতেই নানা-রঙের গরু মাঠে চরতে বেরিয়েছে; উপরের আকাশও ঠিক এই সময়ে হয়েছে একটা বিরাট গোচারণের মাঠ। এখানকার গাভীরা মৃন্ময়ী, ওখানকার জ্যোতির্ময়ী। তাই থেকে গো আলোর প্রতীক। গরুর দুধ শাদা, ও যেন আলোর ধারা। আদিত্য যদি গৌঃ, তাহলে তাঁর এক-একটি কিরণ জীবের হৃদয়ে-হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হয়ে তাদেরও করছে গৌঃ। আদিত্য বা বিষ্ণু তখন 'গোপাঃ' আর জীব গো। তার চিন্ময় শুভ্রসত্তাই গো। গো-র শান্ত চলন আর অশ্বের ক্ষিপ্রগতি এই দুটি বৈশিষ্ট্য হতে আবার গো হল প্রজ্ঞা, ব্রাহ্মণ্য—আর অশ্ব হল ওজঃ (১০।৭০।১০), ক্ষাত্রশক্তি। সাম্য অনেকদূর টানা যায়, —যজ্ঞের জন্য ব্রাহ্মণের দরকার গরুর, আর যুদ্ধের জন্য ক্ষত্রিয়ের চাই ঘোড়া। কিন্তু যুদ্ধ ব্রাহ্মণকেও করতে হয়, —বাইরে নয়, অন্তরে। তখন তারও ক্ষত্রশক্তির প্রয়োজন। দেবতার কাছে তাই তিনি শুধু গো চান না, চান অশ্বও। দ্র. ১০।১৬৯ এখানে] কিরণদ্বারা ; চিন্ময় বৃত্তির দ্বারা। যেমন ইন্দ্র 'গোভিরদ্রিমৈরয়ৎ'—আলোর হানায় হটিয়ে দিলেন অদ্রির বাধাকে (১।৭।৩), তেমনি সাধকেরাও শুদ্ধ ভাবনার দ্বারা ধারণ করলেন (**দধিরে**) ইন্দ্রকে।

মিমিক্ষুং— [অনন্য প্রয়োগ। আর-এক রূপ 'মিমিক্ষঃ'—মিমিক্ষ ইন্দ্রে ন্যয়ামি সোমঃ ৬।৩৪।৪ । < √ মিশ্ (মেশা ; তু. Lat miscare 'to mix', cogn. w. Gk. misgein 'to mix, mingle') + ইচ্ছার্থে স + উ] যিনি মিশতে চান, ভক্তের মাঝে আবিষ্ট হতে চান।

সুপারম্— অনায়াসে পার করে নিয়ে যান যিনি আঁধারের ওপারে।

জৈ্যষ্ঠ্যায়— [তু. সদ্যোবৃদ্ধো অজায়থাঃ, ইন্দ্র জৈ্যষ্ঠ্যায় সুক্রতো ১।৫।৬ । < √ জ্যা (অভিভূত করা ‖ জি + ইষ্ঠ + ভাবে য] অধৃষ্যতম সর্বাভিভাবী শক্তির জন্য। এই শক্তির পরিণাম অচলস্থিতিতে।

ধায়সে— [তু. অবৃকায় ধায়সে (অটুট প্রতিষ্ঠার জন্য) ১।৩১।১৩; বি তস্থে মাতা...অদিতি ধায়সে বেঃ ১।৭২।৯ ; মিত্রস্য বরুণস্য ধায়সে ১।৯৪।১২; তে (ইন্দ্রস্য) তুবিষ্টমায় ধায়সে ১।১৩০।২ ; মর্তং শং সং বিশ্বধা বেতি ধায়সে (অগ্নি) ১।১৪১।৬ ; স্বঃ স্বায় ধায়সে কৃণুতাম্ ঋত্বিগ্ ঋত্বিজম্ ২।৫।৭ ; যো হ প্রথমায় ধায়সে ওজো মিমানঃ (ইন্দ্র) ২।১৭।২ ; অন্তর্মহী সমৃতে ধায়সে ধুঃ ৩।৩৮।৩; যং মর্ত্যঃ পুরুস্পৃহং বিদদ্ বিশ্বস্য ধায়সে (অগ্নি) ৫।৭।৬ ; আ যস্তে...শম্ অস্তি ধায়সে (অগ্নি) ৫।৭।৯ ; মাতেব যদ্ ভরসে পপ্রথানো জনং জনং ধায়সে চক্ষসে চ (অগ্নি) ৫।১৫।৪ ; ইষম্ অশ্যাম ধায়সে ৫।৭০।২ ; স মর্মৃজান ইন্দ্রিয়ায় ধায়সে (সোম) ৯।৭০।৫, সোমঃ পুনান ইন্দ্রিয়ায় ধায়সে ৯।৮৬।৩ ; প্র ক্ষোদসা ধায়সা সস্র এষা (সরস্বতী) ৭।৯৫।১ ; ধাযোভি র্বা যো যুজ্যোভিরর্কৈঃ...দবিদ্যোৎ (অগ্নি) ৬।৩।৮; < √ ধা (স্থির হওয়া, সুপ্রতিষ্ঠ হওয়া) + অস্।] অচলপ্রতিষ্ঠার তরে ; ধারণা বা ধৃতির তরে। লড়াই করে যা পাওয়া গেল, তাকে রাখতে হবে। এরই অন্য নাম যোগক্ষেম।

মন্দানঃ— [√ মদ্ ‖ মন্দ্ (আনন্দে মাতাল হওয়া) + শানচ্। প্রায় সর্বত্রই ইন্দ্রের বিশেষণ ; শুধু বায়ুর ৮।২৬।২৫; সোমের ৯।৪৭।১ ; অগ্নি ও ইন্দ্রের ৭।৯৪।১১ । অধিকাংশ প্রয়োগ অষ্টম মণ্ডলে। অনুরূপ:

'মন্দমান', 'মন্দসান' 'মন্দৎ' 'মন্দন' 'মন্দিন্' 'মন্দ্র'। মুখ্যত মত্ততা ইন্দ্রের। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, অগ্নি, বায়ু এবং সোম এই তিনজনও 'মন্দানঃ'। অর্থাৎ আনন্দ আছে তিনটি ভুবনেই। এই আনন্দ সোমপানজনিত দেবতার আনন্দ। অধ্যাত্মযোগে, নাড়ীশুদ্ধিতে যে অনাবিল রসচেতনার উন্মেষ হয়, তাই 'সোমস্য মদঃ'। এই আনন্দেই শিবের দৃষ্টি ঢুলু-ঢুলু, শেষরূপী সঙ্কর্ষণ বলরাম মাতাল। মূলত এ-আনন্দ নিরোধের আনন্দ, ঊর্ধ্বস্রোতা ওজঃশক্তির আনন্দ—তাই ইন্দ্রের বিশেষণ বিশেষ করে। তন্ত্রের সঙ্কেতে বলা চলে, এক-একটি গ্রন্থিভেদের আনন্দই যথাক্রমে অগ্নি, বায়ু ও সোমের আনন্দ—ইন্দ্রের আনন্দ সবার মধ্যে অনুস্যূত। এই অনুস্যূতির ভাবটি ব্যক্ত হচ্ছে এখানে তাঁর 'ঋজীষিন্' বিশেষণে।] (আনন্দে) মাতাল হয়ে।

পপিবান্— [√ পা + ক্বসু] পান করেছ।

ঋজীষিন্— [দ্র. ৩।৩২।১, ৩।৩৬।১০] তীরবৎ ঋজুগতি যাঁর। √ ঋজ্ = আলোর ঠিকরে পড়া (দ্র. ৩।৪৩।৬)। ইন্দ্র চক্রে-চক্রে সোম পান করে বিদ্যুতের মত উজিয়ে যান মূর্ধন্যচেতনার পানে।

পুরুধা— [তু. উষাসানক্তা পুরুধা বিদানে ১।১২২।২ ; ত্বষ্টা...পুরুধা জজান ৩।৫৫।১৯ ; অনূনমগ্নিং পুরুধা সুশ্চন্দ্রং ৪।২।১৯ ; পুরূণ্যগ্নে পুরুধা ত্বায়া বসূনি ৬।১।১৩ ; অয়ং যো বজ্রঃ পুরুধা বিবৃত্তঃ ১০।২৭।২১; চতুস্ত্রিংশতা পুরুধা বিচষ্টে...জ্যোতিষা (ইন্দ্রঃ) ১০।৫৫।৩ ; ত্বামিন্দ্র পুরুধা জনাসো...হ্বয়ন্তে ১০।১১২।৭; (সূর্যঃ) পুরুধা বিরাজতি ১০।১৭০।৩] সব রকমে, সর্বতোভাবে ; অক্ষুণ্ণশক্তি নিয়ে।

গাঃ ইষণ্য— [§ ইষণ্য < ইষ্ও (খোঁজা, চাওয়া) > ইষন্ || ইষ্ও (ইষণ্ন্, ইষ্ণানঃ...)। তু. 'গো + ইষ্টি', 'গো + ইষ্' 'গো + এষণ] আলোক রশ্মি খুঁজে আন আমাদের জন্য। এই রশ্মিরা আছে সহস্রারে—বিষ্ণুর পরমপদে: 'যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ, অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদম্ অবভাতি ভূরি (১।১৫৪।৬ ; এখানে বলা হচ্ছে

'বাং বাস্তূনি' অর্থাৎ ইন্দ্র এবং বিষ্ণুর)। এই হল পুরাণের 'গোলোক,' পৃথিবীতে তাই নেমে এসেছে বৃন্দাবন হয়ে। প্রথম পাদের 'গো' মানুষী চেতনা ; এখানকার 'গো' দিব্যচেতনা। এখানে আলো ফোটাতে পারলে তবে ওখানকার আলো নামবে :

কণ্ঠে সুর নিয়ে ভোরের আলোয় জাগল তারা। তারা যে জেনেছে দেবতার ব্যাকুল এষণা এই আধারে নিজেকে মিশিয়ে দেবেন বলে, সেই নিপুণ নেয়ের খেয়ার ডাক এই যে এসে পশেছে তাদের কানে। তাদেরও বুকে উষার আলো ; তারই ছন্দে দেবতার অচল আসন রচেছে তারা এই হৃদয়ে। এবার ভাঙবে অচিতির সকল বাধা, জ্যোতির প্রতিষ্ঠা অটল হবে।...বজ্রসত্ত্ব, উজানপথে বিদ্যুতের দীপনী তুমি, মাতাল হয়েছ এই আধারের সুধার ধারায় চুমুক দিয়ে ; এইবার আড়াল ভাঙো—আনো আমাদের 'পরে দ্যুলোকের আলোর প্লাবন:

তারা আলোর ছটা দিয়ে ধরে রেখেছে তাঁকে, যিনি মিশতে চাইছেন—নিপুণ নেয়ে—

ইন্দ্রকে ধরে রেখেছে সবছাপানো বীর্যের তরে, অচলস্থিতির তরে সুরশিল্পীরা।

আনন্দে মাতাল হয়ে সৌম্যসুধা পান করেছ, হে ক্ষিপ্রচর,—

এবার আমাদের মাঝে সব আড়াল ভেঙে আলোকের প্লাবন আন।।

৪ নং = ৩।৩০।২০

৫ নং = ধুয়া

গায়ত্রী মণ্ডল, ইন্দ্র দেবতা
একপঞ্চাশত্তম সূক্ত

ছন্দ হিসাবে সূক্তটির তিনটি ভাগ,— গোড়ায় একটি জগতীর তৃচ, তারপর দুটি ত্রিষ্টুভের তৃচ, সবার শেষে একটি গায়ত্রীর তৃচ। প্রথম দুটি শুধু প্রশস্তি, তাতে সোমপানের কথা নাই—আছে শেষের দুটি তৃচে। সাধনার দিক দিয়ে, সূক্তের পূর্বার্ধে মন্ত্রযোগ, উত্তরার্ধে ক্রিয়াযোগ। উত্তরার্ধের প্রথম তৃচটির দেবতা মরুত্বান্ ইন্দ্র; অর্থাৎ ভ্রূমধ্যের ওপারে রসের সাধনার ইঙ্গিত। দ্বিতীয় তৃচে সাধারণ ভাবে সোমপানের আবাহন—তার শেষ মন্ত্রে সৌম্য আনন্দের সঞ্চারের বর্ণনা। পূর্বার্ধটি বোধির আলোকে দীপ্ত, দেবতার স্বরূপ বর্ণনার ঐশ্বর্য আছে।

১

চর্ষণীধৃতং মঘবানম্ উক্থ্যম্

ইন্দ্রং গিরো বৃহতীর্ অভ্য্ অনূষত।

বাবৃধানং পুরুহূতং সুবৃক্তিভির্

অমর্ত্যং জরমাণং দিবে দিবে।।

চর্ষণি-ধৃতম্—[তু. ইন্দ্রের বিশেষণ ৪।১৭।২০ ; ৮।৯৬।২০ ; ১০।৮৯।১ ; ৩।৩৭।৪ ; ইন্দ্রশক্তি ৮।৯০।৫ ; মিত্রের ৩।৫৯।৬ ; বরুণের ৪।১।২ ; বিশ্বদেবগণের ১।৩।৭ । § 'চর্ষণি' —দ্র. ৩।৩৪।৭ ; ৩৭।৪ । দেখা যাচ্ছে, ইন্দ্রই বিশেষ করে 'চর্ষণিধৃৎ'—সাধকের

চলার পথে নিত্যসাথী। অধ্যাত্মযোগে ওজঃশক্তির এই কাজ। অবশ্য তার প্রেরণা আসে দ্যুলোকের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত জ্যোতি হতে। মহাশূন্যে চিৎসূর্য জ্বলছে, আধারের ওজঃশক্তি তারই দিকে সাধককে নিয়ে চলেছে প্রতি পদক্ষেপে তাকে আগলে রেখে—এই হল পুরো ছবিটি।] সাধকের চলৎশক্তির ধারক বা উৎস যিনি।

উক্থ্যম্— [< উক্থ > √ বচ্ + থ। নিঘ. 'প্রশস্য' ৩।৮। ইন্দ্রের গুণবর্ণনা করে বারবার ধুয়া ধরে বলা হয়েছে—সাস্য উকথ্যঃ ২।১৩।২-১২] 'উক্থ' বা বাক্ বা মন্ত্রের লক্ষ্যভূত ; প্রশস্য।

বৃহতীঃ গিরঃ— যে বোধনসঙ্গীত চেতনাকে বৃহৎ বা বিস্ফারিত করে। তু. গৃৎসমদের ধুয়া—'বৃহৎ বদেম বিদথে সুবীরাঃ (২।১।১৬)। এই 'বৃহতী গীঃ' ই ব্রহ্ম। উপনিষদে একাক্ষর ব্রহ্ম হল ওঙ্কার। তন্ত্রের বীজে তার সঙ্কেত বহন করে নাদ-বিন্দু। তা ছাড়া ব্রাহ্মণে 'বাগ্ বৈ বৃহতী'—মন্ত্র সাধনার লক্ষ্য হল চেতনার বিস্ফারণ।

অভি অনূষত— [√ নু (স্তব করা) + লঙ্ অন্ত। এই ধাতুটি প্রণবেরও মূলে] তাঁরই উদ্দেশে মুখর হয়েছে।

বাবৃধানম্— ক্রমবর্ধমান, উপচীয়মান। দেবতার আবির্ভাব স্ফুলিঙ্গের মত। ক্রমে তিনি ছড়িয়ে পড়েন আধারের সর্বত্র। তাই সাযুজ্য।

পুরুহূতম্— ['পুরু' নিঘণ্টুতে বহুবাচী। তাই থেকে কখনও সর্ববাচীও।] বারবার যাঁকে ডাকে সাধকেরা।

সুবৃক্তিভিঃ—[তু. প্র বাং স্তোমাঃ সুবৃক্তয়ো গিরো বর্ধন্ত্বশ্বিনা ৮।৮।২২ ; ভরাম্যাঙ্গূষং বাধে সুবৃক্তি (ক্রিয়াবিশেষণ) ১।৬১।২ ; গিরশ্চ গির্বাহসে সুবৃক্তি (ঐ) ১।৬১।৪ ; এবা তে হারিযোজনা সুবৃক্তি ইন্দ্র ব্রহ্মাণি গোতমাস অক্রন্ (ঐ) ১।৬১।১৬ ; এষ...স্তোমঃ...অকারি মানেভি...সুবৃক্তি ১।১৮৪।৫ (ঐ) ; প্র যুঞ্জতে প্রযুজস্তে সুবৃক্তি (ঐ) ১।১৮৬।৯ ; অস্তোষি...নপাতমপাং সুবৃক্তি (ঐ) ৫।৪১।১০; প্রস্তুতি র্বাং ধাম ন প্রযুক্তিরয়ামি মিত্রাবরুণা সুবৃক্তিঃ ১।১৫৩।২ ; অয়ামি

স্রুগ্ ঘৃতবতী সুবৃক্তি ৬।১১।৫ ; বিসৃষ্টধেনা ভরতে সুবৃক্তি ৭।২৪।২; ইয়ং বাং ব্রহ্মণস্পতে সুবৃক্তি র্ব্রহ্মেন্দ্রায়...অকারি ৭।৯৭।৯ ; এন্দ্রং ববৃত্যাম্ অবসে সুবৃক্তিভিঃ ১।৫২।১ ; ১।১৬৮।১ ; অস্মা...ভরাম্যাঙ্গুষং...সু বৃক্তিভিঃ সূরিং বাবৃধধ্যৈ ১।৬১।৩ ; আঙ্গুষং সুবৃক্তিভিঃ স্তুবত ঋগ্মেয়ায় ১।৬২।১ ; আ বো...ববৃত্যামবসে সুবৃক্তিভিঃ ১।১৬৮।১ ; ইন্দ্রং বাবৃধানং সুবৃক্তিভিঃ ৩।৫১।১ ; দেবং নরঃ সবিতারং বিপ্রা যজ্ঞৈঃ সুবৃক্তিভিঃ নমস্যন্তি ধিয়েষিতাঃ ৩।৬২।১২ ; স নো ধীতি বরিষ্ঠয়া শ্রেষ্ঠয়া চ সুমত্যা, অগ্নে রায়ো দিদীহি নঃ সুবৃক্তিভি র্বরেণ্য (তিনটি সাধনোপায়) ৫।২৫।৩ ; সুবৃক্তিভির্হব্যবাহম্...ঋঞ্জসে ৬।১৫।৪ ; সুবৃক্তিভিঃ সরস্বতীমা বিবাসেম ধীতিভিঃ ৬।৬১।২ ; হবামহে বাং বৃষণা সুবৃক্তিভিঃ ৭।৮৩।৯ ; সরস্বতীম্ ইন্মশৃয় সুবৃক্তিভিঃ স্তোমৈঃ ৭।৯৬।১ ; আ যাতং...অন্তরিক্ষাৎ সুবৃক্তিভিঃ ৮।৮।৩ ; তং শিশীতা সুবৃক্তিভিঃ ৮।৪০।১০ ; আসূর্যং রোহয়ো দিবি, ঘর্মং ন সামন্ তপতা সুবৃক্তিভিঃ ৮।৮৯।৭ ; বিদথ্যং সুবৃক্তিভি র্বয়ং হবামহে ১০।৪১।১; তাঁ আ বিবাস নমসা সুবৃক্তিভিঃ ১০।৬৩।৫ ; বৃহস্পতি র্বাবৃধতে সুবৃক্তিভিঃ ১০।৬৪।৪ ; সুবৃক্তিং প্র ভর মরুদ্ভ্যঃ ১।৬৪।১ ; হুবে বঃ সুদ্যোত্মানং সুবৃক্তিং বিশাম্ অগ্নিং (দিশারী) ২।৪।১ ; অয়াংসমু মঘবদ্ভ্যঃ সুবৃক্তিম্ ২।৩৫।১৫ ; প্র বো ভরধ্বং নমসা সুবৃক্তিম্ ৩।৬১।৫ ; নমোভি র্বা যে দধতে সুবৃক্তিং স্তোমং রুদ্রায় ৫।৪১।২; মন্দ্রং দিব্যং সুবৃক্তিম্ অগ্নিম্ ৬।১০।১ ; ভরদ্বাজেষু দধিষে সুবৃক্তিম্ ৬।১০।৬ ; মর্ত আনাশ সুবৃক্তিম্ (= সুবর্গম্) ৬।১৬।২৬ ; কয়া নো অগ্নে বি বসঃ সুবৃক্তিম্ (ইতিমুখীনতা) ৭।৮।৩ ; সুবৃক্তিম্ ইন্দ্রায় ব্রহ্ম জনয়ন্ত বিপ্রাঃ ৭।৩১।১১ ; ইমাং বাং...সুবৃক্তিং...কৃণ্বে ৭।৩৬।২ ; ইয়ং মনীষা ইয়মশ্বিনা গীঃ, ইমাং সুবৃক্তিং...জুষেথাম্ (তিনটি সাধনোপায়) ৭।৭০।৭ ; ৭১।৬ ; ৭৩।৩ ; ইন্দ্রে অগ্না নমো বৃহৎ

সুবৃক্তিম্ এরয়ামহে ৭।৯৪।৪ ; সুবৃক্তিং প্রেরয় শিবতমায় পশ্বঃ ৮।৯৬।১০ ; পৃথুজ্রয়সে রীরধা সুবৃক্তিম্ ১০।৩০।১ ; ইন্দ্রমবসে কৃণুধ্বং...সুবৃক্তিং ১০।৭৪।৫ ; অগ্নিং মহাম্ অবোচামা সুবৃক্তিম্ (আত্মাবর্জনের কথা) ১০।৮০।৭ ; সুতেরণং মঘবানং সুবৃক্তিং (দেবতার বিশেষণ) ১০।১০৪।৭ । নিরুক্ত 'সুপ্রবৃত্তাভিঃ শোভানাভিঃ, স্তুতিভিঃ (২।২৪); 'সুপ্রবৃত্তাভিঃ' বিশেষণ লক্ষণীয়)। < সু√বৃজ্ (আবর্জিত করা, নোয়ানো, মোচড়ানো, মোড়ফেরানো) তু. 'ঊর্জ্ একই ধাতু হতে নিষ্পন্ন ৩।৩।৭ । উদ্ধরণ হতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে সুবৃক্তি একটি সাধন সম্পদ্। মূল ভাব হল চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া দেবতার পানে। একেই অন্যত্র বলা হয়েছে 'সপর্যাদ্ দেবদ্রীচা মনসা' (১।৯৩।৮), 'দেবদ্রীচা মনসা দীধ্যানঃ' (১।১৬৩।১২)। দেবতাকে আবাহন করি, স্মরণ করি, প্রণাম করি, আহুতি দিই—যাই করি না কেন, তা করতে হবে মনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে ('সুবৃক্তি' যেখানে ক্রিয়া বিশেষণ, সেখানে এই অর্থটি সুস্পষ্ট)। মোটের উপর, সুবৃক্তি যোগীর প্রত্যাহার (এ-অর্থটি প্রায় সব জায়গায় খাটে), জ্ঞানীর শুভেচ্ছা নামে প্রথম কালভূমি, বৌদ্ধের স্রোতাপত্তি, ভক্তের প্রপত্তি। দু'বার অগ্নিকে, দু'বার ইন্দ্রকে বলা হয়েছে 'সুবৃক্তি' অর্থাৎ এই আবর্জিত চিত্ততার তাঁরা ফলস্বরূপ। সুবৃক্তির আর-একটি রূপ হবে 'সুবর্গ' > 'স্বর্গ'। 'সুবর্গ' ঋগ্বেদে নাই, কিন্তু বাজসনেয়ী সংহিতায় আছে। ঋগ্বেদে আছে 'সংবর্গ': 'সংবর্গং সংরয়িং জয়' ৮।৭৫।১২; 'সংবর্গং যণ্মঘ বা সূর্যং জয়ৎ ১০।৪৩।৫। সুতরাং সংবর্গ = সূর্য = স্বর্লোক ; তাই সুবর্গ অথবা 'স্বর্গ', যা যজ্ঞের লক্ষ্য। দেববাদীদের লক্ষ্য এই 'সুবর্গ', আর আত্মবাদীদের 'অপবর্গ'। চেতনার মোড় ফেরানো দুয়েরই সাধনা। কিন্তু একটিতে চেতনা চলে 'সু'র পানে (তাই 'স্বস্তি' দেববাদীর পরমার্থ) আর-একটিতে সে শুধু ছেড়ে-ছেড়েই চলে—হয়তো শেষ পর্যন্ত পৌঁছয় মহাশূন্যে সূর্যদ্বার ভেদ করে সূর্য চন্দ্র তারার ওপারে (তু. মু. উ. ১।২।১১, ২।১।১০)। পরবর্তী দর্শনে এই থেকেই যথাক্রমে

ইতিবাদ ও নেতিবাদের উৎপত্তি ; পুরাণে বিষ্ণু ইতির দেবতা, শিব নেতির। বৈষ্ণবের বেদান্তে ব্রহ্ম 'অশেষকল্যাণগুণসম্পন্ন', শৈবের বেদান্তে তিনি 'নির্গুণ'। আবার মীমাংসকের মোক্ষ আনন্দভূমি (তু. ঋগ্বেদ ৯।১১৩।৬-১১) তার্কিকের মোক্ষ দুঃখের অভাব মাত্র।] অনায়াস আবর্জিত-চিত্ততা দিয়ে, সহজের পানে চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে। তাইতে দেবতা হন 'বাবৃধান'—হৃদয়ে কলায়-কলায় ফুটে ওঠেন (তু. ১।৬১।৩ ; ১০।৬৪।৪)। (যাস্কের ব্যাখ্যা সুপ্রবৃক্তভিঃ শোভনাভিঃ স্তুতিভিঃ ২।২৪)।

জরমাণং— [√ জৃ || গৃ (গান গাওয়া, জাগানো), কর্মবাচ্যে প্রয়োগ। তু. সং জাগৃবদ্‌ভি জরমাণ ইধ্যতে ১০।৯১।১ ; জরমাণঃ সমিধ্যসে ১০।১১৮।৫ ; অগ্নয়ো ন জরমাণা অনুদ্যূন্ ২।২৮।২] গানের সুরে জাগিয়ে তুলছে যাঁকে দিনের পর দিন (দিবে দিবে)।

এই যে বজ্রসত্ত্ব জাগলেন আধারে, —বিস্ফারিত মন্ত্রচেতনা সঙ্গীতমুখর হল তাঁরই পানে চেয়ে। চলেছে পথিক দেবযানের সরণি বেয়ে—জ্যোতিঃশক্তির উৎসরূপে তিনিই যে তার নিত্যসাথী। মর্ত্য আধারে আবির্ভাব তাঁর অমৃতবিন্দুরূপে—দিনের পর দিন উতলাহৃদয়ের ব্যাকুল আহ্বানে, বৈতালিকীর ঝঙ্কারে, তাঁর পানে লুটিয়ে-দেওয়া চিত্তের সহজ উন্মুখীনতায় কলায়-কলায় তাঁর উপচয়। কবির কণ্ঠে তাঁর এই লীলারই ছন্দোময় প্রশস্তি :

পথিকের চলৎশক্তির আধার যিনি শক্তিধর, কবির বাণীতে বন্দিত,—

সেই বজ্রসত্ত্বের পানে বৃহৎ বোধনগীতিরা হল উন্মুখর ;

বারবার তাঁকে ডাকে তারা, —উপচে উঠেন কলায়-কলায় বিবাগী চিত্তের অনায়াস আবর্জনে,

অমর্ত্য তিনি এই মর্ত্য আধারে, —গানের সুরে জাগায় যাঁকে দিনে দিনে।।

২

শতক্রতুম্ অর্ণবং শাকিনং নরং
গিরো ম ইন্দ্রম্ উপ যন্তি বিশ্বতঃ।
বাজসনিং পূর্ভিদং তূর্ণিম্ অপ্তুরং
ধাম সাচম্ অভিষাচং স্বর্বিদম।।

শতক্রতুম্— [তু. ইন্দ্রের বিশেষণঃ ২।২২।৪ ; ৪।৩০।১৬ ; ৮।১।১১ ; ৩২।১১; — ৭৭।১ ; — বৃত্রং হনতি বৃত্রহা শতক্রতু র্বজ্রেণ শতপর্বণা ৮।৮৯।৩ ; — ৯০।৩২ ; — শতক্রতুং ১।৩০।১ ; — — ৫১।২ ; ৮।৫২।৬; — ৫৩।২ ; — ৬১।১০ ; — ৯২।১ ; — শতমূতিং শতক্রতুম্ — ৯৯।৮ ; — শতক্রতো ৬।৪১।৫ ; — শতমূতে শতক্রতো ৮।৪৬।৩ ; — ১।৪।৮ ; — ৯ ; —৫।৮ — ১০।১ ; — ১৬।৯ ; —৩০।৬ ; — ১৫ ; — ৫৪।৬ ; — ৮২।৫; —১০৫।৮ (বিশ্বদেবের অন্তর্গত, ইন্দ্রের নাম নাই) (কিন্তু তু. ১০।৩৩।৩ সেখানে আছে) ; — ২।১৬।৮ ; ৩।৩৭।২ ; — ৩ ; — ৬ ; — ৮ ; — ৯ ; — ৪২।৫ ; ৫।৩৫।৫, — ৩৮।১ ; — ৫; — ৬।৪৫।২৫ ; — ৭।৩১।৩ ; — ৮।১৩।৩১ ; — ৩৩।১১ ; — ১৪ ; — পিবা সোমং মদায় কং শতক্রতো (ধুয়া) ৮।৩৬।১; — ৬ ; — ৫২।৪ ; ৫৪।৮ ; ৬১।৯; ১৮ ; — ৭৬।৩ ; — ৮০।১; — ৯১।৭ ; — ৯২।১২ ; — ১৩; — ১৬ ; — ৯৩।২৭ - ২৯ ; —৯৮।১০-১২ ; —১০।৩৩।৩; —১১২।৬ ; —১৩৪।৪ । শুধু একটি মন্ত্রে অশ্বিদ্বয়ের বিশেষণ (১।১১২।২৩ ; কিন্তু তারই অনুরূপ 'বহৎ কুৎসমার্জুনেয়ং শতক্রতুঃ' ৮।১।১১) আর একটিতে ওষধির বিশেষণ ১০।৯৭।২ , দ্র. ৩।৪২।৫; 'শতক্রতো'। ইন্দ্রের

বজ্র শতপর্বা, এক-একটি পর্ব তাঁর এক-একটি ক্রতুর বাহন (৮।৮৯।৩)। চরম ক্রতু বা চরম বজ্র শক্তিতে তিনি অতিষ্ঠাঃ, লোকোত্তর বা মায়াতীত। বিশেষ করে বিশেষণটি ইন্দ্রের, অশ্বিদ্বয়ে এবং ওষধিতে তার প্রয়োগ ইন্দ্রশক্তির উপচার বোঝাতে] মহামহেশ্বরকে।

অর্ণবম্— [তু. ইন্দ্রের বিশেষণ: সো অর্ণবো ন নদ্যঃ সমুদ্রিয়ঃ প্রতি গৃভণাতি ১।৫৫।২ ; অগ্নির তেজ ৩।২২।২; (সরস্বতীর) ত্বেষশ্চরিষ্ণুরর্ণবঃ ৬।৬১।৮ ; মহান্ কেতুরর্ণবঃ সূর্যস্য ৭।৬৩।২ ; সোমের বিশেষণ ৯।৮৬।৪৫ ; সমুদ্রঃ সিন্ধু রজ অন্তরিক্ষম্ অজ একপাৎ তনয়িত্নুরর্ণবঃ, অহির্বুধ্ন্যঃ শৃণবদ্ বচাং সি মে (প্রাণের তিনটি রূপ) ১০।৬৬।১১ ; ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ১০।১৯০।১ ; — ১।১৯।৭ ; —১০।৫৮।৫ ; —১০।১৯০।২ ; বস্বো অর্ণবম্ (ইন্দ্রম্) ১।৫১।১; অপাম্ অর্ণবম্ ১।৫৬।৫ ; —৮৫।৯ ; ২।২৩।১৮ ; ত্বেষম্ অর্ণবম্ ১।১৬৮।৬ ; অস্তভ্ণাৎ সিন্ধুমর্ণবম্ (ইন্দ্রঃ) ৩।৫৩।৯ ; যা (ইন্দ্রাগ্নী) সপ্তবুধ্নমর্ণবং জিহ্মবারমপোর্ণুত ৮।৪০।৫ ; তিরঃ...অর্ণবং জগন্বান্ ১০।১০।১ ; প্রোথন্তং প্রবপন্তম্ অর্ণবম্ (অগ্নিম্) ১০।১১৫।৩ ; মহতো অর্ণবস্য বি মূর্ধানম্ অভিনদ্ অর্বুদস্য ১০।৬৭।১২; ইন্দ্রো মহতো অর্ণবস্য ব্রতামিনাৎ ১০।১১১।৪ ; ত্বমর্ণবান্ বদ্ধধানাঁ অরম্ণাঃ ৫।৩২।১ ; যদদো দিবো অর্ণব...মদথঃ (অশ্বিনৌ) ৮।২৬।১৭ ; অনু স্বং ভানুং শ্রথয়ন্তে অর্ণবৈঃ (মরুতঃ) ৫।৫৯।১ । অর্ণ (< √ ঋ 'চলা' ; নিঘ. 'নদী' ১।১৩) + ব (অস্ত্যর্থে), যাতে স্রোত বা ঢেউ আছে। সমুদ্রের সঙ্গে যোগ লক্ষণীয় ; সমুদ্র সর্বানুস্যূত, বিপুল—অর্ণব তরঙ্গে দোদুল। এই ছবিটি কোথাও লেগেছে দেবতার পরিচিতিতে, কোথাও অন্য কিছুর বিশেষণরূপে। প্রাণচাঞ্চল্যের ইঙ্গিত সর্বত্র।] (মহাপ্রাণের দোলায়) টলমল যিনি তাঁকে। তিনি যেন সমুদ্রের মত ; এমনি করেই প্রাণের সকল ধারাকে

টেনে আনেন নিজের মাঝে (১।৫৫।২)—গীতার সেই আপূর্যমাণ সমুদ্রের ছবিটি মনে জাগে (২।৭০)

শাকিনং— [তু. সপ্ত সপ্ত শাকিনঃ (মরুতঃ) ৫।৫২।১৭ ; ইন্দ্রের বিশেষণ ৮।৩৩।৬ ; —৪৬।১৪ ; ২।৫১।৮ আরও তু. অর্চা শক্রায় শাকিনে শচীবতে ১।৫৪।২ । অনুরূপ 'শাকঃ' 'শাকিন্'। < √ শক্ (সমর্থ হওয়া) ; তু. মাহিন < √ মহ্।] মহাশক্তিধরকে। এই শক্তি বা 'শচী' পুরাণে ইন্দ্রাণী ; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে শুদ্ধ প্রাণ ও মনের তিমিরবিদার বজ্রশক্তি।

বিশ্বতঃ উপযন্তি— (আমার বাণীরা) চারদিক হতে ছুটে যায় তাঁর কাছে। এখানে বাণীতে বা সুরে চেতনার বিস্ফারণের ইঙ্গিত ; বেদে তাই বাক্ 'ব্রহ্ম'। ভক্তির তন্ময়তায় এই ব্যাপ্তিবোধটি আসে ; অন্তরের দেবতাকে তখন প্রণাম করি সব দিক থেকে কেন্দ্রাতিগ চেতনার একাগ্রতা দিয়ে।

বাজসনিম্— [তু. সোমের বিশেষণ ৯।১১০।১১ ; 'রয়ি'র ১০।৯১।১৫ । অনুরূপ 'বাজসাঃ'।] নিরেট আঁধারের বুক থেকে বজ্রের তেজ ছিনিয়ে আনেন যিনি তাঁকে।

পূর্ভিদম্— [তু. ইন্দ্রের বিশেষণ ৩।৩৪।১ (দ্রঃ), ৮।৩৩।৫, ১০।১১১।১০ ; ১০।১০৪।৮ , ১০।৪৭।৪ ; ইন্দ্রো ন...হন্তা বৃত্রাণামসি সোম পূর্ভিৎ ৯।৮৮।৪ ; সুতরাং মুখ্যত ইন্দ্রের বিশেষণ, একবার শুধু সোমে তার উপচার।] দ্র. ৩।১৪।১।

তূর্ণিম্— [তু. বিশ্বে দেবাসো অপ্তুরঃ সুতম্ আগন্ত তূর্ণয়ঃ ১।৩।৮, (অগ্নিঃ) তূর্ণী রথঃসদানবঃ ৩।১১।৫ ; তূর্ণিরুপযাসি যজ্ঞম্ (ইন্দ্র) ১০।৭৩।৪ ; তূর্ণিশ্চরতি (সূর্যঃ) ১০।৮৮।৬ ; প্রতি স্পশো বি সৃজ তূর্ণিতমো (অগ্নিঃ) ৪।৪।৩ ; অগ্নির বিশেষণ ৩।৩।৫ । নিঘ. 'ক্ষিপ্র' (২।১৫) ; নিরু.ত্বরমাণঃ (৭।২৭)। < √ তৃ ‖তুর্‖ ত্বর্ (চলা); ছুটে

চলা ; অভিভূত করা) + নি] ক্ষিপ্রসঞ্চারীকে আধারের নাড়ীতে-নাড়ীতে বিদ্যুতের বেগে সঞ্চরণ করেন তিনি।

অপ্‌তুরম্— [১।৩।৮ (এইখানে তূর্ণির সঙ্গে প্রযুক্ত। এই প্রসঙ্গে স্কন্দস্বামী: 'অপাং তারয়িতারঃ, আদিত্যং প্রতি গময়িতারঃ। রশ্ময়োহি নৈরুক্তানাং বিশ্বদেবাঃ। তে চ রসানামাদাত্তারঃ' (১।৩।৮)। Geldner সাধকের অপ্-তরণের সঙ্গে ভবসমুদ্রপার হওয়ার সাদৃশ্য কল্পনা করেছেন ৫১।২ কিন্তু তা অসমঞ্জস।) শ্যেনাসঃ...যে অপ্‌তুরো দিব্যাসো ন গৃধ্রাঃ ১।১১৮।৪ ; যজ্ঞেন গাতুম্ অপ্‌তুরো বিবিদ্রিরে...উশিজো মনীষিণঃ ২।২১।৫ ; অগ্নিং যন্তুরম্ অপ্‌তুরং ৩।২৭।১১ ; উপো যু জাতম্ অপ্‌তুরং গোভির্ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্ ইন্দুং (দুধ মেশানো ভাঙ্গের ইঙ্গিত) ৯।৬১।১৩ ; সোমের বিশেষণ ৯।৬৩।৫, ২১, অপ্ তুরং রজস্তুরং ৯।১০৮।৭ । অপ্ + √ তৃ (ণ্যর্থে) + অ, ১-এ।] অপ্ বা প্রাণশক্তিকে ক্ষিপ্রসঞ্চারী করেন যিনি, তাঁকে। এই প্রাণ শুদ্ধ রজঃশক্তি (৯।১০৮।৭)।

ধামসাচম্— [অনন্য প্রয়োগ। তু. 'দ্রোণসাচং (সোমং)' ১০।৪৪।৪ ; দ্রোণে নিত্যনিষিক্ত যিনি। < ধাম + √ সচ্ (সঙ্গত হওয়া, লেগে থাকা)।] স্বধামে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই ধাম ভ্রূমধ্যে। সেইখান থেকেই ঐন্দ্রীচেতনা ব্রহ্মরহস্যকে সবচাইতে কাছে গিয়ে ছোঁয় এই হল উপনিষৎ (কেনোপনিষদ্)।

অভিষাচম্— [তু. অভিষাচং ঋষ্বান্ (অশ্বান্) ৬।৬৩।৯ ; শম্ অভিষাচঃ শমু রাতিষাচঃ (দেবাঃ) ৭।৩৫।১১ ; বিশ্বে দেবাঃ...রাতিষাচো অভিষাচঃ স্বর্বিদঃ ১০।৬৫।১৪ । < অভি √ সচ্।] নিত্যসঙ্গত, জীবনের প্রতি পদক্ষেপের সহচর।

স্বর্‌বিদম্— [তু. অগ্নির বিশেষণ ১।৯৬।৪ ; ৩।৩।৫ ; ৩।৩।১০ ; ৩।২৬।১ ; ১০।৮৮।১ ; বায়ুর ১০।১০৭।৪ ; ইন্দ্রের ১।৫২।১ ; ব্রহ্মণস্পতির ২।২১।৩ ; অনামা দেবতার ৫।৪৪।১ ; বিশ্বদেবের ১০।৬৫।১৪ ;

অসুরং স্বর্বিদম্ ১০।৫৬।৬; বিশেষ করে সোমের ৮।৪৮।১৫, ৯।৮৬।৩, ১০৯।৮, ৮৪।৫, ১০৬।৪, ২১।১, ১০১।১০, ১০৬।১, ৯, ১০৭।১৪, ১০৮।২, ৮।৯ ; তা ছাড়া পিতরঃ স্বর্বিদঃ ৯।৯৭।৩৯, মতয়ঃ ১০।৪৩।১, রয়িং স্বর্বিদং ৮।১৩।৫ ; এক জায়গায় ইন্দ্র ঈয়তে স্বর্বিদা নাভিনা ৬।৩৯।৪ ; স্বর্বিদা রথেন ৭।৬৭।৩ ।

স্বর্ — [তুরীয়লোক: দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষম্ অথো স্বঃ ১০।১৯০।৩; পৃষ্ঠাৎ পৃথিব্যা অহমন্তরিক্ষম্ আরুহম্, অন্তরিক্ষাদ্ দিবমারুহম্, দিবো নাকস্য পৃষ্ঠাৎ স্বর্জ্যোতিরগামহম্ অথর্ব ৪।১৪।৩ । নিঘণ্টুমতে স্বঃ 'দ্যুলোক' এবং 'আদিত্য' দুইই (১।৪), আবার স্বঃ 'উদক' (১।১২) অর্থাৎ একাধারে তা আকাশ এবং প্রাণ। এই স্বঃ-ই আর্যসাধনার লক্ষ্য। তাকে জানবার বা লাভ করবার (বিদ্), দেখবার (দৃশ্, চক্ষ্), জয় করবার (জি), ছিনিয়ে আনবার (সন্) কথা ঋগ্বেদের অনেক জায়গায়। শুধু সোমের সাধনায় যে স্বরকে পাওয়া যায় তা নয়, তপস্যার দ্বারাও তাকে পাওয়া যায় ('তপস্যা যে স্বর্যযুঃ' ১০।১৫৪।২)। মনে হয়, বৌদ্ধ প্রভাবে, (অবশ্য ঐতিহাসিক বুদ্ধকে লক্ষ্য করছি না এখানে, বৌদ্ধ সাধনা বা মুনিব্রত তাঁর চাইতেও প্রাচীন) স্বর্ ক্রমে ব্যাহৃতির আবৃত্তিলোকে এসে দাঁড়িয়েছে। দ্র. 'স্বঃ' ৩।৬১।৪।] আমাদের মাঝে অনুত্তর জ্যোতিকে আবিষ্কার করেন যিনি। বারবার অগ্নি এবং সোমকেই কিন্তু এই আবিষ্কর্তার আসন দেওয়া হয়েছে, এটি লক্ষণীয়।

তাঁর ছোঁয়াতে শিউরে উঠে চেতনা আমার ছড়িয়ে পড়ল ভুবনময়, সেখান হতে গানের সুরে এই যে তাঁকে জড়িয়ে ধরল এই গভীরে। এই আধারে অধৃষ্য বীর্যের উল্লাস তিনি—তিমিরবিদার বজ্রশক্তির টলমল পারাবার, গুহাগ্রন্থিকে বিদীর্ণ করে আমারই তরে আবিষ্কার করেন অন্তর্গূঢ় ওজের সঞ্চয়। নাড়ীতে-নাড়ীতে তাঁর বিদ্যুৎসঞ্চার আমার প্রাণকে ছোটায় অলখের অভিসারে। অথচ এই যে

ভ্রূমধ্যবিন্দুতে নিশ্চল নিষণ্ণ থেকেও আমায় ব্যাকুল মমতায় জড়িয়ে আছেন তিনি...অনুত্তরের নিত্য জ্যোতিকে ঝলকে-ঝলকে উন্মেষিত করছেন আমার চেতনায়:

শতক্রতু তিনি—টলমল শক্তির পারাবার, পৌরুষে সমুচ্ছল।

বোধনগীতিরা আমার সেই ইন্দ্রের পানে ছুটে চলেছে নিখিল হতে,—

যিনি ছিনিয়ে আনেন ওজঃশক্তিকে অসুর-পুরদের ভেদ করে, ক্ষিপ্রসঞ্চারে প্রাণকে করেন ক্ষিপ্রগ,

আপন ধামে অচল থেকেও জড়িয়ে আছেন আমাকে—ফুটিয়ে তুলছেন তুরীয়ের আলো।।

৩

আকরে বসোর্ জরিতা পনস্যতে

হ্নেহসঃ স্তুভ ইন্দ্রো দুবস্যতি।

বিবস্বতঃ সদন আ হি পিপ্রিয়ে

সত্রাসাহম্ অভিমাতিহনং স্তুহি।।

আকরে— [তু. ন কিল্বিষাদীষতে বস্ব আকরঃ (ইন্দ্রঃ) ৫।৩৪।৪ ; য আকরঃ সহস্রা যঃ শতামঘঃ (ইন্দ্রঃ) ৮।৩৩।৫ ; যয়া গা আকরামহে সেনয়া তবোত্যা ১০।১৫৬।২ । আ √ কৃ (রূপ দেওয়া, আকার দেওয়া) + অ ; তু. 'ব্যাকৃতি' রূপায়ণ, 'ব্যাকরণ'।] রূপায়ণে, অভিব্যক্তি ঘটানোতে। কিসের? বসোঃ।

বসোঃ— আলোর, প্রাতিভজ্ঞানের। ইন্দ্রই বস্তুত এই জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক (৫।৩৪।৪)। প্রাতিভসংবিতের আবির্ভাবেই সুরের সাধক (জরিতা)।

পনস্যতে— [তু. সনাৎ স যুধ্ম ওজসা পনস্যতে ১।৫৫।২ ; মহস্তে সতো 'মহিমা পনস্যতে' ৮।১০১।১১ ; - ১০।৭৫।৯ । √ পন্ (স্তুতি করা) > √ পনস্ + য + লট্ তে কর্মণি।] প্রশংসার যোগ্য হয়, ধন্য হয়, সার্থক হয়।

অনেহসঃ— [তু. ইল়াং সুবীরাম্...সুপ্রতূর্তিমনেহসম্ ১।৪০।৪ ; শম্ভুবং মন্ত্রম্ অনেহসম্ ৬ ; ইন্দ্র...যাহি পথাঁ অনেহসা পুরো যাহ্যরক্ষসা ১।১২৯।৯ ; অপাং নপাতম্ সুপ্রতূর্তিমনেহসম্ ৩।৯।১; বয়ং স্যাম...অনেহসস্তোতয়ঃ ৫।৬৫।৫ ; অপি পন্থামগন্মহি স্বস্তিগামনেহসম্ ৬।৫১।১৬ ; শিবে নো দ্যাবাপৃথিবী অনেহসা ৬।৭৫।১০ ; তে হি পুত্রাসো অদিতেঃ...উরুচক্রয়োহনেহসঃ ৮।১৮।৫ ; (রথং) বিদ্বেষসমনেহসম্ (অশ্বিনোঃ, সূর্যায়াঃ) ৮।২২।২; (বয়ং) অশ্বাবন্তঃ শতগ্বিনঃ বিবক্ষণা অনেহসঃ ৮।৪৫।১১ , অনেহসো ব উতয়ঃ ৪৭।১।১৮ ; অনেহসং প্রতরণং বিবক্ষণং (সোমং)...পিব ৪৯।৪ ; অনেহসং...মধবঃ ক্ষরন্তি ধীতয়ঃ ৫০।৪ ; স্বস্তিগামনেহসম্ (ইন্দ্ররথং) ৬৯।১৬ ; পাহি সূরীন্ অনেহসস্তে হরিবো অভিষ্টৌ ১০।৬১।২২ ; সুত্রামাণম্ পৃথিবীং দ্যামনেহসম্ ১০।৬৩।১০ ; অনেহো দাত্রম্ অদিতেঃ...হুবে ১।১৮৫।৩ ; মহস্করথো বরিবো...নো...অনেহঃ ৬।৫০।৩ ; অনেহো...ত্রিবরূথং ছর্দিঃ ৮।১৮।২১ ; আদিত্যানামনেহ ইৎ ৩১।১২; অনেহো ন উরুব্রজ উরূচি বি প্রসর্তবে কৃধি ৮।৬৭।১২ ; কারবো অনেহা ১০।৬১।১২ । < ন + এহঃ (নিঘ. 'ক্রোধ' ২।১১ < √ ঈহ্ 'চেষ্টাকাম্' < ঈংহ < ঈঙ্ঘ্ 'দোলা', তু. ১।১৯।৭... , চাঞ্চল্য) ২-ব। অতএব 'অনেহাঃ' অচঞ্চল, বিক্ষোভশূন্য, প্রশান্ত।

যখন ক্লীবলিঙ্গ বিশেষ্য, তখন প্রশান্তি, স্বস্তি (৮।৩১।১২, ৬৭।১২)।] এখানে অবিক্ষুব্ধ, বৈষ্ণবের ভাষায় 'অক্রোধ পরমানন্দ'।

স্তুভঃ— [তু. সং যং স্তুভোঽবনয়ো ন যন্তি ১।১৯০।৭ ; সোমং মনীষা অভ্যনূষত স্তুভঃ ৯।৬৮।৮ ;— ৮৬।১৭; স্তুতি অর্থে ১।৬২।৪ । নিঘ. 'স্তোতা' ৩।১৬ । < √ স্তুভ্ (স্তুতি করা, ২-ব] স্তোতাদের।

দুবস্যতি— [দ্র. ৩।১।২ । তু. রুদ্রং নমোভির্দেবমসুরং দুরস্য ৫।৪২।১১ ; সূক্তৈর্দেবং সবিতারং দুবস্য ৫।৪৯।২ ; যমং রাজানং হবিষা দুবস্য ১০।১৪।১ ; ৩।২।৮ ; আ জুহোতা দুবস্যতাগ্নিং প্রযত্যধ্বরে ৫।২৮।৬ ; ৩।১৩।৩ ; অগ্নিমগ্নিং ব সমিধা দুবস্যত ৬।১৫।৬ ; সমিধাগ্নিং দুবস্যত ৮।৪৪।১ ; ৩।৩।১ ; ক্ষেমেণ মিত্রো বরুণং দুবস্যতি ৭।৮২।৫ ; ত্বা গোতমো রায়স্কামো দুবস্যতি (অগ্নিং) ১।৭৮।২ ; যাভির্...দুবস্যথঃ...ঊতিভিঃ (অশ্বিনৌ) ১।১১২।১৫ ; যাভিঃ কৃশানুমসনে দুবস্যথঃ ২১ ; তরুতারং দুবস্যথঃ ১১৯।১০ ; সুতসোমো দুবস্যন্ ১।১৬৭।৬ ; ৩।১।১৩ ; জনয়ো ন পত্নী র্দুবস্যন্তি স্বসারো অহ্রয়াণম্ (ইন্দ্রং) ১।৬২।১০ ; আ যদ্ দুবস্যাদ্ দুবসে ন কারুঃ ১।১৬৫।১৪ ; যো দেবং মর্তো দুবস্যেদগ্নিং ৬।১৬।৪৬ । নিঘ. দুবস্যতি পরিচরণকর্মা ৩।৫। যজমানের পরিচর্যা দেবতার উদ্বোধন, দেবতার পরিচর্যা যজমানের উদ্বোধন, যেমন এখানে] উদ্বুদ্ধ করেন, জ্বালিয়ে তোলেন। অচঞ্চল চিত্তে নিত্য তাঁর গুণ গায় যারা, দেবতা তাদের চিন্ময় করেন।

বিবস্বতঃ সদনে— দ্র. ৩।৩৪।৭ ।এখানে, দীপ্তচেতা সাধকের আধারে।

আ পিপ্রিয়ে— [প্রী (খুশী হওয়া) + লিট্ এ নন্দিত হলেন। রামকৃষ্ণের ভাষায় 'ভক্তের হৃদয় তাঁর বৈঠকখানা'। সাধকের হৃদয়ে দেবতাই আলো জ্বালিয়েছিলেন, সেই আলোতে তিনিই এখন নন্দিত।

সত্রাসহম্— দ্র. ৩।১৪।৮ ।

অভিমাতিহনম্— [তু. স পবস্বাভিমাতিহা (সোমঃ) ৯।৬৫।১৫ ।অনুরূপ,

'অভিমাতি-সহ'। § **অভিমাতি**—তু. ন যং দিপ্সন্তি দেবমভিমাতয়ঃ ১।২৫।১৪ ; মা নঃ স্তর্ অভিমাতয়ে (হে ইন্দ্র) ৮।৩।২ ; স হি অভিমাতি সহো দধে (অগ্নিঃ) ৫।২৩।৪ ; মা ত্বা তারীদ্ অভিমাতির্জনানাম্ (অগ্নিং) ১০।৬৯।৫ ; অভিমাতিং কয়স্য চিৎ প্রতিঘ্নন্তি ভূর্ণয়ঃ ৮।২৫।১৫ ; সহস্ব মন্যো অভিমাতিম্ অস্মে ১০।৮৪।৩ ; কূটং স্ম তৃং হৃদভিমাতিমেতি ১০।১০২।৪ ; ৩।৩৭।৭ ; ৩।২৪।১ ; ৩।৬২।১৫ ; স ত্বং নো বিস্বা অভিমাতীঃ সক্ষণিঃ ৮।২৪।২৬ ; বিশ্বা স্পৃধো অভিমাতীর্জয়েম ১০।১৮।৯ ; ১০।১১৬।৬ । প্রতি তু. 'উপমাতি' ভালবেসে কাছে আসা (৪।২৩।৩) ; সুতরাং 'অভিমাতি' কারও পানে ধাওয়া করা, আক্রমণ, আততায়িতা। < √ মা] বিরুদ্ধশক্তিকে নির্মূল করেন যিনি, তাঁকে।

দেবতার স্তুতিতে সঙ্গীতমুখর যে, তার গান ধন্য হয় যখন সুরের মূর্ছনায় অন্তরের গূঢ়জ্যোতিকে দেয় বিজ্ঞানঘন দিব্য রূপ। সুরশিল্পীদের প্রশান্ত চিদাকাশে মহেশ্বরই ফোটান সে-আলো, জ্বালান তিমিরবিদার চিদগ্নির অনির্বাণ শিখা। আনখশিখাগ্র জ্বলে ওঠে সাধকের প্রভাস্বর চেতনা, তার হৃদয়ের বহ্নিকমলে দেবতা নেমে আসেন আনন্দের বিদ্যুৎঝঙ্কারে...স্পর্ধিত বৃত্রের বাধা চিরতরে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে তাঁর আবির্ভাবে, গুঁড়িয়ে যায় আততায়ীর ঔদ্ধত্য...গাও, গাও তাঁর জয়:

গূঢ়জ্যোতির রূপায়ণে সুরশিল্পী হয় ধন্য ;

অচঞ্চল গীতসাধকদের মহেশ্বরই তোলেন যে আগুন করে।

চিদগ্নিদীপ্তের হৃদয়-আসনে তিনিই যে হয়েছেন নন্দিত,—

চিরকাল গুঁড়িয়ে চলেন বাধাকে, নির্মূল করেন বিরুদ্ধশক্তির অভিঘাত...গাও তাঁর জয়।।

৪

নৃণাম্ উ ত্বা নৃতমং গীর্ভির উক্থৈর্

অভি প্র বীরম্ অর্চতা সবাধঃ।

সং সহসে পুরুমায়ো জিহীতে

নমো, অস্য প্রদিব এক ঈশে।।

নৃতমম্— পৌরুষে অতুলন। আঁধার চিরে চলেন বজ্রের শক্তিতে অনায়াসে এই তাঁর পৌরুষের পরিচয়।

গীর্ভিঃ, উক্থৈঃ— [তু. স্তোমেভির্গীভি...উক্থৈঃ ৩।৫।২ ; গীভিরুক্থৈরাতে ভদ্রায়াং সুমতৌ যতেম ৬।১।১০ ; তং ত্বাহেম মতিতিগীভিরুক্থৈঃ ১০।৮৮।৫ । নিঘন্টুতে গীঃ 'বাক্' (১।১১), উক্থ 'প্রশস্তি' (৩।৮)—দুইই ঋক্‌মন্ত্র বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু ব্যুৎপত্তি বিচার করলে 'গীঃ' গান (নিঘন্টুতেও তার পরেই আছে 'গাথা', পূর্বে আছে 'হোত্রা'—মনে হয় 'গীঃ' যেন দুয়ের মাঝামাঝি), 'উক্থ' বাণীর সাধনা বা মন্ত্রসাধনা। কিন্তু 'গীঃ' কে অনেক জায়গায় সাধারণভাবে বোধনমন্ত্র বলেই মনে হয়—তাতে সুর থাক বা না থাক।] এখানে গানের সুরে আর মন্ত্রের সাধনায়। সুর পরিবেশ রচনা করে, তাইতে মন্ত্র চেতন হয়।

বীরম্— [দ্র. ৩।৪।৯, নি. বীরো বীরয়ত্যমিত্রান্, বেতের্বাস্যাদ্ গতিকর্মণো বীরযতে র্বা ; তু. Lat. Vir 'a male person', 'a man', cogn.w. Goth. wair 'man', OHG, OS. OE. wer, Lith. vyras 'man' < Lat. vis 'physical or mental strength, force, vigour, power, energy' cogn. w. Gk. vs for wis strength, force, nerve ; 'বয়ঃ' যৌবনশক্তি < বী 'আনন্দ করা,

আস্বাদন করা (এই উল্লাসের ভাব 'নৃ' তেও আছে)] বীর্যের দেবতা ইন্দ্রকে। বীর্য সাধনসম্পদের মুখ্যতম। পতঞ্জলির পাঁচটি সাধনোপায়ের মধ্যে বীর্য দ্বিতীয় (যো. সূ. সাধনপাদ ৩৮) ; ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠায় বীর্যলাভ হয়। যাঁরা আত্মবাদী, তাঁরা মুখ্যত বীর্যের সাধক, তাঁরা মানুষকেই বড় করে দেখেছেন — যেমন মুনিব্রত সাংখ্যেরা এবং তাঁদের অনুগামী ন্যায়পন্থীরা। জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর 'মহাবীর', বুদ্ধদেব বীর্যের প্রশংসায় মুখর। নেপালে 'দেভাজু' আর 'গুভাজু'কে তফাৎ করার মধ্যে একটা প্রস্থান ভেদের ইঙ্গিত আছে। অবশ্য বেদের যুগে এটা ছিল না।

অভি প্র অর্চত— [< √ অর্চ্ || ঋচ্ (গান গাওয়া, তু. নিঘ. ২।১৪ ; জ্বলে ওঠা, দীপ্তি পাওয়া. তু. 'অর্চিঃ', 'অর্কঃ', ঋগ্বেদ অগ্নিবেদ)। প্রত্যয়টি লোট্ ত, না লঙ্ অন্ত? আর সর্বত্রই প্রথমটির ব্যবহার; লঙ্ বিভক্তি না ধরলে অন্বয়ে গোল বাধে, অথচ ধাতুটি পরস্মৈপদ। সায়ণ অর্থ করছেন 'অর্চন্তি'] গানের সুরে প্রবুদ্ধ কর, তাঁকে জ্বালিয়ে তোল।

সবাধঃ— [তু. সমিৎ সবাধঃ শবসাহিমন্যবঃ (মরুতঃ) ১।৬৪।৮ ; সবাধো যতস্রুচ ইত্থা ধিয়া যজ্ঞবন্তঃ ৩।২৭।৬ ; বয়ং হ্যা তে চকৃমা সবাধঃ ৪।১৭।১৮ ; কথা স্বাধঃ শশমানো অস্য নশদ্‌ভি ৪।২৩।৪ ; নরো হব্যে ভিরীল়তে সবাধঃ ৭।৮।১ ; যদীং সবাধঃ...অবসে হবন্তে ৭।২৬।২ ; দ্যাবা পৃথিবী সবাধ ঈল়ে ৭।৫৩।১ ; হুবে বাং মিত্রাবরুণা সবাধঃ ৭।৬১।২ ; তা হি...ঈল়তে...সবাধো বাজসাতয়ে ৭।৯৪।৫ ; ইন্দ্রং সবাধ ঊতয়ে ৮।৬৬।১ ; সবাধো যং জনা ইমে অগ্নিম্...ঈল়তে ৮।৭৪।৬ ; সবাধো বাজসাতয়ে ৮।৭৪।১২ ; ১০।১০১।১২ ; সবাধসশ্চ বাতয়ে ৫।১০।৬ । তিনটি রূপ : সবাধ্, সবাধ, সবাধস্, নিঘ. সবাধ্ 'ঋত্বিক্' ৩।১৮] 'বাধ' বা চেতনার সঙ্কোচ আছে যাদের মধ্যে ; প্রবর্ত সাধক। এই বাধের আর-এক নাম 'অংহঃ' ; তাই পতঞ্জলির 'ক্লেশ'—জীবের অবিদ্যা যা 'অনিবাধ' বা বৃহতের বিপুল

চেতনা হতে তাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। দেবতার কাছে তাই ঋষির প্রার্থনা: ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ পরি বাধো জহী মৃধঃ (৮।৪৫।৪০), সাহ্বাঁ ইন্দো পরি বাধো অপদ্বয়ুম্ ৯।১০৫।৬। মুমুক্ষু চেতনায় এই বাধের অনুভব হতেই অধ্যাত্মদর্শনে দুঃখবাদের উৎপত্তি।

সহসে— বৃত্রের বাধাকে ধুলোয় লুটিয়ে দেবার জন্য।

পুরুমায়ঃ— [তু. আ বাং রথং পুরুমায়ং...হুবে ১।১১৯।১ ; ন প্রতিষ্ঠিঃ পুরুমায়স্য সহ্যোঃ (ইন্দ্রস্য) ৬।১৮।১২ ; দিবম্ অতি পুরুমায়স্য রিরিচে মহিত্বম্ (ঐ) ৬।২১।২ ; সত্যঃ সত্বা পুরুমায়ঃ সহস্বান্ (ইন্দ্রঃ) ৬।২২।১ । আরও তু. রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায় ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে... ৬।৪৭।১৮। নিঘন্টুতে মায়া 'প্রজ্ঞাশক্তি' (৩।৯) ; এই প্রজ্ঞাই ব্রহ্মের 'জ্ঞানময়ং তপঃ', যা হতে বিশ্বের বিসৃষ্টি। মায়া তাই মা বা নির্মাণশক্তি।] পূর্ণপ্রজ্ঞ ; বিশ্বরূপ, কেননা তিনিই সব-কিছু হয়েছেন আত্মমায়ায় (৬।৪৭।১৮)।

সং জিহীতে— [√ হা (ছুটে চলা) + লট্ তে] ছুটে চলেন (বিজয়াভিযানে)। তাঁর এই চলার বেগই আধারে-আধারে ধরছে উৎসর্পিণী আকৃতির রূপ।

অস্য— এই বিশ্বচরাচরের।

একঃ ঈশে— [√ ঈশ্ (প্রশাসন করা) + লট্ তে (= এ), প্রশাসন করছেন] একমাত্র ঈশান তিনি। ইন্দ্রই পরমেশ্বর বা পরম দেবতা।

বন্ধনজর্জর ক্লিষ্টচেতনা তোমার অনিবাধ বৈপুল্যের মাঝে খোঁজে মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য। হৃদয়ের ব্যাকুল সুর আর অতন্দ্র মননের আকৃতি ছোটে তোমারই পানে অগ্নি-শিখার দীপনী হয়ে : হে বজ্রসত্ত্ব, জাগো, জাগো হে অবন্ধ্য বীর্যের দেবতা,—অনুপম তোমার পৌরুষ ভাঙুক বৃত্রের বাধা, জ্বালাক্ আলো।...দেবতা ধেয়ে আসেন ঝঞ্ঝার বেগে, তাঁর জৈত্র অভিযান গুঁড়িয়ে দেয় বিরুদ্ধশক্তির মূঢ় অপঘাত। এই যে ফোটে তাঁর আলোঝলমল পূর্ণপ্রজ্ঞার চিত্রলেখা বিশ্বজুড়ে। তাঁকে প্রণাম করি: সেই

প্রথম উষার শুভ্র লগ্ন হতে আজ পর্যন্ত এই চরাচরে ভূত-ভব্যের নিঃসঙ্গ ঈশান তিনি:

পুরুষের মাঝে তুমিই পুরুষোত্তম ; বোধনগীতে আর মন্ত্রমালায়

তোমারই বীর্যের সন্দীপন করে উন্মুখ সাধক যারা—বাধায় জর্জর।

জৈত্র-অভিযানে পূর্ণপ্রজ্ঞ সে-দেবতা চলেন ধেয়ে:

প্রণাম তাঁরে ; এই বিশ্বের প্রথম উষা হতে একা তিনিই ঈশান তার।।

৫

পূর্বীর অস্য নিষ্‌ষিধো মর্ত্যেযু

পুরূ বসূনি পৃথিবী বিভর্তি।

ইন্দ্রায় দ্যাব ওষধীর্ উতা'পো

রয়িং রক্ষন্তি জীরয়ো বনানি।।

নিষ্‌ষিধঃ— [তু. বিদানাসো নিষ্‌ষিধো মর্ত্যত্রা (ইন্দ্রঃ) ১।১৬৯।২; অন্তর্মতিশ্চরতি নিষ্‌ষিধং গোঃ ৩।৫৫।৮ ; নিষ্‌ষিধ্বরীস্ত ওষধীরুতাপো রয়িং ত ইন্দ্র পৃথিবী বিভর্তি ৩।৫৫।২২ ; দদির্হি বীরো গৃণতে বসূনি, স গোপতির্নিষ্‌ষিধাং নো জনাসঃ ৪।৩৪।১ ; পূর্বীষ্ট ইন্দ্র নিষ্‌ষিধো জনেষু ৬।৪৪।১১ ; উক্‌থ্যম্ ইন্দ্রায় শংস্যং বর্ধনং পুরুনিষ্‌ষিধে ১।১০।৫ ; উত বাজিনং পুরুনিষ্‌ষিধ্বানং দধিক্রাম্ ৪।৩৮।২ । 'নিঃ' নিরতিশয় 'সিধ্' সিদ্ধি (<√ সিধ্ (সিদ্ধ হওয়া, সফল হওয়া)] পরম সিদ্ধি, চরম সার্থকতা ; এখানে তার হেতুভূত মহেশ্বরের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য। তাঁর ইচ্ছার বীজই নিহিত রয়েছে জীবের নিয়তিতে, তার

জীবনে নিঃশেষে সিদ্ধ হচ্ছে তাঁরই সঙ্কল্প। সে-সঙ্কল্প প্রাক্তন অতএব অখণ্ডিত (পূর্বীঃ)।

পুরূ (পুরূণি) বসূনি— যত আলোর সম্পদ। পৃথিবী তার ধাত্রী। দেবতার স্পর্শে মাটি আর মাটি নয়, সে হিরণ্যগর্ভা চিন্ময়ী।

দ্যাবঃ— একই দ্যুলোকের আছে তিনটি স্তর—'তিস্রো দ্যাবঃ—সবিতুর্দ্বা উপস্থাঁ, একা যমস্য ভুবনে বিরাষাট্' ১।৩৫।৬। সপ্তলোকের কল্পনায় জন, তপঃ, সত্য এই তিনটিকেই দ্যুলোকের অর্ন্তগত ধরা যেতে পারে, এই তিনলোকে আর পুনরাবৃত্তি হয় না।

ওষধীঃ— [দ্র. ৬।৪, ওষ (উষার আলো) + √ ধা (নিহিত থাকা) + ই, ১-ব নি. ৯।২৭। প্রাণ-চেতনার প্রথম উন্মেষ যাদের মধ্যে] উদ্ভিদ্। যজ্ঞের সঙ্গে তার মুখ্য সম্পর্ক অরণি বা সমিধ্‌রূপে, যূপরূপে এবং সোমলতারূপে। অরণি অগ্নিমাতা, যূপ বনস্পতি অগ্নি, সোম অমৃত আনন্দ চেতনা। যাজ্ঞিকের দৃষ্টিতে দেখতে গেলে প্রথমে অগ্নি-সমিন্ধন, তারপর পশুবন্ধন ও পশুবলি, অবশেষে সোমপানে অমৃতত্বলাভ, ওষধি সম্পর্কিত এই তিনটি ব্যাপারেই অধ্যাত্মসাধনার একটা ক্রমিক উৎকর্ষ দেখা যায়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অরণিমন্থনে জ্বলে অভীপ্সার আগুন, তারপর পশুবলিতে প্রাণজয় ('পশবো বৈ প্রাণাঃ'), অবশেষে সোমপানে দিব্য আনন্দলাভ। জড়ের মধ্যে প্রাণচেতনার প্রথম উন্মেষ হল ওষধিতে, চেতনা সেখানে সম্মূঢ় এবং আচ্ছন্ন—মনুর ভাষায় 'অন্তঃসংজ্ঞা'; এই তামস চেতনা পশুতে রাজস্, মানুষে সাত্ত্বিক অর্থাৎ আত্মসচেতন। সাধনার দিক থেকে দেহের সঙ্গে ওষধির একটা সমতা আছে: অন্তর্যাগে এই দেহই অরণি, অথবা বনস্পতি, অথবা পরিশেষে সোমলতা। সোমরূপেই ওষধির চরম উৎকর্ষ; ঋগ্বেদের ওষধিসূক্তে (১০।৯৭) সোমকে বলা হয়েছে ওষধিদের রাজা এবং এই জন্যই ওষধিরা 'সোমরাজ্ঞীঃ' ১০।৯৭।১৮। ওষধিরূপী প্রাণচেতনার মূলে কাজ

করছে কিন্তু বৃহতের চেতনা, তাই ওষধিরা বিশেষ করে 'বৃহস্পতিপ্রসূতাঃ'—ক্লিষ্ট চেতনা বা অংহ হতে আমাদের তারা মুক্তি দেয়, আমাদের মধ্যে নিহিত করে দেববীর্য (১৫,১৯)। আবার আর একদিক দিয়ে ওষধিদের প্রতিভূ হল 'অশ্বত্থ' (৫) ; উর্ধ্বমূল অবাক্ শাখে অশ্বত্থ প্রাচীনকাল হতেই মনুষ্য দেহের বিশেষ করে নাড়ীজালের প্রতীক—এবং সেই থেকে সংসারেরও।

আপঃ— [নিঘন্টুতে 'অন্তরিক্ষ' বা প্রাণলোক (১।৩); 'উদক' (১।১২) দ্র. নি. ৯।২৬] জননী প্রাণশক্তির প্রতীক। ঋগ্বেদের অপ্‌সূক্তে তার বিবৃতি আছে (১০।৯)। সেখানে, 'তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ, আপো জনয়থা চ নঃ'—এই অপ্-এরাই আমাদের জননী, তাঁদের কাছেই আমরা ছুটে যাই সেই পরমদেবতার তরে যাঁর দিব্যধামের প্রতি মায়েরা নিত্য আমাদের প্রচোদিত করছেন (৩) ; এই অপ্-এর সঙ্গেই অগ্নীযোম (৬)। ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষায়, 'পৃথিবীর সার অপ্, অপের সার ওষধি (১।১।২) ; এর মধ্যে প্রাণ-পরিণামের একটা ধারা পাওয়া যায়।

জীরয়ঃ— [তু. প্র জীরয়ঃ সিস্রতে সধ্র্যক্ পৃথক ২।১৭।৩ । রূপান্তর, 'জীর' ক্ষিপ্র (নি.ঘ. ২।১৫) < √ জি ‖ জিন্ব (বেগসঞ্চার করা, প্রেরণা দেওয়া) ; কিন্তু দীর্ঘস্বর কেন? (see "viridity")] ক্ষিপ্রসঞ্চারী। 'আপঃ'-র বিশেষণ।

বনানি— বন উদ্ভিদজগতেরই অন্তর্গত, তবুও ওষধির সঙ্গে ব্যঞ্জনায় তফাৎ আছে। ওষধির মাঝে যেমন পাই অন্তর্গূঢ় প্রাণ-চেতনার ইশারা, তেমনি বনে পাই পার্থিব চেতনায় অপ্রবুদ্ধ কামনার রূপ। চিদগ্নি এই কামনার বনকে দগ্ধ করেন, এ-বর্ণনা অনেক জায়গায় আছে। বনের রাজা বনস্পতি—সে অগ্নি-স্বরূপ অর্থাৎ চিন্ময়ী অভীপ্সার উর্ধ্বশিখা, আত্মোৎসর্গের যূপ সে। এইখানে দেখি কামনার দিব্য রূপান্তর। দ্যুলোক, অপ্, ওষধি এবং বন—এরা সবাই **ইন্দ্রায় রয়িং**

> রক্ষন্তি— ইন্দ্রের জন্য তীব্র সংবেগকে লালন করছে। দেবতার আবির্ভাবে দ্যুলোকে অন্তরিক্ষে ও ভূলোকে একটা সাড়া পড়ে গেছে (অন্তরিক্ষের সঙ্গে অপ্-এর বিশেষ সম্পর্ক আছে ; ওষধি আর বন পৃথিবীরই অন্তর্গত)। মনে হচ্ছে, পৃথিবী জ্যোতির্ময়ী, তার প্রাণ আকূতিতে স্পন্দমান, অন্তরিক্ষ আর দ্যুলোক হতে জ্যোতিঃ শক্তির নির্ঝরণ—সমস্তই আধারে ঐন্দ্রীচেতনার আবির্ভাব ঘটাতে।

মর্ত্যের আধারে-আধারে দেখছি তাঁরই বিচিত্র দিব্যক্রতুর অমোঘ স্বাতন্ত্র্য — যেখানে যা বীজরূপে নিহিত করেছেন, তাকেই অনিঃশেষে সিদ্ধ করে তুলছেন গভীর হতে। বিশ্বভুবন তাঁর এই দিব্যব্রতেরই উত্তরসাধক। তাঁরই মহাবির্ভাবকে সত্য করতে মৃন্ময়ী পৃথিবী আজ চিন্ময়ী—গভীরে গোপন চিজ্জ্যোতির অবাধ উৎসরণে ঝলমল ; তার ওষধিতে বইছে উন্মনা আকূতির বিদ্যুৎস্রোত, তার বনে-বনে আলোর অভীপ্সা লেলিহান হয়ে উঠছে বনস্পতির উচ্ছ্রয়ে, তার নদীতে-নদীতে সাগরসঙ্গমী অবন্ধন প্রাণের খরধার। সেই সংবেগ অন্তরিক্ষের তারুণ্যের পারাবারে, আকাশের পর আকাশভাঙা আলোর নির্ঝরণে। দেবতা আসছেন ; তাঁরই তরে নিখিল বিশ্বের এই আয়োজন:

অখণ্ডিতা তাঁর পরমা-সিদ্ধি মর্ত্যের আধারে-আধারে:

যত আলোর সম্পদ পৃথিবী আজ ধরে আছে তাঁরই তরে ;

মহেশ্বরের তরে দ্যুলোক ওষধি আর ক্ষিপ্রসঞ্চারী অপ্-এরা

প্রাণসংবেগকে লালন করছে—লালন করছে বনেরা।।

৬

তুভ্যং ব্রহ্মাণি গির' ইন্দ্র তুভ্যং

সত্রা দধিরে হরিবো জুষস্ব।

বোধ্য আপির্ অবসো নূতনস্য

সখে বসো জরিতৃভ্যো বয়ো ধাঃ।।

হরিবঃ— [সর্বত্র ইন্দ্রের বিশেষণ। তু. নিঘ. 'হরী ইন্দ্রস্য' (১।১৫)] হে জ্যোতির্বাহন। দ্র. ৩।৩০।২।

বোধি— [√ বুধ্ (জেগে ওঠা ; জানা) + লোট হি] তোমার চেতনায় ভাসুক; জান, ভাব। কর্ম 'অবসঃ'।

আপিঃ— [তু. আপি র্যজত্যাপয়ে ১।২৬।৩ আপিঃ পিতা (অগ্নিঃ) ১।৩১।১৬; ৩।৫১।৯ ; ইন্দ্রের বিশেষণ ৪।১৭।১৭ ; নাসুষ্বেরাপি র্ন সখা ন জামিঃ ৪।২৫।৬ ; ত্বং হ্যাপিঃ প্রদিবি পিতৃণাম্ ৬।২১।৮ ; নকিরাপি র্দদৃশে মর্তত্রা ৬।৪৪।১০ ; আপিরাতী শিবঃ সখা ৬।৪৫।১৭ ; ৭।৮৮।৬ ; আপি র্ন বোধি ৮।৩।১ ; ভবেরাপি র্নো অন্তমঃ ৮।৪৫।১৮ ; ১০।১১৭।৭ ; ...। রূপান্তর 'আপ্ত' (১।৩০।১৪)। < √ আপ্ (পাওয়া, কাছে যাওয়া বা থাকা)] সহচর, আপনজন।

নূতনস্য অবসঃ— [§ অবঃ—(দ্র. ৩।১।৪) নিঘ. 'অন্ন'। দেবতার প্রসাদ যা আলোর পরিবেষ হয়ে আমাদের ঘিরে থাকে।] নতুন আলোর প্রসাদ। লীলাবৈচিত্র্যের আস্বাদন স্বভাবতই ভক্তের আকাঙ্ক্ষিত।

সখে— দেবতার সঙ্গে সাযুজ্যের সম্বন্ধ ব্যক্ত হয় এই সম্বোধনেই। জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের মূলও এইখানে—ঋষি দীর্ঘতমার ভাষায় তাঁরা 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' (১।১৬৪।২০)। বৈদিক পুরাণে তাই ইন্দ্র-কুৎসের সাযুজ্য (৫।৩১।৯) ; মহাভারতে কৃষ্ণার্জুনের সখ্যে নর-

নারায়ণের সাযুজ্যের আদর্শ অমর হয়ে আছে। 'তুমিও যা, আমিও তা' এই বোধই অদ্বৈত বেদান্তের ভিত্তি ; আর তার পরিচিতি দেবতার সঙ্গে এই সখ্যে।

হে মহেশ্বর, দিনের পর দিন তোমারই ভাবনায় ঘটে ক্লিষ্ট চেতনার বিস্ফারণ—কণ্ঠে জাগে বোধনের সুর, মননের অস্ফুট বাক্ রূপান্তরিত হয় মন্ত্রে। সেই কথা আর সুরের ডালি এই-যে তোমার সামনে ধরেছি,—হে দেবতা, বজ্রে আর বিদ্যুতে নেমে এস এই আধারে, তাকে গ্রহণ করে নন্দিত হও। হে আলোর দেবতা, হে সখা, তুমি যে আপন হতেও আপন আমাদের, তোমার সাযুজ্য আমাদের গর্ব। তোমার আলোর প্রসাদে উজল আমাদের ভুবনে তোমার নিত্য নতুনের লীলাচাতুরী ঝিলিক হানুক, জীর্ণতার শঙ্কা ঘুচিয়ে তোমার সুরশিল্পীদের মাঝে আন অজর তারুণ্যের প্লাবন:

তোমারই তরে বৃহতের মন্ত্রবাণী, বোধনগীতি যত হে ইন্দ্র, তোমারই তরে

নিত্য এই-যে মেলা রয়েছে, হে জ্যোতির্বাহন ; নন্দিত হও তাদের আস্বাদনে।

আপন তুমি ; জাগুক তোমার আলোর প্রসাদ নতুন করে—:

হে সখা, হে আলোর দেবতা, সুরশিল্পীদের মাঝে তারুণ্য কর নিহিত।।

৭

ইন্দ্র মরুত্ব ইহ পাহি সোমং

যথা শার্যাতে অপিবঃ সুতস্য।

তব প্রণীতী তব শূর শর্মন্

আ বিবাসন্তি কবয়ঃ সুযজ্ঞাঃ।।

মরুত্বঃ— [মরুৎ + বস্ (সহচারার্থে)) দ্র. 'মরুত্বান্' ৩।৪৭।১ ।

শার্যাতে— [তু. আ স্মা রথং বৃষপাণেষু তিষ্ঠসি শার্যাতস্য প্রভৃতা ১।৫১।১২ ; যাভিঃ শর্যতম্ অবথো মহাধনে ১।১১২।১৭ । ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শার্যতি এক জায়গায় ঋষির নাম (৪।৩২) ; আর-এক জায়গায় 'এতেন হ বা ঐন্দ্রেণ মহাভিষেকেণ চ্যবনো ভার্গবঃ শার্যাতক্ মানব অভিষিষেচ তস্মাদু শার্যাতো মনেবঃ সমন্তং সর্বতঃ পৃথিবী জয়ন্ পরীয়ায় অশ্বেন চ মেধ্যেনেজে, দেবানাং হ্যাপি সত্রে গৃহপতিরাস (৮।২১)। মহাভারতে আছে, শর্যাতি রাজার মেয়ে সুকন্যা চ্যবনকে বিয়ে করেন।] শার্যাত ঋষি বা রাজার যজ্ঞে। অতীতের কোনও সমর্থ সোমসাধকের সফল সাধনার স্মৃতি।

প্রণীতী— [= প্রণীত্যা। তু. তব প্রণীতী পিতরো ন ইন্দো দেবেষু রত্নমভজন্ত ধীরাঃ ১।৯১।১ ; তব প্রণীত্য শ্যাম বাজান্ ৪।৪।১৪ ; তব প্রণীতীন্দ্র জোহুবানান্ রোদসী নিনেথ ৭।২৮।৩ ; তব প্রণীতী...বিশ্বা তরেম দুরিতা ৭।৩২।১৫... । প্র (অগ্রগামী হতে) + √নী (নেওয়া, পরিচালনা করা) +তি.৩-এ] পরিচালনায়, নায়কত্বে।

শর্মন্— [= শর্মণি। তু. সূরিভিস্তব শর্মন্ত্ স্যাম ১।৫১।১৫ । শর্মন্ত্ স্যাম তব সপ্রথস্তমে ৯৪।১৩ ; অরিষ্টা উরাবা শর্মন্ত্ স্যাম ২।২৭।১৬ ; তব স্যাম পুরুবীরস্য শর্মন ২।২৮।৩ ; যস্য শর্মন্নকি র্দেবা বারয়ন্তে ন মর্তাঃ ৪।১৭।১৯ ; ৫।৩৮।৫ ; মহিনস্য শর্মন দিবি স্যাম পার্থে ৬।৩৩।৫, ৬।৪৯।১৩ ; যস্য (অগ্নেঃ) শর্মন্নুপ বিশ্বে জনাসঃ...তস্থুঃ ৭।৬।৬ ; ১৮।৩ ; শর্মন্ত্ স্যাম মরুতাম্ উপস্থে ৭।৩৪।২৫ ; তব (সরস্বত্যাঃ) শর্মন্ প্রিয়তমে দর্শনাঃ ৭।৯৫।৫ ; দেবানাং শর্মন্ মমসন্তু সূরয়ঃ ৮।৬০।৬ ; কেতেন শর্মন্ত্ সচতে সুষাম্নি অগ্নে ১৮; ১০।৬।১ ; কুহ কস্য শর্মন্ ১০।১২৯।১ ; উরৌ যথা তব শর্মন্ মদেম ১০।১৩১।১...। নিঘ. 'গৃহ' (৩।৪) ; নি 'শরণম্' (৯।৩২)। <

√ শৃ || শ্রি (আশ্রয় নেওয়া), দেবতার চরম শরণ অনিবাধ বৈপুল্যে, মহাকাশের রিক্ততায়, পরম প্রশান্তিতে।] পরম শরণে।

আ বিবাসন্তি— [√ বন্ (পাওয়া, লাভ করা) + স (ইচ্ছার্থে) + লট্ অন্তি] এই হৃদয়ে তোমাকে পাবে বলে সাধনা করে।

কবয়ঃ— [নিঘ. কবি 'মেধাবী' ৩।১৫ ; মেধাবী কবিঃ ক্রান্তদর্শনো ভবতি, কবতে বা (নি. ১২।১৩); কবতির্গতিকর্মা (নিঘ. ২।১৪)। < √ কূ (কৈয়টের মতে , ন্যাসকারের মতে হ্রস্বান্ত ; ধাতুপাঠের অর্থ 'শব্দে')। কিন্তু তু. 'আকূতি': 'আকূতিঃ সত্যা মনসো মে অস্তু ১০।১২৮।৪ ; সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ১০।১৯১।৪; উপাসতে শ্রদ্ধাং হৃদয্যা আকূত্যা ১০।১৫১।৪ : 'আকূতি' সেখানে হৃদয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। অলখের জন্য এই হিয়াদগ্দগি পরাণ পোড়ানি যাঁর আছে, তিনিই 'কবি' এই হল আসল অর্থ। তারপর তিনি ক্রান্তদর্শী বা সর্বজ্ঞ, তিনি নিত্যপথিক, তিনি বাণীর সাধক—এই অর্থগুলি পরে আসে। যেমন কবির আকূতি হতে মন্ত্রের সৃষ্টি, তেমনি দেবতার আকূতি হতে বিশ্বের সৃষ্টি—অতএব দেবতাও কবি। মানুষ কবি অন্তর্দর্শী বলে 'মেধাবী' (নিঘ. ৩।১৫)] কবিরা।

সুযজ্ঞাঃ— [তু. ইন্দ্রঃ সুযজ্ঞঃ ২।২১।৪ ; সুযজ্ঞো অগ্নিঃ ৩।১৭।১ ; কবয়ঃ সুযজ্ঞাঃ আবিবাসন্তো মরুতো (জ্যোতিষ্মান্ হয়ে) যজন্তি ৫।৪৫।৪। দেখা যাচ্ছে, যজ্ঞ বা সাধনা দেবতা ও যজমান দুয়েরই] সাধনা যাদের ত্রুটিহীন।

হে বজ্রসত্ত্ব, ভ্রূমধ্যবিন্দুর ওপারে এনেছ বুঝি আলোর ঝড়। এসো, এই যে হৃদয়ের পাত্র আমাদের সৌম্য-সুধায় পূর্ণ রয়েছে তোমারই তরে। তোমার তৃষ্ণা মেটাও এই আসবে—যেমন মিটিয়েছ যুগে-যুগে মহাসাধকের দীর্ঘসত্রে। হে প্রাণোচ্ছল, উত্তরায়ণের পথে তুমিই যে সাধকের দিশারী। দ্যুলোকের উপান্তে আছে তোমার

পরমা প্রশান্তির মহাভূমি, তারই আশ্বাস ভূলোকের কবিদের করে অলখের আকূতিতে উন্মনা, তিলে-তিলে অনিঃশেষ আত্মদানের সহজ সাধনায় অতন্দ্র:

হে ইন্দ্র, মরুদ্‌গণের সহচর ! এইখানে পান কর সোমের ধারা —

যেমন পান করেছিলে শার্যাতের যজ্ঞের সবনে।

তোমারই প্রেরণায়, তোমারই, হে প্রাণোচ্ছল, পরম শরণের আশ্বাসে
এই হৃদয়ে অলখের আলোকে পেতে চায় কবিরা—আত্মদানের সহজ সাধনায়।।

৮

স বাবশান ইহ পাহি সোমং

মরুদ্‌ভির্ ইন্দ্র সখিভিঃ সুতং নঃ।

জাতং যৎ ত্বা পরি দেবা অভূষন্

মহে ভরায় পুরুহূত বিশ্বে।।

ঋকের প্রথমার্থে পূর্বঋকের প্রথম পাদেরই সনির্বন্ধ পুনরুক্তি।

বাবশানঃ— [দ্র. ৩।২২।১। √ বশ্ (চাওয়া) + আন, ১-এ।] কামনায় উতল হয়ে। দেবতার তৃষ্ণা অমেটান, আমার সবটুকু রসের সঞ্চয় নিঙ্ড়ে তিনি যে পান করতে চান, এই অনুভূতিতেই সাধনা সহজ হয়—দেওয়ার আর কোনও বাধা থাকে না বলে। শুধু যে আমি চাই তা নয়, তিনিও চান—এই বোধেই হৃদয়ের কবাট খোলে, অন্য-কিছুতে নয়।

পরি অভূষন্— [তু. অতিষ্ঠন্তং পরি বিশ্বে অভূষন্ (ইন্দ্রং) ৩।৩৮।৪ ; যো জাত এব

প্রথমো মনস্বান্ দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ (ইন্দ্রঃ) ২।১২।১ (দুটিতে মিলিয়ে ক্রিয়াব্যতীহার লক্ষণীয়) ; উক্থৈ র্য এনোঃ পরিভূষতি ব্রতম্ ১।১৩৬।৫ ; অগ্নে দেবাঁ...পরি ভূষ পিব ঋতুনা ১।১৫।৪ ; কবি র্দেবানাং পরি ভূষসি ব্রতম ১।৩১।২ ; ক্ষয়ং বৃহন্তং পরিভূষতি দ্যুভিঃ ৩।৩।২ , অঙ্কাঃ সূনাঃ পরি ভূষন্ত্যশ্বম্ ১।১৬২।১৩ ; ত্রীনি জানা পরি ভূষন্ত্যস্য ১।৯৫।৩ ; ইন্দ্রাগ্নী রোচনা দিবঃ পরি বাজেষু ভূষথঃ ৩।১২।৯ ; পরি দ্যাবা পৃথিবী ভূষতি শ্রুতঃ (রথঃ) ৮।২২।৫ ; শিশুং ন যজ্ঞৈঃ পরি ভূষত শ্রিয়ে (সোমং) ৯।১০৪।১ ; ...। < পরি √ ভূ (ষ্) (চারদিকে থাকা, ঘিরে থাকা, ছড়িয়ে পড়া, ব্যাপ্ত করা ; সংবর্ধিত করা) + লঙ্ অন্] দেবতারা চারদিকে আবির্ভূত হলেন, সংবর্ধিত করলেন তোমাকে, তুমি জন্মা মাত্র। চিৎশক্তির পূর্ণ ঋদ্ধি নিয়েই ইন্দ্রচেতনার আবির্ভাব হয়।

মহে ভরায়— ['ভর' দ্র ৩।১৭।৫] সৌম্য আনন্দের বৈপুল্যকে বহন করবে বলে।

বিশ্বে— 'দেবাঃ'র বিশেষণ।

রসের তৃষ্ণায় চির-উতলা তুমি, হে দেবতা,—এই-যে হৃদয় নিঙ্ড়ে তোমার পাত্রখানি আমরা পূর্ণ করে রেখেছি। এসো, নেমে এসো আলোর ঝড়ে তোমার নিত্যসহচর বিশ্বপ্রাণের বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে,—তোমাদের তৃষ্ণার তর্পণ হোক্।...এই-যে এসেছ তুমি, সাড়া দিয়েছ আমাদের বারবার আকুল আহ্বানে। হে সদ্যোজাত, তোমার আবির্ভাবকে এই যে নন্দিত করল আধারের তন্ত্রে-তন্ত্রে বিদ্যুদ্বিলসিত চিদ্‌বিভূতির দীপ্তছটা। হে দেবতা, এবার ভাঙো আড়াল, বহাও সৌম্যসুধার বিপুল প্লাবন:

তুমি যে কামনা-উতল। এইখানে এসে পান কর সোমের ধারা

মরুদ্গণকে সঙ্গে নিয়ে, হে মহেশ্বর—যাঁরা তোমার নিত্যসহচর:

এই-যে নিঙড়ে-দেওয়া সৌম্য-সুধা আমাদের।

জন্মালে যখন, তোমায় চারদিক হতে ঘিরল বিশ্বের জ্যোতিঃশক্তিরা—

সৌম্য-আনন্দের বৈপুল্যকে বহন করবে বলে, হে 'পুরুহূত'।।

৯

অপ্তূর্যে মরুত আপির্ এষো

ঽমন্দন্ ইন্দ্রম্ অনু দাতিবারাঃ।

তেভিঃ সাকং পিবতু বৃত্রখাদঃ

সুতং সোমং দাশুষঃ স্বে সধস্থে।।

অপ্-তূর্যে— [দ্র. ৩।১২।৮। তু. 'বৃহস্পতিঃ পর্বতেভ্যো বিতূর্যা (বিমুক্ত ক'রে, ঠেলে বের করে দিয়ে) নির্গা উপে ১০।৬৮।৩। অনুরূপ উত্তরপদ 'বৃত্রতূর্য'তে, যা 'অপ্তূর্যে'র ফল; আঁধারের পাষাণ-বাধা ভেঙ্গে পড়ে, রুদ্ধ প্রাণ প্রবাহিনীরা মুক্তি পায় তাতে। দ্র. অপ্তুর (২)] অবরুদ্ধ প্রাণকে মুক্তির পথে প্রচোদিত করাতে।

এষ আপিঃ— এই ইন্দ্র তোমাদেরও আপন, আমাদেরও আপন। বৃত্রের শেষ বাধাকে ইন্দ্র দীর্ণ করেন বিশ্বপ্রাণচেতনার সহায়ে—সাধকদেরই হিতার্থে; তাই তিনি আপন।

অমন্দন্— [√ মদ্ (আনন্দিত হওয়া, মত্ত হওয়া) + লঙ্ অন্] আনন্দিত হলেন মরুতেরা, —কেননা আধারে আলোর ধারা নেমে এসেছে।

ইন্দ্রম্ অনু— ইন্দ্রও নন্দিত হয়েছেন, তাই। অচিতির 'পরে চিতি শক্তির বিজয়েই দেবতার আনন্দ।

দাতিবারাঃ— [তু. বাবৃধে ঈং মরুতো দাতিবারঃ (যজমানঃ) ১।১৬৭।৮ ; গণং (মরুতাং)...দাতিবারম্ ৫।৫৮।২। দাতি (দেন) বারম্ (বরণীয়, বর, যা চাওয়া যায় তাই) যাঁরা ; ক্রিয়ার সঙ্গে কর্মের সমাস (তু. 'ঋধ দ্বারায়াগ্নয়ে ৬।৩।২)। মরুদ্‌গণের বিশেষণ] কল্পতরু।

সধস্থে— [তু. যো (বিষ্ণুঃ) অস্কভায়দুত্তরং সধস্থম্ ১।১৫৪।১ ; য ইদং দীর্ঘং প্রযতং সধস্থম্ (আকাশ) একো বিমমে ত্রিভিরিৎ পদেভিঃ ৩ ; উপ প্রাগাৎ পরমং যৎ সধস্থম্ (অশ্বঃ) ১।১৬৩।১৩ ; অভিমাতীঃ সহমানঃ সোমঃ সধস্থমাসদৎ ৩।৬২।১৫ ; তে হি যজ্ঞেষু...সধস্থং বিশ্বে অভি সন্তি দেবাঃ ৭।৩৯।৪ ; সহশ্চিদ্ যস্য নীলবদ্ সধস্থং (ইন্দ্রস্য) ৭।৯৭।৬ ; রক্ষোহা (সোমঃ) সধস্থম্ আসদৎ ৯।১।২ ; স পুনানস্য চেতসা সোমঃ...ক্রত্বা সধস্থমাসদৎ ৯।১৬।৪ ; তীব্রঃ সধস্থমাসদঃ (সোম) ৯।১৭।৮ ; বৃথা ক্রীড়ন্ত ইন্দবঃ সধস্থমভ্যেকমিৎ ৯।২১।৩ ; দ্রুণা সধস্থমশ্নুষে (সোম) ৯।৬৫।৬ ; (সোমঃ) প্রত্নং সধস্থমাসদৎ ৯।১০৭।৫ ; তদিৎ সধস্থমভি চারু দীধয় ১০।৩২।৪ ; ইয়ং মে নাভিরিহ মে সধস্থম্ ইমে মে দেবা অয়মস্মি সর্বঃ (নাভানেদিষ্ঠঃ) ১০।৬১।১৯ ; ৩।২০।২ ; ৫৬।৫ ; ত্রী যধস্থা পুনানঃ কৃণুতে হরিঃ (সোমঃ) ৯।১০৩।২ ; যদেদযুক্ত হরিতঃ সধস্থাৎ (সূর্যমণ্ডল) ১।১১৫।৪ ; নিঃ ষীম্ অদ্ভ্যো ধমথঃ নিঃ যধস্থান (আধার হতে) মঘোনো হৃদো বরথস্তমাংসি (ইন্দ্রকুৎসৌ) ৫।৩১।৯ ; অযুক্ত সপ্ত হরিতঃ সধস্থাৎ (সূর্যঃ) ৭।৬০।৩ ; আ তে বৎসো (ঋষিঃ) মনো যমৎ পরমাচ্চিৎ সধস্থাৎ ৮।১১।৭ ; ৩।১২।৮; ২৫।৫ ; যদ্ বা মরুত্বঃ পরমে সধস্থে যদ্ বাবমে বৃজনে মাদয়াসে ১।১০১।৮ ; হোতা যজিষ্ঠো অপাং সধস্থে (অগ্নিঃ) ১।১৪৯।৪ ; ইমং (অগ্নিং) বিধন্তো অপাং সধস্থে ২।৪।২ ;

১০।৪৬।২ ; বিধেম তে পরমে জন্মন্নগ্নে বিধেম স্তোমৈরবরে সধস্থে ২।৯।৩ ; ৩।৬।৪ ; ৭।৪ ; ২৩।১ ; অর্চন্তীন্দ্রং মরুতঃ সধস্থে ৫।২৯।৬ ; উৎস আসাং (গবাম্) পরমে সধস্থ ৪৫।৮ ; বৃজনে বা নদীনাং সধস্থে বা মহো দিবঃ (মরুতঃ) ৫২।৭ ; আ নো মিত্র সুদীতিভির্বরুণশ্চ সধস্থ আ...বৃধসে ৬৪।৫ ; ন যেষাম্ ইরী সধস্থ ঈষ্ট আঁ ৫।৮৭।৩ ; দিবো জজ্ঞিরে অপাং সধস্থে...দেবাঃ ৬।৫২।১৫ ; উশ্মসি ত্বা সধস্থ আ ৮।৪৫।২০ ; অব যৎ স্বে সধস্থে দেবানাং দুর্মতীরীক্ষে ৮।৭৯।৯ ; শ্রুধী নো অগ্নে সদনে সধস্থে ১০।১১।৯ ; — ১২।৯ ; (অগ্নিঃ) ধর্ম মিন্বাৎ পরমে সধস্থে ১০।১৬।১০ ; কো বাং শয়ুত্রা বিধবেব দেবরং মর্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ (১০।৪০।২) ; সধস্থ আ...রুদ্রং হবামহে ১০।৬৪।৮ ; সিংহমিব নানদতং সধস্থে বৃহস্পতিম্ ১০।৬৭।৯ ; উভে অভি প্রিয়তমে সধস্থে ১০।১৭।৬ ; তং ত্বা নৃম্ণানি বিভ্রতং সধস্থেষু মহো দিবঃ ৯।৪৮।১ । 'সধস্থে সহস্থানে' (নি. ৩।১৫)। সধ (সহ, একত্র) + √স্থা (থাকা) + অ অধিকরণে, সবাই একসঙ্গে থাকে যেখানে। অতএব সধস্থের মৌলিক অর্থ দাঁড়াচ্ছে 'মণ্ডল'—যেখানে অনেক রশ্মির বা শক্তির একত্র সমাগম ; তাই থেকে 'ধাম' 'সদন' (১০।১১।৯) 'আধার'। এই ধামের মাঝেও পুঞ্জভাবের ব্যঞ্জনা আছে। অনেক জায়গায় বলা হয়েছে, দেবতারা 'সজোষাঃ' অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে একের সঙ্গে অন্যের বিরোধ নাই, —একজন যেখানে আছেন আর-সবাইও সেখানে আছেন। চিৎশক্তিসমূহের এই অঙ্গাঙ্গিভাব এবং সাযুজ্য বৈদিক দেববাদের বৈশিষ্ট্য। আজও তন্ত্রে-পুরাণে একটি মূল দেবতাকে ঘিরে আবরণদেবতা বা পরিবার-দেবতাদের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। এদেশের মূর্তিশিল্পেও তার নিদর্শন মেলে, চালচিত্রসমেত তবে একটি প্রতিমা পূর্ণাঙ্গ হয়। এই ভাবটিই সধস্থের ভাব। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, অনেক বিক্ষিপ্ত ভাবনার

একত্র সমাহার যে-বিন্দুতে তাই সধস্থ। তাই দেহের চিৎকেন্দ্র বা চক্রও সধস্থ হতে পারে। অধ্যাত্ম-সোমযাগে সোমের ধারা উজান বইবার সময় এক-এক সধস্থে বিশ্রাম করে উত্তীর্ণ হয় বিপুল দ্যুলোকের শূন্যতায় ৯।১০৩।২ ; ৯।৪৮।১)।] আপনধাম। এই ধাম ভ্রূমধ্যের ওপারে, করোটির মহাশূন্যে। সুপ্রবুদ্ধ চেতনায় সেইখানে অনুভূত হয় আলোর ঝড়, সৌম্যসুধার বিগলন, ঈশান ইন্দ্রের শক্তির উল্লাস।

হে মরুদ্‌গণ, আকাশের অবরোধে তোমরা এনেছ আলোর ঝড়, বৃত্রের শেষ বাধাকে দীর্ণ করে চিন্ময় প্রাণের মুক্তধারাকে বইয়ে দিয়েছ আধারের শিরাজালে। এই দুষ্কর ব্রতে কে তোমাদের সহায় ছিলেন, কে সে আপনজন যাঁর ঈশনায় অন্ধকারার পাষাণ ভাঙল? এই যে তিনি! ...প্রমত্ত দেবতা, অনিবাধ বৈপুল্যের আনন্দে মাতাল। সেই আনন্দের দোলা লাগল বিশ্বপ্রাণের মাঝে, তার দাক্ষিণ্যে আধার উপচে উঠল দিব্যবিভূতির উচ্ছলতায়।...এই যে হৃদয় নিঙড়ে পূর্ণ করেছি সোমের পাত্র। আসুন দেবতা তাঁর আপন ধামে—ভ্রূমধ্যের উজানে শুদ্ধ-সত্ত্বের মহাবিন্দুতে, আলোর ঝড় ভেঙে পড়ুক তাঁকে ঘিরে, ফুৎকারে উড়ে যাক আঁধারের অন্তিম ছলনা, —আমার সৌম্য আনন্দের উপচার তাঁর তৃষ্ণা মেটাক :

রুদ্ধ প্রাণের উৎসারণে, হে মরুদ্‌গণ, তিনিই তোমাদের বন্ধু এই যে !...

মত্ত হয়ে উঠলেন মরুতেরা ইন্দ্রের মত্ততায়—ঢেলে দিলেন, যা চাওয়ার ছিল।
তাঁদের সঙ্গে নিয়ে পান করুন তিমিরনাশন
নিঙ্‌ড়ে-দেওয়া সৌম্য-সুধা আপন ধামে।।

১০

ইদং হ্য্ অন্ব্ ওজসা

সুতং রাধানাং পতে।

পিবা ত্ব্ অস্য গির্বণঃ।।

অনু— নিরন্তর।

ওজসা সুতম্— [দ্র. ৩।৪৭।৩ । যাজ্ঞিক 'গ্রাবা' বা পাথর দিয়ে সোম ছেঁচেন, তাইতে তাঁর ওজঃশক্তির প্রকাশ। অন্তর্যাগে এইটি যোনিমুদ্রা, তাইতে বীর্যের ধারা ওজঃশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে আধারের তিনটি আনন্দগ্রন্থিতে আবর্তিত হয়ে আকাশে উজিয়ে যায়। দ্র. ৩।১।১ 'অদ্রিম্'; পূর্ব ঋক্ 'সধস্থে'।] বজ্রশক্তিতে নিঙ্ড়ে দেওয়া।

রাধানাং পতে— [দ্র. ৩।৪১।৬ । তু. রাধানাং পতে গির্বাহো বীর (ইন্দ্র) ১।৩০।৫ । রূপান্তর 'রাধসাম্'] ঋদ্ধির ঈশ্বর।

গির্বণঃ— [দ্র. ৩।৪০।৬] ।

এই-যে ঊর্ধ্বস্রোতা ওজঃশক্তির নিরন্ত সাধনায় রসের ধারাকে চক্রে-চক্রে সঞ্চিত করেছি তোমারই জন্যে, হে দেবতা—তুমি তায় পান কর। আমার বোধন গীতিকে ভালবাস তুমি, আমার সকল ঋদ্ধির আশ্বাস যে তোমারই মাঝে :

এই-যে নিরন্তর ওজঃশক্তিতে

নিঙ্ড়ে-দেওয়া সোমের ধারা, হে ঋদ্ধির অধীশ্বর!

পান কর না তায়, বোধনগীতির রসিক ওগো!

১১

যস্ তে অনু স্বধাম্ অসৎ

সুতে নি যচ্ছ তন্বম্

স ত্বা মমত্তু সোম্যম্।।

স্বধাম্ অনু— [দ্র. ৩।৪১।৮ । তু. Gk. ethos < Swedhos । সমস্তরূপ 'অনুষ্বধম', দ্র ৩।৪৭।১] তোমার স্বপ্রতিষ্ঠ বীর্যের অনুকূল (যে সোমের ধারা)। যা মাতাল করে, কিন্তু টলায় না।

অসৎ— [√ অস্ (হওয়া) + লেট্ অৎ] হতে পারে, হয়ে থাকে।

সুতে— ['সোমে' উহ্য] নিংড়ে-দেওয়া (সেই সোমে)।

নি যচ্ছ— [তু. অর্বাগ্ রথং নি যচ্ছতম্ ১।৯২।১৬, ৭।৭৪।২ , ৮।৩৫।২২; নিযুতো অস্মে নি যচ্ছতম্ ৪।৪৭।৪; অস্মে রয়িং সর্ববীরং নি যচ্ছতম্ ৪।৫০।১০; যুবোর্হি সখ্যম্... ইন্দ্রাবরুণা নি যচ্ছতম্ ৭।৮২।৮ ; ইন্দ্র এণা নি যচ্ছতু ১০।১৯।২ । নি (সামীপ্যে) √ যচ্ছ্ (প্রসারিত করা, বাড়িয়ে দেওয়া, এগিয়ে দেওয়া) + লোট্ হি] সঁপে দাও, তোমার তনুকে (**তন্বম্**)। সৌম্য আনন্দের মাঝে নিজেকে এলিয়ে দাও।

মমত্তু— [√ মদ্ (মাতাল করা) + লোট্ তু] মাতাল করুক।

সোম্যম্— সোমরসিক (তোমাকে)।

এই-যে আধার-নিঙ্ড়ানো আসবে পূর্ণ হৃদয়ের পাত্রখানি তোমারই তরে—এ তোমায় মাতাবে কিন্তু টলাবে না। স্ব-প্রতিষ্ঠার বীর্যে অটল থেকে তোমার তনুকে নির্বাধে সঁপে দাও এই রসের ধারায়—সে তোমায় মাতাল করুক। এ-রসের রসিক তুমিই শুধু, আর কেউ তো নয়:

যা তোমার স্বপ্রতিষ্ঠ বীর্যের অনুকূল হবে,

সেই নিঙ্ড়ে-দেওয়া সোমের ধারায় সঁপে দাও তোমার তনুখানি:

সে তোমায় মাতিয়ে তুলুক ; সোমের রসিক তুমিই যে।।

১২

প্র তে অশ্নোতু কুক্ষ্যোঃ

প্রেন্দ্র ব্রহ্মণা শিরঃ।

প্র বাহূ শূর রাধসে।।

প্র অশ্নোতু— ব্যাপ্ত করুক, ছেয়ে ফেলুক। সোমের উন্মাদনা তোমার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ুক। আপন ধামে ('স্বে সধস্থে') থেকে দেবতা সোমপান করছেন। আমার এই আধারই তাঁর স্বধাম। তাঁর আবেশে 'এ দেহে সে দেহে একই রূপ'। অতএব তাঁর আনন্দই আমার পরিশোধিত আনন্দ। তাইতে আমার ঋদ্ধির সূচনা ('রাধঃ')। আপাতত আবেশের বর্ণনা দেবতার, কিন্তু সাযুজ্যবোধের দৃষ্টিতে তাই হতে সাধকেরও আনন্দ। আত্মারামের রমণোল্লাসে মহাপ্রকৃতির উল্লাসেরও এই তত্ত্ব। খুব সোজা অর্থে, আমার দেওয়া আর তাঁর পাওয়াতেই আমার আনন্দ তাঁর ছোঁয়ায় শোধিত হয়ে আমার কাছে ফিরে আসে। সোমযাগের এই রহস্য — যা তপতী প্রকৃতিরই অনুভবগোচর।

কুক্ষ্যোঃ— [দ্র. ৩।৩৬।৮ । তু. আ তে সিঞ্চামি কুক্ষ্যোর্ অনু গাত্রা বি ধাবতু ৮।১৭।৫ ; মন্দিনঃ সুতাসঃ পৃণন্তস্তে কুক্ষী বর্ধযন্তি ২।১১।১১ ; যো সে কুক্ষী সুতসোমঃ পৃণাতি ১০।২৮।২ ; উভা কুক্ষী পৃণন্তি

মে ১০।৮৬।১৪ । কোথাও আছে 'উদর'। এইখানে নাভিচক্র, সোম তার নিচে যাবে না। অন্তর্যাগে এইখানে অগ্নীষোমের সঙ্গম, তারপর ধারা উজান চলে মাথার দিকে। তার বর্ণনা এইখানেই আছে।] দুটি কুক্ষিতে।

শিরঃ— সোমের আনন্দ শীর্ষে আসুক—তন্ত্রের ভাষায় 'শিরসি সহস্রারে'। তু. সং জামিভির্নসতে (পৌঁছয়) রক্ষতে শিরঃ (সোমঃ) ৯।৬৮।৪। এইখানেই সোমের নাম 'সহস্ররেতাঃ' (৯।১০৯।১৭)। এখানকার আনন্দ ব্রহ্মানন্দ বলে কোথাও ব্যাপ্ত হচ্ছে **'ব্রহ্মণা'**।

বাহূ— [cog. w. Gk. pekhus < phakhus, Eng. bough । দুটি বাহু দেহকাণ্ডের দুটি ডাল। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সূক্ষ্ম নাড়ীময় দেহ যেন একটি ওলটানো গাছের মত। বিভিন্ন নাড়ী সেই গাছের ডাল বা বাহু। এইজন্য বাহুতে আর নাড়ীতে একটা সাম্য দেখা যায় অনেক জায়গায়। সুষুম্নাকাণ্ডের দুটি বাহু ইড়া আর পিঙ্গলা। তাদের স্পন্দরোধ করাই পুরাণে বৃত্রের বাহুচ্ছেদ। দেবতার বাহু ক্রিয়াশক্তির প্রতীক। তু. পুরুষসূক্তে 'বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ' (১০।৯০।১২)। শীর্ষে ব্রাহ্মীচেতনা আর বাহুতে রাষ্ট্রশক্তির স্ফুরণ—এই সোম্য আনন্দের ফল এবং তাই **রাধসে** অর্থাৎ আমাদের ঋদ্ধি বা জীবনের অভ্যুদয়ের তরে।

হে দেবতা, আমারই বিবশ তনুতে তোমার আনন্দবিলাস। মণিপুরের অগ্নিসঙ্গমে জাগুক তোমার তাতল রসোল্লাস, ধারা উজিয়ে চলুক মূর্ধন্য-শূন্যতার পানে আদিগন্ত ব্যাপ্তির চেতনায়। ধারা নেমে আসুক বজ্রবাহী দুটি বাহুতে, অশ্রান্ত তিমিরবিদারে দিক্ ক্ষাত্রবীর্যের পরিচয়। সিদ্ধির প্রতিষ্ঠা আনুক ঋদ্ধি:

সেই সোমের উল্লাস ছেয়ে পড়ুক তোমার দুটি কুক্ষিতে,—
ব্যাপ্ত করুক হে মহেশ্বর, বৃহতের চেতনায় শীর্ষকে ;
নেমে আসুক দুটি বাহুতে, হে প্রাণোচ্ছল, ঋদ্ধির তরে।।

গায়ত্রীমণ্ডল, ইন্দ্র দেবতা
দ্বিপঞ্চাশত্তম সূক্ত

সূক্তটি বিশেষ করে কর্মপর। প্রাতে মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায় তিনটি সবনে ইন্দ্রকে সোম পান করাতে হবে এবং তার সঙ্গে দিতে হবে ধানা করম্ভ আর অপূপ। প্রাতঃসবনের নৈবেদ্যের মন্ত্র চারটি গায়ত্রীচ্ছন্দে, মাধ্যন্দিনসবনের বেলায় ত্রিস্টুভে আর তৃতীয়সবনে জগতীচ্ছন্দে। শেষ দুটি মন্ত্রে উপসংহার—তখন ইন্দ্রের সঙ্গে আছেন পূষা এবং মরুদ্‌গণ, দুইই দ্যুলোকের উপান্তে, ভ্রূমধ্যের উজানে।।

১

ধানাবন্তং করম্ভিণম্

অপূপবন্তম্ উক্‌থিনম্।

ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ।।

প্রথম দুটি চরণ অপালাসূক্তের দ্বিতীয়মন্ত্রের শেষ দুটি চরণের সঙ্গে এক (৮।৯১।২)। এইগুলি সোমপানের সঙ্গে উপকরণ ; তু. তন্ত্রের মদ্য এবং মুদ্রা, যেখানে মুদ্রা ভূমিজা। তন্ত্রের পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে মদ্য তেজের এবং মুদ্রা পৃথিবীর প্রতীক। পাঁচটি তত্ত্বের ভিতর দিয়ে শিবস্বরূপ হয়ে শক্তিকে গ্রহণ করা—এই তার উদ্দেশ্য, এখানে ইন্দ্র যা করছেন। বেদে ইন্দ্র পুরুষ, যজমান প্রকৃতি। যজ্ঞ যজমানের আত্মাহুতি—বস্তুত মধুরারতির সাধনা ; দ্র. (৩)। দেবতার কাছে উৎসর্গ করতে হবে নিজেকে (ঐ.ব্রা. ২।৩); যা-কিছু নৈবেদ্য, তা এই নিজেরই

প্রতীক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, দেবযজ্ঞে পুরুষই আদি হবিঃ ; ক্রমে অশ্ব, গো, মেষ, অজ, সবার শেষে ব্রীহি—যার থেকে পুরোডাশ হয় (২।৮)। প্রথম পুরুষ, তারপর পশু, তারপর ভূমিজাত অন্ন—এর মধ্যে প্রাণের সংবৃতির ধারাটি স্পষ্ট। দেবতাকে দিতে হবে চেতনা, দিতে হবে প্রাণ, দিতে হবে দেহ। পুরোল়াশ এই দেহের প্রতীক ; তন্ত্রের ভাষায় পৃথ্বীতত্ত্ব। অগ্নিতত্ত্বকে মাঝে রেখে তন্ত্র মৎস্যে এবং মাংসে যথাক্রমে অপ্ এবং মরুৎ এই দুটি তত্ত্বের স্থাপনা করেছেন পঞ্চতত্ত্বে। বেদে এই ভেদটুকু পাওয়া যায় না। অপ্ এবং বায়ু দুইই বেদে প্রাণের বিভূতি, জীবজগতে পশুও তাই ; অতএব পশুযাগে দেবতাকে প্রাণ আহুতি দেওয়া হল—এই হল বৈদিক ভাবনা। মোটামুটি তাৎপর্যের দিক দিয়ে বেদে আর তন্ত্রে এ-বিষয়ে বিশেষ তফাৎ নাই।

ধানাবন্তম্— [দ্র. ৩।৪৩।৪ । 'যবাস্ত নিস্তুধা ভৃষ্টা স্মৃতা ধানাঃ' রাজনিঘন্ট্যু। (তু. ঐ. ব্রা. ২।২৪ হরিষ্পংক্তি যজ্ঞের বিবরণ। সেখানে ধানা করম্ভ পরিরূপ পুরোল়াশ আর পয়স্যার কথা আছে। আপস্তম্ব বলেন, 'কপালে অধিস্রিত্য তণ্ডুলান্ ওপ্য ধানাঃ করোতি') তু. ইমা ধানাঃ ঘৃতস্নুবঃ ১।১৬।২ ; দিবে দিবে সদৃশী রদ্ধি ধানাঃ ('সদৃশীঃ' বিশেষণ স্পষ্টতই বোঝাচ্ছে ধানাঃ যে প্রতীক) ৩।৩৫।৩ ; ৭ ; য ইন্দ্রায় ভৃজ্জাতি ধানাঃ ৪।২৪।৭ ; স সোম আমিশ্লতমঃ সুতো ভুদ্যস্মিন্ পক্তিঃ পচ্যতে সন্তি ধানাঃ (তু. তন্ত্রের মদ্য, মাংস, মুদ্রা) ৬।২৯।৪ ; ৮।৭০।১২ ; জক্ষীয়াদ্ধানা উত সোমং পপীয়াৎ স্বাশিতঃ ১০।২৮।১] ধানা বা অগ্নিব্যাপ্ত তারুণ্য আছে যার মধ্যে। উহ্য সোমের বিশেষণ।

করম্ভিণং— [তু. করম্ভ ওষধে ভব ('সক্তু পিণ্ডঃ' সা.) ১।১৮৭।১০ ; য এনমাদিদেশতি করম্ভাদিতি পূষণম্ ৬।৫৬।১ ।দ্র. ঐ. ব্রা. ২।২৪; সায়ণ আপস্তম্ব থেকে উদ্ধরণ দিচ্ছেন, 'উদ্বাসনকালে ধানা উদ্বাস্য বিভাগমন্ত্রে বিভজ্য অর্ধ্য আজ্যেন সংযৌতি অর্ধাঃ পিস্টান্ সক্তূন করোতি, মন্থং সংযুতং করম্ভ ইত্যুচ্যতে।' ভাজা যবের সঙ্গে

ঘি মাখিয়ে যেমন ধানা হয়, তেমনি তাকে গুঁড়িয়ে ছাতু করে দই দিয়ে মাখলে হয় 'করম্ভ'। লক্ষণীয় ঘি আর দই পঞ্চামৃতের দুটি উপকরণ (দ্র. ৩।১।৭)।] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অগ্নিষ্বাত্ত তারুণ্যের সঙ্গে যুক্ত শুদ্ধচিত্তের একাগ্রতা। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'দুধ নির্জনে রেখে দই পাততে হয়, সেই দই মন্থন করলে যে মাখন ওঠে তা আর জলের সঙ্গে মেশে না।' তিনটি অমৃতের তাৎপর্য এই উক্তিতে পরিস্ফুট।

অপূপবন্তম্— [তু. যস্তে অদ্য কৃণবদ্ ভদ্রশোচে হপূপং দেব ঘৃতবন্তম্ অগ্নে। প্র তং নয় প্রতরং বস্যো অচ্ছা অভি সুম্নং দেবভক্তং যবিষ্ঠ ১০।৪৫।৯—ঘৃতসিক্ত অপূপরূপে আত্মাহুতি দিয়ে অগ্নির প্রসাদে যজমান পায় উত্তরজ্যোতি এবং দেবাবিষ্ট আনন্দের অধিকার।] পুরোলাশ যুক্ত। পুরোলাশ চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী পিঠা—খাপরায় সেঁকা, পূর্ববঙ্গের 'চিতই' পিঠার মত। ঐ.ব্রা. বলছেন, এই অপূপ 'ইন্দ্রিয়' বা ইন্দ্রবীর্য (২।২৪)।

উক্‌থিনম্— তু. যন্মা (ইন্দ্রং) সোমাস উক্‌থিনো অমন্দিষুঃ ১০।৪৮।৪ ; যজমানের বিশেষণ ৩।১২।৫, ৮।১৫।৬, ৩৩।২, ৫৩।৬; তুভ্যেদিন্দ্র... সুতাঃ সোমাসঃ...হৃদা হূয়ন্ত উক্‌থিনঃ ৮।৭৬।৮। মন্ত্রযুক্ত। উহ্য সোমের বিশেষণ। শুধু দেহই তোমাকে দিচ্ছিনা, সেই সঙ্গে দিচ্ছি মন এবং বাণীও। হৃদয় দিয়ে কায়-মন-বাক্য দিয়ে এই সৌম্যচেতনার আহূতি (৮।৭৬।৮)।

প্রাতঃ— এইটি প্রাতঃসবনের আহুতি। প্রাতঃসবনে পুরোলাশ আটটি খাপরায়, মাধ্যন্দিনসবনে এগারোটি খাপরায় এবং তৃতীয়সবনে বারোটি খাপরায় সেঁকবার নিয়ম ছিল—তিনটি সবনের তিনটি ছন্দের অক্ষর সংখ্যা অনুযায়ী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে ইন্দ্রের উদ্দেশে হবিঃ যখন, তখন সবই এগারোটি খাপরায় হওয়া উচিত। আপস্তম্ব দুটি বিধানেরই উল্লেখ করেছেন। (দ্র. ঐ. ব্রা ২।২৩)। প্রাতঃসবনে সৌম্যচেতনার জাগরণ।

হে মহেশ্বর এই যে আমাদের সৌম্যচেতনাকে উজান বইয়ে দিলাম তোমার পানে, প্রাতিভসংবিতের আলো ফুটল যখন ; তার সঙ্গে দিলাম এই তনু-প্রাণ-মন—অগ্নিষ্বাত্ত তারুণ্যে দীপ্ত, শুদ্ধসত্ত্বের নিবিড়তায় একাগ্র, বজ্রতেজে দুর্ধর্ষ, মন্ত্রের সাধনায় অতন্দ্র। দিলাম তোমায় ; তুমি স্বীকার কর, নন্দিত হও এই উপচারে:

'ধানা'র সঙ্গে, 'করম্ভে'র সঙ্গে,
'অপূপে'র সঙ্গে, মন্ত্রবাণীর সঙ্গে এই-যে সোমের ধারা ;
হে মহেশ্বর, সকালবেলায় নন্দিত হও আমাদের এই আকূতির আস্বাদনে।।

২

পুরোলাশং পচত্যং
জুষস্বেন্দ্রা গুরস্ব চ।
তুভ্যং হব্যানি সিস্রতে।।

পুরোলাশম্— [তু. ৩।৪।১।৩ । ঐ. ব্রা. তে নির্বচন: 'পুরো বা এতান্ দেবা অক্রত যৎ পুরোলাশঃ, তৎ পুরোলাশানাং পুরোলাশত্বম্ (২।২৩)। সায়ণের মন্তব্য: সোমাহুতিভ্যঃ পুরস্তাৎ কৃতবন্তঃ তস্মাৎ পুরোভাশেতি নাম সম্পন্নম্, দাশৃ দান ইতি ধাতুঃ, পুরতো দীয়মানং হবিরিত্যর্থঃ। তৈঃ ব্রাঃ বলেন, অথ যস্বাহুঃ, পুরোলাশমুখানি বৈ হবীংষি (৩।২।৩।৯)। পাংক্তযজ্ঞে পুরোলাশ হবিঃর সাধারণ সংজ্ঞা।] অগ্নিষ্বাত্ত দেহ আগে দিতে হবে, তারপর সোমরস—এইটিই লক্ষণীয়।

পচত্যং— [অনন্য প্রয়োগ। রূপান্তর 'পচত' (১।৬১।৭, ৩।২৮।২)] পরিপক্ব, অগ্নিস্বাত্ত।

আ গুরস্ব— [তু. অভি রাধসা জুগুরৎ (ইন্দ্রঃ) ৮।৮১।৫; অভী নো অগ্ন উক্থভি জ্জুগুর্যাঃ ১।১৪০।১৩ ; মৃগো নাশ্নো অতি যজ্জুগুর্যাৎ ১।১৭৩।২ । √ গুর্ (অভিনন্দিত করা, সহর্ষে স্বীকার করা) + লোট্ স্ব।] আনন্দে গ্রহণ কর।

হব্যানি— তিনটি হব্যের কথা আগের ঋকেই বলা হয়েছে। ঐ.ব্রা. তে পাঁচটির কথা আছে। আর একটি অবশ্যই সোমরস।

সিস্রতে— [√ সৃ (সরা, চলা, বওয়া) + লট্ অন্তে] বয়ে চলেছে। স্পষ্টতই সোমধারাকে লক্ষ্য করে। এখানে তা-ই হব্যের উপলক্ষণ।

আমার অগ্নিষ্বাত্ত এই যোগতনু তোমায় দিলাম, হে মহেশ্বর,—একে তুমি স্বীকার কর, এর শুদ্ধসত্ত্ব তোমায় নন্দিত করুক। আর এই যে আকাশ-উজানী রসের ধারা, এও যে ছুটে চলেছে তোমার পানে:

অগ্নিপক্ক এই-যে পুরোডাশ—
এতে তুমি তৃপ্ত হও, হে মহেশ্বর, আনন্দে একে স্বীকার কর।
তোমারই পানে হবির ধারারা বয়ে চলেছে যে।।

৩

পুরোল্হাশং চ নো ঘসো
জোষয়াসে গিরশ্চ নঃ।
বধূযুর্ ইব যোষণাম্।।

সমস্ত মন্ত্রটিই পুনরুক্ত ৪।৩২।১৬ ; আবার তু. তাং জুষস্ব গিরং মম বাজয়ন্তীম্ অবা ধিয়ং, বধূযুরিব যোষণাম্ ৩।৬২।৮ ।

ঘসঃ— [√ ঘস্ (খাওয়া) + লেট্ অস্] ভক্ষণ কর।

জোষয়াসে— [পিতা বসো যদি তজ্জোষয়াসে ৫।৩।১০ । √ জুষ + ণিচ্ + লেট্ আসে] (নিজেকে) তৃপ্ত কর।

বধূযুর্ ইব যোষণাম্— ['বধূযু' √ বধূয় < বধূ + কী সমার্থে য্ + উ, বধূ চায় যে। 'যোষণা' < √ যু (একত্র হওয়া, মিশে যাওয়া) ষ + অন + আ, স্ত্রী। বধূকামী যেমন তৃপ্ত হয় মনোরমা স্ত্রীকে পেয়ে, তেমনি করে আমাদের বাণীকে সম্ভোগ কর। দেবতাকে দিই আহুতি, দিই বাণী আর মন—এমনি করে নিজের সব-কিছু তাঁকে দিই। আমি যেমন তাঁকে চাই, তেমনি তিনিও চান আমাকে—এ যেন প্রিয়াবিরহীর প্রিয়াকে খোঁজা। এইখানে মধুরারতির ইঙ্গিত পাওয়া গেল। সোমও এমনি করে বধূকে খুঁজছেন—সে-বধূ অদিতির কন্যা (৯।৬৯।৩)। একই আকারে উপমাটি চতুর্থ মণ্ডলেও পুনরুক্ত হয়েছে। তাইতে বোঝা যায়, ভাবটি প্রাচীন এবং সাধারণ—বিশেষ কোনও একটি সম্প্রদায়ের কল্পনা নয়।

এই যে আমাদের অগ্নিষ্বাত্ত যোগতনুর উপচার, একে তুমি আপন কর, রূপান্তরিত কর তোমার বজ্রময় সত্তায়, হে বজ্রসত্ত্ব। আর এই-যে আমাদের হৃদয় হতে উছলে-ওঠা সুরের ঝোরা নিজেকে আজ ভাসিয়ে দাও তার প্লাবনে। কত যুগ ধরে বধূকে তোমার খুঁজে ফিরছ, —ওগো বঁধু, তাকে কি আজ ফিরে পাবে না আমাদের এই হৃদয়বীণার উতল ঝঙ্কারে:

এই-যে পুরোডাশ আমাদের, একে আস্বাদন কর,—

আর নন্দিত কর নিজেকে আমাদের এই বৈতালিকীর উপচারে ;

বধূকে তুমি চাও যেন, —নন্দিত হও এই প্রিয়াতে।।

৪

পুরোল্লাশং সনশ্রুত

প্রাতঃসাবে জুষস্ব নঃ।

ইন্দ্র ক্রতুর্হি তে বৃহন্।।

সনশ্রুত— [তু. অগ্নির বিশেষণ ৩।১১।৪ ; ইন্দ্রের ৮।৯২।২; সনশ্রুত ইন্দ্রো বাজস্য দীর্ঘশ্রবসস্পতিঃ (তাঁর বজ্রের গুরু গুরু একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না যেন) ১০।২৩।৩ । সন (চিরকাল ধরে ; তু. Lat. sen-ex 'old' < sen, 'full of years, old' ; Gk. henos < senos 'old', Lith, senas 'old', Goth, sineigs, 'old') শ্রুত (শোনা যায় যাঁকে)।] আকাশের শূন্যতায় বাকের স্পন্দনরূপে দেবতার যে পরম আবির্ভাব, তাই সাধনার চরম ফল। আমার 'বাক্' বা মন্ত্রময়ী আকূতি দিয়ে সাধনার শুরু হয়, আর তার সারা হয় দেবতা যখন সাড়া দেন, কথা কন। রূপের চাইতে স্পর্শ গভীর ; তখন তাঁকে পাওয়া প্রাণরূপে—এই হৃদয়ে। আরও গভীরে তিনি অনাহত মন্ত্রধ্বনি। তিনি তখন নাদরূপে স্ফুরিত। এই নাদই 'প্রণব', পতঞ্জলি যাকে বলছেন ঈশ্বরের বাচক। ব্রহ্মের পাঁচটি দ্বারপালের মধ্যে বাক্ আর মনে একটি মিথুন ; এরা হল সাধকের সাধন ; সিদ্ধের সাধন চক্ষুঃ, প্রাণ এবং শ্রোত্র—দেবতাকে তখন দেখি, বুকে পাই, কথা শুনি। রামকৃষ্ণ বলতেন, আমার ভিতর থেকে কে একজন বলল "চখা!", অমনি সাড়া এল "চখী!"। এই যে চখা-চখীর আলাপ, এ একবার শুরু হলে আর শেষ হয় না কখনও; তাই দেবতা 'সনশ্রুত'।

প্রাতঃসাবে— [তু. ৩।২৮।১; ইন্দ্র...প্রাতঃসাবস্তব হি পূর্বপীতিঃ ১০।১১২।১।]

প্রাতঃসবনে। নবানুরাগের অরুণ আলো ফোটে যখন। এই সবনে প্রধান আহুতি তিনটি—ঐন্দ্রাগ্ন, বৈশ্বদেব এবং উক্‌থ্য।

ক্রতুঃ— [তু. (অগ্নিঃ) ক্রতু র্ন নিত্যঃ ১।৬৬।৫ ; — ক্রতু র্ন ভদ্রঃ ৬৭।১; স হি ক্রতুঃ স মর্যঃ স সাধুঃ (অগ্নিঃ) ১।৭৭।৩ ; ত্বং ভদ্রোঽসি ক্রতুঃ (সোম) ১।৯১।৫ ; দ্যুম্নিন্তম উত ক্রতুঃ (অগ্নেঃ) ১।১২৭।৯ ; যস্য ক্রতু র্বিদথ্যোন সম্রাট্ (ইন্দ্রস্য) ৪।২১।২ ; যস্তে সাধিষ্ঠোঽবস ইন্দ্র ক্রতুষ্টমা ভর ৫।৩৫।১ ; ত্বে অপি ক্রতু র্মম ৭।৩১।৫ ; দেবমাদনঃ ক্রতুরিন্দুর্বিচক্ষণঃ ৯।১০৭।৩ ; বীরেণ্যঃ ক্রতুরিন্দ্রঃ ১০।১০৪।১০ ; ...। নিঘ. 'কর্ম' (২।১), 'প্রজ্ঞা' (৩।৯); এই দুটি অর্থে আর দুটি শব্দ আছে নিঘন্টুতে, 'ধীঃ' আর 'শচী'; আবার কর্ম অর্থে 'শক্তি' এবং প্রজ্ঞা অর্থে আছে 'মায়া'। এই থেকেই 'ক্রতুর' তাৎপর্য স্পষ্ট হয়। < √ কৃ + অতু ; cp. Gk. Kratos 'strength, might, power, rule'; Kratein 'to be strong over, rule, subdue' ; Cog. w. Goth. 'hard'] চিৎশক্তি, চিন্ময় সৃষ্টিবীর্য ; উপনিষদের ভাষায় 'জ্ঞানময়ং তপঃ'। ইন্দ্র 'শতক্রতু'—আঁধারের সকল বাধাকে বিদীর্ণ করে পৌঁছন পরম ব্যোমে। উপনিষদের ভাষায় 'ব্রহ্মকে তিনি সব চাইতে কাছে গিয়ে ছুঁয়েছেন' (কেনোপনিষদ)। তাই তাঁর ক্রতু বৃহন্।

হে দেবতা, অনাহত মন্ত্রধ্বনিতে আমাদের আকাশে নিত্য শুনি তোমার আঘোষ, 'এই যে আমি, এই যে আমি!' ভোরের আলোয় অনুরাগের কমল ফোটে, রসের ধারা উথলে ওঠে তোমার পানে। অগ্নিষ্বাত্ত তনুর এই যে উপচার, তাকে গ্রহণ করে নন্দিত হও, হে মহেশ্বর। আঁধারের আড়াল ভেঙে তোমার বিপুল প্রজ্ঞাবীর্য ঐ যে পরমব্যোমে অপাবৃত করে উত্তম জ্যোতির পারাবার :

আমাদের এই-যে পুরোডাশ, হে চিরশ্রুত,

প্রাতঃসবনে নন্দিত হও এর আস্বাদনে।

হে মহেশ্বর, প্রজ্ঞাবীর্য যে তোমার অতিবিপুল।।

৫

মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য ধানাঃ

পুরোলাশম্ ইন্দ্র কৃষ্বে'হ চারুম্।

প্র যৎ স্তোতা জরিতা তূর্ণ্যর্থো

বৃষায়মাণ উপগীর্ভির্ ঈট্টে।।

মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য— দ্র. ৩।২৮।৪, ৩২।১।

পুরোলাশম্ ইহ চারুং কৃষ্ব— পুরোডাশকে এইখানে এসে চারু বা কমনীয় (দ্র. ৩।৩২।১) কর। আমার নৈবেদ্য আমি সাজিয়ে দিয়েছি, এখন তাকে সার্থক কর তোমার অঙ্গীকারে। তোমার কাছে সুন্দর হলেই তবে সে সুন্দর।

স্তোতা জরিতা— যে তোমার গুণ গায়, গান গায় ; গানের সুরে যে তোমার সাধনা করে।

তূর্ণ্যর্থঃ— [তু. আ ধেনবঃ পয়সা তূর্ণ্যর্থা অমর্ধন্তীরুপ নো যন্তু মধ্বা ৫।৪৩।১। 'তুর্ণিঃ' ক্ষিপ্রগামী 'অর্থঃ' লক্ষ্য > লক্ষ্যের প্রতিসংবেগ যার] তীব্রসংবেগসম্পন্ন। (তু. যো. সূ)।

বৃষায়মাণঃ— [তু. বৃষায়মাণো হবৃনীত সোমম্ (ইন্দ্র) ১।৩২।৩ । 'বৃষা' বীর্য বর্ষণ করে, শক্তিপাত দ্বারা বন্ধ্যাত্ব ঘোচায়। বিশেষণটির

সবচাইতে বেশী প্রয়োগ সোমের বেলায়] বীর্যের পরিচয় দিয়ে চলেছে যে-সাধক। তীব্রসংবেগ এবং বীর্য—দুটি অপরিহার্য যোগগুণকে এখানে পাচ্ছি।

উপ ঈট্টে— [√ঈড় + লট্ তে] (বোধনগীতি দিয়ে) হৃদয়ে (তোমায়) জাগিয়ে তোলে যখন।

হে মহেশ্বর, এই-যে মধ্যগগনে এল উৎসর্পিণী সম্বুদ্ধ-চেতনা, —এল তোমার সুর-শিল্পীর আকূতি আর শৌর্যের তীব্রসংবেগে বাহিত হয়ে, এল হৃদয়ের কূলে তোমারই বোধনগীতির ছন্দোলয়ে। এইবার, হে দেবতা, স্বীকার কর তার অগ্নিস্বাত্ত তারুণ্যের উপচার, তার যোগাগ্নিময় তনুর তনিমাকে কমনীয় কর তোমার বিদ্যুন্ময় সাযুজ্যের ছোঁয়ায় :

মাধ্যন্দিন সবনের এই-যে 'ধানা'

আর এই-যে পুরোডাশ, তাকে, হে মহেশ্বর, কর এইখানে এসে কমনীয়,—

যখন তোমার স্তবে মুখর সুরশিল্পী তীব্রসংবেগ

আর সার্থক বীর্যের প্রেষণায় এই হৃদয়ে বোধনগীতে তোমায় জাগিয়ে তোলে।।

৬

তৃতীয়ে ধানাঃ সবনে পুরুষ্টুত

পুরোলাশম্ আহুতং মামহস্ব নঃ।

ঋভুমন্তং বাজবন্তং ত্বা কবে

প্রয়স্বন্ত উপ শিক্ষেম ধীতিভিঃ।।

তৃতীয়ে সবনে— [তু. তৃতীয়ং সবনং রত্নধেয়ম্ ৪।৩৫।৯। এই সবনে সোমপানের জন্য ঋভুদের বিশেষ করে আহ্বান ৪।৩৩।১১; ৪।৩৪।৪ ; ৪।৩৫।৯ ; অশ্বিদ্বয়ের আহ্বান ৮।৫৭।১] অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের তৃতীয় সবনে সোমের আহুতি দেওয়া হয় আদিত্য, সবিতা, বিশ্বদেব এবং দেবপত্নীদের উদ্দেশে। ঋগ্বেদে ঋভুগণ ও অশ্বিদ্বয় বিশেষ করে তৃতীয়সবনের ভাগ পান দেখা যাচ্ছে। সায়ণ একটি প্রাচীন মত উদ্ধার করে বলছেন, প্রাতঃসবন প্রভৃতি তিনটি সবন লোকত্রয়াত্মক। তৃতীয়সবনে এসে যজমান স্বর্গ লাভ করেন। তখন পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ; তা যাতে না হয়, তার জন্য অন্তিম অগ্নীমারুত শস্ত্রে হোতা স্বর্গ হতে আবার পৃথিবীতে নেমে আসেন। কেমন করে? অন্যান্য শস্ত্রের মতই স্তোত্রিয় তৃচ দিয়ে এই শস্ত্রের ভূমিকা করে বৈশ্বানরীয় সূক্ত দিয়ে শস্ত্র আরম্ভ করা হয়—যার সম্পর্ক দ্যুলোকের সঙ্গে। তারপর রুদ্র সূক্ত ও মরুৎসূক্ত পাঠ করে নেমে আসেন মধ্যমস্থানে বা অন্তরিক্ষে, —কেননা রুদ্র আর মরুতের সম্পর্ক অন্তরিক্ষের সঙ্গে। তারপর অগ্নিসূক্ত পাঠের ফলে নেমে আসেন পৃথিবীতে। (ভাষ্য ১।৫৯।৬)। সায়ণ অবশ্য এখানে বৈশ্বানরকে সূর্য বলে মানতে রাজী নন। তবু এই প্রাচীন মত হতে তৃতীয়সবনের দেবতাবিন্যাসের তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সোমযাগের লক্ষ্য অমৃতত্ব লাভ: অপাম সোমমমৃতা অভূম, অগন্ম জোতিরবিদাম দেবান্ (৮।৪৮।৩)। মাধ্যন্দিনসবনে সূর্যকে আর হেলতে না দেওয়ার সঙ্কল্পে তার সূচনা। তৃতীয়সবনে সাযুজ্য লাভ হচ্ছে আদিত্য, সবিতা ও বিশ্বদেবগণের সঙ্গে। আদিত্য অদ্বৈতজ্ঞানের দীপ্তি—অদিতি বা আনন্ত্যচেতনার প্রসাদ। তারপর সবিতার সাযুজ্যে প্রচোদনা-শক্তিকে লাভ করা, আর বিশ্বদেবের সাযুজ্যে সর্বাত্মভাবনায় সিদ্ধি। অবশেষে দিব্যশক্তি লাভ দেবপত্নীগণের

সাযুজ্যে। এই ঊর্ধ্বস্রোতাসাধনায় গোড়ায় প্রচোদক শক্তি ছিলেন অগ্নি, এবং শেষে ইন্দ্রসহায় মরুদ্‌গণ ; তাই আগ্নি-মারুত শস্ত্রের প্রয়োগ—সাধনশক্তির উদ্দেশ্যে। এইটি নেমে আসবার ধারা অর্থাৎ সিদ্ধের রীতি। সংহিতায় তৃতীয় সবনে ঋভুদের এবং অশ্বিদ্বয়ের আহ্বানে সূচিত হচ্ছে সাধকের ধারা —ঋভুরা মানুষ থেকে দেবতা হয়েছিলেন, আর অশ্বিদ্বয়েরা দ্যুস্থান দেবতার প্রথম, দিব্য জীবনের আদি দ্যোতনা। শ্রৌতসূত্রে আর্ভবপবমানের ব্যবস্থায় তার স্মৃতি রক্ষিত হয়েছে। এই মন্ত্রটিতে কিন্তু তৃতীয়সবনে আমরা ইন্দ্র এবং ঋভুগণকেই প্রধান দেখতে পাচ্ছি।

পুরুষ্টুত— [তু. অয়া ধিয়া চ গব্যয়া পুরুণামন পুরুষ্টুত ৮।৯৩।১৭ ; মনসা পুরুষ্টুত ১।১০২।৩ ; বর্ধস্বা সু পুরুষ্টুত ঋষিষ্টুতাভিরূতিভিঃ ৮।১৩।২৫ ; পুরুহূতং পুরুষ্টুতং ৮।১৫।১, ৯২।২ ; ...। প্রায় সর্বত্রই ইন্দ্রের বিশেষণ ; অগ্নির ১।১৪১।৬, ৫।৮।৫ ; পূষার ৬।৫৬।৪; উষার ৫।৮০।৩ ; সোমের ৯।৭২।১, ইন্দুঃসত্রাচা মনসা পুরুষ্টুতঃ ৯।৭৭।৪। লক্ষণীয়, স্তব করতে হবে জ্যোতিরভিসারিণী একাগ্রতা দিয়ে, তন্ময় মন দিয়ে। নিঘন্টুতে 'পুরু' বহুবাচী (৩।১); কিন্তু সর্ববাচী হতেও বাধা নাই, যেমন পুরুরূপ = বিশ্বরূপ, পুরুত্রা = সর্বত্র, পুরুভূ = সর্বভূ ইত্যাদি] সবাই যাঁর গুণ গায়।

মামহস্ব— [তু. সপ্ত ধামানি পরিয়ন্নমর্ত্যো দাশদ্ দাশুষে সুকৃতে মামহস্ব (অগ্নি) ১০।১২২।৩ ; তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তাম্ অদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ১।৯৪।১৬ (পরবর্তী অনেকগুলি সূক্তের ধুয়া) ; শতং মেষান্ বৃক্যে মামহানং ১।১১৭।১৭ ; কো ন্বত্র মরুতো মামহে বঃ ১।১৬৫।১৩ ; সৎপতি র্মামহে মে গাবা ৫।২৭।১ ; য ঋজ্রা মহ্যং মামহে ৮।১।৩২ ; যো নো দেবঃ পরাবতঃ সখিত্বনায় মামহে ৮।১২।৬ ; জনিত্বনায় মামহে ৮।২।৪২ ; যদুস্তুর্বশ্চ মামহে ১০।৬২।১০ ; √ মহ্ ‖ মংহ্ (মূল

অর্থ বৃহৎ হওয়া বা বৃহৎ করা; সংবর্ধিত করা ; দান করা, তু. 'মং হতে দানকর্মা' নিঘ. ৩।২০ — এই অর্থ দানস্তুতিতে পাওয়া যায়, তাই থেকে 'মঘ' ধন নিঘ. ২।১০ ; কিন্তু দানের বেলাতেও সংবর্ধনা অর্থ খাটে ; তাই থেকে 'মহঃ' দেবতার প্রসাদজনিত বৈপুল্য বা জ্যোতি) + লোট্ স্ব] সংবর্ধিত কর (ধানা এবং পুরোডাশকে)। পূর্বঋকে বলা হয়েছিল চারু করতে।

ঋভুমন্তং বাজবন্তম্— [§ 'ঋভুমৎ' তু. আ নো যজ্ঞায় তক্ষত ঋভুমৎ বয়ঃ ১।১১১।২ ; ঋভু মাঁ ইন্দ্র চিত্রমা দর্ষি রাধঃ ১।১১০।৯ ; ইন্দ্র ঋভুমান্ বাজবান্ মৎস্বেহ নঃ ৩।৬০।৬ ; ইন্দ্র ঋভুভির্বাজিভি র্বাজয়ন্নিহ ৩।৬০।৭ ; ঋভুমন্তা বৃষণা বাজবন্তা (অশ্বিনৌ) ৮।৩৫।১৫ ; সখ ঋভুভিঃ পুরুহূত প্রিয়েভিঃ (ইন্দ্র) ৩।৫৪।১৭; সমৃভুভিঃ পিবস্ব রত্নধেভিঃ ৪।৩৫।৭... । দেখা যাচ্ছে ঋভুরা ইন্দ্রের সহচর। নিরুক্তে 'ঋভব উরু ভান্তি ইতি বা, ঋতেন ভান্তি ইতি বা, ঋতেন ভবন্তি ইতি বা। ঋভুবির্ভ্বা বাজ ইতি সুধন্বন্ আঙ্গিরসস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ, তেষাং প্রথমোত্তমাভ্যাং বহুবন্নিগম্ম ভবন্তি ন মধ্যমেন, তয়োতদ্ ঋভোশ্চ বহুবচনেন চমসস্য চ সংস্তবেন বহূনি দশতয়ীসু সূক্তানি ভবন্তি। আদিত্যরশ্ময়োঽপি ঋভবো ভবন্তি (১১।১৫-১৬)। বিশেষ লক্ষণীয়, ঋভুরা 'মনোর্নপাতঃ' (৩।৬০।৩), তাঁরা মর্ত্য হয়েও অমৃতত্ব লাভ করেছিলেন, 'মর্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ' (১।১১০।৪)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন, 'তাঁরা সোমপানের অধিকার জিনে নিয়েছিলেন 'তপসা' (৩।৩০); সেইসঙ্গে এও বলছেন, অগ্নি প্রভৃতি কোনও দেবতাই তাঁদের সঙ্গে সোমপান করতে চাইলেন না তাঁদের গায়ে মানুষের গন্ধ আছে বলে (মনুষ্যগন্ধাৎ)। ঋভুদের প্রসঙ্গে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে মানুষের জয়, তার তপস্যার জয়। ঋভুরা যে সুকৃতিমান্ তার বর্ণনা প্রত্যেক আর্ভবসূক্তেই আছে।

শরবৎ তন্ময়তার দ্বারা ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে যে ভেদ করে, সেই সুধন্বা। তার সাধনা বীর্যেই ঋভু। এই ঋভুদের আর্যসাধনার আর-একটি ধারার—সাংখ্যযোগের বা পৌরুষেয় ধারার—প্রবর্তক বলে মনে করা যেতে পারে। তাঁদের সাধনা ঠিক সোমযাগের সাধনা নয়, অথচ তাঁরাও অমৃতত্ব লাভ করেছিলেন ; তাই সোমযাগের প্রত্যেক সবনে তাঁরা নিরাকৃত হয়েও শেষকালে তৃতীয় সবনের শেষদিকে ঠাঁই পেলেন। ঋগ্বেদে আছে, 'ঋভু গড়লেন ইন্দ্রকে, বাজ সব দেবতাকে, আর বিভ্বা বরুণকে (৪।৩৩।৯)—ব্যক্তিচেতনা, বিশ্বচেতনা আর তুরীয়চেতনার অথবা উপনিষদের ভাষায় রাজ্য, বৈরাজ্য আর সাম্রাজ্যের অধিগমের ইঙ্গিত স্পষ্ট। যাস্কের নিরুক্তিও এই পরম্পরাকে সমর্থন করে। ঋভুরা ঋগ্বেদেও সুধন্বার পুত্র। বিশেষ বিবরণ দ্র. ৩।৬০। 'ঋভু' <√ ঋভ্ || রভ্ (ধরা, কাজ করা ; তু. Grm. √ arb in 'arbeit' 'work'— এই ব্যুৎপত্তি Hillebrandt-এর); 'বাজ' < √ বজ্ (সামর্থ্যে) উপচে পড়া)।] ঋভু ও বাজকে সঙ্গে নিয়ে চলেন যিনি ; যিনি তপঃ-এবং ওজঃ-শক্তির আধার।

কবে— দেবতাও কবি। আকূতি যেমন মানুষের, তেমনি তাঁরও। মানুষের হৃদয় নিংড়ানো রসের ধারার পিপাসী তিনি—নিজেকে পেতে চান মানুষের মধ্যে।

প্রয়স্বন্তঃ— [তু. যম্ (অগ্নিং) প্রযস্বন্ত আয়বো জীজনন্ত ১।৬০।৩ ; হবামহে ত্বা বয়ং প্রয়স্বন্তঃ ১।১৩০।১ ; বিশো মানুষী র্দেবয়ন্তীঃ প্রয়স্বতী রীল়তে শুক্রমর্চিঃ ৩।৬।৩ ; প্র স মিত্র মর্তো অস্তু প্রয়স্বান্ যস্ত আদিত্য শিক্ষতি ব্রতেন ৩।৫৯।২ ; ইন্দ্রা হ যো বরুণা চক্র আপী দেবৌ মর্তঃ সখ্যায় প্রয়স্বান্ ৪।৪১।২ ; প্রয়স্বন্তো হবামহে ৫।২০।৩ ; ৭।৯৪।৬ ; ৮।৬৫।৬ উপ ত্বা প্রয়স্বন্তঃ সসৃজ্মহে গিরঃ ৬।১৬।৩৭ ; আ বাং বোচে বিদথেষু প্রয়স্বান্ ৭।৭৩।২ ; এতে

সোমাসঃ প্রয়স্বন্তঃ ৯।৪৬।৩ ; (সোমঃ) প্রয়স্বান্ প্রয়সে হিতঃ ৯।৬৬।২৩ ; যো অস্মৈ তীব্রান্ ৎসোমাঁ আসুনোতি প্রয়স্বান্ ১০।৪২।৫ ; প্রয়স্বন্তো ন সত্রাচ আ গত (মরুতঃ) ১০।৭৭।৪ ; প্রয়স্বতঃ প্রতি হর্যামসি ত্বা ১০।১১৬।৮ । 'প্রয়ঃ' নিঘ. 'অন্ন' (২।৭) < প্রী (খুশী হওয়া, খুশী করা)] আনন্দ, আনন্দের উপকরণ; প্রীতি, প্রেম। দেবতার মাঝে এই প্রেমের আকূতি।

উপ শিক্ষেম— [তু. শিক্ষা শচীবঃ শচীভিঃ ৮।২।১৫ ; ত্বং ন ঊতী...শিক্ষা শচিষ্ঠ ৮।৬৬।১৪ ; শিক্ষা স্তোতৃভ্যঃ ২।১১।২১... ; শিক্ষা ন ইন্দ্র রায় আ ৮।৯২।৯ ; শিক্ষা বয়োধো বসবে সু চেতুনা ৯।৮১।৩ ; ... শিক্ষেয়মিৎ মহয়তে ৭।৩২।১৯ ; শিক্ষেয়মস্মৈ ৮।১৪।২ ; যত্র নার্যপচ্যবম্ উপচ্যবং চ শিক্ষতে ১।২৮।৩...। নিঘ. দান করা (৩।২০)। < শক্ (স), শক্তি প্রকাশ করা, সমর্থ হওয়া, শক্তি দেওয়া। দেবতার বেলায় 'শক্তিপাত', মানুষের বেলায় নিজেকে রিক্ত করা বা উৎসর্গ করা ; দুটিই দেওয়া এবং দুটিতেই শক্তির পরিচয়।] তোমার কাছে শক্তির পরিচয় দেব আমরা।

ধীতিভিঃ— [তু. তয়োরিৎ ঘৃতবৎ পয়ো বিপ্রা রিহন্তি ধীতিভিঃ গন্ধর্বস্য ধ্রুবে পদে ১।২২।১৪ ; নিশ্চর্মণো গাম্ অরিণীত ধীতিভিঃ ১।১৬১।৭; তে ধীতিভির্মনসা তে বিপশ্চিতঃ পরিভুবঃ পরি ভবন্তি বিশ্বতঃ ১।১৬৪।৩৬ ; সরস্বতীম্ আ বিবাসেম ধীতিভিঃ ৬।৬১।২ ; উপ ত্বা সাতয়ে নরো বিপ্রাসো যন্তি ধীতিভিঃ ৭।১৫।৯ ; ত্রীনি যে যেমু বিদথানি ধীতিভিঃ ৭।৬৬।১০ ; ...। < √ ধী || ধ্যা (একাগ্র চিন্তা করা, ধ্যান করা ; তু. রথং যে চক্রুঃ সুবৃতং...মনসস্পরি 'ধ্যয়া' ৪।৩৬।২)। 'ধীর' শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষণীয়। √ ধী-র সঙ্গে √ ধা-র সম্পর্ক আছে ; সমাধিযোগীর বৈদিক নাম 'মন্-ধাতা' ; গায়ত্রীমন্ত্রের 'ধীমহি' নিহিত করা অর্থ বোঝায়। কিন্তু তার ব্যঞ্জনা

ধ্যানের দিকে। একাগ্র মনন দ্বারা, পুনঃপুনঃ ধ্যানেরদ্বারা। বহুবচন অভ্যাস বোঝাতে।

হৃদয়ে-হৃদয়ে তোমারই সুরের গুঞ্জরণ, হে দেবতা। এই-যে ভ্রূমধ্যবিন্দুতে এলো রসের উজানধারা, এলো দ্যুলোকের জ্যোতিঃ সমুদ্রের উপান্তে। এই নাও আমাদের অগ্নিষ্বাত্ত তারুণ্যের উপচার, তোমার বৈপুল্যে সঁপে দেওয়া যোগাগ্নিময় তনুর এই তনিমাকে কর দিব্যমহিমায় প্রভাস্বর। কিসের আকূতিতে টলমল হৃদয় তোমার, তা কি জানি না, কবি? এনেছ তপের বীর্য, এনেছ বজ্রের দহন ; আমরাও যে এনেছি প্রেমের ডালা, — তোমার পানে উৎসারিত একাগ্রমননের ঐকতানে অবন্ধ্য শক্তির পরিচয়:

তৃতীয় সবনে এই-যে 'ধানা', হে সর্বস্তুত,—

আর এই-যে পুরোডাশের আহুতি আমাদের ; সংবর্ধিত কর তাদের।

ঋভুমান বাজবান্ তোমায়, হে কবি,

প্রীতির উপচারে আমরা দেব শক্তির পরিচয়—ধ্যানচেতনার অবিচ্ছেদে।।

৭

পূষণ্বতে তে চকৃমা করম্ভং
হরিবতে হর্যশ্বায় ধানাঃ।
অপূপম্ অদ্ধি সগণো মরুদ্‌ভিঃ
সোমং পিব বৃত্রহা শূর বিদ্বান্।।

শেষের দিকে 'সগণো...বিদ্বান্ পর্যন্ত ৩।৪৭।২-এর একাংশের পুনরুক্তি।

পূষণ্বতে— [তু. পূষণ্বতে মরুত্বতে বিশ্বদেবায় বায়বে, স্বাহা গায়ত্রবেপসে হব্যম্ ইন্দ্রায় কর্তন ১।১৪২।১২ (আপ্রীসূক্ত) ; পূষণ্বান্ বজ্রিন্ ১।৮২।৬; পূষণ্বন্ত ঋভবঃ ৩।৫৪।১২। আরও তু. (অশ্বঃ) বিশ্বরূপ ইন্দ্রাপূষ্ণোঃ প্রিয়মপ্যেতি পাথঃ ১।১৬২।২ ; শং ন ইন্দ্রাগ্নী... শং ন ইন্দ্রাবরুণা...শমিন্দ্রাসোমা...শং ন ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ ৭।৩৫।১ ; ইন্দ্রা নু পূষণা বয়ং...হুবেম বাজসাতয়ে ৬।৫৭।১ ; বিশেষ দ্রষ্টব্য সোম-পূষার উদ্দেশে ২।৪০, যেখানে পূষাকে বলা হচ্ছে 'বিশ্বমন্যো অভিচক্ষাণ এতি' ২।৪০।৫ । নিঘন্টুতে পূষা 'পৃথিবী' (১।১); আবার তার বাহন অজ (১।১৫) ; প্রধানত তিনি দ্যুস্থান দেবতা, 'অথ যদ্ রশ্মি পোষং পুষ্যতি তৎ পূষা ভবতি (নি. ১২।১৮)। এখানে বিষ্ণুর সপ্তপদীর বিবরণ আছে ; পূষা সেখানে ষষ্ঠস্থানীয়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিষ্ণু যদি সহস্রারের ব্যাপ্তিচৈতন্য হন, তাহলে পূষা আজ্ঞাচক্রস্থ আদিত্যদ্যুতি। ২।৪০।৫-এ পূষার 'অভিচক্ষাণঃ' বিশেষণে এর সমর্থন পাওয়া যায় ; পূষাই যোগীর জ্ঞাননেত্র। ঋক-সংহিতাতে পূষার সঙ্গে বিশেষ যোগ দেখা যাচ্ছে ইন্দ্রের, ঋভুগণের ও সোমের। যাস্ক অগ্নির সঙ্গে সংস্রবের উল্লেখ করছেন, কিন্তু উদাহরণ দেননি। (৭।১০)। শম্-সূক্তে দেখা যাচ্ছে ইন্দ্র পার্থিবচেতনা, ভ্রূমধ্যচেতনা, সৌম্যচেতনা ও লোকোত্তর-চেতনার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। সোম ও পূষার যোগও লক্ষণীয়— ভ্রূমধ্য পার হয়েই অমৃতচেতনা, তাই গৃৎসমদ বলছেন, এঁদের দুজনকে 'দেবা অকৃণ্বন্নমৃতস্য নাভিম্' (২।৪০।১)। ঈশোপনিষদে এই পূষাই 'একর্ষি', প্রাজাপত্য সূর্যের উপরে, দুয়ের মধ্যে যম সেতু; সেখানে একর্ষি প্রত্যয়ের একতানতা বা তেজের সমূহন। এতেও পূষার স্থান পড়ে ভ্রূমধ্যে। ভ্রূমধ্যে তিনটি শক্তির সঙ্গম

পাওয়া যাচ্ছে: ইন্দ্র, মরুৎ এবং পূষা ; তিনটি দেবতারই উল্লেখ আছে এই ঋকে। ইন্দ্রই বজ্রশক্তিরূপে প্রধান তিমিরবিদার দেবতা; তাঁর সহচর একদিকে বিশ্বপ্রাণ আর একদিকে দিব্য-চেতনা।...পূষাকে বিশেষ করে 'করম্ভ' আহুতি দেওয়া হয় ; ঋগ্বেদেও তিনি 'করম্ভাৎ' বা করম্ভভোজী (৬।৫৬।১) ; ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সবনীয় পুরোডাশের যাজ্যা এই: 'হরিয়াঁ ইন্দ্রো ধানা অত্তু পূষন্তান্ করম্ভম্ ইত্যাদি (২।২৪)। করম্ভ দইমাখা ছাতু; তা পূষার জন্য কেন, তা বোঝাতে গিয়ে তৈত্তিরীয় সংহিতায় পূষাকে 'অদন্তক' বলা হয়েছে (২।৬।৮।৫)। অন্যান্য বিশেষত্বের জন্য দ্র. ৩।৬২।৭-৯।] পূষাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন যিনি।

হরিবতে ধানাঃ— দ্র. ৩।৩৫।৩, ৪৩।৪।

হর্যশ্বায়— [সর্বত্র ইন্দ্রের বিশেষণ। সবচাইতে বেশী প্রয়োগ তৃতীয় ও সপ্তম মণ্ডলে।] যিনি জ্যোতির্বাহন তাঁর জন্যে।

বিদ্বান্ — সর্ববিৎ।

এই ভ্রূমধ্যের ত্রিবেণীতে তোমায় বয়ে এনেছে তোমারই জ্যোতিঃশক্তির যুগল ধারা। হে দেবতা, এনেছ তোমার সঙ্গে করে মৃত্যুতরণ বিন্দুচেতনার সন্দীপনী, এই অগ্নিষ্বাত্ত তারুণ্যের সঙ্গে দিলাম তোমায় শুদ্ধসত্ত্বের একাগ্রতা। এনেছ বিশ্বপ্রাণের ঝঞ্ঝা-উতরোল জ্যোতির বাহিনী, দিলাম তোমায় ইন্দ্রবীর্যে দুর্ধর্ষ সত্ত্বতনুর উপচার। এই-যে সাগরসঙ্গমী রসচেতনার উচ্ছল ধারা, —হে দেবতা, তোমার তৃষ্ণা মেটাও—ভাঙো তোমার প্রাণোচ্ছ্বাসে আঁধারের শেষ বাধা, তোমার অকুণ্ঠ জ্ঞানের প্লাবন নামুক, হে সর্ববিৎ:

পূষ-সহচর তোমার তরে এই-যে করেছি আমরা 'করম্ভ',

জ্যোতির্বাহন তোমার তরে এই-যে 'ধানা'।

আর এই-যে অপূপ ; আস্বাদন কর মরুদ্‌গণকে সঙ্গে নিয়ে, —

সোমের ধারা পান কর ; ভাঙো আঁধার, হে প্রাণোচ্ছল, — সব তো জান।।

৮

প্রতি ধানা' ভরত তূয়ম্ অস্মৈ

পুরোল়াশং বীরতমায় নৃণাম্।

দিবে দিবে সদৃশীর্ ইন্দ্র তুভ্যং

বর্ধন্তু ত্বা সোমপেয়ায় ধৃষ্ণো।।

প্রতি ভরত— তাঁর কাছে বয়ে আন, তাঁকে দাও।

নৃণাং বীরতমায়— পৌরুষের সাধকদের মধ্যে বীর্যে যিনি অতুলন। দেবতা ও সাধক উভয়েই 'নৃ'—দেবতায় নরে কোন তফাৎ নাই। আমার মধ্যে যে-সাধনা, তা দেবতারই সাধনা। দেবতা ও যজমানের এই সাযুজ্যই উপনিষদে 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'-বাদে পর্যবসিত হয়েছে। 'দ্বা সুপর্ণা' মন্ত্রে তারই পূর্বাভাস (১।১৬৪।২০)।

সদৃশীঃ— উহ্য 'ধানাঃ'র বিশেষণ ; দ্র. ৩।৩৫।৩ ।

ধৃষ্ণো— [√ ধৃষ্ (ধর্ষণ করা, অভিভূত করা ; তু. Gk. tharses 'I am of good courage', tharsos 'boldness' < Ar. base ahrs 'to dare'; Lith. dresu 'I dare', O. Slav. druzu 'bold', Goth. (ga) daursan), OHG. (ge) turren 'dare') + নু + সম্বোধন 'সু'] আঁধারকে অভিভূত কর যে-তুমি।

এই-যে তিনি—আর প্রতীক্ষা কেন? এইবার আনো তাঁর কাছে তোমাদের অগ্নিষ্বাত্ত তারুণ্যের ডালা, আনো শুদ্ধসত্ত্বের নৈবেদ্য। তোমাদের জীবনব্যাপী পৌরুষের সাধনায় তাঁরই যে অতুলন বীর্যের প্রকাশ।...হে বজ্রসত্ত্ব, দিনের পর দিন তোমারই উদ্দেশে এই-যে আমার তপঃপূত তারুণ্যের অতন্দ্র উপচার, একে তুমি গ্রহণ কর,—দেখ, কোথাও এর মাঝে ভাবের এতটুকুও ব্যত্যয় নাই। এ তোমায় নন্দিত করুক, সংবর্ধিত করুক—তারপর আঁধারের সকল বাধা ভেঙে আমার উচ্ছল রসচেতনায় পূর্ণ কর তোমার পানপাত্র, হে দেবতা :

'ধানা'র নৈবেদ্য বয়ে আন তোমরা অবিলম্বে এঁর কাছে—
আনো পুরোডাশ : বীর্যে যে অনুপম ইনি পুরুষের মাঝে।
দিনের পর দিন একই উপচার এই-যে মহেশ্বর তোমার তরে—
সংবর্ধিত করুক তোমায় তারা সৌম্যসুধা পানের তরে, হে তিমির-ধর্ষণ!

গায়ত্রী মণ্ডল, ইন্দ্র—ইন্দ্রাপর্বতৌ, বাক্, রথাঙ্গানি

ত্রিপঞ্চাশত্তম সূক্ত

ইন্দ্রঃ [১ ইন্দ্রাপর্বতৌ, ১৫-১৬ বাক্ সসপরী, ১৭-২০ রথাঙ্গানি ২১-২৪ অভিশাপঃ]

ত্রিস্টুপ্ [১০, ১৬ জগতী, ১৩ গায়ত্রী, ১২, ২০, ২২ অনুষ্টুপ, ১৮ বৃহতী]

এইটি এই মণ্ডলের ঐন্দ্রপর্বের শেষসূক্ত। বিষয়বস্তু বিচিত্র, মনে হয় বিভিন্ন উপলক্ষে রচিত নানা বিষয়ের মন্ত্রগুলি এখানে একত্র করা হয়েছে। মোটামুটি সূক্তটিকে আটটি মন্ত্রের তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম অষ্টকটি বিশুদ্ধ ইন্দ্রস্তুতি ; তার মধ্যে কতকগুলি অসাধারণ বিষয়ের উল্লেখ আছে, যেমন ইন্দ্র সহচর পর্বত, ইন্দ্রজায়া, ইন্দ্রের আবাহন এবং বিসর্জন, ইন্দ্রের বিশ্বরূপ ইত্যাদি। দ্বিতীয় অষ্টকটিকে তিন ভাগ করা যেতে পারে, : ৯-১২ মন্ত্রে কিছু ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ আছে—বিশ্বামিত্র এবং তাঁর যজমান সুদাসের প্রসঙ্গে—যদিও মনে হয় দশম মন্ত্রটি এর মধ্যে যেন খাপছাড়া। ১৩-১৪ মন্ত্র দুটির প্রথমটি একটি সাধারণ প্রার্থনা, দ্বিতীয়টিতে কিছু ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ইঙ্গিত আছে। ১৫-১৬ সসপরীর উদ্দেশে রচিত: অনুক্রমণিকার মতে সসপরী বাগ্‌দেবী। তৃতীয় অষ্টকের প্রথম চারটি মন্ত্রে নির্বিঘ্নে রথযাত্রার প্রার্থনা ; দ্বিতীয় চারটি মন্ত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিশাপ। এই অংশটি অথর্ববেদে সংগৃহীত হবার উপযুক্ত।

১

ইন্দ্রাপর্বতা বৃহতা রথেন

বামীর্ ইষ আ বহতং সুবীরাঃ।

বীতং হব্যান্য্ অধ্বরেষু দেবা

বর্ধেথাং গীর্ভির্ ইলয়া মদন্তা।।

ইন্দ্রাপর্বতা— [= ইন্দ্র পর্বতৌ। তু. শিশীতম্ ইন্দ্রাপর্বতা যুবং নঃ ১।১২২।৩; যুবং তমিন্দ্রাপর্বতা পুরো যুধা যো নঃ পৃতন্যাদ্ অপ তন্তমিদ্ধতং বজ্রেণ ১।১৩২।৬। ইন্দ্রের বিশেষণ পর্বতেষ্ঠা (৬।২২।২); সোম 'পর্বতাবৃধঃ' ৯।৪৬।১; 'দ্যুক্ষং পর্বতাবৃধং' ৯।৭১।৪। নিঘন্টুতে 'পর্বত' পাহাড় এবং মেঘ দুইই (১।১০)। যখন মেঘ, তখন তা বৃত্রশক্তি, প্রাণের ধারাকে যা অবরুদ্ধ করে রাখে; ইন্দ্র তাকে বজ্রের আঘাতে বিদীর্ণ করেন (তু. মহান্তমিন্দ্র পর্বতং বি যদ্ বঃ সৃজো বি ধারা অব দানবং হন্ ৫।৩২।১)। আবার পর্বত যখন 'পাহাড়', তখন তা ইন্দ্রের ঐ বজ্র (বজ্রকে শান দিয়ে তীক্ষ্ণ করতে হয়, অদ্রির বাধাকে বিদীর্ণ করবার জন্য, সেই শাণিততা আমাদের মধ্যে আসুক এ-প্রার্থনা ১।১২২।৩-এ)। ইন্দ্র যদি মেঘবাহন হয়ে আসেন, তাহলে সে-মেঘ কালো নয়, নিশ্চয় ভাস্বর; উপনিষদের বর্ণনায় তা 'নীহার' (শ্বে. ২।১১)। কিন্তু এখানে রথের পৃথক্ উল্লেখ আছে, সুতরাং 'পর্বত' এখানে ইন্দ্রের বাহন নয়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নিশ্চল যোগতনুই পর্বত বা গিরি; তার শীর্ষদেশে বা সহস্রারে লোকোত্তর দিব্যচেতনার স্ফুরণ। তাই ইন্দ্র, মরুদ্গণ, বিষ্ণু এবং সোম বিশেষ করে 'গিরিষ্ঠাঃ' (দ্র. ৩।৪৮।২, বিষ্ণু পর্বতানাম্ অধিপতিঃ তৈ.স . ৩।৪।৫।১)। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে

রুদ্র 'গিরিশন্ত' 'গিরিত্র' ৩।৫।৬ ; মূল তৈ. স. ৪।৫।১।১-২)। সাধারণভাবে যেখানে পর্বতের উল্লেখ, সেখানে তাকে স্থৈর্যের প্রতীক বলে ধরতে হবে (দ্র. ৩।২৬।৪ ; তু. ৭।৩৪।২৩, শং নো পর্বতা ধ্রবয়ো ভবন্তু ৭।৩৫।৮ ; দ্র. ৩।৫৪।২০] হে ইন্দ্র, হে বজ্রশক্তি।

বৃহতা রথেন— [তু. উযো অর্বাচা বৃহতা রথেন জ্যোতিষ্মতা বামম্ অস্মভ্যং বক্ষি ৭।৭৮।১ ; এখানে দেবতায় মানুষ-ভাবের আরোপ স্পষ্টতর। দেবতা এখানে পরাক্-দৃষ্ট, তাঁর স্বকীয় নিত্যধাম আছে, বাহন আছে, অধিষ্ঠান আছে। কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য ঘটে যখন, তখন আমার মন প্রাণ দেহই তাঁর ধাম বাহন ও অধিষ্ঠান। তিনি তখন প্রত্যক্-দৃষ্ট।] তোমাদের বৃহৎ রথে করে।

বামীঃ ইষঃ—['ইষঃ'র এই বিশেষণটি আর কোথাও নাই। কিন্তু অন্যত্র আছে দেবতার 'বামী প্রণীতিঃ' ৬।৪৮।২০, ১০।৬৯।১ । তার সঙ্গে 'বামীঃ ইষঃ'র যদি সঙ্গতি থেকে থাকে, তাহলে এখানে 'ইষঃ'= প্রেষণা, প্রেরণা, প্রচোদনা। সাধকের এষণা আর দেবতার প্রেষণা বা প্রচোদনা মূলত এক—তিনি খোঁজান বলেই আমি খুঁজি। § বামীঃ < √ বন্ (চাওয়া, ভালবাসা), আকাঙ্ক্ষিত, কাম্য, অতএব কল্যাণময়।] সুমঙ্গল প্রচোদনা, যা আমাকে নিয়ে যাবে অমৃতজ্যোতির পানে।

সুবীরাঃ— [তু. ত্বাং স্তোষাম ত্বয়া সুবীরাঃ ১।৫৩।১১ ; ১০।১১৫।৮ ; ৮।৪৮।১৪ ; অস্য রাধঃ সচা সনেম নহুষঃ সুবীরা ১।১২২।৮ ; বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ (ধ্রুয়া) ২।১।১৬..., তবোতিভিঃ সচমানা... মঘবানঃ সুবীরাঃ ৫।৪২।৮; মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ৬।৪।৮; ১০।৭...; মদেমাবিক্ষিতাস আয়ুষা সুবীরাঃ ৭।১।২৪ ; বয়ং সুবীরাঃ বিশ্বাঃ স্পৃধো অভিমাতীর্জয়েম ১০।১৮।৯ ; অরিষ্টাঃ স্যাম তন্বা সুবীরাঃ ১০।১২৮।৩ ; প্র সো অগ্নে তবোতিভিঃ

সুবীরাভিস্তিরতে বাজভর্মভিঃ ৮।১৯।৩০ ; সুবীরাসো বিদথমা বদেম ১।১১৭।২৫ ; ২।১২।১৫ ; সুবীরাসো অভিমাতিষাহঃ ২।৪।৯; অগ্নয়... সুবীরাসঃ শোশুচন্ত দ্যুমন্তঃ ৭।১।৪ ; সুবীরাসো বয়ং ধনা জয়েম ৯।৬১।২৩; সুবীরোঽবীরহা সোমঃ ১।৯১।১৯...। প্রতিশব্দ 'সুবীর্য' ; দুটিরই প্রয়োগ প্রায় সমান-সমান। সায়ণ বীর শব্দকে ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য করেছেন, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরাও এখানে সায়ণকে অনুসরণ করেছেন। বস্তুত 'বীর' এখানে গুণবাচক বিশেষ্য অর্থাৎ = বীর্য ; উদ্ধরণগুলিতে এ-অর্থ অসঙ্গত তো হয়ই না, বরং চিহ্নিত অংশগুলিতে বিশেষ করে খাটে। বীর্য পতঞ্জলিতে একটি প্রসিদ্ধ উপায় ; আত্মজ্ঞানীর পক্ষে বীর্যই মুখ্য অবলম্বন। বীর্য অজ্ঞানের বিরোধী। অজ্ঞান যেখানে বৃত্রাসুররূপে কল্পিত, সেখানে তার বিরোধীশক্তিকে 'বীর' বলাটা উপমার জের টানতে আপনি এসে যায়। তুঃ পৌরুষ বোঝাতে 'নৃ' শব্দের প্রয়োগ।] কল্যাণবীর্য সম্পন্ন। বীর্য অপ্রমত্ত হলেই তা কল্যাণগুণ হয়।

বীতম্— [√ বী (সম্ভোগ করা, তু. 'বয়ঃ' তারুণ্য) + লোট তম্] সম্ভোগ কর। আস্বাদনে তৃপ্ত হও।

অধ্বরেষু— [দ্র. 'অধ্বর্যবঃ' (৩।৪৬।৫)] শরবৎ তন্ময়তার সাধনায়, সহজের সাধনায়; যাস্ক।

মদন্তা— [= মদন্তৌ] তু. পর্বতাসঃ...ইল়য়া মদন্তঃ ৩।৫৪।২০ ; অনমীবাস ইল়য়া মদন্তো বয়ম্ ৩।৫৯।৩ ; দ্র. ৩।১।২৩] নন্দিত হয়ে। কিসে? না আমার বোধনগানে (গীর্ভিঃ) আর আমার দ্যুলোকাভিসারিণী এষণায় (ইল়য়া)। 'ইল়া' যদি মানুষের এষণা, 'ইষঃ' তাহলে দেবতার প্রেষণা।

হে মহেশ্বর, ভুবনবিথার জ্যোতির রথে এসো তোমার বজ্রশক্তিকে নিয়ে,— আমার নাড়ীতে-নাড়ীতে সঞ্চার কর দ্যুলোকের আলোর তরে তোমার সুমঙ্গল

প্রচোদনা, আনো অপ্রমত্ত বীর্যের অনায়াস ঋদ্ধি। সহজের পথে চলেছি তোমার পানে, আমার সব দিয়েছি তোমায়—আনন্দে তাকে স্বীকার কর, হে দেবতা। আমার বোধনগীতির অতন্দ্র গুঞ্জরণে, আমার লোকোত্তরের আকূতিতে নন্দিত হও; সেই উল্লাসে তোমার বজ্রশক্তি কল্লোলিত হয়ে উঠুক আমার শিরায়-শিরায়:

হে ইন্দ্র, হে 'পর্বত', বৃহৎ রথে

তোমাদের কল্যাণী প্রেষণাকে বয়ে আন আমার মাঝে—বীর্য যার অনায়াস।

আনন্দে সম্ভোগ কর আমার আহুতি যত সহজের অতন্দ্র সাধনায়, হে যুগলদেবতা,—

উপচে ওঠ এই আধারে, আমার বোধনগানে আর জ্যোতিরেষণায় নন্দিত হয়ে।।

২

তিষ্ঠা সু কং মঘবন্ মা পরা গাঃ
সোমস্য নু ত্বা সুষুতস্য যক্ষি।
পিতুর্ ন পুত্রঃ সিচম্ আ রভে ত'
ইন্দ্র স্বাদিষ্ঠয়া গিরা শচীবঃ।।

তিষ্ঠ সু কম্— [নিরুক্তে 'কম্' অনর্থক পাদপূরণের জন্য ব্যবহৃত ১।৯। এখানে অনুনয়কে নির্বন্ধে রূপান্তরিত করছে] থাক না গো একটুখানি।

মা পরা গাঃ— [গা (যাওয়া) + লুঙ্ স্] দূরে চলে যেও না।

সুষুতস্য— দ্র. ৩।৫০।২।

যক্ষি— [√ যজ্ (স্) + লোট্ ই] আমি যেন আহুতি দিতে পারি।

সিচম্— [তু. উভে সিচৌ যততে ভীম ঋঞ্জন্ ১।৯৫।৭ ; রাজেব যুধ্বা নয়সি ত্বমিৎ সিচৌ (তটৌ) ১০।৭৫।৪ ; মাতা পুত্রং যথা সিচা হভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি ১০।১৮।১১] প্রান্ত, কাপড়ের আঁচল।

আ রভে— [√ রভ্ || লঙ্ (ধরা, পাওয়া) + লট্ এ] ধরেছি। তোমার আঁচল আমার হাতে, আর আমার ভাবনা নাই।

স্বাদিষ্ঠয়া গিরা— ['স্বাদিষ্ঠা'—স্বাদু (তু. Lat. Suavis < swadwi 'sweet', pleasant, Gk. hedus 'sweet', os. swoti, OHG. swozi, Goth. 'seets') + ইষ্ঠ + আ।] তোমার কাছে সব চাইতে মিষ্টি লাগবে এমন সুরের কাকলি কণ্ঠে নিয়ে। ছোট ছেলে বাপের কাপড়ের খুঁট ধরে চলেছে, কণ্ঠে তার পাখির কলতান বাপের কানে মধু ঢালছে যেন—সব মিলিয়ে অনবদ্য একটি ছবি।

শচীবঃ— [তু. শিক্ষা শচীবস্তব নঃ শচীভিঃ ১।৬২।১২ ; অগ্নির বিশেষণ ৩।২১।৪ ; অশিক্ষো যত্র শচ্যা শচীবঃ ৬।৩১।৪ ; শিক্ষা শচীবঃ শচীভিঃ ৮।২।১৫ ; সোমের বিশেষণ ৯।৮৭।৯ ; ইন্দ্রের ১০।৪৯।১১, ১০৪।৪...। রূপান্তর 'শচীবান্' 'শচীপতিঃ'। বিশেষ করে ইন্দ্রের বিশেষণ। পুরাণে একমাত্র ইন্দ্রই শচীপতি, শচী সেখানে ইন্দ্রাণী—যদিও 'ইন্দ্রাণী'কে আমরা ঋগ্বেদেও পাই (৫।৪৬।৮, ১।২২।১২, ২।৩২।৮, ১০।৮৬।১১, দ্র. ১০।১৫৯ শচীর আত্মস্তুতি ; এই শচীই পুরাণে ইন্দ্রাণী। শচী সেখানে নিজেকে মহাশক্তি রূপে প্রখ্যাপিত করছেন।) বৌদ্ধ সাহিত্যে ইন্দ্র বিশেষ করে 'শক্র'। এই থেকে দেখা যাচ্ছে, ইন্দ্রই 'শক্তি'র দেবতা। অসুরবধ দেবশক্তির একটা বিশেষ কাজ। বেদে এই কাজটি সাধারণত করছেন ইন্দ্র, —পুরাণে বিষ্ণু, আর তন্ত্রে শক্তি স্বয়ং। সেই শক্তির যিনি পতি, তিনি কিন্তু শচীপতি ইন্দ্র নন, বিষ্ণুও নন—তিনি শিব। এই ধারণাটি লক্ষণীয়।] হে শক্তিধর।

হে দেবতা, তিমিরবিদার জ্যোতিঃশক্তির নির্ঝর তুমি, —একবার এসেছ যদি, একটুখানি থাক আমার কাছে, এখনই যেন চলে যেও না। এই-যে আমার সুষোমাবাহিনী সুধার ধারা—তোমারই পানপাত্রে তায় ঢেলে দিলাম, —দেবতা, তোমার তৃষ্ণা মিটুক। এসেছ যদি, আর ছেড়ে যেও না—জীবনপথে দিশারী হয়ে চল পিতার মত। আমি তোমার শিশুর মত, এই-যে আঁচল ধরে সঙ্গে চলেছি বন্ধুর পথে, কলকণ্ঠের কাকলিতে মধু ঢেলে চলেছি তোমার কানে। আমার এই একান্ত নির্ভরকে পরম মমতায় লালন করুক তোমার শক্তি, হে মহেশ্বর :

থাক না গো একটুখানি, হে শক্তিধর—এখনই দূরে যেও না চলে,—
এই যে তোমায় সৌম্যসুধার সুযুত ধারা আহুতি দেব।
পিতা তুমি—ছেলের মত তোমার আঁচল ধরেছি এই-যে গো—
হে ইন্দ্র, স্বাদুতম সুরের কাকলিতে, হে শচীপতি।।

৩

শংসাবা = হ্ধ্বর্যো প্রতি মে গৃণীহী =
'ন্দ্রায় বাহঃ কৃণবাব জুষ্টম্‌।
এ = দং বর্হি র্যজমানস্য সীদা =
'থা চ ভূদ্‌ উক্‌থম্‌ ইন্দ্রায় শস্তম্‌।।

শংসাব— [√শংস (দেবতার গুণকীর্তন করা ; নিঘ. 'অর্চতিকর্মা' ৩।১৪) + লোট্‌ আব। দেবতার উদ্দেশে ঋক্‌মন্ত্র পাঠ হল শংসন। ঋগ্বেদে তাই 'শংস', 'শস্তি', 'শসন'—ব্রাহ্মণে 'শস্ত্র'। শস্ত্রে সুর থাকে না,

স্তোত্রে থাকে। শস্ত্রপাঠ ঋগ্বেদের অধিকারে, সাধারণত পাঠ করেন হোতা।] এসো আমরা দুজনে শস্ত্রপাঠ করি। অধ্বর্যুকে হোতা বলছেন। বস্তুত পাঠ করেন হোতা, কিন্তু অধ্বর্যুর অনুমতি নিতে হয়। অধ্বর্যু 'প্রতিগর' মন্ত্রে হোতাকে উৎসাহিত করেন। তাই হোতা অধ্বর্যুকে বলছেন **প্রতি গৃণীহি**—তুমি আমায় অনুমোদন কর।

বাহঃ— [তু. ইন্দ্রায় বাহঃ কুশিকাসো অক্রন্ ৩।৩০।২০ ; ৫০।৪ ; ১০।২৯।৩ ; অভি প্রযাংসি বাহসা দাশ্বান্ ৩।১১।৭ ; ৮।৬।২ । দ্র. 'বাঘৎ' ৩।৩৭।২ । < √ বাহ (গুণ কীর্তন করা)] প্রশস্তি।

জুষ্টম্— যা তিনি আরও আস্বাদন করেছেন, যাতে তিনি আগেও নন্দিত হয়েছেন। 'বাহস্'-এর বিশেষণ।

আ সীদ— আসীন হও। দেবতাকে বলা হচ্ছে।

উক্থং শস্তম্ অভূৎ— প্রশস্তি উচ্চারিত হল দেবতার উদ্দেশে। শস্ত্রপাঠকের আর-এক নাম 'উক্থ-শাঃ' বা 'উক্থবাহঃ' অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। মনে হয়, এখানে সোমযাগের প্রাচীনরূপের একটি আভাস পাওয়া যাচ্ছে। যিনি যজমান, তিনিই হোতা ; অধ্বর্যু এখানে তন্ত্রের উত্তরসাধকের মত। সূক্তাংশটিতে দেবতার সঙ্গে যোগ ভাবনায় নিবিড় এবং রসে উচ্ছল—ক্রিয়াবিশেষবহুল যজ্ঞে যেটি স্বভাবতই দুর্লভ। তু. ৬।২৩।৭-এর তৃতীয়পাদ।

হে অধ্বর্যু, তুমি আমার সহায় হও, উত্তরসাধকরূপে আমায় শক্তি দাও—আমার কণ্ঠে দেবতার প্রশস্তি উচ্চারিত হ'ক। এ সেই প্রাচীন মন্ত্র, বারবার যাতে তৃপ্ত আর নন্দিত হয়েছেন তিনি।...হে মহেশ্বর, আমি তোমার নিত্যযজমান, আমার প্রাণের আসন এই-যে বিছানো রয়েছে...ওগো এসো, বসো এই আসনে।...তিনি এলেন, তাই তো তাঁর বন্দনা মুক্তধারায় উৎসারিত হল আমার কণ্ঠ হতে :

তাঁর প্রশস্তি উচ্চারণ করব আমরা, হে অধ্বর্যো, —আমায় অনুমোদন কর তুমি—
ইন্দ্রের উদ্দেশে বন্দনার মন্ত্র রচব আমরা দুজন —যা তাঁয় নন্দিত করেছে বারবার।

এই-যে প্রাণের আসন যজমানের—বসো এইখানে...
তাই তো ইন্দ্রের উদ্দেশে উচ্চারিত হল প্রশস্তির মন্ত্র।।

৪

জায়েদ্ অস্তং মঘবন্ত্ = সে + দ্ উ যোনিস্
তদ্ ইৎ ত্বা যুক্তা হরয়ো বহন্তু।
যদা কদা চ সুনবাম সোমম্
অগ্নিষ্ = ট্বা দূতো ধন্বাত্য্ = অচ্ছ।।

জায়া— [তু. পতিরিব জায়াম্ অভি নো ন্যেতু ধর্তা দিবঃ সবিতা বিশ্ববারঃ ১০।১৪৯।৪ ; জায়েব যোনাবরং বিশ্বস্মৈ ১।৬৬।৫, জায়েব পত্যে উশতী সুবাসা ১।১২৪।৭ ; জায়েব পত্যাবধি শেব মংহসে ৯।৮২।৪ ; জায়েব পত্যে তন্বং রিরিচ্যাম্ ১০।১০।৭ ; যুক্তস্তে অস্তু দক্ষিণ উত সব্যঃ শতক্রতো, তেন জায়ামুত প্রিয়াং মন্দানো যাহ্যন্ধসো যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ১।৮২।৫...। উদ্ধরণগুলিতে পতি-পত্নী-সম্বন্ধের নিবিড়তা ও মাধুর্য প্রকাশ পাচ্ছে এবং বৈদিক ঋষির কাছে নারীর মর্যাদা কতখানি তারও একটা পরিচয় মিলছে। এক জায়গায় মধুরারতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে (১০।১৪৯।৪) —সেখানে সবিতা পতি আর আমরা তাঁর কান্তা ; ভাগবত ধর্মে এই ভাবটি পরিস্ফুট। এই ঋকটিতেও সে-ভাব আছে কিনা

বিবেচ্য। তবে ১।৮২।৫-এর সঙ্গে সাদৃশ্যের কথা ভাবলে জায়া এখানে ইন্দ্রাণীকেই বোঝাচ্ছে বলে বোধ হয়। < √ জা (জন্ম দেওয়া) + য়া ; অনুরূপ 'মা-য়া'] পত্নী।সে-ই **অস্তম্**— [তু. অস্তং ন গাবো নক্ষন্ত ইদ্ধম্ ১।৬৬।৯ ; যদশ্বিনা ঊহথুর্ভুজ্যুম্ অস্তং ১।১১৬।৫; এন্দ্র যাহ্যুপ নঃপরাবতঃ...অস্তং রাজেব ১।১৩০।১; আ দস্যুঘ্না মনসা যাহ্যস্তং ৪।১৬।১০ ; ৪।৩৪।৫ ; অস্তং যং যন্তি ধেনবঃ অস্তমর্বন্ত আশবো হস্তং নিত্যাসো বাজিনঃ ৫।৬।১ ; অজা যূথেব পশুরক্ষিরস্তং ৬।৪৯।১২ ; অস্তমেষি ঋকা (ইন্দ্রঃ) ৭।৩৭।৪ ; কন্যা...অস্তং ভরন্ত্যব্রবীৎ ৮।৯১।১ ; হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি ১০।১৪।৮ ; স্বাশিতঃ পুনরস্তং জগায়াৎ ১০।২৮।১; অন্যেষামস্তমুপ নক্তমেতি ১০।৩৪।১০ ; সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বায়াথাস্তেং বি পরেতন ১০।৮৫।৩৩ ; অস্তমেহি গৃহাঁ উপ ১০।৮৬।২০ ; অস্তমেষি পথা পুনঃ ২১ ; পুরূরবঃ পুনরস্তং পরেহি ১০।৯৫।২ ; ...। নিঘ. 'গৃহ' (৩।৪)। উদ্ধরণ হতে দেখা যাচ্ছে, সারাদিন চরবার পর সন্ধ্যায় যেখানে অভ্যস্ত বিশ্রাম পাওয়া যায়, মূলত তাই 'অস্ত'] চরম আশ্রয়, জুড়াবার শেষ জায়গা ; গন্তব্যস্থান, লক্ষ্য। বাসস্থান ; আধার। অনুরূপ প্রবচন, 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'।

যোনিঃ— [নিঘ. 'উদক' (১।১২), গৃহ (৩।৪)। < √ যু (যুক্ত হওয়া ; লেগে থাকা, তু. মা নো বি যৌষ্টম্ সখ্যা মুমোচতম্ ৮।৮৬।১-৫) + নি] খাপ, বেষ্টনী ; গর্ভাশয়, উৎপত্তিস্থান, আশয়। জায়া যেমন 'অস্ত' তেমনি 'যোনি'—তার মধ্যে যেমন পুরুষের চরম বিশ্রাম, তেমন সব কিছুর উৎপত্তিও তা হতে। নারী সব-কিছুর আদি এবং অন্ত— এই ভাবনায় নারীকে এখানে বিশ্ব-প্রকৃতির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এখানে ইন্দ্রজায়া বা ইন্দ্রাণীর আদর্শ অবশ্য মানবী জায়ার কাছ থেকে নেওয়া। বেদে পুংদেবতারই প্রাধান্য, অথচ দেবপত্নীরা

অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত নন। এই ঋক্‌টির ইঙ্গিত, ইন্দ্রজায়া একাধারে ইন্দ্রের যোনি এবং অস্ত। সমাজচেতনা অধ্যাত্মচেতনাতে প্রতিফলিত হয়। আর্যসমাজে নারী অন্তরালে থেকেই পুরুষের শক্তি ও প্রেরণার আশ্রয়—যেমন মাতারূপে, তেমনি পত্নীরূপে। বেদের অদিতিও দেবমাতা দেবতাময়ী, অথচ বরুণের মতই তিনি রয়েছেন সবার আড়ালে।

তৎ হরয়ঃ ত্বা বহন্তু— তাহলে জ্যোতির্বাহনেরা তোমাকে সেইখানে বয়ে নিয়ে যাক। আমি তোমাকে ডেকেছি, হৃদয়ে পেয়েছি, আমার যা বলবার তা বলেছি, সৌম্যসুধার ধারা তোমায় পান করিয়েছি ; এবার তুমি যাঁর কাছ থেকে এসেছিলে তাঁরই কাছে ফিরে যাও। তবে যখন ডাকব, আবার এসো ; তখন অগ্নি দূত হয়ে তোমার কাছে "ধন্বাতি"।

ধন্বাতি— [তু. পরি সোম প্র ধন্বা স্বস্তয়ে ৯।৭৫।৫ ; অধি ষ্ণুনা ধন্ব সানো অব্যে ৯।৯৭।১৬...; সুতঃ সুদক্ষ ধন্ব ৯।১০৫।৪ ; এতে শুক্রাসো ধন্বন্তি সোমাঃ ৯।৯৭।২০ ; ক্ষয়ং সুবীরং ধন্বন্তু সোমাঃ ২৬ ; মহে বাজায় ধন্যায় ধন্বসি ৮৬।৩৪ ;...। ধাতুটির প্রয়োগ প্রায় সর্বত্র সোমের বেলায়। < ধন্ || ধন্ব (= ধন্ - উ-অ ; ছুটে চলা, দৌড়নো) + লেট্ তি] ছুটে যাবেন। আমার অভীপ্সার শিখা আবার তোমায় নামিয়ে আনবে ইন্দ্রাণীর হৃদয় হতে।

জ্যোতিঃশক্তির হে নির্ঝর, জানি তোমার আপন ধামে শক্ত্যালিঙ্গিত বিগ্রহ তুমি,—এই পৃথিবীর মেয়েকে পাশে পেয়ে জানি জায়াই পুরুষের সকল বৈভবের উৎস, জায়াই তার বিশ্রামের শেষ ঠাঁই। সেই যুগনদ্ধ স্থিতি হতে এইখানে তোমায় নামিয়ে এনেছি আমার আকূতি দিয়ে, আমার সকল সাধ পূর্ণ করেছ...এইবার আলোর রথে আবার ফিরে যাও তোমার আনন্দধামে।...তারপর, যখনই কলায়-কলায় রসচেতনা উপচে

উঠবে, নিজেকে নিঙ্‌ড়ে পূর্ণ করে রাখব তোমার সৌম্যসুধার পাত্রখানি, আমাদের জ্বলন্ত অভীপ্সার লেলিহান শিখাকে আবার পাঠাব তোমার কাছে দূত ক'রে...তখন এসো...এসো তুমি:

জায়াই যে বিরামের শেষ ঠাঁই, মঘবন্, সেই-যে সবার উৎস :

তাই তোমাকে তাঁরই কাছে রথে-জোড়া জ্যোতির্বাহনেরা নিয়ে যাক্ বয়ে।

যদি কখনও আবার আমরা নিঙ্‌ড়ে রাখি সৌম্যসুধা,

অগ্নিই দূত হয়ে যাবেন তোমার কাছে।।

৫

পরা যাহি মঘবন্ন্ আ চ যাহী
'ন্দ্র ভ্রাতর্ উভয়ত্রা তে অর্থম্।

যত্রা রথস্য বৃহতো নিধানং
বিমোচনং বাজিনো রাসভস্য।।

পরা যাহি, আ চ যাহি— চলে যাও তোমার আপন ধামে, আবার নেমে এসো আমার মাঝে। চিদাবেশ সব সময় সমান মাত্রায় থাকে না, তার মধ্যে জোয়ার-ভাটা খেলে। রামকৃষ্ণদেব বলতেন 'সা রে গা মা পা ধা নি—কিন্তু নি-তে বেশীক্ষণ থাকা যায় না।' তাই দেবতা আসেন যান, তাঁর আবাহন-বিসর্জন আছে। কিন্তু তাঁর জ্যোতিঃশক্তি জীবনটাকে পাল্‌টে দিয়ে যায়, তাঁর আবেশের সংস্কার বিজ্ঞানীর চেতনায় ধ্রুবাস্মৃতি হয়ে জেগে থাকে। তাঁর সাযুজ্যের

গৌরবে গরবী হয়ে তখন তাঁকে বলতে পারি, হে **ইন্দ্র ভ্রাতঃ**—মহেশ্বর, তুমি যে আমার ভাই ; তুমিও অদিতির তনয়, আমিও যে তাই (তু. ৮।৮৩।৮)। এইখানে ব্রহ্ম আর আত্মার ঐক্যের সুস্পষ্ট আদেশ পাওয়া গেল। [তু. অগস্ত্যকে ইন্দ্রের সম্বোধন 'কিং নো ভ্রাতরগস্ত্য সখা সন্নতি মন্যসে নৃতবো' ১।১৭০।৩ ; 'দ্যৌষপিতঃ পৃথিবি মাতরধ্রুগগ্নে ভ্রাতঃ' ৬।৫১।৫ ; অগ্নিং মন্যে পিতরমগ্নিমাপিমগ্নিং ভ্রাতরং সদমিৎ সখায়ম্ ১০।৭।৩ ; অগ্নে ভ্রাতঃ সহস্কৃত ৮।৪৩।১৬ ; মর্তশ্চিদ্ বো নৃতবো রুক্মবক্ষস উপ ভ্রাতৃত্বমায়তি (মরুতাম্) ৮।২০।২২ ; প্র ভ্রাতৃত্বং সুদানবো 'ঽধ দ্বিতা সমান্যা মাতুর্গর্ভে ভরামহে ৮।৮৩।৮ ; কদা নু তে (ইন্দ্রস্য) ভ্রাত্রং প্র ব্রবাম ৪।২৩।৬ ; ক ইন্দ্রস্য যুজ্যং কঃ সখিত্বং কো ভ্রাত্রং বষ্টি ৪।২৫।২]

উভয়ত্র— ওখানে আর এখানে, পরমধামে আর এই আধারে। দুয়ের মাঝে দেবতার খেয়া বাওয়া।

অর্থম্— [তু. তদিন্দ্র অর্থং চেততি ১।১০।২ ; ক্ব নূনং কদ্ বো অর্থম্ ১।৩৮।২; অর্থমিদ বা উ অর্থিনঃ (যুবন্তে) ১।১০৫।২; দেবো নো অত্র সবিতা ন্বর্থং প্রাসাবীৎ ১।১২৪।১ ; সমানমর্থমক্ষিতং ১।১৩০।৫ ; অপাম্ অর্থং যতীনাং ব্রহ্মা ভবতি সারথিঃ ১।১৫৮।৬ ; ইত্থা সৃজানা অনপাবৃদর্থং ৬।৩২।৫ ; ত্বামচ্ছা চরামসি তদিদর্থং দিবেদিবে ৯।১।৫ ; ...। < √ ঋ (চলা) + য।] গন্তব্যস্থান, লক্ষ্য।

বৃহতঃ রথস্য নিধানং— তাঁর বৃহৎ রথ নিহিত হয় অর্থাৎ ঘরে তোলা হয়।

রাসভস্য বাজিনঃ বিমোচনম্— [তু. কদা যোগো বাজিনো রাসভস্য যেন যজ্ঞং নাসত্যোপয়াথঃ ১।৩৪।৯ । কিন্তু রাসভ বা গর্দভ অশ্বিদ্বয়ের বাহন (১।১১৬।২, ৮।৮৫।৭)। সুতরাং এখানে 'রাসভ' বিশেষ্য নয়, বিশেষণ; < √ রা (কুকুরের ডাক, পশুর চীৎকার) স + ভ] (যেখানে) হ্রেষায়মাণ তেজস্বী অশ্ব ছাড়া পায়। গতি-নিবৃত্তির ছবি—ওখানে কিংবা এখানে দুখানেই।

হে জ্যোতিঃশক্তির নির্ঝর। তুমি ফিরে যেও তোমার আনন্দধামে, আবার আমার দেবহূতি আকূতির টানে চলে এসো এইখানে। এমনি করে এপারে-ওপারে নিত্যকাল তোমার খেয়া—তোমার বিশ্রান্তি যেমন ঐ পরমব্যোমের শূন্যতায়, তেমনি এই হৃদয়ের কমলালয়ের শূন্যতায়। দেবতা, তুমিও যেমন অদিতির তনয়, আমিও তাই—আমি যে তোমার ভাই:

চলে যেও, হে মঘবন্ ঐখানে, আবার এসো এইখানে—
হে ইন্দ্র, ভাই আমার, দুখানেই যে তোমার গতির শেষ:
দুখানেই তোমার বৃহৎ রথের থেমে যাওয়া,
ছাড়া পাওয়া তোমার হ্রেষায়মাণ তুরঙ্গের।।

৬

অপাঃ সোমম্, অস্তম্ ইন্দ্র প্র যাহি—
কল্যাণীর্ জায়া, সুরণং গৃহে তে,—
যত্রা রথস্য বৃহতো নিধানং
বিমোচনং বাজিনো দক্ষিণাবৎ।।

অপাঃ— [√ পা (পান করা) + লুঙ্ স্] পান করেছ।

কল্যাণীঃ জায়া— [তু. সুমঙ্গলীরিয়ং বধূঃ ১০।৮৫।৩৩ ।] নারীই গৃহের শ্রী! আবার দিব্যভাবে পার্থিবভাবের আরোপ।

সুরণং— [তু. বিভাবা দেবঃ সুরণঃ পরিক্ষিতীঃ ৩।৩।৯ ; ন নি মিষতি সুরণো দিবে দিবে (অগ্নিঃ) ৩।২৯।১৪ ; বামী প্রণীতিঃ সুরণা উপেতয়ঃ (অগ্নেঃ) ১০।৬৯।১ ; সপ্তাপো দেবীঃ সুরণা অমৃক্তাঃ

১০।১০৪।৮ ; সুরণানি বিভ্রতী...রোদসী ৫।৫৬।৮ । < √ রণ্ (আনন্দ করা)] অজস্র আনন্দ। তু. অমৃতলোকের বর্ণনা ৯।১১৩।১০-১১ । এই আনন্দই বিশ্রান্তি, এই আনন্দই স্বধা। উপনিষদের ভাষায় এই আনন্দই ব্রহ্মযোনি (নারায়ণোপনিষৎ ৭৯)। দেবতার যে-আনন্দ ঐখানে, সেই আনন্দ এইখানে—আমার হৃদয়ে ; দেবতা তখন 'জারঃকনীনাং, পতির্জনীনাম্' (অগ্নিঃ১।৬৬।৮)।

দক্ষিণাবৎ— [তু. দক্ষিণাবতাম্ ইদ্ ইমানি চিত্রা দক্ষিণাবতাং দিবি সূর্যাসঃ, দক্ষিণাবন্তো অমৃতং ভজন্তে দক্ষিণাবন্তঃ প্র তিরন্ত আয়ুঃ (দানস্তুতি, ১।১২৫।৬) ; যজমানে সুন্বতি দক্ষিণাবতি তস্মিন্ তং ধেহি, মা পণৌ ৮।৯৭।২ ; ইন্দ্রায় সোম পাতবে...নরে চ দক্ষিণাবতে ৯।৯৮।১০ ; ঊর্ণম্রদা যুবতির্দক্ষিণাবতে (পৃথিবী) ১০।১৮।১০ ; ত্বং নৃভির্দক্ষিণাবদ্‌ভিরগ্নে সুমিত্রেভিরিধ্যসে দেবয়দ্ভিঃ ১০।৬৯।৮; উচ্চা দিবি দক্ষিণাবন্ত অস্থুঃ (দক্ষিণাসূক্ত ১০।১০৭।২)। যে কর্মে দক্ষ, বা কুশল, সেই দক্ষিণ ; প্রসন্নচিত্তে তাকে দক্ষতার যে পুরস্কার দেওয়া হয়, তা দক্ষিণা। তাই থেকে দক্ষিণা চিত্তের প্রসন্নতা, বদান্যতা, দানেচ্ছা—এককথায় দাক্ষিণ্য। মানুষের এই দাক্ষিণ্য ঋত্বিকের প্রতি বা আচার্যের প্রতি — কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ। দেবতার এই দাক্ষিণ্য তাঁর প্রসাদমাত্র। উদ্ধরণগুলিতে দুরকম দক্ষিণা বা দাক্ষিণ্যেরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এখানে অশ্বের দক্ষিণা তার পরিশ্রমের জন্য তাকে] ঘাস-জল ('যবস') দিয়ে।

এইখানে আমার হৃদয়ের উচ্ছলিত অমৃতধারায় তৃপ্ত হয়েছ, হে মহেশ্বর—এইবার ফিরে যাও তোমার আনন্দধামে। সেই আকাশবাসরেই তোমার পরম বিশ্রান্তি—কল্যাণী ইন্দ্রাণীর হৃদ্য সমুদ্রের গভীরে, তাঁকে জড়িয়ে তোমার স্বধার আনন্দের অজস্র উচ্ছলনে। সেইখানে গিয়ে থামুক তোমার আলোর রথ, জ্যোতির্বাহনেরা বিশ্রান্ত হ'ক তোমার দাক্ষিণ্যে:

পান করেছ সৌম্যসুধা, স্বধামে এবার যাও হে মহেশ্বর:
কল্যাণী তোমার জায়া, আনন্দের উচ্ছলন ঘরে যে তোমার—
যেখানে এই বৃহৎ রথের থেমে যাওয়া,
ছাড়া পাওয়া তোমার তুরঙ্গের—দাক্ষিণ্যের সাথে।।

৭

ইমে ভোজা অঙ্গিরসো বিরূপা
দিবস্ পুত্রাসো অসুরস্য বীরাঃ।
বিশ্বামিত্রায় দদতো মঘানি
সহস্রসাবে প্র তিরন্ত আয়ুঃ।।

ভোজাঃ— [তু. কথা রাধাম শরস্য, উপস্তুতিং ভোজঃ সূরি র্যো অহ্রয়ঃ ৮।৭০।১৩, স ইদ্ ভোজো যো গৃহবে দদাতি ১০।১১৭।৩ ; সোমেভিরীং পৃণতা ভোজমিন্দ্রম্ ২।১৪।১০, ৬।২৩।৯ ; ভোজং ত্বামিন্দ্র বয়ং হুবেম ২।১৭।৮ ; যেন (রথেন) যাথো হবিষ্মন্তং তরণিং ভোজমচ্ছ ৪।৪৫।৭ ; পাকস্থামানং ভোজং দাতারমব্রবম ৮।৩।২৪ ; কিমঙ্গ ত্বা মঘবন্ ভোজমাহুঃ ১০।৪২।৩ ; ন তে ভোজস্য (ইন্দ্রস্য) সখ্যং মৃষন্ত ৭।১৮।২১ ; উচ্ছন্তীরদ্য চিতয়ন্ত ভোজান্ (উষসঃ) ৪।৫১।৩ ; স্তুহি ভোজান্ (মরুতঃ) ৫।৫৩।১৬; তৎ সূর্যং রোদসী উভে দোষাবস্তোরুপব্রুবে ভোজেষ্বস্মাঁ অভ্যুচ্চরা সদা ৮।২৫।২১; প্রিয়ং ভোজেষু যজ্বস্বি ১০।১৫১।২, ৩ ; দক্ষিণাসূক্তে: ন ভোজা মম্রুর্ন ন্যর্থমীযুর্ন রিষ্যন্তি ন ব্যথন্তে হ

ভোজাঃ ইদং যদ্বিশ্বং ভুবনং স্বশ্চৈতৎ সর্বং দক্ষিণৈভ্যো দদাতি...ইত্যাদি ১০।১০৭।৮-১১। উত্তরপদে 'ভোজঃ': পুরু-'ভোজঃ' 'সু-ভোজঃ' 'বিশ্বভোজঃ' 'সুপ্রভোজঃ'। অনুরূপ: 'ভোগঃ' 'ভোজনম্'। < ভুজ্ (সম্ভোগ করা)। সম্ভোগের বস্তুটি কি, তা একজায়গায় বলা হচ্ছে ঃ 'বিদদ্ গব্যং সরমা দৃঢ়হমুর্বং যেনা নু কয্ মানুষী ভোজতে বিট্' —পাষাণের অন্তরালে এ সেই বৃহৎ জ্যোতি, দেবশুনী সরমা যাকে খুঁজে পেয়েছিলেন মানুষের সম্ভোগের জন্য। সুতরাং মূলত 'ভোজ' অমৃতসিদ্ধি বা আনন্দসিদ্ধি, সোমমণ্ডলের শেষে যার উচ্ছল বর্ণনা আছে। 'ভোজ' যখন ব্যক্তিবাচক, তখন তার মৌলিক অর্থ হল আনন্দসিদ্ধ। যজ্ঞের অবসানে এই সিদ্ধি, সুতরাং যজমান তখন 'ভোর্জ' ; এই ভোজের বর্ণনা পাচ্ছি দক্ষিণাসূক্তের শেষে সিদ্ধের অভ্যুদয়ের বিবৃতিতে, তন্ত্রের ভুক্তিবাদের সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে। কিন্তু 'ভোজ' আবার দেবতার বিশেষণও হয়, যখন তাঁকে পাই আনন্দময়রূপে। উদ্ধরণ হতে দেখা যাচ্ছে, 'ভোজ' বিশেষ করে ইন্দ্রের বিশেষণ। এক জায়গায় মরুৎদের বলা হয়েছে 'ভোজান্' ৫।৫৩।১৬। বর্তমান ঋকেও 'ভোজ' বলতে তাঁদেরই বোঝাচ্ছে। মরুতেরা ইন্দ্রের নিত্য সহচর, সুতরাং ইন্দ্রের বিশেষণ তাঁদের বেলাতেও প্রযোজ্য হতে পারে।] (এই যে) আনন্দময় মরুতেরা। ইন্দ্র চলে গেলেন তার আনন্দধামে ; কিন্তু আমার জন্য সেই আনন্দ রেখে গেলেন আমার ভুবনব্যাপী মহাপ্রাণের আলোর ঝড়ে।

অঙ্গিরসঃ বিরূপাঃ— [অঙ্গিরারা প্রাচীন ব্রহ্মবিৎ (ঋগ্বেদের ভাষায় 'পদজ্ঞ') ঋষি, তাঁরাই অগ্নিসাধনার প্রবর্তক: তু. ত্বামগ্নে অঙ্গিরসো গুহাহিতম্ অন্ববিন্দঞ্ছিশ্রিয়াণং বনেবনে ৫।১১।৬ ; যেনা নঃ পূর্বে পিতরঃ পদজ্ঞা অর্চন্তো অঙ্গিরসো গা অবিন্দন্ ১।৬২।২।

ইন্দ্র বা বৃহস্পতির মত তাঁরাও পাযাণকারা ভেঙে আলোকে মুক্তি দিয়েছিলেন: বীলু চিদ্‌দৃল্‌হা পিতরো ন উক্থৈরদ্রিং রুজন্নঙ্গিরসো রবেণ ১।৭১।২ ; ৪।৩।১১। তাঁদের প্রবর্তিত সামও আছে: উপ নো দেবা অবসা গমন্ত্বঙ্গিরসাং সামভিঃ স্তূয়মানাঃ ১।১০৭।২। এই অঙ্গিরারা সংখ্যায় সাত জন, তাঁরা উষার পুত্র, আবার দিবস্পুত্রও—তাঁদের মত হওয়াই ছিল ঋষিদের কাম্য: অধা মাতুরুষসঃ সপ্ত বিপ্রা জায়েমহি প্রথমা বেধসো নৄন্, দিবস্পুত্রা অঙ্গিরসো ভবেমাদ্রিং রুজেম ধনিনং শুচন্তঃ ৪।২।১৫ ; অঙ্গিরারা পিতৃগণের প্রধান (১০।১৪।৩-৬), অথচ ঋভুগণের মতই তাঁরাও দেবতার ন্যায় পূজ্য হয়েছেন (১০।৬২।২) ; অঙ্গিরারা অগ্নি আবিষ্কার করেছিলেন বলে ঋগ্বেদের বহু স্থানে অগ্নির আর-এক নাম অঙ্গিরা। নিঘন্টুর দৈবতকাণ্ডে অন্তরিক্ষস্থান দেবতার প্রসঙ্গে ক্রমান্বয়ে ঋতবঃ, অঙ্গিরসঃ, পিতরঃ অথর্বাণঃ, ভৃগবঃ এঁদের উল্লেখ পাওয়া যায় (৫।৫।১০-১৪)। অঙ্গিরাদের আর এক নাম 'বিরূপাঃ',—এঁদের উল্লেখ পাওয়া যায় (৫।৫।১০-১৪)—যেমন এখানে ; তেমনি আবার: বিরূপাস ইদ্ ঋষয়স্ত ইদ্ গম্ভীরবেপসঃ তে অঙ্গিরসঃ সূনবস্তে অগ্নেঃ পরিজজ্ঞিরে। যে অগ্নেঃ পরিযজ্ঞিরে বিরূপাসো দিবস্পরি, নব গ্বো নু দশ গ্বো অঙ্গিরস্তমঃ সচা দেবেষু মংহতে ১০।৬২।৫-৬; তস্মৈ নূনম্ অভিদ্যবে বাচা বিরূপ (এখানে একজন অঙ্গিরাকে সম্বোধন করা হচ্ছে) নিত্যয়া, বৃষ্ণে চোদস্ব সুষ্টুতিম্ ৮।৭৫।৬ ; প্রিয়মেধবদ্ অত্রিবজ্ জাতবেদো বিরূপবৎ, অঙ্গিরস্বন্ মহিব্রত প্রস্কণ্বস্য শ্রুধী হবম্ (এখানে প্রাচীন সিদ্ধদের সঙ্গে বিরূপ অঙ্গিরাদের উল্লেখ) ১।৪৫।৩ । অগ্নিও অঙ্গিরা, সুতরাং তাঁকেও একবার 'বিরূপ' বলা হচ্ছে (৩।১।১৩)। অঙ্গিরাদের উদ্দেশে একটি সূক্তাংশ আছে (১০।৬২।১-৬) তাতে তাঁদের সাধনবীর্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের বলা

হয়েছে 'সুমেধসঃ' 'দেবপুত্রা ঋষয়ঃ'। তাঁরা তপঃশক্তিতে 'সরূপা বিরূপা একরূপাঃ' গো সৃষ্টি করেছিলেন একথাও আছে। (১০।১৬৯।২)। 'বিরূপ' শব্দের অর্থ কোথাও 'বিচিত্ররূপ' (৩।৩৮।৯, ৭।১০৩।৬, ১০।১৬৯।২), 'পরস্পর ভিন্নরূপ' (১।৬২।৮, ১।৭০।৪, ১।৭৩।৭, ১।৯৫।১, ১।১১৩।৩, ৩।৪।৬, ৫।১।৪, ৬।৪৯।৩), কোথাও 'বিশিষ্টরূপ' (৩।১।১৩, ১০।৯৫।১৬)। এই শেষোক্ত অর্থে অগ্নি, অঙ্গিরোগণ এবং উর্বশী 'বিরূপ' অর্থাৎ আগের রূপ ছেড়ে তাঁরা নতুনরূপ গ্রহণ করেছেন। অঙ্গিরারা মানুষ থেকে দেবতা হয়েছেন, তাই তাঁদের বেলায় এ-অর্থ বিশেষ করে খাটে ।] বিরূপ অঙ্গিরোগণ। ইন্দ্র যেমন রেখে গেলেন মরুদ্গণকে দেবশক্তির প্রতিভূরূপে, তেমনি রেখে গেলেন অঙ্গিরোগণকে,—পিতৃশক্তি আর্যশক্তি বা অগ্নিশক্তির প্রতিভূরূপে। এখন প্রমুক্ত দিব্যজীবনে বইবে আলোর ঝড়, জ্বলবে আগুনের শিখা।

দিবঃ পুত্রাসঃ— [পুত্রাঃ। তু. দিবস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরাঃ ঋতং শংসন্ত ঋজু দীধ্যানা, বিপ্রং পদমঙ্গিরসো দধানা যজ্ঞস্য ধাম প্রথমং মনন্ত ১০।৬৭।২ ; দিবস্পুত্রাস এতা ন যেতির (মরুদ্গণ) ১০।৭৭।২। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই বিশেষণটি মরুদ্গণ এবং অঙ্গিরোগণ উভয়ের বেলাতেই খাটছে। আরও তু. ১০।৬২।৫ ।] দ্যুলোকের পুত্র বা আলোর ছেলে তাঁরা।

অসুরস্য বীরাঃ— [তু. দিবো অস্তোষ্যসুরস্য বীরৈঃ...মরুতঃ ১।১২২।১, বৃহস্পতে তপুষাশ্নেব বিধ্য বৃকদ্বরসো অসুরস্য বীরান্ ২।৩০।৪; ত্রয়ো রাজন্যসুরস্য বীরাঃ, ঋতাবান্ ইষিরা দূলভাসঃ...দেবাঃ ৩।৫৬।৮; ইন্দ্রাবিষ্ণূ...হথো অপ্রত্যসুরস্য বীরান্ ৭।৯৯।৫ মহস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরা দিবো ধর্তার উর্বিয়া পরি খ্যন্ ১০।১০।২ ; দিবস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরাঃ ৩।৫৩।৭; ১০।৬৭।২;

দেখা যাচ্ছে বাক্যাংশটি প্রযুক্ত হয়েছে সাধারণভাবে দেবতাদের বেলায়, একবার দেবতুল্য অঙ্গিরোগণের বেলায় এবং দু'বার দেবদ্বেষীদের বেলায়। প্রশ্ন হয়, এই "অসুর" কে? এই প্রসঙ্গে ঋক্‌সংহিতার নীচের মন্ত্রগুলি তু. অসুর প্রচেতা রাজন্ এনাংসি সিশ্রয়ঃ কৃতানি (বরুণ) ১।২৪।১৪ ; পাহ্যসুর ত্বমস্মান্ (ইন্দ্র) ১।১৭৪।১ ; ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা অসুর যে চ মর্তাঃ ২।২৭।১০ ; বরুণ অসুর ২।২৮।৭ ; ১০।১৩২।৪ ; ৮।১৯।২৩ ; অগ্নে...অসুর ৪।২।৫ ; অসুর ইন্দ্র ৮।৯০।৬ ; — ১০।৯৬।১১ ; ত্যং চিচ্চমসম সুরস্য ভক্ষণম্ ১।১১০।৩ ; অসুরস্য (স্বনয়স্য) রাজ্ঞঃ ১।১২৬।২ ; যদসুরস্য জঠরাদজায়ত (অগ্নিঃ) ৩।২৯।১৪ ; মহৎ তদ্ বৃষ্ণো অসুরস্য নাম (ইন্দ্রস্য) ৩।৩৮।৪ ; 'অসুরস্য' প্রচেতসঃ (সবিতুঃ) ৪।৫৩।১ ; — ৫।৪৯।২ ; দিবঃ শ্যেনাসো অসুরস্য নীলয়ঃ (রুদ্রাঃ মরুতঃ) ১০।৯২।৬ ; পতঙ্গমক্তম্ অসুরস্য মায়য়া, হৃদা পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ ১০।১৭৭।১ ; রুদ্রস্য সূনবো দিবো অসুরস্য (মরুতঃ) ৮।২০।১৭ ; অস্য সনীলা অসুরস্য যোনৌ (পরমদেবতা) ১০।৩১।৬ ; পিপ্রোরসুরস্য মায়িন ১০।১৩৮।৩; দ্যাং বর্ষযথো 'অসুরস্য মায়য়া' (মিত্রাবরুণৌ) ৫।৬৩।৩, —৭; অসুরস্য প্রশস্তিং (অগ্নেঃ) ৭।৬।১ ; ১০।৯৯।১২ ; গভীর বেপা অসুরঃ সুনীথঃ (সবিতা) ১।৩৫।৭ ; ১০ ; বৃহচ্ছ্রবা অসুরঃ (ইন্দ্রঃ) ১।৫৪।৩ ; ইন্দ্রায় হি দ্যৌরসুরো অনম্নত ১।১৩১।১ ; ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহো দিবঃ ২।১।৬ ; পিতা যজ্ঞানামসুরো বিপশ্চিতাম্ (অগ্নিঃ) ৩।৩।৪ ; ঘৃতপ্রসত্তো অসুরঃ সুশেবঃ (অগ্নিঃ) ৫।১৫।১; চেতিষ্ঠো অসুরো মঘোনঃ (ত্রৈবৃষ্ণোরাজা ত্র্যরুণোবা) ৫।২৭।১; পৃষদ্‌যোনিঃ...অসুরো ময়োভূঃ (বরুণো মিত্রো ভগো বা) ৫।৪২।১; স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ

৫।৫১।১১ ; এহ্যপো নিষিঞ্চন্নসুরঃ পিতা নঃ ৫।৮৩।৬ ; ন্যগ্নিঃ সীদদ্ অসুরো ন হোতা ৭।৩০।৩ ; অস্মে বীরো মরুতঃ শুষ্ম্যস্তু জনানাং যো অসুরো বিধর্তা ৭।৫৬।২৪ ; অস্তভ্নাদ দ্যামসুরো বিশ্ববেদা (বরুণঃ) ৮।৪২।১; ত্রীন্ত্‌ স মূর্ধ্নো অসুরশ্চক্র আরভে (সোমঃ) ৯।৭৩।১ ; সোমো মীঢ়াঁ অসুরো বেদ ভূমনঃ ৯।৭৪।৭ ; (অগ্নিঃ) ১০।১১।৬ ; ৭।২।৩ ; হব এষামসুরো নক্ষত দ্যাম্ ১০।৭৪।২ ; রুদ্রং নমোভির্দেবমসুরং দুবস্য ৫।৪২।১১ ; অসুরং স্বর্বিদমাস্থাপয়ন্ত তৃতীয়েন কর্মণা ১০।৫৬।৬ ; তা হি দেবানামসুরা তাবর্যা (মিত্রাবরুণৌ) ৭।৬৫।২ ; ৮।২৫।৪ ; ৭।৩৬।২ ; ১।১৫১।৪ ; রুদ্রস্য মর্যা অসুরাঃ (মরুতঃ) ১।৬৪।২ ; অনাযুধাসো অসুরা অদেবা শচক্রেণ তাঁ অপ বপ ঋজীষিন্ ৮।৯৬।৯ ; পিত্রে অসুরায় (বরুণায়) ১০।১২৪।৩ ; নির্মায়া উ ত্যে অসুরা অভূবন্ (অগ্নি-বরুণ-সোমাঃ) ১০।১২৪।৫ ; যেনাসুরাঁ অভি দেবা অসাম ১০।৫৩।৪ ; হত্বায় দেবা অসুরান যদায়ন্ দেবা দেবত্ব-মভিরক্ষমাণাঃ ১০।১৫৭।৪ ; অভিপিত্বে অসুরা ঋতং যতে ছর্দি র্যেম বি দাশুষে (দেবাঃ) ৮।২৭।২০ ; অগ্নয়ে ঋতস্য বৃষ্ণে অসুরায় ৫।১২।১ ; দিবো অসুরায় মন্ম ভরধ্বম্ (রুদ্রায়) ৫।৪১।২ ; শুক্রাং বয়ন্ত্যসুরায় নির্ণিজম্ (সোমায়) ৯।৯৯।১ ; প্র রামে বোচমসুরে (দানস্তুতি) ১০।৯৩।১৪ ; যা ইন্দ্র ভুজ আভরঃ স্বর্বাঁ অসুরেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) ৮।৯৭।১ ; যথা দেবা অসুরেষু শ্রদ্ধামুগ্রেষু চক্রিরে (দেবেষু প্রাক্তনেষু) ১০।১৫১।৩ ; অয়ং সোমো অসুরৈর্নো বিহব্যঃ ১।১০৮।৬ ; পরো দেবেভি রসুরৈর্যদস্তি ১০।৮২।৫ ; মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ৩।৫৪।১-২২; ১০।৫৫।৪ ; পৃথুং যোনিমসুরত্তা সসাদ (ইন্দ্রঃ) ১০।৯৯।২ ; কস্তে ভাগ...অসুরঘ্নঃ (ইন্দ্রস্য) ৬।২২।৪ ; অগ্নয়ে অসুর ঘ্নে মন্ম ভরধ্বম্ ৭।১৩।১ ; অমিত্রহা বৃত্রহা দস্যুহন্তমং জ্যোতির্জজ্ঞে অসুরহা

সপত্নহা ১০।১৭০।২ ।...প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি অসুরের সঙ্গে দ্যুলোকের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ—এমন কি দ্যুলোকই অসুর (১।১২২।১, ১।১৩১।১, ৫।৮৩।৬, ১০।৯২।৬, ৮।২০।১৭, ৩।১৪।২৯), অথবা অসুর দ্যুলোকের বিভূতি (২।১।৬, ৫।৪১।২)। দ্যুলোক বা চিদাকাশ বা ব্যাপ্তিচৈতন্য যদি অসুরের স্বরূপ হয়, তাহলে দেবতারা স্বভাবতই 'অসুরস্য বীরাঃ' বা চিদাকাশের বীর্যবিভূতি (১।১২২।১ ; ৩।৫৬।৮ ; ১০।১০।২), অথবা তাঁরাও অসুর (১০।১২৪।৫ ; ৮।২৭।২০, ৮।৯৭।১, ১০।১৫১।৩)। দেবতাদের মধ্যে আবার বিশেষ করে 'অসুর' হলেন বরুণ, কেননা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বেলাতেই এই বিশেষণটি বেশী প্রযুক্ত হয়েছে ; তা ছাড়া অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, তারপর রুদ্র, মরুদ্গণ, সবিতা, ভগ, পূষা ও মিত্র—এঁরাও অসুর। আবার দেখা যাচ্ছে, 'অসুর' কোনও বিশেষ দেবতাকে না বুঝিয়ে ঋগ্বেদের সেই প্রচ্ছন্ন পরম দেবতাকে বোঝাচ্ছে, ঋষি দীর্ঘতমা যাঁকে বলেছেন 'একং সৎ' ; তখন মায়া তাঁর শক্তি (১০।৩১।৬, ৫।৬৩।৩, ৭,৭।৫৬।২৪, ১০।৫৬।৬, ১।১১০।৩, ৩।২৯।১৪, ১০।১৭৭।১)। অসুর যখন দেবতাদের বিশেষণ, তখন তার দুটি অর্থ হতে পারে: হয় দেবতারা সেই বিশ্বমূল অসুরের বিভূতি বলে তাঁরাও অসুর, অথবা তাঁরা শক্তিশালী বলে অসুর। এই শেষের অর্থে অসুর বিশেষণটি মানুষের বেলাতেও প্রযুক্ত হয়েছে (১।১২৬।২, ৫।২৭।১, ৭।৩০।৩, ১০।৯৩।১৪)। এমন-কি এক জায়গায় সাধকদের আকুল আহ্বানকেও 'অসুর' বলা হচ্ছে, তা গিয়ে দ্যুলোককে স্পর্শ করছে (১০।৭৪।২)। অসুরের এই অর্থের সমর্থন পাই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও, অসুর শব্দের ব্যুৎপত্তি দিতে গিয়ে সেখানে বলা হচ্ছে: 'তেনাসুনা অসুরান্ অসৃজ, তদসুরানামসুরত্বম্ (২।৩।৮।২)। লক্ষণীয়, এখানে যে সৃষ্টিক্রম

দেওয়া হয়েছে, তার গোড়াতেই অসুরের সৃষ্টি, তারপর পিতৃগণের, তারপর মানুষের এবং সবার শেষে দেবগণের। আর এই সৃষ্টির মূলে প্রজাপতির তপঃ। ছবিটা বিশ্লেষণ করলে এই দাঁড়ায় মানুষ পিতৃশক্তি আর দেবশক্তি দুয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। পিতৃগণ তাকে আকর্ষণ করছেন শুদ্ধসত্তার প্রাণস্পন্দের দিকে (এটি ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা ; বস্তুতঃ এই প্রাণস্পন্দেরও মূলে শুদ্ধসন্মাত্রের শূন্যতা, পিতৃগণ মানুষকে আকর্ষণ করছেন সেইদিকে), আর দেবগণ সম্ভূতির দিকে। অধ্যাত্মচেতনায় একের মন্ত্র হল 'স্বধা' বা আপনাতে আপনি থাকা, অপরের মন্ত্র 'স্বাহা' বা আত্মোৎসর্গের দ্বারা অসীমের আবেশকে নিজের মাঝে বরণ করে নেওয়া। একটি ভাবনায় মানুষের আত্মশক্তি বড়, আরেকটি ভাবনায় দেবশক্তি বড়।...অসুর, বরুণ, দিব্, ব্যোম—সবারই মূলে আকাশের ভাবনা। উপনিষদে এই আকাশ ব্রহ্ম হয়েছে। বরুণের মাঝে পুরুষবিধতার ছোঁয়াচ লেগেছে ; কিন্তু আর তিনটি অপুরুষবিধ। সবাই আনন্ত্যের প্রতীক। বেদে ব্যোমের কল্পনা আধাররূপে ; কিন্তু অসুর এবং বরুণ অধিষ্ঠাত্রী চিৎশক্তি, দ্যৌঃ দুইই। আবার অসুর বরুণ এবং দ্যৌ তিনজনই বিশেষ করে পিতা। মূলত তিনই আকাশ বা ব্রহ্মের আনন্ত্য—এই কথা মনে রেখে তিনের বৈশিষ্ট্য বিচার করলে এই দাঁড়ায় : দ্যৌঃ চেতনার আনন্ত্য, —আলোঝলমল আকাশ তার প্রতীক, দেবতারা চিৎশক্তিরূপে তারই বিভূতি ; বরুণ সত্তার আনন্ত্য, তিনি সব-কিছু 'আবৃত' করে রয়েছেন—নক্ষত্রখচিত রাতের আকাশে দেখি তাঁর রূপ ; এই সত্তারও উজানে যা, ঋগ্বেদেও যাকে 'অসৎ' বলা হয়েছে (১০।৭২।২, ৩—এখানে বলা হচ্ছে 'দেবানাং পূর্ব্যে যুগে...দেবানাং যুগে প্রথমে অসতঃ সদ জায়ত ১০।১২৯।১), তিনিই 'অসুর'। তাঁর ধামই 'অস্ত', কেননা দুটি শব্দের ব্যুৎপত্তি

একই √ অস্ হতে। 'অসৎ' শব্দটি এই ধাতু হতে না হলেও 'অসুরে'র সঙ্গে তার অর্থ শ্লিষ্ট বলেই মনে হয়। উপনিষদের ভাষায় অসুর তাহলে সেই পরম ব্যোম, যেখানে 'ন...সূর্যো ভাতি, ন চন্দ্র তারকম্' (কঠ. ২।২।১৫ ; দেববাদীর ভাষায় মিত্রাবরুণেরও ওপারে), কিন্তু 'তস্যৈব ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'।...অসুরের ঔপনিষদিক রূপ তাহলে 'অসৎ', দার্শনিক রূপ 'শূন্যতা'। এই সর্বনাশা শূন্যতা মানুষকে যখন পেয়ে বসে, তখন দেবতা থাকে না, যজ্ঞ থাকে না—কিছুই থাকে না। রূপের উপাসক স্বভাবতই অরূপকে ডরায়, গৌড়পাদের ভাষায় তারা 'অভয়ে ভয়দর্শিনঃ'। দেবতা আর অসুরের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ এইখানে। অচিতি আর অতিচিতি দুয়ের মাঝে হল দিব্য চেতনা। প্রবর্ত সাধকের কাছে তার দুটি প্রান্তই আঁধার। ভক্ত তেতো খেতে চায় না যেমন, তেমনি চিনি হতেও চায় না—সে চায় চিনি খেতে। সুতরাং বর্ণপূর্ব এবং বর্ণোত্তর অন্ধকার—দুইই তার কাছে ভয় ও বিদ্বেষের বস্তু। এই বিরোধই আমাদের দেশে অধ্যাত্ম-ইতিহাসের আদিযুগ হতে ঋষি ও মুনি, বিপ্র ও নর, দেববাদ ও আত্মবাদ, মীমাংসা ও তর্ক, বেদান্ত ও সাংখ্য, যাগ ও যোগ, হিন্দু ও বৌদ্ধ ইত্যাকার দ্বৈতধারার সৃষ্টি করে এসেছে। মনে রাখতে হবে সাংখ্য প্রবক্তা কপিলের শিষ্য 'আসুরি'; সুতরাং কপিল স্বয়ং অসুর। সন্দেহ হয়, গয়ার গয়াসুর শাক্যমুনিরই ব্যঙ্গকল্পনা। এই অসুরেরা দেবতা মানে না, যাগযজ্ঞ মানে না, অতএব ওরাও বৃত্র।...বেদ দেববাদীদের শস্ত্র। দেববাদীদের মধ্যে যাঁরা উদার এবং ক্রান্তদর্শী, আদিম অসুর এবং দেবতায় তাঁরা বিরোধের কিছু দেখেন না (দ্র. ১০।৭২।২—৩)। কিন্তু দেববাদের ঝোঁক সম্ভূতির দিকে, বিনাশের দিকে নয় ; সুতরাং অধিকাংশ দেববাদীই অসৎকে শূন্যতাকে অসম্ভূতিকে বিনাশকে বিবাগের চোখে দেখবেন। অসুর

সংজ্ঞাটাকে দেবতার পর্যায় হতে বৃত্রের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন তাঁরাই। এবং নামিয়ে এনেছেন অনেক আগে, সেই সংহিতার যুগেই। উপনিষদে ও পুরাণে অসুরের প্রাচীন অর্থ লোপ পেয়ে গেছে। ব্রাহ্মণে ব্যুৎপত্তির দিক থেকে তার একটা আবছা স্মৃতি তবুও আছে—যদিও সেখানে অসুর দেববিরোধী শক্তিই। এই ভাবটি সংহিতাতেও কোথাও-কোথাও পাচ্ছি (১।১০৮।৬ ; ৮।৯৬।৯ ; ১০।৫৩।৪ ; ৬।২২।৪ ; ৭।১৩।১; ১০।১৩৮।৩ ; ১০।১৭০।২ ; ২।৩০।৪ ; ৭।৯৯।৫ ; লক্ষণীয় বংশগত দুটি মণ্ডলেও এ-ভাবের দেখা মিলছে)।...তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 'অসু' বা প্রাণশক্তি হতে 'অসুরে'র যেব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করা হয়েছে, তা সঙ্গতই মনে হয়। উপনিষদের আকাশ নিষ্পন্দ সত্তামাত্র নয়, তার একটা বলক্রিয়া আছে, সে 'নামরূপয়োর্নির্বহিতা' (ছান্দোগ্য ৮।১৪।১)। সত্তার সঙ্গে শক্তির নিত্যযোগ বৈদিক ভাবনার একটা বৈশিষ্ট্য—যার জন্য 'সুক্ষত্র' বরুণের একটি সার্থক বিশেষণ। শব্দনিরুক্তির দিক থেকে বিচার করলেও এই ধারণার সমর্থন মেলে। 'অসুর' < √ অস্ যার অর্থ সত্তাও হতে পারে, ক্ষেপণও হতে পারে। সুতরাং পরমতত্ত্ব যেমন শুদ্ধ সন্মাত্র বলে 'অসুর' তেমনি আবার ক্ষেপণ বা আত্মবিসৃষ্টির সামর্থ্যেও 'অসুর'। এই অর্থে ঔপনিষদ দর্শনে ব্রহ্মের আকাশ-প্রাণরূপি দিব্য-মিথুনের কল্পনা। ব্রহ্ম সূত্রজ্ঞরাও তাই বললেন 'আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ', অতএব চ প্রাণঃ' (১।১।২৩-২৪)। পুরাণে ও তন্ত্রে তাই শিব-শক্তির যুগনদ্ধরূপে ফুটে উঠেছে। এই অসুরের যে ধর্ম বা বিভূতি, তাই অসুরত্ব ; সে-অসুরত্ব দেবতাদের মধ্যে বিচিত্রভাবে ফুটে উঠলেও, সে যে একেরই বিভূতি, ঋষি বারবার তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন (মহদ্দেবানাম সুরত্বমেকম্ ৩।৫৫।১-২২)। আবেস্তাতে এই 'অসুর' 'অহুর মজ্‌দা' নামে পরমদেবতা। মনে হয়, সেখানেও

বিরোধ,—দেববাদ আর শুদ্ধসন্মাত্রবাদ নিয়ে। দেববাদকে যিনি সংস্কৃত করতে চেয়েছিলেন, সেই জরথুস্ত্রই অসুরবাদের উপর জোর দিয়েছেন। এদেশেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে তার উল্লেখ অন্যত্র করেছি। সদ্‌বাদ আর অসদ্‌বাদ নিয়ে একটা দ্বিধার ভাব উপনিষদেও পাওয়া যায়। প্রাণস্পন্দিত মহাকাশের বীর্যবিভূতি তাঁরা। মরুদ্‌গণ এবং অঙ্গিরোগণ—উভয়কেই বোঝাতে পারে।

বিশ্বামিত্রায়— [তৃতীয় মণ্ডল ছাড়া ঋগ্বেদে আর দু'বার বিশ্বামিত্রের উল্লেখ আছে: বিদ্যাম বস্তোরবসা গৃণন্তো বিশ্বামিত্রা উত ত ইন্দ্র নূনম্ ১০।৮৯।১৭ ; আগমং বাং প্রতি বিশ্বামিত্র জমদগ্নী দমে (ইন্দ্রঃ) ১।১৬৭।৪ ।ঐতরেয় আরণ্যকে সংজ্ঞাটির ব্যুৎপত্তি এই: 'বিশ্বস্য হ বৈ মিত্রং বিশ্বামিত্র আস' (১।২।২) ; আবার অন্যত্র তাঁকে প্রাণরূপে বর্ণনা করে বলা হচ্ছে: 'তদ্ যদস্য ইদং বিশ্বং মিত্রমাসীদ্ যদিদং কিং চ তস্মাদ্ বিশ্বামিত্রঃ' (২।২।১) ।]

মঘানি দদতঃ— অজস্র শক্তি দিন। মরুদ্‌গণ এবং অঙ্গিরোগণের বিশেষণ। 'মঘানি'র বহুবচন প্রাচুর্যে। দেবতা যে-জীবনকে ছুঁয়ে গেছেন, সে-জীবন আলো আর আগুনের বীর্যে এবং মহিমায় ভরে উঠুক।

সহস্রসাবে— [পুনরুক্ত ৭।১০৩।১০] (সোমলতার) সহস্র আসবে, হাজারবার সোমলতার নিষ্পেষণে। সারা জীবন ধরে নিজেকে নিঙড়ে দিয়ে দেবতার পানপাত্রকে পূর্ণ করবার সাধনায় যেন বিরাম না ঘটে।

আয়ুঃ প্রতিরন্ত— কর্মক্ষম এই জীবনকে তাঁরা যেন পার করে নিয়ে যান তমিস্রার ওপারে, অমৃতের কূলে।

হে দেবতা, পরমব্যোমের নৈঃশব্দ্যে নিলীন হয়ে গেলে তুমি, কিন্তু আমার 'পরে রেখে গেলে দেবলোক আর পিতৃলোকের অকৃপণ দাক্ষিণ্য। এই-যে আমায় ঘিরে আনন্দোচ্ছল মরুদ্‌গণের জ্যোতির্ময় প্রাণের প্লাবন, এই-যে দেবায়িত অঙ্গিরোগণের অগ্নিবীর্যের নিরন্ত প্রৈষা, —তোমার বিদ্যুদ্দীপনীর এই তো অবন্ধ্য পরিণাম। দ্যুলোকের পুত্র তাঁরা, অনুত্তরের বীর্যবিভূতি—তোমারই জ্যোতিঃ

শক্তির বিচিত্র প্রসাদকে ঝলকে-ঝলকে নামিয়ে আনছেন বিশ্বামিত্রের আধারে। সেই আলোর ছোঁয়ায় প্রস্ফুরিত তার জীবন হ'ক অন্তহীন উত্তরায়ণের অশ্রান্ত পথিক, পৃথিবীর 'পরে অবিপ্লুত অমৃত-চেতনার সহস্র নির্ঝর:

এই-যে আনন্দময় মরুদ্‌গণ, এই-যে দিব্যরূপ অঙ্গিরোগণ,—
দ্যুলোকের পুত্র তাঁরা, 'অসুরের' বীর্যবিভূতিঃ।
বিশ্বামিত্রকে দিন তাঁরা জ্যোতিঃশক্তির অজস্রতা—
সৌম্যসুধার সহস্রনির্ঝরণে এগিয়ে নিয়ে চলুন তার স্ফুরন্ত জীবনকে।।

৮

রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি
মায়াঃ কৃণ্বানস্ তন্বং পরি স্বাম্।
ত্রির্ যদ্ দিবঃ পরি মুহূর্তম্ আগাৎ
স্বৈর্ মন্ত্রের্ অনৃতুপা ঋতাবা।।

এইবার সিদ্ধচেতনার বর্ণনা, যে-চেতনায় সব-কিছুতে ভাসছে তাঁরই রূপ।

রূপং রূপং— [তু. রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায় (চোখ মেললেই সামনে দেখতে পাওয়া যায় তাঁর এইরূপ), ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ৬।৪৭।১৮। এই 'পুরুরূপ' আর 'বিশ্বরূপ' একই কথা (দ্র. ৩।৫৫।১৪, ৩।৩৮।৪)। সেই বিশ্বরূপের বর্ণনা পুরুষসূক্তে, যেখানে তিনি 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ

সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ (১০।৯০।১)। গীতার বিশ্বরূপদর্শনাধ্যায়ে তারই বিস্তার। এখানকার অনুরূপ বর্ণনা কঠোপনিষদে 'অগ্নিঃ ...বায়ুঃ...সূর্যো যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ (কঠ. ২।২।৯)। মূল কথা, তিনিই এইসব কিছু হয়েছেন; তিনি জগতের নির্মাতা নন, স্রষ্টা, —অর্থাৎ জগৎ তাঁর বিভূতি। বৈদিক সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের এই সম্পর্ক। ঈশ্বরের সঙ্গে জগৎ ও জীবের একাত্মতাই পূর্ণা দ্বৈত। তাইতে একের মধ্যে থেকেই বহু সত্য, কেননা তা 'সন্মূলাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ'। বৈদিক বহুদেববাদে দেবতারা একেরই বিভূতি (১।১৬৪।৪৬; ৩।৫৫) ; কিন্তু একং এবং বহু দুইই সত্য। বৈদিক অদ্বৈতবাদের এই বিশিষ্ট ভঙ্গিটি ধারণায় না আনতে পারলে বেদরহস্য বোঝা যাবে না] রূপে-রূপে, জগন্ময় বিচিত্র মূর্তিতে।

মঘবা— এই তাঁর শক্তির পরিচয়, এই তাঁর মহিমা।

বোভবীতি— [ভূ + যঙ্ লুক্ + লট্ তি ভৃঙ্গার্থে। অনন্য প্রয়োগ] বিচিত্র হয়ে ফুটছেন।

মায়াঃ— [তু. যদ্ধ ত্যং মায়িনং মৃগং তমু ত্বং মায়য়াবধীঃ (ইন্দ্র) ১।৮০।৭; এতি প্র হোতা ব্রতমস্য মায়য়া (অগ্নেঃ) ১।১৪৪।১ ; পুনাতি ধীরো ভুবনানি মায়য়া (অগ্নিঃ) ১।১৬০।৩ ; অস্তভ্নান্ মায়য়া দ্যাম বস্রসঃ (ইন্দ্রঃ) ২।১৭।৫ ; হোতা দেবো অমর্ত্যঃ পুরস্তাদেতি মায়য়া বিদথানি প্রচোদয়ন্ (অগ্নিঃ) ৩।২৭।৭ ; উত সিন্ধুং...পরিষ্ঠা ইন্দ্র মায়য়া ৪।৩০।১২ ; অস্বাপয়দ্...হথৈঃ, দাসানামিন্দ্রো মায়য়া ২১; দ্যাং বর্ষয়থো অসুরস্য মায়য়া (মিত্রাবরুণৌ) ৫।৬৩।৩ ; অভ্রা বসত মরুতঃ সু মায়য়া ৫।৬৩।৬ ; ধর্মণা মিত্রাবরুণা...ব্রতা রক্ষেথে অসুরস্য মায়য়া ৭ ; ত্যং মায়য়া বাবৃধানং...রুজো বি ৬।২২।৬ ; ইন্দ্র জহি...মায়য়া শাশদানাম্ ৭।১০৪।২৪, ন তস্য মায়য়া চন রিপুরীশীত মর্ত্যঃ ৮।২৩।১৫ ; ন্যু স্রো মায়য়া দধে

(বরুণঃ) ৮।৪১।৩ ; ইন্দ্র দ্বিষ্টামপধমন্তি মায়য়া (সোমঃ) ৯।৭৩।৫; ঋতস্য তন্তুর্বিততঃ...বরুণস্য মায়য়া ৯।৭৩।৯ ; মায়াবিনো মমিরে অস্য (সোমস্য) মায়য়া ৯।৮৩।৩ ; অধেন্বা চরতি মায়য়ৈষ বাচং শুশ্রুবাঁ অদলামপুষ্পাম্ ১০।৭১।৫ ; পূর্বাপরং চরতো মায়য়ৈতৌ (সোমার্কৌ) ১০।৮৫।১৮ ; পতঙ্গমক্তম্ অসুরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ ১০।১৭৭।১ ; মহী মিত্রস্য বরুণস্য মায়া ৩।৬১।৭ ; মায়া বাং মিত্রাবরুণা দিবি শ্রিতা ৫।৬৩।৪ ; মায়েৎ সা তে যানি যুদ্ধান্যাহুঃ ১০।৫৪।২ ; আ মায়িনাম্ অমিনাঃ প্রোত মায়াঃ (ইন্দ্রঃ) ১।৩২।৪; মিনন্তা দস্যোরশিবস্য মায়া (অশ্বিনৌ) ১।১১৭।৩ ; মায়িনো দানবস্য মায়া ২।১১।১০; যা বো মায়া অভিদ্রুহে যজত্রাঃ (আদিত্যাঃ) ২।২৭।১৬; ৩।২০।৩ ; প্রা দেবী র্মায়াঃ সহতে দুরেবাঃ (অগ্নিঃ) ৫।২।৯ ; 'শুষ্ণস্য' চিৎ পরি মায়া অগৃভ্ণাঃ (ইন্দ্রঃ) ৫।৩১।৭, ৬।২০।৪ ; স্বর্ভানো রধ যদিন্দ্র মায়া অব দিবো বর্তমানা অবাহন্ ৫।৪০।৬ ; স্বর্ভানোরপ মায়া অধুক্ষৎ ৮ ; অভি প্র মন্দ পুরুদত্র মায়াঃ (ইন্দ্র) ৬।১৮।৯ ; বিশ্বা অজুর্য দয়সে বি মায়াঃ ৬।২২।৯; ইন্দুরমুষ্ণাদ্ অশিবস্য মায়াঃ ৬।৪৪।২২ ; বৃহ মায়া অনানত (ইন্দ্র) ৬।৪৫।৯ ; বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবঃ (পূষা) ৬।৫৮।১ ; বিশ্বা অদেবীরভি সন্তু মায়াঃ (মরুতঃ) ৭।১।১০; যদেদদেবীরসহিষ্ট মায়াঃ (ইন্দ্রঃ) ৭।৯৮।৫; দাসস্য...মায়া জঘ্নথুর্নরা (ইন্দ্রাবিষ্ণু) ৭।৯৯।৪ ; স মায়া অর্চিনা পদাস্তৃণাৎ (বরুণঃ) ৮।৪১।৮ ; ত্বষ্টা মায়া বেদপসাম্ অপস্তমঃ (অগ্নি) ১০।৫৩।৯ ; আভির্হি মায়া উপদস্যুমাগাৎ (ইন্দ্রঃ) ১০।৭৩।৫; স প্রসহানো...সপ্তথস্য মায়াঃ (ইন্দ্র) ১০।৯৯।২ ; অদেবস্য মায়াঃ ১০।১১১।৬ ; মায়া মূ তু যজ্ঞিয়ানামেতাম্ ১০।৮৮।৬ ; ত্বং মায়াভিঃ...মায়িনং বৃত্রমর্দয়ঃ ১০।১৪৭।২ ; মায়াভিরুৎ সিসৃপ্সতঃ...দস্যূন্ ৮।১৪।১৪ ; প্র মায়াভি র্মায়িনা

ভূতমত্র (অশ্বিনা) ৬।৬৩।৫ ; ৬।৪৭।১৮ ; প্র 'মায়াভি র্মায়িনং' সক্ষদিন্দ্রঃ ৫।৩০।৬ ; ১।১২।৭ ; ১।৫১।৫ ; পরো মায়াভিঃ ঋত আস নাম তে (পরমদেবতা) ৫।৪৪।২ ; মায়াভিরশ্বিনা যুবং বৃক্ষং সং চ বি চাচথঃ ৫।৭৮।৬ ; মহীং মায়াং বরুণস্য প্রবোচম্ ৫।৮৫।৫ ; ৩।৩৪।৬ ; ৬০।১ ; ন মায়াভির্ধনদাং পর্যভূবন্ (ইন্দ্রং দস্যবঃ) ১।৩৩।১০ ; নরা মায়াভিরিত ঊতি মাহিনম্ (আশাথে মিত্রাবরুণৌ) ১।১৫১।৯। উদ্ধরণ হতে দেখা যাচ্ছে, মায়ার সহজ অর্থ হচ্ছে 'শক্তি'—একটা কিছু করার সামর্থ্য; একটি জায়গা ছাড়া (১০।৫৪।২) আর-কোথাও তার অর্থের ব্যঞ্জনা ইন্দ্রজালের দিকে যাচ্ছে না। মূলত এই মায়া 'অসুরের মায়া'—যেখানে অসুর সেই অনুত্তর পরমদেবতা (৫।৬৩।৩, ৭, ১০।১৭৭।১ ; ৫।৪৪।২) ; তখন মায়া যথাক্রমে আদ্যাশক্তি, বিশ্বের প্রথম ধর্ম অথবা পুরাণী প্রজ্ঞা। এই অসুরই যখন বিশ্বমূল এবং দেবতাদেরও পূর্বভাবী (দ্র. ১০।৭২।২-৩ ; 'অসুর'), তখন তাঁর মায়া দেব এবং অদেব উভয়ের মাঝেই বর্তাবে, কেননা দেব-অদেব দুইই এসেছে তাঁর থেকে (তু. দেবা সুরা...উভয়ে প্রজাপত্যাঃ—ছান্দোগ্য ১।২।১)। তাই একদিকে যেমন পাচ্ছি অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, মিত্র, বরুণ, পূষা, অশ্বিদ্বয়, মরুদ্‌গণ, আদিত্যগণ ও বিষ্ণুর মায়া, তেমনি পাচ্ছি অদেবদের, দাসদের বা দস্যুদের, দানবদের মায়ার কথা—সাধারণভাবে যাকে বলা হয়েছে 'অদেবী মায়া' (৭।১।১০, ৭।৯৮।৫, ৫।২।৯)। এই অদেবী মায়ার সহজ অর্থ অদিব্য শক্তি, যা আলোকে বা চিত্তের স্বচ্ছতাকে ধূমায়িত করে ; এক জায়গায় বলা হচ্ছে 'বরুণ' তাঁর জ্যোতির্ময় চরণ দ্বারা এই মায়াকে বিকীর্ণ করে দিলেন (৮।৪১।৮)। এইখানে আমরা বেদান্তের অবিদ্যাকে পাচ্ছি, যাকে অন্যত্র তুলনা করা হচ্ছে 'নীহার' বা কুয়াসার সঙ্গে ১০।৮২।৭ ; না জানার কথা সেখানে

স্পষ্টই উল্লিখিত হয়েছে: ন তং বিদাথ যইমা জজানান্যদ্যুষ্মাকম্ অন্তরং বভূব। এই অদিব্যশক্তি যে সপ্তবিধ, তারও ইঙ্গিত এক জায়গায় মেলে (১০।৯৯।২)।...কিন্তু যেমন আছে এই অদেবী মায়া, তেমনি আছে দেবমায়া বা বিদ্যার শক্তি। এই মায়াই মুখ্য, অদেবী মায়া গৌণ, দেবমায়ার কাছে বারবার পরাভূত। তাই নিঘন্টুতে মায়ার অর্থ 'প্রজ্ঞা' (৩।৯)। এদেশে বৌদ্ধ ও শাঙ্করমত প্রবল হওয়াতে মায়ার অবিদ্যাসূচক অর্থেরই প্রসার হয়েছে, যদিও তান্ত্রিকের মহামায়া বা যোগমায়া মায়ার প্রজ্ঞাবাচক আদিম অর্থকে আজও বহন করছে।...দেবতারা যখন চিন্ময়, তখন তাঁদের শক্তিও চিন্ময়ী; দেবশক্তি তাই প্রজ্ঞারূপিণী। কিন্তু এই প্রজ্ঞা তটস্থ দৃক্‌শক্তি নয়, তার বলক্রিয়া আছে, 'মায়ার' ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হতে তা জানা যায়। এই ব্যুৎপত্তি ঋগ্বেদেই এক জায়গায় দেওয়া হয়েছে 'মমিরে মায়া' (৯।৮৩।৩)—দেবতারা সোমের মায়াতেই বিশ্বভুবনকে নির্মাণ করলেন, উপনিষদের ভাষায়, আনন্দ হতেই জগতের সৃষ্টি হল। এখানে মায়া < √ মা 'মাপা' এই অর্থই আমরা জানি সাধারণত ; কিন্তু তার আর-একটা অর্থ নির্মাণ করা, সৃষ্টি করা,—যার থেকে পাই 'মাতা' যিনি সন্তানকে নিজের থেকে সৃষ্টি করেন, নিজের বৃহৎসত্তা থেকে আচ্ছিন্ন করেন (এইখানে 'মাপা' অর্থ আসছে)। সুতরাং 'মায়া' মাতা, বিশ্বপ্রসবিনী। তু. যোনি অর্থে 'মান' ৯।৭৩।৬ ; 'অসুরস্য মায়া' উক্তিটি এই অর্থে সার্থক, —এ-জগৎ সেই অনুত্তরের প্রজ্ঞার বিসৃষ্টি, তাঁর আত্মসম্ভূতি। তিনিই যে সব কিছু হয়েছেন, তাঁর এই শক্তিই তাঁর মায়া বা মাতৃত্ব। খুব সম্ভবত সৃষ্ট্যর্থক এই √মা √ মন্-এর নিকটজ্ঞাতি, —(যেমন √ জন্ ‖ জা > জায়া, √ ছন্ ‖ ছা > ছায়া, তেমনি √ মন্ ‖ মা > মায়া) কেননা মনন ব্যাপারটাও একটা আত্মবিসৃষ্টি। যিনি বিশ্বস্রষ্টা, তিনি 'কবির্মনীষী' (শু. যজুঃ) 'মন্ত্র' হতে সৃষ্টি মীমাংসকদের একটা

প্রধান অভ্যুপগম। মন্ত্রের মূলে যে 'বাক্', ঋগ্বেদে তিনি বিশ্ববিধাত্রী (১০।১২৫)।এই প্রসঙ্গে তুলনীয়, Lat. meteri 'to measure' || ment <mens 'mind, thought' Gk. metis 'wisdom'।] তাঁর বিচিত্র প্রজ্ঞাবীর্যকে।

কৃণ্বানঃ— [কুর্বাণঃ] ক্রিয়াপর ক'রে, সক্রিয় ক'রে।

স্বাং তন্বং পরি— [তু. অগ্নে যজস্ব তন্বং তব স্বাম্ ৬।১১।২ ; অগ্নিঃ প্রত্নেন মন্মনা শুম্ভান স্তন্বং স্বাম্ ৮।৪৪।১২ ; এবা মহান্ বৃহদ্দিবো অথর্বা ঽবোচৎ স্বাং তন্বম্ ইন্দ্রমেব ১০।১২০।৯। সর্বত্রই 'স্বা তনূ' = নিজের স্বরূপ ; শেষ উদ্ধরণটিতে এভাব একেবারে সুস্পষ্ট। স্বরূপ বোঝাতে দুটি শব্দের ব্যবহার আছে ঋগ্বেদে—'আত্মা' (পুংলিঙ্গ) এবং 'তনূ' (স্ত্রীলিঙ্গ)। বিশ্বপ্রাণ রূপে যা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, যাকে প্রতিটি নিশ্বাসে 'তনূ'র ভিতরে আকর্ষণ করছি, তাই 'আত্মা' ; আর সেই আত্মা দ্বারা সঞ্জীবিত আধারই 'তনূ'। অথচ দুটিই আমার স্বরূপ, আত্মাতে-তনূতে, চেতনায়-শক্তিতে, পুরুষে-প্রকৃতিতে কোনও ভেদ নাই—এই একরস অদ্বৈতবাদই বৈদিকদর্শনের ভিত্তি। 'আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্'—উপনিষদের এই উক্তিতে আত্মা এবং তনূর সাযুজ্য পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। (কঠ. ১।২।২৩)। 'তনূ' < √ তন্ (সূক্ষ্ম হওয়া ; বিস্তৃত হওয়া ; তু. Lat. tennis 'thin', Gk. tanu 'slender, thin')] নিজের সূক্ষ্ম অদৃশ্যপ্রায় সত্তার চারদিকে। সূক্ষ্ম আত্মসত্তাকে কেন্দ্র করে প্রজ্ঞাবীর্যের বিচিত্র উল্লাসে রূপ সৃষ্টি করে চলেছেন তিনি এবং তাইতে বিশ্বরূপ হচ্ছেন। তু. ৩।৩৮।৪ । প্রত্যেক রূপের গভীরে তাঁর এই-যে সূক্ষ্ম তনূ, তাই ঋগ্বেদের ভাষায় 'অন্যদ্ অন্তরম্'—যাকে আমরা জানি না ১০।৮২।৭ ; উপনিষদে তাই 'গূঢ়ো আত্মা' (কঠ. ১।৩।১২), তন্ত্রে চিৎকলা।

ত্রিঃ— তিনবার অর্থাৎ তিনটি সবনে।

মুহূর্তম্— মুহূর্তের মধ্যে ; আমার মন্ত্র শোনা মাত্রই। অমনি তিনি দ্যুলোক

হতে আমার কাছে ছুটে আসেন সোমপান করবার জন্য। এও তাঁর মায়া, তাঁর চিৎশক্তির চিত্রবিভূতি, — কেননা আমার মন্ত্রে আমার সোমের আসবে তাঁর কী প্রয়োজন? তিনি যে স্বৈঃ মন্ত্রৈঃ অন্-ঋতুপাঃ।

স্বৈঃ মন্ত্রৈঃ অন্-ঋতুপাঃ— [§ 'মন্ত্র'—তু. মন্ত্রো গুরুঃ পুনরস্তু সো অস্মা ১।১৪৭।৪; সত্যো মন্ত্রঃ কবিশস্ত ঋঘাবান্ ১।১৫২।২ ; কীরেশ্চিন্ মন্ত্রং মনসা বনোষিতম্ ১।৩১।১৩ ; প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতি র্মন্ত্রং বদত্যুক্থ্যম্ ১।৪০।৫ ; তামদ্ রোচেমা বিদথেষু শম্ভুবং মন্ত্রং দেবা অনেহসম্ ৬ ; মন্ত্রং বোচেমাগ্নয়ে ১।৭৪।১ ; নরো ধিয়ং ধা হৃদা যৎ তষ্টান্ মন্ত্রাঁ অশংসন্ ১।৬৭।২ ; তস্তম্ভ দ্যাং মন্ত্রেভিঃ সত্যৈঃ (অগ্নিঃ) ১।৬৭।৩ ; মন্ত্রয়ন্তে দিবো অমুষ্য পৃষ্ঠে বিশ্ববিদং বাচম্ অবিশ্বমিন্বাম্ ১।১৬৪।১০ ; হৃদ আ সুতষ্টং মন্ত্রং বোচেম ২।৩৫।২ ; স্তুতা মন্ত্রাঃ কবিশস্তাঃ ৬।৫০।১৪ ; এতে দ্যুম্নেভির্বিশ্বম্ আতিরন্ত মন্ত্রং যে বারং নর্যা অতক্ষন্ ৭।৭।৬ ; মন্ত্রমখর্বং সুধিতং সুপেশসম্ ৭।৩২।১৩ ; জ্যেষ্ঠশ্চ মন্ত্রো বিশ্বচর্ষণে (ইন্দ্র) ১০।৫০।৪ ; মন্ত্রো ব্রহ্মোদ্যতং বচঃ ১০।৫০।৬ ; সমানো মন্ত্রঃ ...সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ ১।১৯১।৩ ; আ নো মন্ত্রং সরথেহোপ যাতম্ (অশ্বিনৌ) ১০।১০৬।১১ ; আ ত্বা মন্ত্রাঃ কবিশস্তা বহন্ত ১০।১৪।৪ ; মন্ত্রৈরগ্নিংকবিমচ্ছা বদামঃ ১০।৮৮।১৪ ; ন নৌ মন্ত্রা অনুদিতাস এতে ১০।৯৫।১ । দেখা যাচ্ছে, মন্ত্র 'কবিশস্ত' অর্থাৎ কবির অন্তর্দীপ্তি হতে উৎসারিত (১।১৫২।২ , ৬।৫০।১৪ , ১০।১৪।৪) এবং তাঁর 'হৃদয়' কুঁদে তাকে রূপ দেওয়া হয়েছে (১।৬৭।২ ; ২।৩৫।২ ; ৭।৭।৬)। এই জন্যই মন্ত্র সত্য (১।৬৭।৩ ; ১।১৪২।২ ; দ্র. ৭।৭৬।৪), মন্ত্র কল্যাণময় (১।৪০।৬), মন্ত্র ব্রহ্ম এবং উৎসর্পিণী বাক্ (১০।৫০।৬)। এমন কি মন্ত্রই দেবতা স্বয়ং (১।১৫২।২ ; ১০।৫০।৪ ; এটি পূর্ব

মীমাংসারও একটি মুখ্য সিদ্ধান্ত), মন্ত্রই সাধনা এবং সাধক (১০।১০৬।১১ ; এখানে দেবতাকে বলা হচ্ছে মন্ত্রের মাঝে নেমে আসতে)। দেবতার সত্যসঙ্কল্পও মন্ত্র ১।৬৭।৩ ; আবার মানুষের মনোভাবকেও মন্ত্র বলা চলে,—এটি মন্ত্রের মৌলিক অর্থ (তু. নি. 'মন্ত্রা মননাৎ' ৭।১২)। মোটের উপর' সাধকের হৃদয়ে প্রবুদ্ধ চিৎশক্তির বাঙ্‌ময় অভিব্যক্তিই মন্ত্র। মানুষ আর দেবতার মধ্যে তাই সেতু, তারই বলে বীর সাধকেরা আলোর ভেলায় অজানার সমুদ্রে পাড়ি দেন (৭।৭।৬)। পূর্ব মীমাংসার মতে, আগে অন্তরে মন্ত্রের স্ফুরণ, তবে তার প্রচোদনায় কর্ম ; দেবাবিষ্ট চেতনা ছাড়া এটি সম্ভব নয়। সেই আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত মন্ত্রযোগ ভারতবর্ষের সাধনকাণ্ডের আগাগোড়া জুড়ে রয়েছে। § 'অনৃতুপাঃ'—অনন্যপ্রয়োগ। ইন্দ্র বিশেষ করে ঋতুপা (দ্র. ৩।৪৭।৩), অথচ এখানে তাঁকে বলা হচ্ছে 'অনৃতুপাঃ',—কেননা স্বধামে তিনি নিত্য আনন্দময়, তার সোমপান সেখানে নির্দিষ্ট কালের অপেক্ষা রাখে না।] আপন মন্ত্রে তুমি অমৃতরস পান করে চল কালাকালের ভেদ না মেনে। দেবতার যা 'আপনমন্ত্র', তাই আমাদের হৃদয়ে অনাহত ধ্বনি; সেইখানেই নিত্যকাল ধরে তাঁর আনন্দের সম্ভোগ। যতক্ষণ এইটি না বুঝতে পারি, ততক্ষণই আমার মন্ত্রে তাঁকে ডাকি, আর তৎক্ষণাৎ ওপার হতে তাঁর সাড়াও পাই।

ঋতাবা— [বরুণের বিশেষণ ২।২৮।৬ ; অগ্নির ৩।১৪।২ ; ৪।১০।৬ ; ৭।১।১৯ ; ১।৭৭।১ ; ২ ; ৫ ; ...অপাং নপাতের ২।৩৫।৮ ; দেব ঋতুপা ঋতাবাঃ (অগ্নি) ৩।২০।৪ ; দধিক্রার ৪।৩৮।৭ ; ঋতেন পুত্র অদিতে র্ঋতাবা (ইন্দ্রঃ ত্রসদস্যুর্বা) ৪।৪২।৪ ; স্বঁবা ঋতাবা (ত্বষ্ট যজমানঃ) ৩।৫৪।১২ ; ৬।৬৮।৫ ; প্রথমজা ঋতাবা (বৃহস্পতিঃ) ৬।৭৩।১; যজমান ৭।৬১।২; ১০।১৫৪।৪; সোম ৯।৯৬।১৩;... অপাং সখা প্রথমজা ঋতাবা (বায়ুঃ) ১০।১৬৮।৩;

ঋতাবানঃ কবয়ঃ ২।২৪।৭ ; আদিত্যাঃ ২।২৭।৪ ; ৭।৬৬।১৩; মিত্র বরুণ অর্যমা ৫।৬৭।৪ ; বরুণ মিত্র অগ্নি ৭।৩৯।৭ ; ...পিতৃপুরুষেরা ৭।৭৬।৪ ; বরুণস্য স্পশঃ ৭।৮৭।৩ ; মিত্রা বরুণ ১।১৩৬।৪ ; ১৫১।৮ ; ৫।৬৫।২ ; ৮।২৩।৩০ ; ২৫।১ ; ৭ ; ৮ ; ৪ ; ১।১৫১।৪। স্ত্রীলিঙ্গে 'ঋতাবরী': সরস্বতী ২।৪১।১৪; ৬।৬১।৯ ; উষা ৩।৬১।৬ ; ৪।৫২।২ ; অদিতিঃ ৮।২৫।৩ ; উষা ৫।৮০।১ ; ৮।৭৩।১৬ ; রোদসী ৩।৫৪।৪ ; ১।১৬০।১ ; ৩।৬।১০ ; ৪।৫৬।২ ; ১০।৩৬।২ ; ৬৬।৬ ; নদ্যঃ ৩।৩৫।৫ ; তিস্রো দেব্যঃ ৩।৫৬।৫ ; আপঃ ৪।১৮।৬। শব্দটি অনেক জায়গায় অগ্নির বিশেষণ। ইন্দ্রের বিশেষণ শুধু এই জায়গায় ; আর ৪।৪২।৪ এ। মোটের উপর অগ্নি, উষা, মিত্রাবরুণ, দ্যাবাপৃথিবী, সোম, আদিত্যগণ, সরস্বতী ও যজমান—এঁদেরই একাধিকবার 'ঋতবা' বিশেষণ পাওয়া যাচ্ছে। অগ্নি আর উষা বিশেষ করে ঋতের ধারক—এখানে স্পষ্টতই ঋতের ব্যঞ্জনা যজ্ঞের দিকে বা ব্যক্তির সাধনার দিকে। কিন্তু ব্যক্তি বিশ্বের অঙ্গীভূত, আবার বিশ্বোত্তরের বিসৃষ্টি ; তার মাঝে ঋতের প্রেরণা আসছে ঐখান থেকেই। তাই যথাক্রমে দ্যাবাপৃথিবী ও মিত্রাবরুণও ঋতের ধারক। সিদ্ধ চেতনায় এই ঋত প্রতিষ্ঠিত হয় যখন, তখন কবিরূপে যজমানও 'ঋতবা'। এই থেকে একটি কথা স্পষ্ট, দ্যুলোকে-ভূলোকে যে-শক্তিস্পন্দের ছন্দ, অনুত্তরের সত্যে ও চেতনায় (বরুণে ও মিত্রে) তার উৎস এবং তা-ই স্ফুরিত হচ্ছে জীবের অভীপ্সায় ও প্রাতিভসংবিতে (অগ্নিতে ও উষায়)। এই ছন্দের অনুবর্তনই 'ঋত' বা যজ্ঞের সাধনা। বিশ্বাতীতে বিশ্বে এবং জীবে এই ঋতের ছন্দ।] ঋতবান্, ঋতম্ভর, ঋতের ধারক। 'অনৃতুপাঃ' বিশেষণে যে স্বাতন্ত্র্যের ঈঙ্গিত, তাকে আবার সুমিত করা হচ্ছে এই বিশেষণে। তিনি অবন্ধন বলেই শাস্তা।

তাঁর জ্যোতিঃশক্তির চিন্ময় আবেশে দিকে-দিকে দেখছি যে তাঁরই রূপ। আধারে-আধারে বিদ্যুৎতন্তুতে তাঁর অমৃতসত্তার অধিষ্ঠান, তাকে ঘিরে তাঁর সুরূপকৃত্নু যোগমায়ার চিদ্‌বিলাস—তাই ভুবন জুড়ে বিচিত্র রূপোল্লাসে এই-যে রোমাঞ্চিত তাঁর স্বধার আনন্দ।...মহাব্যোম নিত্যস্পন্দিত তাঁর আত্মমন্ত্রের অনাহত গুঞ্জরণে, অক্ষীয়মাণ সৌম্যসুধার নিত্য নির্ঝরণ তাঁর নাড়ীতে-নাড়ীতে ; তবুও এ কী তাঁর মায়া—অমর্ত্য হয়েও মর্ত্যের ব্যাকুল আহ্বানে তৃষার্ত দেবতা ছুটে আসেন দ্যুলোক হতে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত তিনটিবার, অকালোপহিত মহেশ্বর ঋতম্ভরা কালকলনার ছন্দে দুলে ওঠেন ভুবনময় :

জ্যোতিঃশক্তির আধার তিনি, —রূপে-রূপে বিচিত্র হয়ে ফুটে ওঠেন—

মায়ার রচনা করে আপন তনুর চারদিকে :
তিনবার যে দ্যুলোক হতে নিমেষে এলেন চলে—

আপন মন্ত্রে সৌম্যসুধার নিত্যরসিক হয়েও—ঋতভৃৎ দেবতার এও তো মায়া।।

৯

মহাঁ ঋষির্ দেবজা দেবজূতো
ঽস্তভ্নাৎ সিন্ধুম্ অর্ণবং নৃচক্ষাঃ।
বিশ্বামিত্রো যদ্ অবহৎ সুদাসম্
অপ্রিয়ায়ত কুশিকেভির্ ইন্দ্রঃ।।

ইন্দ্রস্তুতি শেষ হয়ে গেল, এইবার শুরু হল বিবিধপ্রসঙ্গ। এই মন্ত্রে এবং একাদশ মন্ত্রে মনে হয় কোনও প্রাচীন স্মৃতি উদ্ধৃত হচ্ছে। তু ৭।১৮ , সেখানে পরুষতী

নদীর তীরে আর্য রাজা সুদাসের সঙ্গে অনার্য রাজাদের যুদ্ধের প্রসঙ্গ আছে বলে মনে হয়। এই দুটি মন্ত্রেও সেই ধরণের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এখানে বিশ্বামিত্রকে আমরা পাচ্ছি সুদাসের ঋত্বিকরূপে ; অথচ সপ্তম মণ্ডলের সুদাসের ঋত্বিক বসিষ্ঠ। বসিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্রের বিবাদ সুপ্রসিদ্ধ। সে-বিবাদ কি এই সুদাসের আর্ত্বিজ্য নিয়ে? না সুদাস্ একটা সাধারণ সংজ্ঞা? খুব প্রাচীন কোনও স্মৃতিকে এখানে অধ্যাত্মরূপ দেওয়া হয়েছে এও অসম্ভব নয়।

দেবজাঃ— [তু. ষলিদ্ যমা ঋষয়ো দেবজা ইতি ১।১৬৪।১৫ ; সেখানে 'দেবজা ঋষয়ঃ' কারা, তা নিয়ে মতভেদ আছে। দেখা যাচ্ছে, 'দেবজা ঋষি' একটি সাধারণ প্রবচন।] পরমদেবতা হতে জাত। এই জন্মই দিব্য জন্ম, নতুন জন্ম। তারপর হতে চলে দেবাবিষ্ট দিব্যজীবন। ঋষি তখন দেবজূতঃ।

দেবজূতঃ— [তু. ত্বদ্ রয়ি র্দেবজূতো ময়োভূঃ (অগ্নেঃ) ৪।১১।৪ ; উপোরয়ির্দেবজূতো ন এতু ৭।৮৪।৩ ; তস্য দ্যুমাঁ অসদ্ রথো দেবজূতঃ ৮।৩১।৩ ; ইন্দ্রে সহো দেবজূতমিয়ানাঃ ৭।২৫।৫ ; উত্তানপর্ণে সুভগে দেবজূতে সহস্বতি ১০।১৪৫।২ ; বাজিনং দেবজূতং সহাবানং (তার্ক্ষ্যম্) ১০।১৭৮।১ । < দেব + √ জূ (ছোটা ; ছোটানো)] দেবশক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত বা পরিচালিত।

সিন্ধুম্ অস্তভ্নাৎ— [তু. অর্ণাংসি চিৎ পপ্রথানা সুদাস ইন্দ্রো গাধান্যকৃণোৎ সুপারা ৭।১৮।৫ ; এখানে সিন্ধুকে সুপার করছেন ইন্দ্র, বসিষ্ঠ বলছেন, (তু. ১।৬১।১১ ; আরও তু. ৩।৩৩।৯ ।) § সিন্ধু— একবচনে ও বহুবচনে দু রকমের প্রয়োগই পাওয়া যায়। নিঘন্টুতে 'সিন্ধবঃ' নদী (১।১৩) ; যাস্ক একবার ব্যুৎপত্তি দিচ্ছেন (< √ স্রু (৫।২৭), সম্ভবতঃ 'সর্তবে সপ্ত সিন্ধুন' ইত্যাদি বাক্যাংশ থেকে) আবার < √ স্যন্দ্ (১০।৫), —এইটিই সঙ্গত, এই মৌলিক অর্থ পাই ২।১১।৯, ৪।৩০।১২ । তাছাড়া প্রায় সর্বত্রই অর্থ 'প্রবহন্ত জলরাশি', এই অর্থে কখনও-কখনও অপের বিশেষণ

(১।১২৫।৫; ৩।৩৬।৬ ; ৯।২।৪, ৯।৬৬।১৩)। সমুদ্র এবং সিন্ধু আলাদা (৩।৩৬।৭ ; ৯।১০৮।১৬ ; ১০।৬৫।১৩ ; ১০।৬৬।১১; ৯।৮৬।৮ ; ৯।৮৫।১০ ; ৮।।২০।২৫ ; ৬।১৯।৫ ; ৬।৩৬।৩ ; ৮।৬।৪, ৩৫ ; ৮।৪৪।২৫, ৯২।২২ ; ৯।৮৮।৬। যদিও দু'একজায়গায় সিন্ধু যেন সমুদ্রের আভাস আনছে বলে মনে হয়। আবার সিন্ধু প্রাণের অবরুদ্ধ ধারার প্রতীক, ইন্দ্র তাকে মুক্তি দিলেন একথা অনেক জায়গায় আছে (৪।১৭।১ ; ৪।১৮।৭ ; ৪।১৯।৫...; ৮।৩২।২৫; ১০।৯৮।৭... ; ৮।৪০।৮ ; ২।১৫।৬ ; ১।৩২।১২ ; ১।৯৩।৫ (অগ্নীষোম); ২।১২।৩) সপ্ত সিন্ধুর কথা পাই ৮।৫৪।৪, ৬৯।১২, (এখানে বরুণের কাকুদ্ হতে সপ্তসিন্ধুর ক্ষরণের কথা আছে), ৯৬।১ ; ৯।৬৬।৬ ; ১০।৪৩।৩ ; ১।৩৪।৮; ৮।২৪।২৭ ; ১।৩২।১২ ; ১।৩৫।৮ ; ২।১২।৩ ; ৪।২৮।১ ; ১০।১৭।১২ । সূর্যরশ্মির সঙ্গে সিন্ধুর সম্পর্ক দেখতে পাই ৭।৪৭।৪ ('যাঃ সূর্যো রশ্মিভিরাততান'); এই সূর্যরশ্মিই উপনিষদে নাড়ী ; যাকে অবলম্বন করে ব্রহ্মসূত্রে রশ্ম্যনুসারী গতির কথা আছে। 'মধুর উৎস ইন্দ্র এই সিন্ধুদেরই সন্তান' (১০।৩০।৮)—এই উক্তিতে দিব্যচেতনার সঙ্গে নাড়ীস্রোতের সম্পর্ক সুস্পষ্ট ; এই প্রসঙ্গে সমগ্র অপ্‌সূক্তটি অনুশীলনীয় (১০।৩০ এবং ৭।৪৭; ৭।৪৯ আরও দ্র. পুরন্দর ইন্দ্রের নিরানব্বুইটি স্রোত পার হয়ে আলোর পথ আবিষ্কারের কথা ১০।১০৪।৮ ; এইখানে উজানধারার খবর পাই।) সিন্ধুকে চিৎশক্তিরূপে বর্ণনা করা হচ্ছে এই ধুয়াতে: তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তাম্ অদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ (১।৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ১০০...) ; সিন্ধু সেখানে স্পষ্টতই পৃথিবী ও দ্যুলোকের মাঝখানে অন্তরিক্ষচারিণী প্রাণধারা, এবং এই অন্তরিক্ষ যোগীর 'হৃদ্যঃসমুদ্রঃ'—উপনিষদে যেখানে নাড়ীর সংহতির কথা আছে ; তু. ৪।৫৪।৬ ; ১০।৬৫।১৩ ;

৪।৫৪।৩; ৮।২৫।১২ ; সোমলতার নিষ্পেষণকে এক জায়গায় 'মদ্যঃসিন্ধুর' নিষ্পেষণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ('পিপীলে অংশুর্মদ্যো ন সিন্ধুঃ' ৪।২২।৮) ; সুষুম্নতত্ত্বের ব্যঞ্জনা সেখানে অতি স্পষ্ট। ভৌগোলিক সিন্ধুর নাম পাই : ৩।৩৩।৩ ; ৫।৫৩।৯; ৮।২৬।১৮; ১০।৬৪।৯ ; কিন্তু তাদেরও মাঝে প্রতীকের ইশারা মেলে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ দ্রষ্টব্য দুটি নদীসূক্ত ৩।৩৩ ও ১০।৭৫। মৈত্রাবরুণ, বিশেষ করে 'বরুণ' সিন্ধুপতি, কেননা ঐ চিৎসমুদ্রেই সমস্ত নাড়ীর পর্যবসান (৭।৬৪।২) (ইন্দ্রও পতিঃ সিন্ধূনাং রেবতীনাম্ ১০।১৮০।১ ; তু. ৯।৯০।২ , ৮।৪১।২ ; সোমও সিন্ধুপতি ৯।৮৬।৩৩ ; ৯।১৫।৫ ; ৯।৮৬।১২)। সিন্ধুরা 'রত্নধা' (৪।৩৪।৮) । যে 'অবি' বা মেষলোমের ভিতর দিয়ে ছেঁকে নিয়ে সোমকে মার্জিত বা শুদ্ধ করা হয়, তাকে এক জায়গায় বলা হয়েছে 'সিন্ধু' ('হরি র্মিত্রস্য সদনেষু সীদতি মর্মৃজানো, বিভিঃ সিন্ধুভি র্বৃষা' ৯।৮৬।১১) ; সোম যে নাড়ী সঞ্চারিণী অমৃত আনন্দের ধারা, তার প্রমাণ এইখানে—সিন্ধু, অবি, নাড়ী এখানে এক (আরও দ্র. 'অয়ং সিন্ধুভ্যোঃ অভবদ্ উ লোককৃৎ' ৯।৮৬।২১)। সিন্ধু কোথাও কোথাও শক্তিপাতের বিশাল ধারা: ৮।৫।২১; ৬।৪৪।২১ ; ১।১৪৬।৪ ; ৭।৮৭।৬ ; ৮।১২।৩ ; ৮।২০।২৪ ; ১০।১১১।১০; ১০।১২৩।৪ । 'অগ্নিঃ শ্রিতো বিশ্বেষু সিন্ধুষু'—এখানে সিন্ধু স্পষ্টতই নাড়ীবাহিত শক্তিস্রোত (৮।৩৯।৮ ; আরও তু. ৯।১২।৩; ১৪।১, ২১।৩, ৯।৭২।৭, ৮৬।৮, ৯।৮৫।১০, ৮৬।৪৩ (নাড়ীর উজানধারা)—সেখানে সোমের কথা)। তেমনি নাড়ীতে বায়ুস্রোতের কথা পাই: দ্বাবিমৌ বাতৌ বাত আ সিন্ধোরা পরাবতঃ (১০।১৩৭।২)। আবার কোথাও-কোথাও পাই সিন্ধুতরণের কথা (যেমন আলোচ্য মন্ত্রটিতেও), —সেখানে 'সিন্ধু' উপনিষদের ভাষায় ভয় আর অভয়ের মাঝে প্রবহন্ত দুষ্পার স্রোত:

১।৯৯।১ ; ৪।১৯।৬ ; ৭।৩৩।৩ ; ৯।৭০।১০ ; ১০।১০৪।৮...। সবশেষে, এক জায়গায় পাচ্ছি : 'জগতা সিন্ধুং দিব্যস্তভায়ৎ— জগতীছন্দ দ্বারা দ্যুলোকে সিন্ধুকে স্তম্ভিত করলেন (১।১৬৪।২৫)। কে তার উল্লেখ নাই। সিন্ধু যদি সরস্বতীর উজানধারা হয়, তাহলে পরমব্যোমের চিৎসমুদ্রে তার মিলিয়ে যাওয়াই জীবনছন্দের শেষ পরিণাম জীবের পক্ষে। আমরা জানি, জগতীছন্দই দীর্ঘতম মাত্রার ছন্দ, তার বারোটি অক্ষর একটি পরিপূর্ণ আদিত্যায়নের প্রতীক। এই ছন্দে সিন্ধুর ধারা দ্যুলোকে স্তব্ধ হওয়ার অর্থ উপনিষদের ভাষায় সূর্যদ্বার ভেদ করে ব্রহ্মধামে প্রবিষ্ট হওয়া (মুণ্ডক)। বর্তমান ঋকে বিশ্বামিত্রের সিন্ধুস্তম্ভন এই ব্যাপারে হওয়া খুবই সম্ভব, বিশেষত নিজেকে তিনি যখন 'দেবজাঃ ও দেবজূতঃ' বলে প্রখ্যাপিত করছেন। এই ব্যঞ্জনাটুকু প্রণিধান যোগ্য।] ঊর্ধ্বস্রোতা সিন্ধুর ধারাকে স্তম্ভিত করলেন।

নৃচক্ষাঃ— [তু. রক্ষোহা অগ্নির সংবোধন ১০।৮৭।৯ , ১০ ; তস্য (ব্রহ্মণস্পতেঃ) সাধ্বীরিষবো...নৃচক্ষসঃ ২।২৪।৮ ; স্বাধ্যো... নৃচক্ষসঃ (যজমানাঃ) ৮।৪৩।৩০ ; (সোমানাং) স্পশঃ স্বঞ্চঃ সুদৃশো নৃচক্ষসঃ ৯।৭৩।৭ ; সোমস্য ধারা পবতে নৃচক্ষস ৯।৮০।১ ; নৃচক্ষসঃ পিতরো গর্ভমাদধুঃ ৯।৮৩।৩ ; (সোমঃ) দিবঃ পীযূষং দুহতে নৃচক্ষসঃ ৯।৮৫।৯ ; নৃচক্ষসো অনিমিষন্তো অর্হণা বৃহদ্দেবাসো অমৃতত্বম্ ১০।৬৩।৪ ; নৃচক্ষসশ্চক্ষুষে রন্ধয়ৈনং (যাতুধানম্ অগ্নে) ১০।৮৭।৮ ; নৃচক্ষসস্তে অভি চক্ষতে হবিঃ (দক্ষিণাদাতারঃ) ১০।১০৭।৪ ; সুসংদৃশং ত্বা বয়ং প্রতি পশ্যেম সূর্য, বি পশ্যেম নৃচক্ষসঃ ১০।১৫৮।৫ ; বিপ্রা ঋষয়ো নৃচক্ষসঃ ৩।৫৩।১০ ; হবামহে সবিতারং নৃচক্ষসম্ ১।২২।৭ ; যে ত্বা বিপ্র নিদধিরে নৃচক্ষসম্ (অগ্নিম্) ৮।১৯।১৭ ; নৃচক্ষসং ত্বা বয়ং ...স্বর্বিদম্, ভক্ষীমহি (সোমম্) ৯।৮।৯ ; অপাং গন্ধর্বং দিব্যং নৃচক্ষসং সোমম্ ৯।৮৬।৩৬ ; উভা দেবা নৃচক্ষসা হোতারা দৈব্যা হুবে ৯।৫।৭ ; আ পবস্ব...মহে সোম নৃচক্ষসে (ইন্দ্রায়)

৯।৬৬।১৫; অগ্নির বিশেষণ ৩।১৫।৩ ; ৪।৩।৩ ; ৩।২২।২ ; (যমস্য) শ্বানৌ পথিরক্ষী নৃচক্ষসৌ ১০।১৪।১১; সোমের বিশেষণ ১।৯১।২; কবিনৃচক্ষা অভিষীম্ অচষ্ট ৩।৫৪।৬ ; নৃচক্ষা...সূর্যঃ ৭।৬০।২ ; সোম, গাত্রেগাত্রে নিষসত্থা নৃচক্ষাঃ ৮।৪৮।৯ ; ত্বং নৃচক্ষা অভবো বিচক্ষণঃ ৯।৮৬।২৩, ত্বং (সোম) স্বর্বিদা বিশা নৃচক্ষাঃ ৮।৪৮।১৫; সোমের বিশেষণ ৯।৪৫।১ ; উভে নৃচক্ষা অনুপশ্যতে বিশৌ ৭০।৪ ; নৃচক্ষা ঊর্মিঃ কবি ৭৮।২; —ত্বং নৃচক্ষা অসিসোম বিশ্বতঃ ৮৬।৩৮; ৯২।২; ৯৭।২৪; অগ্নির বিশেষণ ১০।৪৫।৩; নৃচক্ষা রক্ষঃ পরি পশ্য বিক্ষু ৮৭।১০ ; নৃচক্ষা এষ দিবো মধ্য আস্তে (সবিতা) ১০।১৩৯।২ । অনুরূপ উত্তরপদ : বিশ্বচক্ষাঃ, উরুচক্ষাঃ, সহস্রচক্ষাঃ, সুচক্ষাঃ, ঈয়চক্ষাঃ, ভূরিচক্ষাঃ, ঘোরচক্ষাঃ, স্বশ্চক্ষাঃ, সূরচক্ষাঃ, উপাকচক্ষাঃ। মানুষের দিকে দৃষ্টি মেলা রয়েছে যাঁর তিনি 'নৃচক্ষাঃ'। কে তিনি? স্পষ্টতই সূর্য (৭।৬০।২ ; ১।২২।৭; ১০।১৩৯।২ ; অন্যত্র (১।১১৫।১) তাঁকে বলা হয়েছে, 'দ্যুলোকে মিত্রাবরুণের এবং ভূলোকে অগ্নির চক্ষু তিনি, তিনি স্থাবরজঙ্গমের আত্মা'। দিনে সূর্য 'নৃচক্ষাঃ', রাত্রে কে? স্বভাবতই মনে হবে চন্দ্র। দেবতা 'শশিসূর্যনেত্র' এ-কল্পনার সঙ্গে আমরা সুপরিচিত। ঋগ্বেদে দেখা যাচ্ছে, 'নৃচক্ষাঃ' বিশেষণটি সবচাইতে বেশী প্রযুক্ত হয়েছে সোমের বেলায় ; তারপরেই অগ্নির বেলায়। সোমকে বিশেষ করে 'নৃচক্ষাঃ' বলায় আর সন্দেহ থাকে না সোম = চন্দ্র, সূর্যদ্বার ভেদ করে তবে যাঁকে অমৃতরূপে পাওয়া যায় (ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কিন্তু বরাবর ধরে নিয়েছেন 'সোম = চন্দ্র' এ-কল্পনা আদিম নয়; কেন নয়, অবশ্য তার প্রমাণ দেননি)। দেবতা ত্রিনয়ন — আমাকে দেখছেন তিনি হৃদয়ে থেকে আগ্নেয় চক্ষু দিয়ে, স্বর্লোকে থেকে মিত্রের সৌর চক্ষু দিয়ে, আবার লোকোত্তর বরুণের সৌম্য চক্ষু দিয়ে। এই সৌম্যচক্ষুর অন্তর্ভেদী

দৃষ্টিই বরুণের (১।২০।১৩) অথবা সোমের 'স্পশঃ' (৯।৭৩।৭)। অগ্নি সূর্য সোম অথবা অগ্নি মিত্র বরুণ এই তিনটি দেবতাই প্রধানত 'নৃচক্ষাঃ', তারপর অন্যান্য দেবতারা—যেমন ব্রহ্মণস্পতি (২।২৪।৮), ইন্দ্র (৯।৬৬।১৫), বিশ্বদেবেরা (১০।৬৩।৪)...। দেবতার সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করে মানুষও হয় 'নৃচক্ষাঃ'—যেমন এখানে বিশ্বামিত্র (তু. ৩।৫৪।৬ ; ৮।৪৩।৩০ । এই নৃচক্ষাঃই বেদান্তের সাক্ষী।] বিশ্বজনের সাক্ষী, বিশ্বতশ্চক্ষু, সবার দ্রষ্টা; 'বিচক্ষণ' (৯।৮৬।২৩)।

সুদাসম্— [সুদাসের উল্লেখ: ৩।৫৩।১১ ; দ্বারথা বধূমন্তা সুদাসঃ (দানস্তুতিতে) ৭।১৮।২২ ; অর্ণাংসি...সুদাস ইন্দ্র গাধান্যকৃণোৎ ৭।১৮।৫ ; সুদাস ইন্দ্রঃ...অমিত্রান রন্ধয়ন্ মানুষে ৯ ; দুর্মিত্রা সঃ ...জহুর্বিশ্বানি ভোজনা সুদাসে ১৫, ইন্দ্রঃ প্রাযচ্ছদ্ বিশ্বা ভোজনা সুদাসে ১৭; তিনি 'পৈজবন' (২৩) বা দিবোদাসের ছেলে' (২৫); প্রাবঃ (ইন্দ্র) বিশ্বাভিরূতিভিঃ সুদাসম্ ৭।১৯।৩ ; সনা তা ত ইন্দ্র ভোজনানি রাতহব্যায় দাশুষে সুদাসে ৭।১৯।৬ ; নকিঃ সুদাসো রথং পর্যাস ন রীরমৎ ৭।৩২।১০ ; এ বেন্নু কং দাশরাজ্ঞে সুদাসং প্রাবদ্ ইন্দ্রো ৭।৩৩।৩ ; সুদাসমিন্দ্রা বরুণা বসাবতম্ ৭।৮৩।১ ; ইন্দ্রাবরুণা...ভেদং বন্বন্তা প্র সুদাসমাবতং ৪ ; সুদাঃ ত্রিৎসূদের রাজা, বসিষ্ঠ তাঁর পুরোহিত ৪, যত্র রাজভির্দশভির্নিবাধিতং প্র সুদাসমাবতং ত্রিৎসুভিঃ সহ ৬ ; দশ রাজানঃ সমিতা অযজ্যবঃ সুদাসমিন্দ্রাবরুণা ন যুযুধুঃ ৭ ; ৮ ; সুদাসে...পৃক্ষো বহতমশ্বিনা ১।৪৭।৬ ; বর্হি র্ন যৎ সুদাসে বৃথা বর্ক ১।৬৩।৭ ; যাভিঃ সুদাস' উহথুঃ সুদেব্যম্ ১।১১২।১৯ ; কস্মৈ সশ্রুঃ সুদাসে অশ্বাপয়ঃ (মরুতঃ) ৫।৫৩।২ ; কর্তা সুদাসে অহ বা উ লোকম্ (ইন্দ্রঃ) ৭।২০।২ ; শতং তে শিপ্রিন্নূতয়ঃ সুদাসে ৭।২৫।৩ ; উতো হি বাং রত্ন ধেয়ানি সন্তি পুরূণি দ্যাবাপৃথিবী সুদাসে ৭।৫৩।৩ ;

অদিতিঃ শর্ম ভদ্রং মিত্রো যচ্ছন্তি বরুণঃ সুদাসে ৭।৬০।৮ ; উরুং সুদাসে বৃষণা উ লোকম্ ৯ ; ব্রবদ্ যথা ন আদরিঃ সুদাস ৭।৬৪।৩; নকীং বৃধীক ইন্দ্র তে ন সুষা ন সুদা উত ৮।৭৮।৪; অর্যঃ সুদান্তরায় ১।১৮৪।১ ; ১৮৫।৯ ।...সুদাসের সব চাইতে বেশী উল্লেখ পাই সপ্তম মণ্ডলে। সেখানে দুটি সূক্তে কিছু ঐতিহাসিক স্মৃতি আছে বলে মনে হয় (৭।১৮ ; ৭।৮২ ; এই স্মৃতির উল্লেখ ১।৬৩।৭ এও থাকতে পারে) ; কিন্তু 'সুদাঃ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে কাহিনীটা এমনভাবে জড়ানো যে তার থেকে কোনও সুস্পষ্ট তথ্য উদ্ধার করা কঠিন। মোটামুটি সুদাসের সম্বন্ধে এইটুকু জানা যায়, তিনি দিবোদাস বা পিজবনের পুত্র, ত্রিৎসূদের রাজা, সুদেবী তাঁর মহিষী, বিশ্বামিত্র এবং বসিষ্ঠ দুইই তাঁর পুরোহিত। পরুষতী বা ইরাবতীর তীরে দশজন রাজা একজোট হয়ে সুদাসকে আক্রমণ করলে পর ইন্দ্র ও বরুণের কৃপায় সুদাঃ তাদের পরাভূত করেন। একজন রাজার নাম 'ভেদ'। সুদাসের রাণী সুদেবীকে অশ্বিদ্বয় তাঁর কাছে এনে দেন (১।১১২।১৯) ; সুদেবী কোথায় ছিলেন?...আবার যাস্ক বলছেন, 'বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সুদাসঃ পৈজবনস্য পুরোহিতো বভূব। স বিত্তং গৃহীত্বা বিপাট্ছুতুদ্র্যোঃ সম্ভেদমাযসৌ অনুযযুরিতরে। স বিশ্বামিত্রো নদীস্তুষ্টাব গাধা ভবত ইতি নি. ২।২৪ ; (দ্র. ঋ ৩।৩৩) অথচ এখানে পাচ্ছি, বিশ্বামিত্র সুদাসকে পার করে নিচ্ছেন ; এই পার করা কি আধ্যাত্মিক অর্থে? সিন্ধুতরণের আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার কথা আগেই বলেছি ; একটি সুন্দর উদাহরণ — 'প্রব্রাজে চিন্নদ্যো গাধমস্তি, পারং নো অস্য বিষ্পিতস্য পর্যন্ (৭।৬০।৭)। সুদাসের কাহিনীতে রামায়ণী কথার একটুখানি আভাস আসে। বিশ্বামিত্র রামের অস্ত্রগুরু, বসিষ্ঠ তাঁর পুরোহিত ; দশস্কন্ধ রাবণের সঙ্গে রামের লড়াই, আর দশটি রাজার মণ্ডলীর সঙ্গে সুদাসের

লড়াই—সিন্ধুর তীরে (সিন্ধু এক জায়গায় সমুদ্র, আর-এক জায়গায় নদী) ; সুদেবীর মত সীতার উদ্ধার—এই ব্যাপারগুলিতে দুটি কাহিনীর মিল পাওয়া যায়।...সুদাসের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'দান যাঁর শোভন বা অকৃপণ' (নি. 'কল্যাণদানঃ' ২।২৪) ; বিপরীত হল 'অ-রি,' দেবতাকে যে কিছুই দেয় না (দ্র. ১।১৮৪।১ ; ১৮৫।৯; তু. ৮।৭৮।৪)। কোনও ঐতিহাসিক ইঙ্গিত বহন না করে 'অকুণ্ঠ উৎসর্গের সাধক' শুধু এই অর্থ অনেকগুলি ঋকেই আসছে।] (রাজা ও শিষ্য) সুদাসকে।

অপ্রিয়ায়ত— [অনন্য প্রয়োগ ; < অ + √ প্রিয়ায় (< 'প্রিয়' + আয় আচারার্থে) + লং ত] প্রিয়জনের মত আচরণ করলেন, খুশী হলেন (কুশিকদের, বিশেষত বিশ্বামিত্রের কীর্তিতে)।

ঋকটিতে লৌকিক স্মৃতি, সুতরাং ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন।

মহান্ ঋষি যিনি ; দেবতা হতে জাত এবং দেবতার দ্বারা অনুপ্রেরিত—
তিনিই স্তম্ভিত করলেন ঊর্মি-চঞ্চল সিন্ধুকে ; তিনি লোকসাক্ষী।
বিশ্বামিত্র যে বয়ে নিলেন সুদাসকে সিন্ধুর ওপারে,
তাইতে খুশী হলেন কুশিকদের প্রতি ইন্দ্র।।

১০

হংসা' ইব কৃণুথ শ্লোকম্ অদ্রিভির্
মদন্তো গীর্ভির্ অধ্বরে সুতে সচা।
দেবেভির্ বিপ্রা ঋষয়ো নৃচক্ষসো'
বি পিবধ্বং কুশিকাঃ সৌম্যং মধু।।

মনে হয় সুদাসের যুদ্ধজয়ের পর (সিন্ধুতরণের সঙ্গে তা উপমিত হওয়া অসম্ভব নয়), আড়ম্বর করে যজ্ঞানুষ্ঠান হয়েছিল (দ্র. ১১); এই ঋকটি তারই বর্ণনা।

হংসাঃ ইব— [তু. হংসা ইব শ্রেণিশো যতন্তে (দিব্যাঃ অশ্বাঃ) ১।১৬৩।১০; হংসা ইব শ্রেণিশো যতানাঃ (দেবাঃ)। কিন্তু এখানে উপমা হাঁসের সার বেঁধে উড়ে যাওয়ার সঙ্গে নয়, তার কলকণ্ঠের সঙ্গে। উপমেয় ঋষিরা।] হংসের মত (কলকণ্ঠে)।

শ্লোকম্— [তু. মিমীহি শ্লোকমাস্যে ১।৩৮।১৪ ; অনর্বাণং শ্লোকম্ ১।৫১।১২ ; অর্কো বা শ্লোকম্ আ ঘোষতে দিবি ১।৮৩।৬ ; যাবিত্থা শ্লোকমাদিবো জ্যোতির্জনায় চক্রথুঃ ১।৯২।১৭ ; দস্রাবিমং শৃণুতং শ্লোকমদ্রেঃ ১।১১৮।৩; ৩।৫৮।৩ ; আশ্রাবয়ন্ত ইব শ্লোকমায়বঃ ১।১৩৯।৩ ; দূর আদিশং শ্লোকমদ্রেঃ ১।১৩৯।১০; উপস্তুতিং নমস উদ্যতিং চ শ্লোকং যংসৎ (বৃহস্পতিঃ) ১।১৯০।৩; অস্য শ্লোকো দিবীয়তে পৃথিব্যাম্ ১৯০।৪ ; দেবেষু চ সবিতঃ শ্লোকমশ্রেঃ ৩।৫৪।১১ ; ঋতস্য শ্লোকো বধিরা ততর্দ কর্ণা বুধানঃ শুচমান আয়োঃ ৪।২৩।৮; শ্লোকং দেবঃ কৃণুতে স্বায় ধর্মণে ৪।৫৩।৩ (সবিতা) ; য ইমা বিশ্বা জাতান্যাশ্রাবয়তি শ্লোকেন, প্র চ সুবাতি সবিতা ৫।৮২।৯ ; বৃষা মদ ইন্দ্রে শ্লোকঃ ৬।২৪।১ ; অচ্ছায়ং বো মরুতঃ শ্লোক ত্রতু ৭।৩৬।৯ ; দেবস্য শ্লোকং সবিতুর্মনামহে ৭।৮২।১০ ; ইন্দ্রং শ্লোকো মহি দৈব্যঃ সিষক্তু ৭।৯৭।৩ ; দ্যুম্নী শ্লোকী স সৌম্যঃ (ইন্দ্রঃ) ৮।৯৩।৮ ; আপচ্ শ্লোকমিন্দ্রিয়ং পূয়মানঃ (সোমঃ) ৯।৯২।১ প্রত্নান্মানাদধ্যা যে সমস্বরঞ্ছ্লোকযন্ত্রাসো রভসস্য মন্তবঃ (সোমস্য স্পশঃ) ৯।৭৩।৬ ; শ্লোকো ন (এবং) যাতামনি বাজো অস্তি ১০।১২।৫; বি শ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ ১০।১৩।১ ; দেবাব্য ভরত শ্লোকমদ্রয়ঃ ১০।৭৬।৪ ; শ্লোকং

ঘোষং ভরথেন্দ্রায় সোমিনঃ (গ্রাবাণঃ) ১০।৯৪।১ ; পত্যৌ মে শ্লোক উত্তমঃ ১০।১৫৯।৩ ।...শ্লোকের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যা শোনা যায়' অথবা যা শোনানো যায় (তু. নি. 'শ্লোকঃ শৃণুতেঃ' ৯।১০ ; নিঘন্টুতে বাক্-নামাবলীর প্রথমেই শ্লোকঃ ১।১১ ; তু. ১।১৩৯।৩ ; ৫।৮২।৯)। একই ধাতু হতে এই কয়টি শব্দ: 'শ্রুত' 'শ্রুতিঃ' 'শ্রবঃ'। দেবতাকে যা শোনানো যায় তা অবশ্যই আমার মন্ত্রবাণী, যা হৃদয় হতে বেরিয়ে আসে সৌরদীপ্তির পথ বেয়ে, আর নিখিল অমৃতের পুত্রেরা তা শোনেন (১০।১৩।১) ; এই শ্লোককে নিয়ন্ত্রিত করে সোমের কিরণেরা (৯।৭৩।৬)। শ্লোকের আর-একটি অর্থ, দেবতার কাছ থেকে আমরা যা শুনি অর্থাৎ দিব্যবাণী বা পরা বাক্ ; মানুষের জন্য এই শ্লোক দ্যুলোক হতে দেবতারা নামিয়ে আনেন আলোর সঙ্গে (১।৯২।১৭)। এই শ্লোক বিশেষ করে সবিতার সৃষ্টি (৪।৫৩।৩), তিনিই তার আশ্রয় (৩।৫৪।১১), বিশ্বজনকে নিরন্তর তিনি এই শ্লোক শুনিয়ে প্রচোদিত করে চলেছেন (৫।৮২।৯), এই সত্যের শ্লোক আগুনের মত সাধকের হৃদয়ে জেগে উঠে তার বধির দুটি কর্ণকে বিদ্ধ করে (৪।২৩।৮)। 'শ্লোকের' এই বিবৃতি থেকে 'শ্রবঃ'র অর্থও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শ্লোক যখন আমার বাণী, তখন তা দেবতার গুণকীর্তন; এই থেকে 'শ্লোক' বা 'শ্রবঃর' কীর্তিগাথা অর্থও পাওয়া যায় (১।৩৮।১৪ ; ১।৫১।১২ ; ১।৮৩।৬...)। মৌলিক অর্থ শব্দ বা 'ঘোষ' (১০।৯৪।১) পাওয়া যাচ্ছে এই ঋকে (তু. ১।১১৮।৩, ১০।৭৬।৪ ; ৩।৫৮।৩ ; ১।১৩৯।১০)। সোমাভিষেকের জন্য হবির্ধান গাড়ির নিচে চারটি গর্ত করে রাখা হয়। গর্তগুলির নাম উপরব। উপরবের উপর কাঠের পাটা পেতে তার উপরে গোচর্ম বিছিয়ে তাতে সোমলতার টুকরো রেখে পাথরের ঘায়ে সেগুলোকে ছেঁচে রস বের করতে হয়। এই সময় উপরব থেকে

গম-গম শব্দ হতে থাকে। এই শব্দই 'অদ্রেঃ বা অদ্রিভিঃ শ্লোকঃ'।) শব্দ।

গীর্ভিঃ মদন্তঃ— (সেই সঙ্গে দেবতার বোধন) গীতে মাতাল হয়ে।

সুতে সচা— ['সচা' যোগে সপ্তমী বিভক্তি] নিংড়ানোর (সোমরসের) সঙ্গে-সঙ্গে। 'অধ্বরে' 'সুতে'র বিশেষণও হতে পারে ; তু. সুতে অধ্বরে অধিবাচমক্রত ১০।৯৪।১৪।

বিপ্রাঃ— [অগ্নির বিশেষণ ১।১৪।২, ৯, ১২৭।২, ১৫০।৩, ২।৩৬।৪, ৩।৫।১, ৩...৪।৩।১৬, বেপিষ্ঠো অঙ্গিরসাং যদ্ধ বিপ্রঃ ৬।১১।৩, ৮।৩৯।৯, বিপ্রো বিপ্রেণ সমিধ্যসে ৮।৪৩।৪, ১০।১৬৫।২; ইন্দ্রের ১।১৩০।৬, —অহং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ ৪।২৬।১, ৫।৩১।৭, ৬।৩৫।৫, ৩৮।৫, উপহ্বরে গিরীণাং সংগথে চ নদীনাং ধিয়া বিপ্রো অজায়ত ৮।৬।২৮ ; ঋষীণাং বিপ্রঃ সুমতিং চকানঃ ১০।১৪৮।৩,... ; যজমানের: বিপ্রো ধীরঃ ৫।২।১১, ঋষিঃ কো বিপ্র ওহতে ৮।৩।১৪, বিপ্রো ন জাগৃবিঃসদা ৮।৪৪।২৯ ; সূর্যের ৬।৫১।২, ১০।১৬।৬১; বরুণের ৭।৮৭।৪, ৮৮।৪, ৬; সোমের: ঋষি র্বিপ্রঃ কাব্যেন ৮।৭৯।১, ৯।১৮।২, ৮৪।৫, ঋষি বিপ্রঃ ৮৭।৩, ১০৭।৭...জাগৃবি র্বিপ্রঃ ৯৭।৩৭, ... ; বিপ্রং পদমঙ্গিরসো দধানা যজ্ঞস্য ধাম প্রথমং মনন্ত ১০।৬৭।২ ; বায়ুর বিশেষণ ৫।৪১।৬ ; সবিতার ৫।৮১।১ ; বিপ্রস্য বাজিনঃ (যজমানের) ৭।৫৬।১৫... ; (=বিপ) বিপ্রস্য ধারয়া ৯।১২।৮ , ৪৪।২ ; বিপ্রস্য যজমানস্য ১০।৪০।১৪ ; দৈব্যৌ হোতারৌ ৭।২।৭ ; অশ্বিদ্বয় ৭।৪৪।২ ; ৬।৫০।১০... বিপ্রা মতিঃ ৭।৬৬।৮; বিপ্রা ঋষয় ৪।৫০।১ ; ১।১৬২।৭ ; ৭।২২।৯...একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি ১।১৬৪।৪৬ ; ত্বা বিপ্রাঃ...'জাগৃবাং সঃ সমিন্ধতে' ১।২২।২১ ; ৩।১০।৯ ; অগ্নিং বিপ্রা বাজৈঃ সমিন্ধতে ৩।২৭।১১; সপ্তবিপ্রাঃ ৪।২।১৫ ; ৩।৩১।৫ ; ১।৬২।৪ ; ৬।২২।২ ; নরঃ বিপ্রাঃ ১।৮।৬

(বিকল্পে) ৩।৬২।১২ ; ৯।১৭।৭ ; —৭।৯৩।৩ ; গ্রাবাণো বিপ্রাঃ ধীভিঃ ৮।৪২।৪ ; ঋষয়ঃ সপ্ত বিপ্রাঃ ৯।৯২।২ ; ঋষয়ঃ বিপ্রাঃ ১০।১০৮।১১ ; সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি ১০।১১৪।৫; বাজিনো বিপ্রাঃ ৭।৩৮।৭—৮ ; ঋষি র্বিপ্রাণাং (সোমঃ ; নির্ধারণে ষষ্ঠী) ৯।৯৬।৬ ; বিপ্রাণাং চাধবম্ (পূষাণং) ১০।২৬।৪ ; বিপ্রাসো জাতবেদসঃ (যজমানাঃ) ৩।১১।৮ ; ৮।১১।৫ ; উপত্বা (অগ্নিং) সাতয়ে 'নরো বিপ্রাসো' যন্তি ধীতিভিঃ ৭।১৫।৯ ; বিপ্রেভিঃ...দেবেভি ৫।৫১।৩ ... < √ বিপ্ (কাঁপা) ; নিঘন্টুতে মেধারি নামের গোড়ায় ৩।১৫ । ভাবের আবেগে যিনি টলমল, তিনই বিপ্র। বহুবচনে শব্দটি দু-একজায়গায় ছাড়া সর্বত্রই বোঝাচ্ছে সাধককে। আবার দেবতাও 'বিপ্র' — বিশেষতঃ অগ্নি, অনেক জায়গায় ইন্দ্র, কয়েকজায়গায় সোম ; তাছাড়া অশ্বিদ্বয়, দৈব্য হোতৃদ্বয় এবং বায়ু, সবিতা, সূর্য ও বরুণও বিপ্র। অগ্নি বিশেষ করে 'বিপ্র' কেননা তাঁর শিখা চঞ্চল ; তার সঙ্গে সাধকের আকৃতির সাম্য আছে। বিপ্র বলে' সাধকেরা স্বয়ং অগ্নিস্বরূপ, এও পাচ্ছি (৩।১১।৮ ; ৮।১১।৫)। অঙ্গিরোগণ প্রাচীন 'সপ্ত বিপ্র'—তাঁদের উল্লেখ কয়েকজায়গায় আছে (১।৬২।৪, ৩।৩১।৫, ৪।২।১৫, ৬।২২।২, ৯।৯২।২) বিপ্র রূপেই তাঁরা যজ্ঞের আদি প্রবর্তক ১০।৬৭।২।...বিপ্রের বিশেষ লক্ষণ, তিনি 'জাগৃবিঃ' বা প্রবুদ্ধ, নিত্যজাগ্রৎ , তিনি 'বাজী' বা বজ্রশক্তিসম্পন্ন, তিনি 'ধীর', তিনি 'কবি' ; বিশেষ করে তিনিই ঋষি,—এমন-কি বিপ্রত্বের চরম পরিণাম যে ঋষিত্ব একথাও একজায়গায় ইশারায় বলা হয়েছে ৯।৯৬।৬ । এইখানে 'নরের' সঙ্গে তাঁর তফাৎ ; নরেরাও যে বিপ্র, এ-ইঙ্গিত পাচ্ছি মোটে তিন জায়গায় (৩।৬২।১২ ; ৭।৯৩।৩ ; ৯।১৭।৭), এক-জায়গায় পাচ্ছি নর ও বিপ্রের সমুচ্চয় (৭।১৫।৯) ; আর-একজায়গায় তাঁদের বিকল্প (১।৮।৬)। এই শেষের মন্ত্রটি লক্ষণীয়। মনে হয়,

বিপ্রেরা ঋষিধারার প্রবর্তক, আর নরেরা মুনিধারার। দুটি জায়গায় 'বিপ্র' ব্যক্তিবাচক না হয়ে ভাববাচক, অর্থ ভাবাবেশ' (৯।১২।৮, ৪৪।২)।] ভাবাবেশে টলমল।

সৌম্যং মধু— [তু. বিশ্বেভিঃ সৌম্যং মধবগ্ন ইন্দ্রেণ বায়ুনা, পিবা মিত্রস্য ধামভিঃ ১।১৪।১০ ; অভি ত্বা পূর্বনীতয়ে সৃজামি সৌম্যং মধু (অগ্নয়ে) ১।১৯।৯ ; প্রতি বীহি প্রস্থিতং সৌম্যং মধু (অগ্নিঃ) ২।৩৬।৪ ; প্রশাস্ত্রাৎ পিবতং সৌম্যং মধু (মিত্রাবরুণৌ ২।৩৬।৬) ; অধ্বর্যুভিঃ প্রস্থিতং সৌম্যং মধু...পিব ঋতুভিঃ (দ্রবিণোদাঃ) ২।৩৭।২ ; ইন্দ্রাগ্নী পিবতং সৌম্যং মধু ৬।৬০।১৫ ; (অশ্বিনৌ) পিবতং সৌম্যং মধু (৭।৭৪।২ ; ৮।৫।১১ ; ৮।৮।১ ; ৩৪।২২ ; বামিহ সুষাব সৌম্যং মধু ৪ ; ১০।৪ ; পিবাতি সৌম্যং মধু (ইন্দ্রঃ) ৮।২৪।১৩ ; এন্দ্র যাহি পীতয়ে মধু শবিষ্ঠ সৌম্যম্ ৮।৩৩।১৩; ইদং তে সৌম্যং মধু (ইন্দ্র) ৮।৬৫।৮ ; সৌম্যং মধু...ঋতং যতে ৯।৭৪।৩ ; তেভি = (গ্রাবভিঃ) দুগ্ধং পপিবান্ত্ সৌম্যং মধু (ইন্দ্রঃ) ১০।৯৪।৯ ; বিভ্রাড় বৃহৎ পিবতু সৌম্যং মধু (সূর্যঃ) ১০।১৭০।১। 'সৌম্য মধু' পান করতে আবাহন করা হচ্ছে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, মরুৎ, অশ্বিদ্বয় ও মিত্রাবরুণকে। অশ্বিদ্বয় বিশেষ করে মধুপায়ী। মধু পঞ্চামৃতের চতুর্থ ; তা শর্করাতে রূপান্তরিত হলেই উর্ধ্বস্রোতার সাধনার চরম সিদ্ধি।] অমৃত-চেতনার হিরণ্ময় আনন্দ। ভ্রূমধ্যের ওপারে দ্যুলোকের দুয়ার যখন খুলে যায়, তখনই তা সহজ হয়, মিত্রজ্যোতির সহস্রধারায় তা আধারে আবার নেমে আসে (১।১৪।১০)। এখানে একসঙ্গে মধুপান করছেন দেবতা এবং সাধকেরা। এই হল 'ভোগসাম্য'।

হে কুশিকগণ, পাষাণের কুট্টন-ধ্বনিতে আকাশ মুখর কর কলস্বন হংসের মত, — এই উৎসর্পিণী সৌম্যসুধার ঋজুধারার সঙ্গে-সঙ্গে তোমাদের কণ্ঠে জাগুক বোধনগীতের উন্মাদনা। বিশ্বদেবতাকে আজ নামিয়ে এনেছ এই মর্ত্যের ধূলায়,

তোমাদের হৃদয়ের আকুতি অগ্র্যাবুদ্ধির জ্যোতিরীষিকায় বিদীর্ণ করেছে অচিত্তির তিরস্করণী। তোমাদের ভ্রূমধ্যে ফুটিয়েছে প্রজ্ঞার তৃতীয় নয়ন। মিত্রজ্যোতির সহস্রধারায় এই-যে অমৃতচেতনার হিরণ্ময় আনন্দ ঝরে পড়ছে দ্যুলোক হতে, — মৃন্ময়ী পৃথিবী মধুময়ী হল, দেবতা মর্ত্যে এলেন—তাঁদের সঙ্গে নন্দিত হও সৌম্যসুধার অরুন্ধতী ধারায়:

হংসের মত কলনিঃস্বন তোল সোমের পাষাণ দিয়ে,—
মত্ত হও বোধনগীতে ঋজুবাহিনী সৌম্যধারার সঙ্গে-সঙ্গে ;
আবেশে-টলমল ঋষি তোমরা বিশ্বজনের সাক্ষী: দেবতাদের সঙ্গে
পান কর, হে কুশিকগণ, সৌম্য মধু।।

১১

উপ প্রেত কুশিকাশ্ চেতয়ধ্বম্
অশ্বং রায়ে প্র মুঞ্চতা সুদাসঃ।
রাজা বৃত্রং জঙ্ঘনৎ প্রাগ্ অপাগ্ উদগ্
অথা যজাতে বর আ পৃথিব্যাঃ।।

সায়ণের ব্যাখ্যা হতে বোঝা যায়, এই ঋকটিকে তিনি সোজাসুজি অশ্বমেধযজ্ঞের সূচক বলে ধরে নিয়েছেন। মনে হয়, সায়ণের ব্যাখ্যা ঠিক। এটি সুদাসের যুদ্ধযাত্রার পূর্বের দ্যোতক হত যদি, তাহলে এর স্থান হওয়া উচিত ছিল তৃচের গোড়ায়। সংহিতাকারের এই সামান্য কান্ড-জ্ঞানটুকুও ছিল না একথা বিশ্বাস করা কঠিন। সুদাস দশরাজন্যের 'পরে বিজয় লাভ করে সার্বভৌম রাজা হলেন। আপস্তম্বের মতে সার্বভৌম রাজাই অশ্বমেধের অধিকারী (২০।১।১)। এইখানে

আবার মনে পড়ে দশাননবিজয়ী রামচন্দ্রের অশ্বমেধের কথা।...অশ্বমেধের প্রাচীনত্বের প্রমাণ, ঋগ্বেদের দুটি অশ্বসূক্তে (১।১৬২, ১৬৩)—দুটিতেই অশ্বমেধের ক্রিয়াকাণ্ডের কিছু আভাস পাওয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা মনে করেন, যজুর্বেদের অশ্বমেধযজ্ঞের জটিলতা ঋগ্বেদের যুগে ছিল না। তা সম্ভব। কিন্তু দিগ্বিজয়ের জন্য ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া অশ্বমেধের প্রাক্‌কালীন বিশেষ অনুষ্ঠান ; তা স্পষ্টভাষায় পাচ্ছি এই তৃতীয়মণ্ডলে। সুতরাং অশ্বমেধের মৌল রূপটি নিতান্ত অর্বাচীন বলে মনে হয় না। অশ্বমেধ নামে এক রাজাকে পাচ্ছি—৫।২৭।৪-৬ ।...অশ্বমেধের অশ্বের রহস্য সম্বন্ধে দ্রঃ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ (১।১।১-২ ; শাঙ্কর ভাষ্য)। এই তৃচে একটি ব্যাপার লক্ষণীয়: প্রথম ঋকে বিশ্বামিত্রের সাহায্যে সুদাসের সিন্ধুতরণ, —তাকে বলা যেতে পারে, ব্রহ্মশক্তির দ্বারা ক্ষত্রশক্তির শুদ্ধি এবং সেই শক্তির সর্বজয়া হওয়া। তারপর দ্বিতীয় ঋকে সোমযাগদ্বারা ব্রহ্মশক্তির প্রতিষ্ঠা। এই ঋকে অশ্বমেধ দ্বারা ক্ষত্রশক্তির প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্ম ও ক্ষত্র উভয়শক্তির অন্যোন্যাশ্রিত সিদ্ধিতেই সৌরাষ্ট্রের অভ্যুদয় সম্ভব (তু. অথর্ব.)।

কুশিকাঃ— এঁরাই আগের ঋকে সোমযাগের ঋত্বিক এবং দেবমানব রূপে বর্ণিত হয়েছেন। এই ঋকে এঁরা অশ্বমেধের ঋত্বিক রূপে বৃত হয়েছেন। সমস্তটা ব্যাপারে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার ধ্বনি।

চেতয়ধ্বম্— [তু. স চেতয়ন্ মনুষো যজ্ঞবন্ধুঃ (অগ্নিঃ) ৪।১।৯ ; মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা ১।৩।১২ , প্র চেতসা চেতয়তে অনু দ্যুভিঃ (সোমঃ) ৯।৮৬।৪২ ; আ নো যজ্ঞম্...এত্বিলা মনুষ্বদ্ ইহ চেতয়ন্তী ১০।১১০।৮ ; অতো অশ্বিনা চেতয়েথাম্ (তান্ যজমানান্) ৮।৯।১০ । সর্বত্রই < √ চিৎ (চেতন হওয়া, জানা) + ণিচ্ , চেতন করা।] চেতন কর, উদ্বুদ্ধ কর (রাষ্ট্রের সবাইকে)।

অশ্বম্— ['গো' এবং 'অশ্ব' ঋগ্বেদের দুটি প্রসিদ্ধ প্রতীক। 'গো' সম্পর্কে দ্র. (৩।১।২১)। অশ্বসূক্তের একটি মন্ত্রাংশে বলা হচ্চে 'সূরাদশ্বং বসবো নিরতষ্ট'—বসুরা সূর্য হতে অশ্বকে কুঁদে বার করেছিলেন

(১।১৬৩।২)। অশ্ব তাহলে সূর্যের প্রতীক, এবং অগ্নিসাধনায় আধারে তার আবির্ভাব হয়। আবার সূর্য 'সপ্তাশ্বঃ'—সাতটি অশ্ব তাঁর বাহন (আ যাতু সূর্যঃ সপ্তাশ্বঃ ৫।৪৫।৯) ; সেখানে অধিভূত দৃষ্টিতে অশ্ব = 'অংশু' বা কিরণ। অচিত্তির আঁধার চিরে প্রথম যে-দুটি কিরণদেবতা ছুটে চলেন বিষ্ণুর পরম পদের পানে, তাঁরা 'অশ্বিদ্বয়'। আবার অশ্ব অগ্নির (লাল), ইন্দ্রের (সোনালী), আদিত্যের (সবুজ), মরুদ্‌গণের (ছিট্‌ওবালা), সবিতার (শ্যাম), বৃহস্পতির (বিশ্বরূপ) ও বায়ুর (নিযুৎনামে) বাহন (নি. ১।১৫)। আবার সাতটি অশ্ব পাচ্ছি। একটি দিব্য অশ্ব আছেন, 'দধিক্রাঃ', তাঁর উদ্দেশে চারটি সূক্ত রচিত হয়েছে (৪।৩৮ - ৪০, ৭।৪৪); ৪।৪০ এর শেষে 'হংসঃ শুচিষৎ' মন্ত্রটি, সুতরাং দধিক্রাঃ সৌরশক্তি হওয়া অসম্ভব নয়, যদিও আমি তাঁকে কুণ্ডলিনীশক্তি বলেই মনে করি। এ-ছাড়া 'পৈদ্ব' আর 'এতশ' (সূর্যের) নামে দুটি দিব্য অশ্বের উল্লেখ পাওয়া যায়।...অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অশ্ব কিসের প্রতীক, তা ঋগ্বেদেই স্পষ্ট বলা হয়েছে: 'অশ্বাদিয়ায়েতি যদ্ বদন্ত্যোজসো জাতমুত মন্য এনম্'—অশ্ব হতে এসেছেন এই যে বলে লোকে, আমি কিন্তু মনে করি ওজঃ হতে তাঁর জন্ম (১০।৭৩।১০)। এখানে অশ্ব = ওজঃশক্তি, যেমন গো = প্রাতিভজ্ঞানের দীপ্তি। উক্তিটি ইন্দ্র সম্পর্কে, সুতরাং অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ঐন্দ্রীচেতনার মুখ্য সাধন কি তাও বোঝা গেল (ঋকের দ্বিতীয়ার্ধে বলা হচ্ছে, ইন্দ্র মন্যু বা মনোবেগ হতে জাত ; তাহলে ইন্দ্র শুদ্ধপ্রাণ ও শুদ্ধমনের সংহিত রূপ)। < √ অস্ ‖ অংশ্ (ছুটে চলা ; তু. Lat. equus 'horse', Gk. hippos < ekwos, Lith. aszwa, Goth. aihwa ; 'অংশুঃ' কিরণ)।] (অশ্বমেধের) অশ্বকে।

রায়ে— (স্বচ্ছন্দ গতিতে) ছোটবার জন্য [তু. চোদয় রায়ে ১।৯।৬ ; রায়ে চ নঃ... ইষে ধাঃ (১।৫৪।১১) ; রায়ে ঋজ্রাশ্বস্য...বিভ্রতী... রথম্ ১।১০০।১৬ ; চরিতবে আভোগয় ইষ্টয়ে রায় (চাতুর্বর্ণ্যের বৃত্তির আভাস পাওয়া যায়—তাহলে 'রায়ে' ক্ষত্রিয়ের) ১।১১৩।৫ ; রায়ে বাজবত্যৈ ১।১২০।৯ ; অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ ১।১৮৯।১ ; রায়ে বাজায় ৩।১৯।১ ; মহো রায়ে চিতয়ন্নত্রিম (= পরায়ৈ গত্যৈ) ৫।১৫।৫ ; কামো রায়ে হবতে মা ৫।৪২।১৫ ; মহো রায়ে বৃহতীঃ সপ্ত (ধেনবঃ = নদ্যঃ) জরিতা জোহবীতি ৫।৪৩।১ ; শং রায়ে শংস্বস্তয়ে ৫।৫০।৫ ; উরু ণো কৃতং (মিত্রাবরুণৌ) রায়ে স্বস্তয়ে ৫।৬৪।৬ ; মহে নো অদ্য বোধয়োষো রায়ে ৫।৭৯।১ ; তং ত্বা নরঃ প্রথমং দেবয়ন্তো মহো রায়ে চিতয়ন্তো অনুগ্মন্ (অগ্নিম্) ৬।১।২ ; রায়ে দ্যুমতে ৬।১৭।১৪; অস্মান্ রায়ে মহে হিনু ৬।৪৫।৩০ ; শিশীহি রায়ে অস্মান্ ৭।১৮।২ ; নূ ইন্দ্র রায়ে বরিবস্কৃধীন ৭।২৭।৫ ; মহে কৃণুধ্বং রায়ে আতুজে ৭।৩২।৯ ; রায়ে নু যং (বায়ুং) জজ্ঞতূ রোদসীমে রায়ে দেবী ধিষণা ধাতি দেবম্ (বায়ুর ঊর্ধ্বগতি) ৭।৯০।৩ ; তুজে রায়ে ৮।৪।১৫ ; মহো রায়ে তমুত্বা সমিধীমহি ৮।২৩।১৬; রায়ে দ্যুম্নায় ৮।২৪।১২; আ ববর্তদ্ রায়ে নো বিশ্বা সুপথা কৃণোতু বজ্রী ৮।৯৭।১৩; প্র যং রায়ে নিনীষসি (অগ্নে) ৮।১০৩।৪ ; সোমাসো রায়ে অক্রমুঃ ৯।১০।১ ; বি নো রায়ে দুরো বৃধি (সোম) ৯।৪৫।৩; প্র সোম রায়ে অর্ষ ৯।৬৩।১৬ ; মহো রায়ে ১০।৬১।২২ ;—৭৬।২...। যে সব প্রয়োগ অর্থ নিরূপণে সাহায্য করে না, বাহুল্যভয়ে তাদের উদ্ধার করা হল না। দ্র. ৩।১।১৯ ('রয়িম্')। এখানে দেখা যাচ্ছে রয়ির সঙ্গে ক্ষত্রশক্তির যোগ (১।১১৩।৫-৬)। একটি বাক্যাংশ বারবার পাওয়া যাচ্ছে 'মহো রায়ে'। 'মহান্ রয়ি' আর উপনিষদের 'পরা গতিঃ' ঠিক এক অর্থ

বহন করছে। প্রথমত রয়ি বেগ বা গতি ; তাহতে গন্তব্য। এই অর্থে ঋগ্বেদেও 'পরমং পদম্' (১।২২।২০,২১ ; ১।৭২।২, ৪; ১।১৫৪।৬ ; ...। বৈদিক সাধনার লক্ষ্য যে অজরত্ব ও অমৃতত্ব, তা বিশেষ করে জীবনধর্মী ; অতএব মুক্তি সেখানে স্থাণুত্ব নয়, কিন্তু জীবনের নিরন্ত প্রবাহ। এইটিই 'মহান্ রয়িঃ'। আদর্শ 'সবিতা', যার গতিনিবৃত্তি নাই বলেই জরা-মৃত্যু নাই। আমরাও চাই সবিতার সাযুজ্য; আমাদের প্রাণের ধারা হবে অরুন্ধতী। ঋগ্বেদের 'রয়ি' এই অফুরান অমৃতপ্রবাহকে বোঝাচ্ছে। অগ্নি যখন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন, তখন তাঁর উদ্দিষ্ট এই রয়ি (১।১৮৯।১...); সোম যখন জ্যোতির দুয়ার খুলে দেন, তখন এই অজস্র প্রাণপ্রবাহেই আমরা প্রবেশ করি (৯।৪৫।৩...)। বৈদিক মুক্তিবাদের এই বৈশিষ্ট্য ; তাই 'বৈদিকাঃ প্রাণবিদঃ' (স্তোমরাজ)।]

বৃত্রং— [দ্র. ১।৩২ (বৃত্রের নানা বর্ণনা)। বৃত্র কোথাও অহি, কোথাও অসুর, কোথাও দানব। ইন্দ্রই বিশেষ করে বৃত্রঘাতী। বৃত্রবধের ফল—অবরুদ্ধস্রোতের মুক্তি, সূর্যের উদয় (১।৫১।৪, ১।৫২।২, ৮...)। বৃত্রের বা তার সগোত্রদের নাম সুষ্ত, পিপ্রু, কুয়ব, শম্বর (এর নিরানব্বুইটি পুরী ভেদ করেই ইন্দ্র 'শতক্রতু') ; ঔর্ণবাভ, নমুচি, অর্বুদ, মৃগয়। কোথাও বৃত্র 'বরাহু' (= বরাহ ১।১২১।১১)। এই বৃত্র মায়াবী, তার মায়াই 'অদেবী মায়া'। বৃত্রবধের আর এক ফল 'বরিবঃ' বা চেতনার বৈপুল্য ৪।২১।১০ ; আবার অগ্নি বৃত্রঘাতী (৬।১৩।৩), বিষ্ণুও (৬।২০।২), সোমও ৬।৭২।৩)...। শব্দটির ক্লীবলিঙ্গ বহুবচনে অনেক প্রয়োগ আছে, তখন অর্থ 'বাধা, বিঘ্ন', বিরুদ্ধশক্তি। নৈরুক্তদের মত বৃত্র মেঘ, ঐতিহাসিকেরা বলেন 'ত্বাষ্ট্র অসুর' (নি. ২।১৬ ; দ্র. 'ত্বষ্টা' ৩।...)। নিঘন্টুতে বৃত্র 'মেঘ' (১।১০) ; আবার 'ধন' (২।১০)। নিঘন্টুর দ্বিতীয় অর্থটি ইঙ্গিত করছে উপনিষদের 'হিরণ্ময় পাত্র'কে—সপ্তশতীতে যার

নাম 'শুম্ভ-নিশুম্ভ' (< √ শুভ্ 'ঝক্‌ঝক' করা)। ঋগ্বেদেও শুভ্র বৃত্রের কথা আছে। এই হচ্ছে ঈশোপনিষদের সেই বিদ্যা যা আরও অন্ধতমে মানুষকে নিয়ে যায়।...শব্দটির ব্যুৎপত্তি < √ বৃ ‖ বৃৎ (আবৃত করা; অবরুদ্ধ করা, ঘেরা)। বৃত্র জ্যোতিকে আবৃত করে এবং প্রাণের ধারাকে অবরুদ্ধ করে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বৃত্র অবিদ্যা। বেদান্তে তার দুটি শক্তি, আবরণ ও বিক্ষেপ। এই বিক্ষেপ বেদে 'অংহঃ' বা ক্লিষ্টচেতনার সঙ্কোচ। তাইতে বৃত্র 'অহি'—চেতনার বিস্ফারণ নয়, অহন্তায় তার সঙ্কোচ বা কুণ্ডলন। চাই আলো, চাই প্রাণের মুক্তধারা, চাই বৈপুল্য—বৈদিক ঋষির এই আকূতি। প্রত্যেকটি সিদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে বৃত্রশক্তিতে : রূপকের ভাষায় সে মেঘ, সে স্রোতের মূলে পাষাণ, সাপের মত সে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। বৃত্র অথবা বৃত্রানুচরের নামগুলিরর ব্যঙ্গার্থ একরকম স্পষ্ট।...এখানে] শত্রু।

জঙ্ঘনৎ— [√হন্ + দ্ (আশংসা বোঝাতে)। তু. অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনৎ ৬।১৬।৩৪ ; ক ইমং দশভির্মমেন্দ্রং ক্রীণাতি ধেনুভিঃ, যদা বৃত্রাণি জঙ্ঘনদথৈনং মে পুনর্দদৎ ৪।২৪।১০)] যেন বধ করেন।

প্রাক্ অপাক্ উদক্— [তু. প্রাক্তাদ্ অপাক্তাদ্ অধরাদ্ উদক্তাদ্ অভি জহি রক্ষসঃ পর্বতেন ৭।১০৪।১৯ ; যদিন্দ্র প্রাগপাগ্‌তদত্ ন্যগ্ বা হূয়সে নৃভিঃ ৮।৪।১, ৮।৬৫।১। এখানে তিনটি দিকের উল্লেখ, দক্ষিণ দিক বাদ পড়েছে; কেন? ছন্দের অনুরোধে, না দক্ষিণ দিকে সমুদ্র বলে জয় করবার মত রাজ্য ছিল না? সুদাঃ কি তাহলে সিন্ধু তীরবর্তী? আর-দুটি উদ্ধরণেই দক্ষিণদিককে বলা হচ্ছে 'অধর' বা ন্যক্ অর্থাৎ নীচু জায়গা। ঋষি তাহলে কোথায়? কাশ্মীরের পাহাড়ে? আর্যাবর্তের উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য; সুতরাং আর্যাবর্তবাসীর পক্ষে দক্ষিণ নিচু দেশ হতে পারে না। দক্ষিণকে 'অধর' বলা

হয়েছে: ১০।২৭।১৫ ; ৬।১৯।৯; ৭।৭২।৫... ; অবশ্য এসব জায়গায় একটি দাঁড়ানো মানুষের সামনে পেছনে উপরে 'নিচে'— এই অর্থও হতে পারে। কিন্তু 'উত্তর' বা 'উদচ্'-এর মৌলিক অর্থ উঁচু কেন, একথা ভাববার মত। সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে সূর্য সামনে থাকে, সুতরাং পুবদিক 'প্রাক্', পশ্চিম দিকে 'অপাচ্', আর ডান দিকটা 'দক্ষিণ'। কিন্তু বাঁ দিকটা 'উত্তর' বলা চলে এই হিসাবে যে উত্তরায়ণে সূর্য ক্রমে মাথার উপরে আসে, তাহলেই দক্ষিণদিকটা 'অধর', কেননা সূর্য তখন ক্ষিতিজের দিকে নেমে যায়। উত্তরকে উত্তর এবং দক্ষিণকে 'অধর' বলবার এই একটা হেতু হতে পারে। ব্রাহ্মণের উপবীতও বাঁ কাধে তোলা থাকে, ডান হাতের নীচে নেমে আসে ; অয়নের সঙ্গে তার সম্বন্ধ আছে কি?] পুবে পশ্চিমে উত্তরে।

অথা যজাতে— তারপর (এসে যেন) যজ্ঞ করেন। দিকে-দিকে অশ্বের অভিযান এবং শত্রুজয় ; তারপর নিজের দেশে এসে যজ্ঞ করা—অশ্বমেধ যজ্ঞেরও এই রীতি।

পৃথিব্যাঃ বর আ— [তু. নি ত্বা (অগ্নিং) দধে বর আ পৃথিব্যাঃ ইলায়াস্পদে ৩।২৩।৪ ; মিতজ্ঞবো বরিমন্না পৃথিব্যাঃ ৩।৫৯।৩ ; যৎ পৃথিব্যা বরিমন্না স্বঙ্গুরির্বর্ষ্মন্ দিবঃ সুবতি সত্যমস্য তৎ (সবিতা) ৪।৫৪।৪; (ইন্দ্রঃ) বর্ষ্মন্ তস্থৌ বরিমন্না পৃথিব্যাঃ ১০।২৮।২ ; স বাবৃধে বরিমন্না পৃথিব্যাঃ ১০।২৯।২ । উদ্ধরণ হতে দেখা যাচ্ছে 'বর = বরিমন্' < √বৃ (বিপুল হওয়া, আবৃত করা)। পৃথিবীর এই বৈপুল্য কোথায়? 'ইলায়াস্পদে' অর্থাৎ যজ্ঞবেদিতে (৩।২৩।৫)। দীর্ঘতমা রহস্যসূক্তে প্রশ্নোত্তর ছলে বলছেন: 'পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ পৃচ্ছামি যত্র ভুবনস্য নাভিঃ।...ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ (১।১৬৪।৩৪, ৩৫); এখানেও ঐ উক্তির সমর্থন মিলছে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে পৃথিবী বা বেদি হল এই

শরীর ; আর তার 'বর' হল হৃদয়, যেখানে উপনিষদের ভাষায়, 'অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোস্মিন্নন্তরাকাশঃ ...যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেযোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ...সর্বং তদস্মিন্ সমাহিতম্' (ছান্দোগ্য ৮।১।১-৩)। কমলের ঘর বলে, আবার আকাশের বৈপুল্য আছে বলে উভয় অর্থেই হৃদয় 'বর'।] দেবযজন প্রদেশে, যজ্ঞভূমিতে।

লৌকিক স্মৃতি, সুতরাং ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন।।

কাছে এগিয়ে এস কুশিকেরা, উদ্বুদ্ধ কর সবাইকে ;

অশ্বকে স্বচ্ছন্দে ছোটবার জন্য মুক্তি দাও সুদাসের।

রাজা শত্রুকে নাশ করুন পুবে পশ্চিমে উত্তরে,—

তারপর যজ্ঞ করবেন পৃথিবীর বৈপুল্যে।।

১২

য' ইমে রোদসী উভে,

অহম্ ইন্দ্রম্ অতুষ্টবম্,—

বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি

ব্রহ্মেদং ভারতং জনম্।।

এই ঋকটিকে মনে হচ্ছে অশ্বমেধ যজ্ঞের শেষে ঋষি বিশ্বামিত্রের স্বস্তিবাচন। ঋষি স্তব করেছেন বলছেন দ্যাবাপৃথিবীর আর ইন্দ্রের। মাথার উপর অনন্ত

আকাশ আর পায়ের নীচে বিপুলা পৃথিবী, দুয়ের মাঝখানে জ্বলছেন ইন্দ্র আদিত্যরূপে,—ঋষির সাযুজ্য সবার সঙ্গে। তাঁর এই লোকব্যাপ্ত চেতনার দীপ্তিই তাঁর **ব্রহ্ম**, যা একাধারে বাক্ ও চেতনা (১০।১১৪।৮) ; যার আধারপুরুষ বাকের আশ্রয় পরম ব্যোম (১।১৬৪।৩৫)। বিশ্বামিত্রের এই চৈতন্যের দীপ্তিই রক্ষা করে আসছে ভারতং জনম্।

ভারতং জনম্— [§ 'ভারত' : অগ্নির বিশেষণ ২।৭।১, ৫, ৪।২৫।৪, ৬।১৬।১৯ (দিবোদাসস্য সৎপতিঃ), ৪৫। ঋগ্বেদের দুজন ঋষিও ভারত: দেববাত আর দেবশ্রবাঃ (৩।২৩); একজন রাজা ভারত: অশ্বমেধ (৫।২৭।৪-৫)। তাছাড়া আপ্রীসূক্তসমূহের তিনটি দেবীর একজন 'ভারতী' ; নিঘন্টুতে তিনি বাক্ (১।১১) ; যাস্কের ব্যাখ্যা 'ভরত আদিত্যঃ, তস্য ভাঃ' (৮।১৩)। পণ্ডিতেরা বলেন, ভারত ঋগ্বেদের যুগের অন্যতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠজন। আদিপুরুষ ভরতের উল্লেখ এই সূক্তেই আছে (২৪ দ্র.)। পুরাণের মতে রাজা দুষ্মন্ত বিশ্বামিত্রের কন্যা শকুন্তলাকে বিয়ে করেন, তাঁদের সন্তান 'ভরত' এবং তাঁর নামেই এদেশের নাম ভারতবর্ষ। ইংরেজের অধীনতা হতে মুক্ত হয়ে আমরা আবার এদেশকে নাম দিয়েছি 'ভারত'। আজ আমরা সত্যই 'ভারতো জনঃ'। আর আশ্চর্যের বিষয় এই, সমস্ত বেদের মধ্যে বিশ্বামিত্রের গায়ত্রী-মন্ত্রটিই ভারত-জনের মধ্যে আজ পর্যন্ত জীবন্ত হয়ে আছে, আর সব ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। সুদাসের যজ্ঞ-সভায় ঋষি বিশ্বামিত্র কি ভেবে বর্তমান ঋকটি উচ্চারণ করেছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁর সেদিনকার বাণী আজও সত্য হয়ে আছে, আজও 'বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মীচেতনা ভারত-জনকে রক্ষা করে আসছে' গায়ত্রীরূপে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আমরা সবাই বিশ্বামিত্র-সাবিত্রীর সন্তান।

লৌকিক স্মৃতি : ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন।

যে আমি এই রুদ্রভূমির দুটি উপান্তকে
—আর ইন্দ্রকে আজ স্তব করলাম,
সেই বিশ্বামিত্রের এই ব্রহ্ম-মন্ত্র
রক্ষা করছে ভারত-জনকে।।

১৩

বিশ্বামিত্রা অরাসত
ব্রহ্মেন্দ্রায় বজ্রিণে।
করদ্ ইন্ নঃ সুরাধসঃ।।

দ্বিতীয় পাদের পুনরুক্তি ৮।২৪।১ ; তৃতীয়পাদ।। 'করতাং নঃ সুরাধসঃ ১।২৩।৬। এই মন্ত্রটি একটা জোড়াতাড়ার ব্যাপার, মনে হয় যেন ছুটকো রচনা।

অরাসত— [√ রা (স্) (দেওয়া) + লঙ্ অন্ত] দিলেন, নিবেদন করলেন।

করৎ— যেন করেন।

সুরাধসঃ— [তু. দানাসঃ কানীতস্য সুরাধসঃ ৮।৪৬।২৪ ; নপাতো দুর্গহস্য...সুরাধসঃ ৮।৬৫।১২ ; যজ্ঞং সুরাধসম ৮।১৪।১২ ; সুরাধসম্ ইন্দ্রং ৮।৪৯।১ ; শ্রুতং সুরাধসম্ অর্চা শক্রম্ ৮।৫০।১; ইন্দ্রমুগ্রং সুরাধসম্, ঈশানং চিদ্‌বসূনাম্ ৮।৬৮।৬, তদ্বাং সুরাধসা রাতিঃ সুমতিরশ্বিনা ১০।১৪৩।৪ ; ঋষির নাম ১।১০০।১৭ ; প্র পিন্বধবম্ ইষয়ন্তীঃ সুরাধাঃ (নদ্যঃ) ৩।৩৩।১২ ; স্বশ্বো অগ্নে সুরথঃ সুরাধাঃ ৪।২।৪ ; প্র তাঁ অগ্নি র্বভসৎ ... তপিষ্ঠেন শোচিষা যঃ সুরাধাঃ ৪।৫।৪ ; দাতা মঘানি মঘবা সুরাধাঃ ৪।১৭।৮ ; স্ত্রী...

পুংসো ভবতি বস্যাসী, অদেবত্রাদরাধসঃ ৫।৬১।৬ ; পদা পণীঁর রাধসো নি বাধস্ব মহাঁ অসি ৮।৬৪।২ ; তে সু বন্বন্তু বগ্বনাঁ অরাধসঃ ১০।৩২।২ ; পনীন্...অরাধসঃ ১০।৬০।৬ ; অপ শ্বানম্ অরাধসং হতঃ ৯।১০১।১৩ ; কদা মর্তমরাধসং পদাক্ষুম্পমিব স্ফুরৎ ১।৮৪।৮। অনুরূপ উত্তরপদ: সত্যরাধঃ, তুরিরাধঃ, অনবপ্র-রাধঃ, ঘৃষ্বিরাধঃ, চিত্র-রাধঃ, স্পার্হ-রাধ, পঙ্‌ক্তি-রাধঃ, বীতি-রাধঃ 'রাধসোরাধসঃ' (৬।২৭।৩)। দ্র. রাধঃ ৩।৪১।৬। রাধঃ = ঋদ্ধি, বিভূতি, শক্তি। 'অরাধস্' শব্দের ব্যবহার হতে এ-অর্থ আরও স্পষ্ট হচ্ছে।] অনায়াস ঋদ্ধির অধিকারী।

তিমিরবিদার বজ্রশক্তি এই যে এলেন মহেশ্বর। তাঁর আবির্ভাবে বৃহতের চেতনা উদ্দীপ্ত হল বিশ্বামিত্রদের হৃদয়ে, তারই প্রেষণায় উৎসারিত অগ্নিমন্ত্র উপচাররূপে এই যে তারা তাঁকে সঁপে দিল, এ-আহুতি সিদ্ধবীর্যের স্বাচ্ছন্দ্য আনুক তাদের মাঝে:

বিশ্বামিত্রেরা এই-যে দিল

ব্রহ্ম-মন্ত্রের উপচার বজ্রধর ইন্দ্রের উদ্দেশে,—

এ করুক না তাদের অনায়াস ঋদ্ধির অধিকারী।।

১৪

কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবো

না শিরং দুহ্রে ন তপন্তি ঘর্মম্।

আ নো ভর প্রমগন্দস্য বেদো

নৈচাশাখং মঘবন্ রন্ধয়া নঃ।।

এই ঋকটির ব্যাখ্যা নিয়ে অনেক মারামারি আছে।

কৃণ্বন্তি— [= কুর্বন্তি] করছে।

কীকটেষু— ['কীকট' কোন দেশ? নিঘন্টুতে শব্দটির উল্লেখ আছে ৪।৩।১২৭। যাস্ক বলছেন 'কীকটা' নাম দেশো "নার্যনিবাসঃ, কীকটাঃ কিং কৃতাঃ কিং ক্রিয়াভিরিতি প্রেপ্সা বা'। যাস্কের ব্যুৎপত্তি যাই হ'ক্, তাঁর উক্তি বৈদিকক্রিয়াবিরোধী কোনও সম্প্রদায়ের স্মৃতি বহন করছে—যাকে বৈদিকেরা স্বভাবতই অনার্যসম্প্রদায় বলতেন। ভাগবতে আছে, 'বুদ্ধো নামাঞ্জনাসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি' (১।৩।২৪) ; পুরাণের কীকট যদি এই বৈদিক কীকটের স্মৃতি হয়ে থাকে, তাহলে যজ্ঞবিরোধী বুদ্ধের সঙ্গে তাকে জড়ানো পৌরাণিক যুগে খুবই স্বাভাবিক। এই স্মৃতি সত্য হলে কীকট বুদ্ধক্ষেত্র অর্থাৎ গয়া এবং তার আশপাশ। এই পুবদেশ বৈদিকক্রিয়াকাণ্ড বিরোধীদের আড্ডা, এটা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। বুদ্ধের সমসাময়িক অথচ তাঁর বিরুদ্ধমতাবলম্বী 'মকখলি গোসাত্তর' ছিলেন অক্রিয়াবাদী। 'মকখলি' সংস্কৃতে 'মস্করী'। পাণিনিসূত্রে পরিব্রাজক সম্প্রদায় বলে এঁদের উল্লেখ আছে (৬।১।১৫৪; তাঁরা 'মস্কর' বা বাঁশের দণ্ড নিয়ে বেড়াতেন বলে 'মস্করী')। এঁদের উপাধিটিকেও যাস্কের মতই 'ক্রিয়া-কর্ম কিছু

করো না (মা কুরু)' এই বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বৈদিক অগ্নি সদানীরা বা গণ্ডক (?) (শ.ব্রা.র মতে কোশল আর বিদেহের সীমাবর্তিনী) পার হয়ে যান না বলে তার ওপারে অনার্যদেশ (শ. ব্রা. ১।৪।১।১৪)। বর্তমান ঋকের 'কীকট' এই অনার্যদেশ হওয়া অসম্ভব নয়।] কীকটদের দেশে। সেখানে গাই আছে, কিন্তু তারা ইন্দ্রের কি কাজে লাগে—ঋষির এই ক্ষোভ। পরের চরণেই কথাটাকে আরও স্পষ্ট করে বলছেন।

আশিরং— [তু. বিশ্বা ইৎ তে (বায়োঃ) ধেনবো...ঘৃতং দুহ্রতে আশিরং ১।১৩৪।৬ ; সুতাসঃ শুক্রা আশিরং যাচন্তে ৮।২।১০ ; আশিরং ...ইমং সোমং শ্রীনীহি ১১ ; পৃশ্ন্যো ঘৃতং দুহত আশিরম্ ৮।৬।১৯ ; সোমং ররত আশিরং ৮।৩১।২ ; ইন্দ্রায় গাব আশিরং দুদুহ্রে ৮।৬৯।৬ ; হরে সৃজান আশিরং ৯।৬৪।১৪ ; ত্রিরস্মৈ সপ্ত ধেনবো দুদুহ্রে সত্যামাশিরং পূর্ব্যে ব্যোমনি (৯।৭০।১ ; এইখানে সোমের সঙ্গে কি দিব্য ধারা মেশাতে হবে তার স্পষ্ট উল্লেখ) ; সোম...অভিবাসয়াশিরম্ ৯।৭৫।৫ ; অয়ং ত্রিঃ সপ্ত দুদুহান আশিরং সোমো হৃদে পবতে ৯।৮৬।২১ ; সোমম্ আশিরং ১০।৪৯।১০ ; স্বেদাঞ্জিভিরাশিরং ইচ্ছমানঃ ১০।৬৭।৬ ; নিত্যয়াশিরা ৮।৩১।৫; ক্ষীরৈর্ মধ্যত আশীর্তঃ (৮।২।৯ ; জ্যোতির্ধারার মিশ্রণ মাঝখানে) ; শুদ্ধ আশীর্বান্ (ইন্দ্রঃ) মমত্তু ৮।৯৫।৭ ; তীব্রাঃ সোমাস...আশীর্বন্তঃ ১।২৩।১ । সোমরসের সঙ্গে মেশানো হত যবের ছাতু, দুধ এবং দই। এর মধ্যে মনে হয় দুধই প্রধান, তাকেই 'আশির্' বলা হত < √ শ্রা।। শ্রী।। শৃ (জ্বাল দেওয়া ; 'আশীরাশ্রয়ণাদ্বা আশ্রপণাদ্ বা নি. ৬।৮ ; দুর্গের মন্তব্য, 'এতাস্মিন্ পক্ষে দধ্যভিধেয়ং তেন হি সোম উপশ্রীয়তে')। তারপর যব আর দই মেশানো হলে তারাও 'আশীঃ' হন। যে 'আশীঃ' দুধ, তার আধ্যাত্মিক অর্থ পাওয়া যাচ্ছে: ৯।৭০।১ ; ৯।৮৬।২১। এই আশীঃ-মেশানো সোমকেও বলা হত

'আশীঃ' (৮।৩১।২, ১০।৪৯।১০। দ্র. ৩।৪২।৭।] (সোমরসের সঙ্গে মেশাবার জন্য) গরম দুধ।

ন দুহ্রে— [√ দুহ্ (ক্ষরণ করা) (র্) + অন্তে = এ ; তু. ৬।৬৬।৪ ; ৭।১০১।১; ৮।৯।১৯...] ক্ষরণ করে না (গাভীরা)।

ঘর্মং ন তপন্তি— [§ 'ঘর্ম': তু. অভীদ্ধো ঘর্মস্তদু ষু প্র বোচম্ ১।১৬৪।২৬; অজস্রো ঘর্মো হবিরস্মি নাম ৩।২৬।৭ ; ঘর্মো ন বাজজঠরঃ (অগ্নিঃ) ৫।১৯।৪ ; ঘর্মশ্চিৎ তপ্তঃ প্রবৃজে য আসীৎ ৫।৩০।১৫; ঘর্মো অগ্নিঃ ৫।৪৩।৭ ; অতাপি ঘর্মো মনুষো দুরোণে ৭।৭০।২; অয়ং বাং ঘর্মো অশ্বিনা...অয়ং সোমো মধুমান্ ৮।৯।৪ ; অগ্নিং ঘর্মং সুরুচং ১।১১২।১ ; তপ্তং ঘর্মম্ ওম্যাবন্তম্ অত্রয়ে (অশ্বিদ্বয়ের কীর্তি) ১।১১২।৭ ; স্বদামি ঘর্মং ১।১১৯।২ ; হিমেন ঘর্মং পরিতপ্তম ত্রয়ে ১।১১৯।৬ ; সৃক্বাণং ঘর্মমভি বাবশানা ১।১৬৪।২৮ ; ঘর্মং মধুমন্তমত্রয়ে ১।১৮০।৪ ; ঘর্মম্ অরেপসম্ ৫।৭৩।৬; অর্বাঞ্চা ...রথ্যেহ যাতং পীপিবাংসমশ্বিনা ঘর্মমচ্ছ ৫।৭৬।১; আ সোমং মধুমত্তমং ঘর্মং সিঞ্চাদথর্বণি (অশ্বিনৌ) ৮।৯।৭ ; উপ স্তৃণীতম্ অত্রয়ে হিমেন ঘর্মমশ্বিনা ৮।৭৩।৩; পিবতং ঘর্মং মধুমন্তমশ্বিনা ৮।৮৭।২; ঘর্মং ন সামন্ তপতা সুবৃক্তিভিঃ ৮।৮৯।৭; স (অগ্নিঃ) ঘর্মম্ ইন্বাৎ পরমে সধস্থে ১০।১৬।১০; ধাতুর্দ্যুতানাৎ সবিতুশ্চ বিষ্ণোরা সূর্যাদভরন্ ঘর্মমেতে ১০।১৮১।৩ ; পিতৃভিঃ ঘর্মসদ্ভিঃ ১০।১৫।৯, ১০ ; শর্ধায় মারুতায় ঘর্মস্তুভে ৫।৫৪।১ ; ঘর্মস্বরসো নদ্যঃ ৪।৫৫।৬; বরাহৈ র্ঘর্মস্বেদেভিঃ ১০।৬৭।৭ ; ঘর্মা সমন্তা ত্রিবৃতং ব্যাপতুঃ (অগ্নিঃ সূর্যশ্চ) ১০।১১৪।১ ; ঘর্মেব মধু জঠরে সনেরূ (অশ্বিনৌ) ১০।১০৬।৮ ; তপ্তা ঘর্মা অশ্নুবতে বিসর্গম্ ৭।১০৩।৯ ; ত্রয়ো ঘর্মাস উষসং সচন্তে ৭।৩৩।৭ ; অধ্বর্যবো ঘর্মিণঃ সিষ্বিদানাঃ ৭।১০৩।৮ ; অগ্নিরত্রিং ঘর্ম উরুষ্যদন্তঃ ১০।৮০।৩। নিঘন্টুতে ঘর্ম 'অহঃ' ১।৯, 'যজ্ঞ' ৩।১৭। ঘর্মের মৌলিক অর্থ 'দীপ্তি, জ্যোতি, তাপ,' (< √ ঘৃ, দ্র. 'ঘৃত' ৩।৪১।৯; অনুরূপ 'ঘৃণিঃ')।

এই অর্থে ঘর্ম 'আত্মজ্যোতি (৩।২৬।৭) বা 'দিব্যজ্যোতি' (১।১১২।১ ; ১।১৬৪।২৮ ; ৫।৭৩।৬ ; ১০।১৬।১০ ; ১০।১৫।৯, ১০ ; ৫।৫৪।১ ; ১০।১১৪।১ ; ৭।৩৩।৭)। ঘর্মের আর একটি অর্থ 'সন্তাপ' (তু. সাংখ্যের 'ত্রিতাপ') ; ঋষির অত্রির 'ঘর্ম' অশ্বিদ্বয় জুড়িয়ে দিলেন, এই· প্রসঙ্গ পাওয়া যায় : ১।১১২।৭; ১।১১৯।৬ ; ১।১৮০।৪ ; ৮।৭৩।৩; এক জায়গায় এই তাপহরণ কাজটি বলা হয়েছে অগ্নির ১০।৮০।৩ । নিঘন্টুতে 'ঘর্ম' অর্থ 'যজ্ঞ' ; তার কারণ সোমযাগের আগে যে প্রবর্গ্য-কর্ম করতে হত, তার আহুতি দ্রব্যের নাম 'ঘর্ম'। 'মহাসীর' নামে একটি মাটির পাত্রে ঘি গরম করে তাতে ছাগলের আর গরুর দুধ মিশিয়ে ঘর্ম তৈরী করতে হয়। এই আহুতি দ্রব্য গরম থাকে বলে তার নাম ঘর্ম। ঘর্মের উদ্দেশে যে উপস্থাপন মন্ত্র আছে, তা হতে দেখা যায় ঘর্মদেব 'পৃথিব্যা ধর্তা, অন্তরিক্ষস্য ধর্তা, ধর্তা দেবো দেবানাম, অমর্ত্যস্তাপাজাঃ', তিনি বিশ্বভুবনের, বিশ্বমনের, বিশ্ববানের, বিশ্বতপের পতি, 'পিতা নো 'সি, পিতা নো বোধি' মন্ত্রে তাঁরই আরতি ইত্যাদি। বর্তমান ঋকে এই 'ঘর্মের' উল্লেখ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন, এই প্রবর্গ্য কর্মে যজমানের অগ্নি হতে নতুন জন্ম হয়। সোমযাগের আগে চারদিনে সাতবার ঘর্মাহুতির বিধান আছে। প্রবর্গ্যের ইঙ্গিত ঋগ্বেদেও আছে (৫।৩০।১৫)। সমস্ত ব্যাপারটা তপশ্চর্যার প্রতীক।...সাধারণভাবে 'গরম' বোঝাতে ঘর্মশব্দের প্রয়োগও পাওয়া যায় কয়েকজায়গায় (১০।৬৭।৭, ৭।১০৩।৮, ৯)।] ঘর্মাহুতির জন্য দুধ তপ্ত করেনা (গাভীরা)। এখানে ঋত্বিকের কর্ম উপচরিত হয়েছে গাভীতে।

প্রমগন্দস্য— যাস্ক বলছেন, 'মগন্দঃ কুসীদী...তদপত্যং প্রমগন্দঃ অত্যন্ত কুসীদিকুলীনঃ, প্রমদকো বা যো 'য়মেবাস্তি লোকো ন পর ইতি প্রেব্সুঃ...'পন্তকো বা' ...(৬।৩২)। শতপথ ব্রাহ্মণের পরিপ্লবাখ্যান ব্রাহ্মণে (১৩।৪।৩) সপ্তমদিনের আখ্যানের বেলায় বলা হচ্ছে, 'অসিতো ধান্বো রাজা, অসুরা বিশঃ, ত ইম আসত, কুসীদিন

উপযমেতা ভবন্তি, মায়া বেদঃ, কাংচন মায়াং কুর্যাৎ।' কুসীদীরা যদি অসুর হয়, তাহলে যাস্কের ব্যাখ্যার ফলিতার্থ এই দাঁড়ায়: প্রমগন্দ অসুর, নাস্তিক এবং ক্লীব। মায়াবাদী, ক্রিয়াকাণ্ডে অবিশ্বাসী, সংসার-বিমুখ যতিধর্মাবলম্বীদের এই বলে গাল দেওয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বীদের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রমগন্দ এই নাস্তিকদের প্রধান। কীকটদের তিনি রাজা কিনা, বলা যায় না ; অসম্ভব নয়, নাস্তিকশিরোমণি বুদ্ধকে আমরা পরবর্তীযুগে পাই রাজার ছেলে এবং সন্ন্যাসীরূপে। নামের শেষাংশ 'মগন্দ' কি 'মগধ'-এর প্রাচীন রূপ? প্রমগন্দের উল্লেখ আর কোথাও পাওয়া যায় না।

বেদঃ— [তু. পিতুর্ন জিব্রের্বি বেদো ভরন্ত ১।৭০।৫ ; অন্তর্হি খ্যো জনানামর্যো বেদো অদাশুষাং তেষাং নো বেদ আ ভর (ইন্দ্র) ১।৮১।৯ ; অরাতীয়তো নি দহাতি বেদঃ (অগ্নিঃ) ১।৯৯।১ ; অযজ্বনো বিভজন্নেতি বেদঃ (ইন্দ্রঃ) ১।১০৩।৬ ; ন রেবতা পণিনা সখ্যম্ ইন্দ্রো 'সুন্বতা সুতপাঃ সংগৃণীতে, আস্য বেদঃ খিদতি হন্তি নগ্নং, বি সুষ্বয়ে পক্তয়ে কেবলো ভূৎ ৪।২৫।৭ ; (অগ্নিঃ) অর্যঃ সমজাতি বেদঃ ৫।২।১২ ; স নো বেদো অমাত্যমগ্নী রক্ষতু বিশ্বতঃ ৭।১৫।৩ ; প্রযন্তাসি সুষ্বিতরায় বেদঃ ৭।১৯।১ ; তস্য (অদাশুরেঃ) নো বেদ আভর ৮।৪৫।১৫ ; আ ভর অদাশুষ্টরস্য বেদঃ ৮।৮১।৭ ; স্ত্রী ভির্যো অত্র বৃষণং পৃতন্যাদ্ অযুদ্ধো অস্য বিভজানি বেদঃ ১০।২৭।১০ (ইন্দ্র) ; হত্বায় শত্রূন্ বি ভজস্ব বেদঃ (মন্যুঃ) ১০।৮৪।২ ; অনর্বা যচ্ছতদুরস্য বেদো ঘ্নঞ্ছিশ্নদেবাঁ অভি বর্পসা ভূৎ ১০।৯৯।৩ ; যং পিতাকৃণোদ্ বিশ্বস্মাদ্ আ জনুষো বেদসস্পরি ২।১৭।৬ ; উশিজো জগ্মুরভি তানি বেদসা (ঋভবঃ) ৩।৬০।১ ; নি পাতং বেদসা বয়ঃ ৮।৮৭।২ (অশ্বিনৌ); পূষা নো যথা বেদসামসদ্ বৃধে ১।৮৯।৭। উত্তরপদ: জাতবেদাঃ, কেতবেদাঃ, সুবেদাঃ, নবেদাঃ, বিশ্ববেদাঃ। নিঘন্টুতে

'বেদঃ' ধন (২।১০) ; এইটি সাধারণ অর্থ < √ বিদ্ (পাওয়া ; তু. উপনিষদের 'বিত্ত'-'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ' (কঠ ১।১।২৭), 'ন বিত্তে না মৃতস্যাশান্তি [বৃহদারণ্যক] বিত্তৈষণা [ঐ])। কিন্তু এই ধন সাধনসম্পদ্ যখন, তখন তা 'ঋদ্ধি' বা বিভূতি; এই অর্থ স্পষ্টতই এই সব জায়গায় : ১।৯৯।১ (ধন পুড়িয়ে দেবার কোনও মানে হয় না), ৪।২৫।৭ ; ৫।২।১২ ; ১০।৯৯।৩ ; ২।১৭।৬ ; অন্য জায়গাতেও এ-অর্থ খাটে। কিন্তু সাধনজাত 'ঋদ্ধি' মূলত বিদ্যারই শক্তি ; সুতরাং বেদঃ = বিদ্যা—এই অর্থ; ৩।৬০।১, ৮।৮৭।২, 'বেদঃ' যেখানে উত্তরপদ সেখানেও। যারা 'অরি' দেবতাকে কিছু দেয় না, অর্থাৎ যারা যজ্ঞপন্থী নয়, তাদের 'বেদঃ'-এর কথাই বারবার উল্লেখ করা হচ্ছে (১।৮১।৯, ১০।১০৩।৬, ৪।২৫।৭); সম্ভবত এরা আর্য হয়েও বৌদ্ধ অর্থাৎ বুদ্ধিবাদী যোগী। ঋদ্ধি, বিভূতি, সিদ্ধি এগুলোর বিশেষ চর্চা তান্ত্রিক এবং যোগীদের মধ্যেই দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় মুনিসূক্তে মুনিদের অলৌকিক ক্ষমতার কথা।...প্রমগন্দ কি কীকটের এমনিতর কোনও মুনিব্রতী?] ঋদ্ধি। প্রমগন্দের মত ঋদ্ধি আমাদেরও হ'ক তোমার প্রসাদে।

নৈচাশাখং— [যাস্কের ব্যাখ্যা: 'নীচাশাখঃ নীচৈঃশাখঃ' (৬।৫২) ; দুর্গ তার ব্যাখ্যায় বলছেন 'নীচশাখাপ্রসূতস্য নীচবংশপ্রসূতস্য হীনকুলস্য'। নীচশাখ বলতে Hillebrandt মনে করেছেন সোমলতা, যার ডালগুলো নিচের দিকে ঝুলে পড়ছে ; কিন্তু এটা আন্দাজের কথা—সোমলতার ঠিক পরিচয় কেউ জানে না। শব্দটি আর কোথাও পাওয়া যায় না ; শুধু বৃত্রমাতা দানুর প্রসঙ্গে এক জায়গায় আছে, ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে সে 'নীচাবয়া' (= নীচাশাখা) হল, অর্থাৎ তার হাত দুটি শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ল। প্রমগন্দকে গাল দেবার ইচ্ছা থাকলে ঋষি তাঁকে নীচাবয়া বা নীচাশাখা দানুর ছেলে

বৃত্রাসুর বলতে পারেন বটে (মনে পড়ে, বুদ্ধ মায়াসুত বা অঞ্জনাসুত) ; কিন্তু বিশেষক্ষেত্রে প্রযুক্ত দানুর একটা বিশেষণ তার সাধারণ সংজ্ঞায় পর্যবসিত হবে, একথা জোর করে বলা যায় না। এইসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে। বুদ্ধদেব যে-গাছের তলায় সম্বোধি লাভ করেন, তার নাম 'অজপাল-নিগ্রোধো'; 'নিগ্রোধো' সংস্কৃতে 'ন্যগ্-রোধঃ' = নীচাশাখঃ। সুতরাং 'নৈচাশাখঃ' স্বচ্ছন্দে বুদ্ধের বিশেষণ হতে পারে। কিন্তু এই মন্ত্রটি নিরুক্তে ব্যাখ্যাত, প্রমগন্দের উল্লেখ পাচ্ছি নিঘন্টুতে। যাস্ক বুদ্ধের বহুপূর্বে, ব্রাহ্মণযুগের শেষের দিকে বর্তমান ছিলেন বলে পাশ্চাত্যপণ্ডিতদের ধারণা। তাহলে বুদ্ধদেবের ন্যগ্রোধের তলে সম্বোধি লাভ করার কথা কি কোনও প্রাচীনতর স্মৃতিকে বহন করছে? (মনে রাখতে হবে, ন্যগ্রোধ (Ficus Bengalensis ?) বিশেষ করে পুবদেশের গাছ)। উধ্বর্মূল অবাক্‌শাখ অশ্বত্থের কথা উপনিষদে আছে ; তাই ব্রহ্মবৃক্ষ বা সংসার বৃক্ষ। এর মূল পাই ঋগ্বেদে (১।২৪।৯) ; সেখানে ন্যগ্রোধের বর্ণনা সুস্পষ্ট—কিন্তু উপরের মূলকে বর্ণনা করা হচ্ছে 'স্তূপ' বলে, তার উপরে 'অমূল' মহাশূন্য। ন্যগ্রোধের ঝাঁকড়া মাথা, অথচ তার অসংখ্য 'শাখা' নেমে এসেছে নীচে—এই ছবিটি সেখানে স্পষ্ট। এই শাখাগুলি আলোকরশ্মি ('কেতবঃ') এবং তারা আমাদের অন্তর্নিহিত (অস্মে অন্তর্নিহিতাঃ স্যুঃ')। এইখান থেকে ন্যগ্রোধের তলায় বসে বোধিলাভের কথা কিন্তু আসতে পারে।...বর্তমান ঋকের নৈচাশাখ যদি কোথাও আদিবুদ্ধ হয়ে থাকেন, ঋষি কিন্তু তাঁর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন নন; কেননা মঘবাকে তিনি শুধু তাঁর বিদ্যা হরণ করতে বলছেন না, বলছেন 'তাকে আমাদের অধীন করে দাও (রন্ধয়া নঃ)' [দে-ভাজু] আর 'ত্ত-ভাজু'র ঝগড়া কি এতই প্রাচীন?]

লৌকিক স্মৃতি : ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন।।

কী কাজ তোমার করে কীকটদেশের গরুরা?—

না দেয় গরম দুধ, না তপ্ত করে ঘর্মাহুতির দুধ।

আমাদের মাঝে এনে দাও প্রমগন্দের ঋদ্ধি,

'নৈচাশাখকে', হে শক্তিধর, অধীন কর আমাদের।।

১৫

সসপরীরমতিং বাধমানা

বৃহন্ মিমায় জমদগ্নিদত্তা।

আ সূর্যস্য দুহিতা ততান

শ্রবো দেবেষ্ অমৃতম্ অজুর্যম।।

তারপর 'সসপরী' সম্পর্কিত দুটি ঋক্। সায়ণ উদ্ধরণ দিচ্ছেন : 'সসপরীদ্বৃচে প্রাসুরিতিহাসং পুরাবিদঃ। সৌদাস নৃপযজ্ঞে বৈ বসিষ্ঠাত্মজ শক্তিনা। বিশ্বামিত্রস্যাভিভূতং বলং বাক্ চ সমন্ততঃ।...তস্মৈ ব্রাহ্মীং তু সৌরীং বা নাম্না বাচং সসপরীম্। সূর্যবেশ্মন আহৃত্য দদুর্বৈ র্জমদগ্নয়ঃ। কুশিকানাং মতিঃ সা বাগ্ অমতিং তামপানুদৎ' (অনু. ভা. ৩।৫৩)।। এই ইতিহাসে বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের ঝগড়ার কথা ছাড়া নতুন-কিছুই নাই।

সসপরী— [সায়ণ বলছেন, 'সসপরীঃ সর্বতঃ শব্দরূপেণ সর্পণশীলা বাক্'। অভ্যস্ত √ সৃজ্‌কে কুটিলগমন অর্থে নিলে শব্দটি বোঝাতে পারে বিদ্যুৎকে—'সাপের মত এঁকে বেঁকে চলে যে'। আকাশে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে, তারপরেই শোনা যায় গর্জন—এইটি মাধ্যমিকা বা

অন্তরিক্ষচারিণী বাকের সুন্দর উদাহরণ। ঋগ্বেদে এই বাককে বলা হয়েছে 'গৌরী' (১।১৬৪।৪১) যার অর্থ 'শুভ্রা' (নি. ১১।৪০) অথবা প্রাণের প্রতীকরূপিণী 'গৌরমৃগী' দুইই হতে পারে। উপনিষদে আছে, ব্রহ্মের প্রকাশ বিদ্যুৎ-চমকের মত (কেন উপনিষদ)। প্রাতিভজ্ঞানের স্ফুরণও এই ভাবে হয়।] বিদ্যুচ্চকিতা। তাঁর আবির্ভাব অমতিং বাধমানা।

অমতিং বাধমানা— ['অমতি'—আদ্যুদাত্ত, অর্থ ক্লিষ্টবৃত্তি, অবিদ্যা, অপ্রতিভা (দ্র. ৩।৩৮।৮)] মনের অপ্রতিভাত বা স্তম্ভিত ভাবকে হটিয়ে দিয়ে।

বৃহৎ মিমায়— [তু. গৌরমিমেদ্ অণু বৎসম্ মিষন্তম্ ১।১৬৪।২৮ ; গৌরী মিমায় সলিলানি তক্ষতী ৪১,...। দুটি জায়গাতেই সৃষ্ট্যুন্মুখী বাক্ কল্পিতা হয়েছেন গাভী বা মৃগীরূপে। যাস্ক 'গৌঃ' আর 'ধেনুঃ' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন—'বাগ্ এষা মাধ্যমিকা ঘর্মধুক্ ইতি যাজ্ঞিকাঃ '(১১।৪১-৪২)। 'দ্যৌঃ পিতা' বৃষভ, সৃষ্টির মূলে তিনি বীজপ্রদ। সেই বীজকে ধারণ ও পোষণ করেন যে 'গৌঃ বা ধেনুঃ', তিনি আমাদের সঙ্গে নিত্যযুক্তা বাক্ অথবা জ্যোতিঃ,—দুয়েরই সাধারণ নাম 'স্বর্'। এই বাক্ এবং জ্যোতিই বেদান্তদর্শনের নাম ও রূপ—একটি ভিতরের শক্তি আর-একটি বাইরের। মূলত আকাশকে বৃষভ কল্পনা করার ফলেই বাক্ এবং জ্যোতি দুইই গো রূপে কল্পিতা হয়েছেন। 'মিমায়' < √ মা (হাম্বারব করা, হামলানো) + লিট্ অ। 'বৃহৎ'—ক্রি. বিণ: তু. বৃহদ্ বদেম ২।১।১৬...] উচ্চৈঃস্বরে হাম্বারব করে উঠলেন। এই হাম্বারবে নতুন সৃষ্টি হয় ; সৃষ্টির আদিতে এটি আকাশে কম্পমান প্রণবধ্বনি। বাকের দেবতা বৃহস্পতিও এমনি করে গর্জন করেন (আ রোদসী বৃষভো রোরবীতি) আর তাইতে বৃত্রের বাধা বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশিত হয় বিপুল জ্যোতির্লোক (৬।৭৩।১-৩)। নিস্তব্ধ

নিস্পন্দ ধ্যানচিত্তে সত্যের স্ফুরণের এই পরিচয়—সে যেন বিদ্যুতের ঝলকের পরে বজ্রের গর্জনের মত।

জমদগ্নিদত্তা— [ঋগ্বেদে ভার্গব জমদগ্নির রচিত এই মন্ত্রগুলি পাওয়া যায়: ৩।৬২।১৬-১৮ ; ৮।১০১ (তার ১৫-১৬ গোস্তুতি), ৯।৬২, ৯।৬৫, ৯।৬৭।১৬-১৮ ; ১০।১১০ (আপ্রীসূক্ত), ১০।১৩৭।৬ (এখানে জমদগ্নি সপ্তর্ষির একজন), ১০।১৬৭ (তার চতুর্থ মন্ত্রে বিশ্বামিত্র-জমদগ্নির একসঙ্গে উল্লেখ আছে)। তা ছাড়া প্রাচীন ঋষিরূপে তিনি স্মৃত হয়েছেন: ৭।৯৬।৩, ৯।৯৭।৫১। বিশ্বামিত্রের তৃতীয় মণ্ডল শেষ হয়েছে জমদগ্নির একটি তৃচে। জমদগ্নির 'জমৎ' শব্দের অর্থ নিঘন্টুমতে 'জ্বলন্ত' (১।১৭) ; যাস্কের ব্যাখ্যা, 'জমদগ্নয়ঃ প্রজামিতাগ্নয়ঃ (প্রভূতাগ্নয় ইতি দুর্গঃ) প্রজ্বলিতাগ্নয়ো বা' (৭।২৪)। 'সসর্পরী' বিশেষ-কোনও বিদ্যার নাম (উপনিষদে যেমন 'মধুবিদ্যা' 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যা' 'বারুণীবিদ্যা' ইতাদি।) বিশ্বামিত্র তা পান জমদগ্নির কাছ থেকে।] এই বিদ্যার প্রভাবের কথা দুটি ঋকেই বর্ণিত হয়েছে—এ যেমন দিব্যা, তেমনি পাঞ্চজন্যা। এই বিদ্যাই কি তাহলে সাবিত্রী?

সূর্যস্য দুহিতা— বিদ্যুৎতন্তুরূপিণী সসর্পরীবিদ্যা সূর্যের মেয়ে। এই কি সাবিত্রী—'সুযুম্ণঃ সূর্যরশ্মিঃ', যা ব্রহ্মরন্ধ্র অবলম্বনে জীবে-জীবে নিবিষ্ট হয়েছে? সসর্পরী বাক্‌কে যদি প্রাতিভজ্ঞানের বিদ্যুৎঝলকরূপে ধরা যায়, তাহলে সেও আসে ঐ আদিত্যমণ্ডল হতে। দ্র. 'শ্লোক' (১০)।

শ্রবঃ— [তু. অস্মাকমুত্তমং কৃধি শ্রবো দেবেষুসূর্য, বর্ষিষ্ঠং দ্যামিবোপরি ৪।৩১।১৫ ; পরীমে গামনেষত পর্যগ্নিমহৃষত দেবেষ্বক্রত শ্রবঃ ক ইমাঁ আ দধর্ষতি ১০।১৫৫।৫ ; শ্রবঃ সূরিভ্যো অমৃতং বসুত্বনম্ ৮।১৩।১২ । এই ধাতু হতে (√ শ্রু) 'শ্রবঃ' আর 'শ্লোকঃ'—দুটিরই মৌলিক অর্থ 'যা শোনানো হয়', স্তুতি, প্রশংসা

যশঃখ্যাপন। এই শেষের অর্থটি লৌকিক, যাস্ক এই অর্থটি নিয়েছেন। নিঘন্টুতে 'শ্রবঃ' ধন (২।১০)। যদি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ মনে রাখি, তাহলে 'শ্রবঃ' আর 'শ্লোকঃ' দুইই বোঝায় মন্ত্রকে এবং তাই থেকে মন্ত্রশক্তিকে—বিশেষ করে দেবতার বেলায়। মন্ত্রশক্তিই ব্রাহ্মণের শক্তি ; তাই যেমন ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্র, তেমনি ব্রাহ্মণের শ্রবঃ (বৈশ্যের 'ইষ্টি', শূদ্রের 'ইতি' ১।১১৩।৬)। মন্ত্রশক্তি চরমে ওঠে, যখন আমরা উজিয়ে যাই দ্যুলোকেরও ওপারে (৪।৩১।১৫)। তখনই আমরা পাই দেবগণের সাযুজ্য। এখানে তাকেই বলা হয়েছে **দেবেষু শ্রবঃ**] মন্ত্রবীর্য। সসপরী আমাদের মন্ত্রচেতনার বীর্য নিহিত করলেন দেবগণের মাঝে, বিশ্বদেবতা জাগলেন।

অমৃতম্ অজুর্যম্— মন্ত্রচেতনার যে-শক্তি অজর এবং অমর, অতএব যা আমাদেরও নিয়ে যায় জরামৃত্যুর ওপারে। অজরত্ব আর অমৃতত্বই আর্যসাধনার লক্ষ্য।

অবিদ্যার পুঞ্জমেঘে কালো হয়ে ছিল মনের দিগন্ত, তাকে চিরে সহসা ঝিলিক হানল সাবিত্রী বিদ্যার বিদ্যুৎ, বজ্রের গর্জনে থরথর কেঁপে উঠল আচ্ছন্ন চেতনা...নতুন সৃষ্টির উষার অরুণ হাতছানি ঐ যে দেখা যায়। আধারে প্রবুদ্ধ অনির্বাণ অগ্নির দান এই সাবিত্রী—সূর্যের মেয়ে, প্রভাতরল দ্যুতিতে নেমে এলেন অচিত্তির গভীরে, উদ্দীপ্ত মন্ত্রচৈতন্যকে নিয়ে গেলেন উত্তমজ্যোতির শাশ্বতধামে, তার বীর্যকে করলেন জরাহীন, মৃত্যুঞ্জয়:

বিদ্যুৎ-বিসর্পিণী মনের কুণ্ঠাকে ভেঙে দিয়ে

উচ্চনিনাদে গর্জে উঠলেন: জমদগ্নির দান যে তিনি।

সূর্যের দুহিতা আতত করলেন

মন্ত্রবীর্যকে বিশ্বদেবের মাঝে—অমৃত ও অজর রূপে।।

১৬

সসর্পরীরভরৎ তূযম্ এভ্যো

'ধি শ্রবঃ পাঞ্চজন্যাসু কৃষ্টিষু।

সা পক্ষ্যা নব্যম্ আয়ুর্ দধানা—

যাং মে পলস্তি-জমদগ্নয়ো দদুঃ।

এভ্যঃ— এদের কাছে, এদের মাঝে। এরা কারা? অবশ্যই বিশ্বামিত্রবংশীয়েরা। সসর্পরী লোকোত্তর ভূমি হতে সেই মন্ত্রবীর্যকে আবার ফিরিয়ে এনে নিহিত করলেন এদের মাঝে। কেন? না এই-শক্তি এখন হবে পাঞ্চজন্যাসু কৃষ্টিষু অধি।

পাঞ্চজন্যাসু কৃষ্টিষু অধি— [দ্র. 'জনেষু পঞ্চসু' ৩।৩৭।৯ । পঞ্চজনকে পাঁচটি লোক বা পাঁচটি কৌমের অর্থে নেবার কোন প্রয়োজন নাই। এখনও আমরা সাধারণভাবে 'সবাইকে' বোঝাতে বলি 'পাঁচজন'; 'পঞ্চায়েত' প্রথা এদেশের গ্রামীণ সভ্যতার ভিত্তি। ঋগ্বেদের 'পঞ্চজন' তাকেই বোঝাচ্ছে।] সর্বসাধারণ সাধকদের অধিনায়ক। এই মন্ত্রবীর্য বা সাবিত্রীশক্তিই বিশ্বামিত্রের 'ব্রহ্ম'—যা ভারতজনকে রক্ষা করছে (৩।৫৩।১২)।

পক্ষ্যা— [অনন্যপ্রয়োগ। মনে হয়, = 'পক্ষিণী', হয় ছন্দের অনুরোধে, নয়তো কোনও অপভ্রংশ শব্দ। সাবিত্রী মন্ত্রের ছন্দঃ গায়ত্রী ; এই গায়ত্রী সুপর্ণীরূপে গন্ধর্বলোক থেকে সোম নিয়ে এসেছিলেন, একথা ব্রাহ্মণে আছে। দ্র. 'শ্যেনঃ' ৩।৪৩।৭ ।] পক্ষিণী ; শ্যেনী।

আয়ুঃ— [< √ই (চলা)] চলৎশক্তি ; জীবনীশক্তি, জীবন। সাবিত্রীর মন্ত্রবীর্যই মানুষকে দ্বিজ করে, তাকে নতুন জন্ম দেয়।

পলস্তি-জমদগ্নয়ঃ— [পলস্তি শব্দের আর প্রয়োগ নাই। শব্দটি সংজ্ঞাবাচী, না

বিশেষণ? সম্ভবত 'পলিত' শব্দের রূপান্তর।] প্রাচীন জমদগ্নিরা; অর্থাৎ সেই বংশের কোনও ঋষি। গৌরবে বহুবচন। জমদগ্নি তাহলে বিশ্বামিত্রের আচার্য (দ্র. ১০।১৬৭।৪)।

নিমেষের মধ্যে সেই বিদ্যুদ্‌বিসর্পিণী ফিরে এলেন, দেবপুষ্ট মন্ত্রবীর্যকে নিহিত করলেন এখানকার এই সিদ্ধচেতনদের মাঝে, তারই বৈভবে তাঁরা হলেন বিশ্বজনের দিশারী।...কী সঞ্জীবন বীর্য আছে ঐ সুপর্ণীর মাঝে, যার ছোঁয়ায় নতুন প্রাণের আগুনধারা বয়ে যায় শিরায়-শিরায়...অনাদিযুগের অগ্নিসাধকের এ কী প্রসাদ পেলাম আমি:

বিদ্যুৎবাহিনী-বিসর্পিণী নিয়ে এলেন তখনই এঁদের তরে
সেই মন্ত্রবীর্য—নিখিল সাধককুলের দিশারী করতে এঁদের।
সে সুপর্ণী নতুন প্রাণ ঢেলে দেয়—
যাকে পলস্তিজমদগ্নি দিলেন আমায়।।

১৭

স্থিরৌ গাবৌ ভবতাং বীলুর্ অক্ষো

মেষা বি বর্হি, মা যুগং বি শারি।

ইন্দ্রঃ পাতল্যে দদতাং শরীতোর্,

অরিষ্টনেমে অভি নো সচস্ব।।

সায়ণ বলেন, সুদাসের যজ্ঞশালা হতে গাড়ি বোঝাই করে দক্ষিণার জিনিসপত্র

নিয়ে ঘরে ফেরবার আগে চারটি মন্ত্রে শুভযাত্রার প্রার্থনা জানাচ্ছেন এখন। মনে হয়, মন্ত্র কয়টি সাধারণ যাত্রার মন্ত্র—বিশ্বামিত্রের দ্বারা প্রবর্তিত।

স্থিরৌ— দৃঢ়াঙ্গ, অনেকখানি পথ চলেও যারা ক্লান্ত হবে না।

অক্ষঃ— যার দুই প্রান্তে চাকা বসানো থাকে সেই দণ্ড।

ঈষা মা বি বর্হি—[বি √বৃহ (খসে যাওয়া, ভেঙে পড়া) + লুঙ্ ত কর্মকর্তৃবাচ্যে] পাশের ডাণ্ডা যেন ভেঙে না পড়ে।

যুগং— জোয়াল।

মা বি শারি— [বি √ শৄ (আলগা হওয়া) + লুঙ্ ত] খসে না পড়ে।

পাতল্যে— দুটি গোঁজ, যাতে গরু দুটি জোয়ালের বাইরে না চলে যায়।

ইন্দ্রঃ শরীতোঃ দদতাম্— [√ শৄ (খসে পড়া) + (ঈ) তোঃ পঞ্চম্যর্থে] ইন্দ্র খসে পড়ার থেকে রক্ষা করুন্। বাঙালী যেমন যাত্রার সময় দুর্গাকে ডাকে, ঋষি তেমনি এখানে ইন্দ্রকে ডাকছেন। ইন্দ্র জাতীয় দেবতা, দেবরাজ—সুখে-দুঃখে নিত্যসঙ্গী।

অরিষ্টনেমে— ['অরিষ্ট' অবিশীর্ণ 'নেমি' চাকার ঘের যার। রথের সম্বোধন। তার্ক্ষ্যের বিশেষণ ১।৮৯।৬ ; রথের ১।১৮০।১০ ; দ্র. তার্ক্ষ্যসূক্ত ১০।১৭৮,—তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি সেখানে রাজীরূপ সূর্য।]

নঃ অভিসচস্ব— (হে রথ, অরিষ্টনেমি হয়ে) আমাদের সঙ্গী হয়ে থেকো, পথে চাকার ঘের যেন কোথাও খসে না যায়।

ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন।

শক্তসমর্থ থাকে যেন গরু দুটি, শক্ত থাকে অক্ষদণ্ডটি,

ঈষা যেন ভেঙে না পড়ে, জোয়াল যেন আলগা না হয়ে যায়।

ইন্দ্র গোঁজ দুটিতে ফসকে যেতে না দেন যেন,

হে রথ, তোমার চাকার ঘেরে কিছু না হয় যেন, আমাদের সঙ্গী হয়ে থেকো তুমি।

১৮

বলং ধেহি তনূষু নো
বলম্ ইন্দ্রা=ন লুৎসু নঃ।
বলং তোকায় তনয়ায় জীবসে
ত্বং হি বলদা অসি।

এটি যেন মাঝখানে একটি সাধারণ স্বস্তিবচন। যদি যাত্রার সঙ্গে এর সম্পর্ক থেকে থাকে, তাহলে ঋষি ছেলে-পুলে নিয়ে একজায়গা থেকে আর-একজায়গায় যাচ্ছেন এই ধরে নিতে হয়।

অনলুৎসু— (গাড়ি (অনস্) বইছে (বহ্) যে-) ষাঁড়েরা তাদের মাঝে।

তোকায় তনয়ায়— [তু. ধনস্পৃতং উক্থ্যং বিশ্বচর্ষণিং তোকং পুষ্যেম্ তনয়ং শতং হিমাঃ ১।৬৪।১৪ ; উষস্তচ্চিত্রমাভরাস্মভ্যং...যেন তোকং চ তনয়ং চ ধামহে ১।৯২।১৩ ; তোকং চ তনয়ং চ বর্ধতে যং যং যুজং কৃণুতে ব্রহ্মণস্পতিঃ ২।২৫।২ ; অপ বাধধ্বং বৃষণ-স্তমাংসি ধত্ত বিশ্বং তনয়ং তোকমস্মে (মরুতঃ) ৭।৫৬।২০ ; তস্মিন্না (সুদাসি) তোকং তনয়ং দধানাঃ (দেবাঃ) ৭।৬০।৮; অরাবীদংশুঃ সচমান ঊর্মিণা দেবাব্যং মনুষে পিন্বতি ত্বচম্, দধাতি গর্ভমদিতেরুপস্থ আ যেন তোকং চ তনয়ং চ ধীমহে ৯।৭৪।৫ ; অপাং তোকস্য তনয়স্য জেষে ৬।৪৪।১৮ ; ১।১০০।১১ ; তোকস্য সাতৌ তনয়স্য ভুরেঃ ২।৩০।৫ ; নরস্তোকস্য তনয়স্য সাতৌ ৪।২৪।৩ ; যেন তোকস্য তনয়স্য সাতৌ মংসীমহি ৬।১৯।৭ ; যদ্ বাং হবন্ত উভয়ে অধ স্পৃধি নরস্তোকস্য তনয়স্য সাতিষু ৭।৮২।৯ ; ত্মনে তোকায় তনয়ায় মৃল় ১।১১৪।৬ ;

২।৩৩।১৪ ; ভবা তোকায় তনয়ায় শংযোঃ (অগ্নি) ১।১৮৯।২ ; যচ্ছা তোকায় তনয়ায় শংযোঃ (অগ্নি) ৪।১২।৫ ; যেন তোকায় তনয়ায় ধান্যং বীজং বহধ্বে অক্ষিতং (মরুতঃ) ৫।৫৩।১৩ ; রায়ে মিত্রাবরুণা সর্বতাতে লে তোকায় তনয়ায় শং যোঃ ৫।৬৯।১৩; ধাত তোকায় তনয়ায় শংযোঃ (আপঃ) ৬।৫০।৭ ; মামহর্ন্ত শর্ম তোকায় তনয়ায় গোপাঃ ৭।৫২।২: বর্তি স্তোকায় তনয়ায় যাতম্ (অশ্বিনৌ) ৮।৯।১১ ; পশ্বে তোকায় তনয়ায় জীবসে ১০।৩৫।১২ ; মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ৌ, মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ (রুদ্র) ১।১১৪।৮ ; তোকে হিতে তনয় উর্বরাসু সূরো দৃশীকে বৃষণশ্চ পৌংস্যে, ইন্দ্রো নো অত্র বরুণা স্যাতাম্ ৪।৪১।৬ ; তোকেবা গোষু তনয়ে যদ্ অপ্সু বি ক্রন্দসী উর্বরাসু ব্রবৈতে ৬।২৫।৪ ; বি তোকে অপ্‌সু তনয়ে চ সূরে অবোচন্ত চর্ষণয়ো বিবাচঃ ৬।৩১।১ ; নাস্য বর্তা ন তরুতা ন্বস্তি মরুতো যমবথ বাজসাতৌ, তোকে বা গোষু তনয়ে যমপ্সু স ব্রজং দর্তা পার্যে অধ দ্যোঃ ৬।৬৬।৮ ; অবিষ্টং ধীষ্বশ্বিনা ন আসু প্রজাবদ্ রেতো অহ্বয়ং নো অস্তু, আ বাং তোকে তনয়ে তূতুজানাঃ সুরত্নাসো দেববীতিং গমেম ৭।৬৭।৬; প্রাবৎ তোকে তনয়ে তূতুজানা (মে গীঃ) ৭।৮৪।৫ ; প্রাব নস্তোকে তনয়ে সমৎস্বা (অগ্নি) ৮।২৩।১২ ; অগ্নিং তোকে তনয়ে শশ্বদীমহে বসুং সন্তং তনূপাম্ ৮।৭১।১৩ ; অর্চন্তি তোকে তনেয়ে পরিষ্টিষু মেধসাতা বাজিনম্ (ইন্দ্রম্) অহ্বয়ে ধনে ১০।১৪৭।৩ ; মা ন স্তোকেষু তনয়েষু রীরিষঃ ৭।৪৬।৩। আবার, স রত্নং মর্ত্যো বসু বিশ্বং তোকমুত ত্মনা অচ্ছা গচ্ছত্য স্তৃতঃ ১।৪১।৬; স (অশ্বিনোর্যজমানঃ) তোকমস্য পীপরচ্ছ মীভিরনূর্ধ্বভাসঃ সদমিৎ তুতুর্যাৎ ৫।৭৭।৪; অগ্নে তোকং তনয়ং নো দাঃ ৬।১৩।৬; পর্ষি তোকং তনয়ং পতৃভিষ্টম্...অগ্নে ৬।৪৮।১০; তোকং তোকায়

শ্রবসে বহন্তি ৭।১৮।২৩; ত্যে নো মরুতো...ধিয়ং তোকং চ বাজিনো হবন্তু ৭।৩৬।৭; রক্ষা তোকমুত ত্মনা (অগ্নি) ৮।৮৪।৩; সমোহে বা য আশত নরস্তোকস্য সনিতৌ বিপ্রাসো বা ধিয়ায়বঃ ১।৮।৬ ; ত্রাতা তোকস্য তনয়ে গবাম্ অসি (অগ্নিঃ) ১।৩১।১২; অগ্নে তোকস্য নস্তনে তনূনাম্ অপ্রযুচ্ছন্ ২।৯।২ ; মাকিস্তোকস্য গো রিষৎ ৮।৬৭।১১ ; কৃধি তোকায় জীবসে ৮।৬৭।১২ ; ত্বং সোম সূর এষ স্তোকস্য সাতা তনূনাম্ ৯।৬৬।১৮ ; অস্মভ্যং তোকা তনয়ানি ভূরি (সোমের কাছে প্রার্থনা) ৯।৯১।৬ ; রক্ষা ণো অগ্নে তনয়ানি তোকা রক্ষোত নস্তন্বো অপ্রযুচ্ছন্ ১০।৪।৭; যথা নো অদিতিঃ করৎ...তোকায় রুদ্রিয়ম্ ১।৪৩।২ ; কস্তোকায় ক ইভায়োত রায়ে হধি ব্রবৎ তন্বে কো জনায় ১।৮৪।১৭ ; তোকায় তুজে শুশুচান শং কৃধি (অগ্নি) ৪।১।৩ ; নূ মিত্রো বরুণো অর্যমা নস্ত্মনে তোকায় বরিবো দধন্ত ৭।৬২।৬ ; পশ্বে তোকায় শংগবে বহতম্ (অশ্বিনৌ) ৮।৫।২০ ; বিঘ্নন্তো দুরিতা পুরু সুগা তোকায় বাজিনঃ (সোমাঃ)...কৃণ্বন্তঃ ৯।৬২।২ ; ইষং তোকায় নো দধদ্...আপবস্ব (সোম) ৯।৬৫।২১ ; যমগ্নে যজ্ঞং (ত্বাম্) উপযন্তি বাজিনো নিত্যে তোকে দীদিবাংসং স্বে দমে ২।২।১১; উভে যৎ তোকে তনয়ে দধনা ঋতস্য সামন্ রণয়ন্ত দেবাঃ ১।১৪৭।১ ; উভে তোকে তনয়ে দস্ম বিশ্‌পতে পর্ষি রাধো মঘোনাম্ ৮।১০৩।৭ । আবার, মনু স্তোক্‌মেব রোহতু (তোক্‌ম = চারাগাছ) ১০।৬২।৮; বিদা গাধং তুচে তুনঃ (অগ্নি) ৬।৪৮।৯ ; তুচে তনায় তৎ সু নো দ্রাঘীয় আয়ুর্জীবসে...কৃণোতন ৮।১৮।১৮; তে (দেবাঃ) নো অদ্য নো অপরং তু চে তু নো ভবন্তু বরিবোবিদঃ ৮।২৭।১৪; নিঘন্টুতে অপত্যনামের প্রথমেই আছে 'তুক, তোকম্, তনয়ঃ' (২.২) ; যাস্কের মতে 'তোক' পুত্র, 'তনয়' পৌত্র (১০।৭, ১২।৬)। 'তোক' < √ তুচ্ ‖ ত্বচ্ (একটির অর্থ গুটিয়ে যাওয়া, আর-একটি ছড়িয়ে পড়া; অনুরূপ √তন্ √যম্; তু. 'তুচ্ছ্য' =

অতিক্ষুদ্র); মূল অর্থ তাহলে 'বীজ' তু. 'তোকম' ১০।৬২।৮। অনেক জায়গাতেই 'তোক-তনয়ের' অর্থ 'পুত্র-পৌত্র' ; কিন্তু সব জায়গায় নয়। কোথাও-কোথাও ব্যঞ্জনা ভিতরের চিদ্বীজের দিকে ; সেখানে সাধারণ অর্থ খাটে না : ৭।৫৬।২০ (এখানে অন্ধকার দূর করার কথায় তোক-তনয়ের ব্যঞ্জনা আধ্যাত্মিক হয়ে পড়ছে), তেমনি ১।১০০।১১, ৬।৪৮।১০, ২।৩০।৫, ৬।১৯।৭, ৭।৮২।৯, ৫।৫৩।১৩, ৮।৯।১১, ৪।৪১।৬, ৬।২৫।৪, ৬।৩১।১, ৬।৬৬।৮, ৭।৬৭।৬, ৭।৮৪।৫, ৮।২৩।১২, ১০।১৪৭।৩, ১।৪১।৬, ৫।৭৪।৪, ৭।৩৬।৭, ১।৮।৬, ১।৩১।১২, ৯।৬৬।১৮, ৪।১।৩, ৯।৬২।২, ২।২।১১, ১।১৪৭।১, ৮।১০৩।৭, ৬।৪৮।৯, ৮।২৭।১৩। এই ঋক্‌গুলিতে কোথাও স্পষ্টত, কোথাও বা আভাসে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা আছে। বৈদিক ঋষির জীবনদর্শনের একটা দিক এই প্রসঙ্গে এখানে আলোচ্য। উপনিষদে কোথাও-কোথাও পুত্রৈষণার নিন্দা আছে। নিশ্চয়ই তা বৈরাগী মুনির মত, গৃহস্থ ঋষির নয়। ঋষির লক্ষ্য, প্রজাতন্তুর বিচ্ছেদ না হয় (তৈ.উ.)। আপাতদৃষ্টিতে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি এ-কামনা থাকে, 'আমার কুলে অব্রহ্মবিৎ যেন না জন্মায়' এবং পিতার সাধনালব্ধ প্রজ্ঞা যদি মৃত্যুকালে উত্তরাধিকার রূপে পুত্রে সঞ্চারিত করবার ব্যবস্থা থাকে (পিতাপুত্রীয় সম্প্রদান, কৌ. উ.), তাহলে পুত্রৈষণার তাৎপর্য দাঁড়ায় অন্যরকম। পুত্রোৎপাদন এবং পুত্রের শিক্ষার দ্বারা দেবঋণ পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ শোধ করা তখন হয় সামাজিক প্রগতির অনুকূল গৃহস্থের অবশ্যকর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে সুপ্রজননবিদ্যার অনুশীলন প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল (বৃ.উ.)। যোনিবংশ ও বিদ্যাবংশের ধারা একই খাতে বয়ে চলবে এই ছিল প্রাচীন আদর্শ। এই দিক থেকে পুত্রৈষণা সামাজিক কর্তব্য।...কিন্তু পুত্র যে কেবল পত্নীর গর্ভেই জন্মায়, তা নয়। দেবতাও আমার মধ্যে

পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন—আমার এই পার্থিব তনুই ব্রহ্মযোনি অদিতি, তাতে নিক্ষিপ্ত হয় অমৃতচেতনার চিদ্বীজ, সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে হয় 'তোক' আর অবিচ্ছিন্ন সন্ততিতে পুষ্ট হয়ে হয় 'তনয়' (৯।৭৪।৫)। আবার আমার এই দেহই অগ্নিশালা, তাতে বৈশ্বানর চিদগ্নি জ্বলছেন যে 'নিত্য-কুমারের' পানে চেয়ে, সে তো তাঁরই প্রতিভূরূপে আমিই (২।২।১১)। অমৃতের দেবতা সোম এই কুমারের পুষ্টির পথকে সুগম করেন তার সকল বিঘ্ন হটিয়ে দিয়ে (৯।৬২।২)। আমার মাঝে এই কৌমার চেতনা আমারই ধ্যানতন্ময়তার ফল (৭।৩৬।৭)। এই কুমারকে লাভ করাই ('তোকসাতিঃ ১০।২৫।৯ ; ৬।১৮।৬ ; ১।১০০।১১; ২।৩০।৫; ১।৮।৬; এই প্রসঙ্গে সর্বত্রই সংগ্রামের উল্লেখ আছে, —অনেক বাধা জয় করে তবে কুমারকে পাওয়া যায়) মানুষের পুরুষার্থ। বাইরে যেমন তোক-তনয়ের দ্বারা যোনিবংশের বিস্তার হয়, তেমনি অন্তরে চলে বিদ্যাবংশের বিস্তার—তাই তোক-তনয় মানুষ ও দিব্য দুই রকম (১।১৪৭।১ ; ৮।১০৩।৭)। মনে রাখতে হবে ; অগ্নি, আমারই 'সহসঃ সূনুঃ', ইন্দ্র শবসঃ পুত্রঃ (৮।৯২।১৪; ঋভুরাও 'শবসো নপাতঃ' ১।১৬১।১৪, ৪।৩৪।৬, ৩৫।১, ৮, ৩৭।৪) ; দেবতা আমাতে জন্মগ্রহণ করেন যখন, আমার সত্ত্বশুদ্ধির ফলে, তখন অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তিনি আমারই 'তোক' এবং 'বর্ধমানঃ স্বে দমে' তিনি আমারই 'তনয়'।] পুত্র-পৌত্রের মাঝে।

জীবসে— [√ জীব + অসে তু মুনর্থে] দীর্ঘজীবী হবার জন্য।

বলদাঃ— [তু. য আত্মদা বলদাঃ (হিরণ্যগর্ভঃ) ১০।২।১২১] বলদাতা।

ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন।

বল আধান কর তনুতে আমাদের,

বল আধান কর হে ইন্দ্র, শকটবাহীদের মাঝে আমাদের,

বল আধান কর পুত্র ও সন্ততিদের মাঝে দীর্ঘ জীবনের তরে,—

তুমিই যে বলদাতা ওগো।।

১৯

অভি ব্যয়স্ব খদিরস্য সারম্

ওজো ধেহি স্পন্দনে শিংশপায়াম্।

অক্ষ বীলো বীলিত বীলয়স্ব

মা যামাদ্ অস্মাদ্ অব জীহিপঃ নঃ।।

অভি ব্যয়স্ব— [তু. অপো মহি ব্যয়তি চক্ষসে তমঃ (উষাঃ) ৭।৮১।১ ; আ বো হার্দি ভয়মানো ব্যয়েয়ম্ ২।২৯।৬ ; অগ্নের্বর্ম পরি গোভি র্ব্যয়স্ব ১০।১৬।৭ । < √ ব্যা (চেষ্টা করা, জড়িয়ে ধরা)। সায়ণের মতে কর্তা ইন্দ্র। কিন্তু সমস্তটি ঋক্ 'অক্ষকে' সম্বোধন ক'রে, এও হতে পারে। পরের ঋকে তেমনি 'বনস্পতি'কে সম্বোধন করা হয়েছে। অচেতনে চেতনার উপচার মন্ত্রবিদ্যায় খুবই স্বাভাবিক।] জড়িয়ে ধর, নিজের মধ্যে আকর্ষণ কর।

খদিরস্য সারম্— খয়ের কাঠের সার। সায়ণ বলেন, এই দিয়ে 'আণি' বা গোঁজ তৈরী হয়েছে। খয়ের কাঠ শুভ সত্তা বলে প্রসিদ্ধ।

স্পন্দনে— [অনন্য প্রয়োগ। সায়ণ 'রথস্য গমনে গতি'। Geldner. Spandana (-halz)। গত্যর্থক √ স্পন্দ্-এর প্রয়োগ:

অস্পন্দমানো অচরদ্ বয়োধাঃ (অগ্নিঃ) ৪।৩।১০ ; তে (মরুতঃ) স্পন্দ্রাসো নোক্ষণঃ ৫।৫২।৩ ; — ৫২।৮, ৮৭।৩, অগ্নির বিশেষণ ৬।১২।৫ । সুতরাং 'স্পন্দন' = যা চলে; গাড়ির চাকা। এই চাকার বেড় পশ্চিমে আজও শিশুকাঠ দিয়ে তৈরী হয়] চলন্ত চাকায় (ওজ আধান কর, হে অক্ষ, যাতে তার বেড়টা না খসে যায় ; তু. আগের ঋকের 'অরিষ্টনেমি'।)

শিং শপায়াম্— শিশু কাঠে (যা দিয়ে 'স্পন্দন' তৈরী হয়েছে)।

বীলো বীলিত বীলয়স্ব— হে দৃঢ় (অক্ষ), তোমাকে মন্ত্রদ্বারা দৃঢ় করেছি, তুমি দৃঢ় থেকো।

অস্মাৎ যামাৎ— এই যাত্রা থেকে।

মা অব জীহিপঃ— [অব √ হ্ব (চলা) + ণিচ্ + লুঙ্স্] নিচে ফেলে দিও না।

ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন।

নিজের মাঝে পুরে নাও খয়ের কাঠের সারকে,
বজ্রবীর্য আধান কর চলন্ত চাকার শিশুকাঠে;
হে অক্ষ, হে দৃঢ়, হে দৃঢ়ীকৃত, দৃঢ় থাক—
এই যাত্রা থেকে নিচে ফেলে দিও না আমাদের।।

২০

অয়ম্ অস্মান্ বনস্পতির্
মা চ হা মা চ রীরিষৎ।
স্বস্ত্য্ আ গৃহেভ্য' আ'বসা
আ বিমোচনাৎ।।

বনস্পতিঃ— [সা. 'বনস্পতি নির্মিতো রথঃ'। বনস্পতি আবার অগ্নিরও নাম। এখানে রথকে বনস্পতি বলার সঙ্গে-সঙ্গে অগ্নিদেবকেও স্মরণ করা হল, তিনিও পথের সঙ্গী হয়ে চলবেন।] সেরা কাঠের (তৈরী রথ)।

মা হাঃ— [√ হা (ত্যাগ করা) + লুঙ্ দ্ স্থানে স্] যেন ছেড়ে না যায়।

মা রীরিষৎ— [√ রিষ্ (অনিষ্ট হওয়া) + ণিচ্ + লুঙ দ্] যেন দুর্ঘটনা না ঘটায়।

আ অব সৈ—[তু. বি মুচ্যা বয়ো নিষীদ হবসায়াশ্বান্ (ইন্দ্র)...১।১০৪।১ ; এখানে 'অব-সৈ = অব-সায়ে। অনন্য প্রয়োগ < অব্ √ সো || সা + 0] (যাত্রার) অবসান পর্যন্ত।

আ বিমোচনাৎ— (গরু) খুলে দেওয়া পর্যন্ত (স্বস্তি হ'ক, কোন বিপদ যেন না ঘটে)।

ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন।

এই 'বনস্পতি' আমাদের

যেন ছেড়ে না যান্, যেন বিপদ না ঘটান!

স্বস্তি হ'ক ঘর পর্যন্ত, যাত্রার শেষ পর্যন্ত,

গরুদের খুলে দেওয়া পর্যন্ত।।

২১

ইন্দ্রো তিভির্ বহুলাভির্ নো অদ্য

যাচ্ছ্রেষ্ঠাভির্ মঘবঞ্ ছূর জিন্ব।

যো নো দ্বেষ্ট্য্ অধরঃ সস্ পদীষ্ট

যম্ উ দ্বিষ্মস্ তম্ উ প্রাণো জহাতু।।

এইবার অভিশাপের পালা ২১-২৪ এই চারটি ঋকে। ঋক্‌গুলি থেকে বোঝা যায় না, বিশ্বামিত্র শাপ দিচ্ছেন কাকে। বিশ্বামিত্র-বসিষ্ঠের ঝগড়ার কথা পুরাণে আছে। বসিষ্ঠমণ্ডলের শেষ সূক্তটি (৭।১০৪) রক্ষোঘ্নসূক্ত, তার শেষের দিকে কিছু শাপাশাপি আছে। Geldner মনে করেন, ঐ সূক্তের সঙ্গে এই সূক্তশেষের একটা সম্পর্ক আছে: বর্তমান মন্ত্রের 'অধরঃ সম্পদীষ্ট'র জবাব যেন অধমস্পদীষ্ট (৭।১০৪।১৬)। দুটি সূক্তের এই অংশগুলিতে যেন তন্ত্রের বাণচালা-চালির আভাস আছে।...সায়ণ কিন্তু বলছেন আসলে ঝগড়াটা বসিষ্ঠে-বিশ্বামিত্রে নয় বসিষ্ঠে-সুদাসে, —কোন কারণে সুদাঃ বসিষ্ঠের উপর চটে যান। সে যাই হউক, দুটি ঋষির ঝগড়ার কথাটা কিংবদন্তী হয়ে আজও বেঁচে আছে—বসিষ্ঠ গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা আজও এই ঋক্‌গুলোর বেলায় কানে আঙ্গুল দেন (সায়ণ, ভাষ্য ; দুর্গ, নিরুক্ত ব্যাখ্যা ৪।১৪)।

উতিভিঃ— [√ অব্ + ক্তি ; সগোত্র শব্দ 'অবঃ'। দুটি শব্দের লিঙ্গভেদে ব্যঞ্জনার ভেদ আছে। 'অবঃ' দেবতার প্রসাদ, যা জ্যোতির পরিবেষে আমাদের ঘিরে আছে। তার সক্রিয় প্রকাশ 'ঊতি'—যা রক্ষাকবচের মত বাইরের বাধাকে ঠেকিয়ে রাখে। বর্তমান ঋকে এই অর্থটি স্পষ্ট।] পরিরক্ষিণী শক্তিসমূহ নিয়ে, রক্ষাকবচ নিয়ে। তন্ত্রে দেবমন্ত্রের কবচের ব্যবস্থা আছে।

যা চ্ছ্রেষ্ঠাভিঃ— [অনন্যপ্রয়োগ। অনুরূপ: 'যাদ্‌-রাধ্যম্' ২।৩৮।৮ । তু. অ. বে. যাবচ্ছ্রেষ্ঠাভিঃ ৭।৩১।১ (G)।] যার থেকে শ্রেষ্ঠ আর-কিছুই হতে পারে না, সর্বশ্রেষ্ঠ।

অধরঃ পদীষ্ট— ['পদীষ্ট'- √ পদ্ (চলা) + আশীর্লিঙ্ ঈষ্ট] নীচে পড়ে যাক, ধুলোয় লুটাক।

প্রাণঃ— [তু. আয়ুর্ন প্রাণঃ (অগ্নিঃ, 'আয়ুঃ' এখানে প্রাণের বিশেষণ) ১।৬৬।১ ; বিশ্বস্য হি প্রাণনং জীবনং ত্বে (উষসি) ১।৪৮।১০ ; যো বিশ্বস্য জগতঃ প্রাণতস্পতিঃ (ইন্দ্রঃ) ১।১০১।৫ ; যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব (প্রজাপতিঃ)

১০।১২১।৩ ; অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্, জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম্ ১০।৫৯।৬ ; প্রাণাদ্ বায়ুরজায়ত ১০।৯০।১৩ ; অন্তশ্চরতি রোচনা অস্য প্রাণাদপানতী (শক্তিঃ) ১০।১৮৯।২ ; যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি ১০।১২৫।৪। আরও তু. অদ্যেদু প্রাণীৎ (পদপাঠঃ প্র আণীৎ) ১০।৩২।৮ ; আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদেকম্ ১০।১২৯।২। সংহিতায় মূল √ অন্ (শ্বাস নেওয়া বা ছাড়া) ধাতু পাওয়া যাচ্ছে ; তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুটি উপসর্গ 'প্র' এবং 'অপ'। ধাতব প্রয়োগের বেলায় 'অপ' ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়েও পদপাঠে বিশ্লিষ্ট (১০।১৮৯।২ ; এই একটি মাত্র প্রয়োগ) ; 'প্র' এক জায়গায় ধাতু হতে বিযুক্ত (১০।৩২।৮), অন্যত্র সংযুক্ত (১।১০১।৫ ; ১।১২১।৩ ; ১০।১২৫।৪)। প্র √ অন্ হতে নিষ্পন্ন নাম 'প্রাণ' এবং 'প্রাণন' কোথাও বিশ্লিষ্ট নয়। এই থেকে মনে হয়, 'প্রাণ' শব্দটি প্রাচীন, √ অন্ ধাতুর মতই তার অর্থ সামান্যত শ্বাস-প্রশ্বাস দুইই। উপনিষদে একেই বলা হয়েছে 'মুখ্য প্রাণ'—যা পরে পাঁচটি প্রাণবৃত্তিতে বিভক্ত হয়েছে। জীবনীশক্তি বোঝাতে সবচাইতে প্রাচীন শব্দ আমরা পাচ্ছি 'অসু' যার অর্থ সামান্যত স্পন্দশক্তি এবং তাই থেকে বলক্রিয়া বা ক্রিয়াসামর্থ্য। সুতরাং 'অসু' অনেকটা নির্বিশেষ, তাই দেবতারও থাকতে পারে। তার সামান্যত পরিশেষ রূপ হল 'জীব' (এক জায়গায় 'জীবো অসুঃ' বাক্যাংশের প্রয়োগ আছে, ১।১১৩।১৬)। তা থেকেই বিশিষ্ট জীবধর্ম শ্বাসক্রিয়া বোঝাতে 'প্রাণ'। শ্বাস নেওয়ার চাইতে শ্বাস ছাড়াটাই বিশেষ নজরে আসে—যেমন শ্বাস চলছে কিনা বোঝাবার জন্য নাকের কাছে তুলো ধ'রে। তাই প্রাণ যখন বিশেষ শ্বাসক্রিয়া বোঝাতে শুরু করল, তখন তার অর্থ হল 'প্রশ্বাস' ; এই অর্থই পাচ্ছি ১০।১৮৯।২ এ, আর এইখানেই প্রথম পাচ্ছি আর-একটি শ্বাস-ক্রিয়ার পরিচয়। 'প্রাণ' যদি প্রশ্বাস (দুটি শব্দের উপসর্গ সাম্য

লক্ষণীয়), তাহলে 'অপান' নিশ্বাস। যোগশাস্ত্রেও এদের এই অর্থ: অপান বায়ুই প্রাণকে টেনে ভিতরে ঢোকায়, তাই নিশ্বাস; পতঞ্জলিও আগে বলছেন প্রাণের 'প্রচ্ছর্দন', তারপরে বিধারণ (যো. সূ. ১/৩৪)। ঋগ্বেদে 'প্রাণ' 'অপান' এই দুটি বায়ুরই উল্লেখ পাই ; তার মধ্যে 'প্রাণ' তৃতীয় মণ্ডলেও যখন পাওয়া যাচ্ছে, তখন শব্দটি প্রাচীন বলে ধরে নেওয়া যায়। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে এবং প্রাচীন উপনিষদে 'প্রাণ-অপান' এই জোড়ার কথাই বেশী পাওয়া যায়। এই ক্রিয়ারই সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণে 'সমান' 'উদান' ও 'ব্যানের' কথা' পরে এসেছে। সাম্য বোঝাতে সমান শব্দের প্রয়োগ ঋগ্বেদে অনেক আছে। প্রাণ-অপানের মাঝে সাম্যস্থাপন করে যে বায়ু, তা 'সমান' (কিন্তু ব্যুৎপত্তি কি?)। 'সম' এর অর্থ গুটানো, 'বি'র অর্থ ছড়ানো; সুতরাং সমানের ক্রিয়ার বিপরীত হল 'ব্যান'। 'উদানের' ক্রিয়া আরও সূক্ষ্ম। উদ্বুদ্ধ চেতনায় প্রাণ বা বায়ুর স্রোত যখন মাথার দিকে উঠে যায়—যেমন ভাব বা আবেশের ঘোরে হতে পারে—তখনই পাই উদান বায়ুকে (স্মরণীয়, পালিতে ভাবাবেগে উচ্চারিত বুদ্ধবাণীর নাম 'উদান')। উদান ও ব্যানের কথা বাজসনেয়ী সংহিতাতেও আছে (১৪।৮, ১২, ১৪ ; ১৫।৬৪)।]

প্রশ্বাস বায়ু, দম।

ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন।

হে ইন্দ্র, বিচিত্র রক্ষিণী-শক্তিদের দিয়ে আমাদের আজ

উদ্যত কর, হে শক্তিধর, হে প্রাণোচ্ছল! — সে-শক্তিদের চাইতে শ্রেষ্ঠ আর তো কিছুই নাই।

যে আমাদের দ্বেষ করে, সে নিপাত যাক্!

যাকে আমরা দ্বেষ করি, তার প্রাণ বেরিয়ে যাক্!

২২

পরশুং চিদ্ বি তপতি
শিম্বলং চিদ্ বি বৃশ্চতি।
উখা চিদ্ ইন্দ্র যেষন্তী
প্রযস্তা ফেনম্ অস্যতি।।

পরশুম্— [তু. তষ্টেব বৃক্ষং...পরশ্বেব নি বৃশ্চসি ১।১৩০।৪ ; অভীদু শক্রঃ পরশু র্যথা বনং পাত্রেব ভিন্দন্ ত্সত এতি রক্ষসঃ (এইখানে উলটো কুঠার চালানোর কথা পাওয়া যাচ্ছে ; আবার পুরাণে আছে বিশ্বামিত্র রাক্ষস লেলিয়ে দিয়েছিলেন বসিষ্ঠের পিছনে) ৭।১০৪।২১ ; দেবাস আয়ন্ পরশূঁর বিভ্রন্ বনা বৃশ্চন্তো ১০।২৮।৮ ; শিশীতে নূনং পরশুং স্বায়সং যেন বৃশ্চাদেতশো ব্রহ্মণস্পতিঃ ১০।৫৩।৯, (এখানে শান দেওয়া আর ফাড়ার কথা একসঙ্গে আছে)। পণ্ডিতেরা বলেন 'পরশু' বৈদেশিক শব্দ।] কুঠার।

চিৎ— যেন। উপমা বোঝাচ্ছে ; উপমেয় হল বিশ্বামিত্রের মন্ত্রশক্তি ; রামায়ণে তাঁর বলা এবং অতিবলা নামে দুটি মারণ মন্ত্রের উল্লেখ আছে।

বি তপতি— তপ্ত করছে—শান দিয়ে ; শান দিচ্ছি। তু. ১০।৫৩।৯ । কর্তা বিশ্বামিত্রের অভিচার মন্ত্র, অথবা বিশ্বামিত্র স্বয়ং (কিন্তু তাহলে ক্রিয়াপদের অধমপুরুষের প্রয়োগ ঠিক খাপ খায় না)।

শিম্বলং চিদ্— শিমুল কাঠের মত। তাকে ফাড়া খুব সহজ।

বি বৃশ্চতি— দুভাগ করে ফেড়ে ফেলছে (শত্রুকে)। কে? অভিচার মন্ত্র অথবা তার প্রযোক্তা।

উখা— [তু. উখা ভ্রাজন্তী ১।১৬২।১৫] স্থালী, কড়া।

যেষন্তী— [< √ যেষ্ (টগবগ করে ফোটা)]

প্রযস্তা— [√ যস্ (তপ্ত করা)। উখার বিশেষণ] প্রতপ্তা, গরম। আগুনের 'পরে বসানো গরম কড়া যেমন টগবগ করে ফুটতে-ফুটতে উথলে পড়ে, তেমনি দেখতে পাচ্ছি আমার মারণমন্ত্রে শত্রুও ফেনম্ অস্যতি।

ফেনম্ অস্যতি— ফেনা তুলছে মুখ দিয়ে (কেননা, তার বুকে বাণ মারা হয়েছে)।

ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন।

আমার মন্ত্র কুড়ুলে যেন শান দিচ্ছে,
শিমুল কাঠের মত যেন ওকে চিরে ফেলছে।
ফুটন্ত কড়ার মত যেন, হে ইন্দ্র,
আগুনে-চাপানো কড়ার মত ফেনা তুলছে ও মুখ দিয়ে।।

২৩

ন সায়কস্য চিকিতে জনাসো
লোধং নয়ন্তি পশু মন্যমানাঃ।
নাবাজিনং বাজিনা হাসয়ন্তি
ন গর্দভং পুরো অশ্বান্ নয়ন্তি।।

এই ঋকটির ব্যাখ্যা নিয়ে মতদ্বৈধ আছে।

সায়কস্য— [তু. আ সায়কং মঘবাদত্ত বজ্রম্ ১।৩২।৩ ; বজ্রং হিন্বন্তি সায়কম্ ১।৮৪।১১ ; অর্হন্ বিভর্ষি সায়কানি ধন্ব (রুদ্র) ২।৩৩।১০ ; অহং গবায়ম্ অশ্ব্যং পশুং...সায়কেন ১০।৪৮।৪ ; মন্যো 'বজ্র সায়ক'

১০।৮৩।১, ৮৪।৬। নিঘন্টুতে 'সায়ক' বজ্র (২।২০); < √ সা (ছোঁড়া) + অক।] দূর থেকে ছোঁড়া যায় এমন প্রাণঘাতী অস্ত্র। এই মারণাস্ত্র ভৌতিক না হয়ে আধ্যাত্মিকও হতে পারে ; তখন তা তপোজাত 'মন্যু' (প্র. দুটি মন্যুসূক্ত ১০।৮৩, ৮৪ ; এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় তন্ত্রের ষট্‌কর্ম)। (মারণমন্ত্রের) বজ্রশক্তি। লৌকিক সংস্কৃতে 'সায়ক' বাণ। অভিচারকে আজও বলে 'বাণ মারা'। বিশ্বামিত্রের বাণ মারার কি ফল হতে পারে, তা পূর্বের ঋকেই বলা হয়েছে।

ন চিকিতে— [< √ কিৎ || চিৎ (জানা, বোঝা) + লিট্‌ এ, আত্মনেপদ কর্মবাচ্যে (তু. ১।৫১।৭, ৭১।৭, ২।৪।৫...)] (আমার মন্ত্রশক্তি) অজানা ওদের। কর্তা উহ্য, যেমন পরবর্তী চরণে। Geldner বলেন 'সুদাঃ' কর্তা ; কিন্তু তা নিষ্প্রমাণ ও নিষ্প্রয়োজন।

জনাসঃ— [= হে জনাঃ] হে জনগণ। আশপাশের সবাইকে সম্বোধন, আমরা যেমন আজকাল বলি 'ভাইসব'! তু. 'স জনাস ইন্দ্রঃ' ২।১৩ ।

লোধং— [অনন্য প্রয়োগ। যাস্কের ব্যাখ্যা 'লুব্ধ' (৪।১৪)। লুব্ধের চলতি অর্থ ছাড়া আরও দুটি অর্থ: (১) ব্যামূঢ়, মোহগ্রস্ত, বিপর্যস্ত, — এই অর্থ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়, মন্ত্রশক্তির অপপ্রয়োগের বেলায় ৩।৩ ; (২) ব্যাধ, তখন রূপ 'লুব্ধক', কালপুরুষের কাছে একটি তারার (Sirius) এই নাম। যাস্কের 'লুব্ধ' দুই অর্থেই হতে পারে। 'লোধ' শব্দের অর্থ রক্তবর্ণ (> লোহ || রোহ || লোহিত || রোহিত) ধরে Oldenberg বলছেন ওটা 'ছাগল'; Geldner বলেন 'দৌড়ের ঘোড়া'] বিভ্রান্ত, হৃতবীর্য (আমাকে)।

নয়ন্তি— নিয়ে চলেছে। কারা? সায়ণ বলেন, বসিষ্ঠের লোকেরা বিশ্বামিত্রকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল, এটি তখনকার উক্তি। এ-কল্পনা অসম্ভব নয়—বসিষ্ঠে-বিশ্বামিত্রে রেষারেষি চলছে যখন। বিশ্বামিত্রের কোনও অসতর্ক মুহূর্তে বসিষ্ঠের লোকেরা তাঁকে হয়ত কাবু করে ফেলেছিল, তাইতে তিনি নিজেকে বলছেন 'লুব্ধ

বা ব্যামূঢ়'। আর লোধের অর্থ যদি শিকারী হয়, তাহলে বিশ্বামিত্রের কথার তাৎপর্য এই, 'ওরা আমাকে মনে করছে শিকারের পশু, কিন্তু জানে না আমি শিকারী, আমার 'সায়কে'র শক্তির পরিচয় ওরা পায়নি এখনও'। Geldner 'নয়ন্তি'কে 'পরিণয়ন্তি' ধরে যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, তা কষ্টকল্পিত (দ্র. Der Rigveda Vol 1. p 396)।

পশু মন্যমানাঃ— এখানে পশুর ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগ অবজ্ঞা বোঝাতে, মন্‌ ধাতুর অনাদর বোঝাতে এমনিতর প্রয়োগের কথা পাণিনিতে আছে। সুতরাং পশু এখানে 'যজ্ঞীয় পশু' (Geldner) নয়। ...ঋকের বাকী অর্ধেকটুকুতে বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠের সঙ্গে নিজের তুলনা করে প্রতিপক্ষের স্পর্ধাকে বিদ্রূপ করে বলছেন : **অবাজিনং**—বীর্যহীন অশ্বকে।

বাজিনা— বীর্যবান অশ্বের সঙ্গে।

ন হাসয়ন্তি— [তু. এষ সূর্যেণ হাসতে পবমানো অধি দ্যবি ৯।২৭।৫ ; অপেষু হাসতে তমঃ ১০।১২৭।৩ ; ৩।৩৩।১...। < √ হা [স্‌] (চলা) + ণিচ্‌ + লট্‌ অন্তি] চালায় না, দৌড় করায় না (লোকে)।

গর্দভম্‌ অশ্বাৎ পুরঃ ন নয়ন্তি— [মিছিলের মধ্যে ; অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বের বলিদানের পূর্বে। দ্র. 'অজঃ পুরো নীয়তে নাভিরস্য' (১।১৬৩।১২), সেথা অজ পূষার প্রতীক, অতএব দেবযানের পথের দিশারী]। 'এগুলো যেমন অকল্পনীয়, তেমনি বসিষ্ঠের সঙ্গে আমার তুলনাও অকল্পনীয়। আমি 'বাজী' অথবা অশ্বমেধের 'অশ্ব' ; বসিষ্ঠ আমার সঙ্গী বা পুরোগামী হবে এ ভাবতেও পারি না। সুতরাং এরা আমার যত লাঞ্ছনাই করুক, আমার মন্ত্রশক্তির প্রভাব একদিন বুঝতে পারবেই।'

ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন।

মন্ত্র-বাণের শক্তি অজানা ওদের হে জনগণ,—

তাই হতবুদ্ধি আমাকে নিয়ে চলেছে তুচ্ছ পশু মনে করে।

নির্বীর্য অশ্বকে বীর্যশালী অশ্বের সঙ্গে চালায় না কেউ,

গাধাকেও কেউ ঘোড়ার আগে নিয়ে চলে না।।

২৪

ইম ইন্দ্র ভরতস্য পুত্রা

অপপিত্বং চিকিতুর্ ন প্রপিত্বম্।

হিন্বন্ত্য অশ্বম্ অরণং ন নিত্যং

জ্যাবাজং পরি ণয়ন্ত্য আজৌ।।

এই মন্ত্রটির অর্থ উদ্ধার করা কঠিন।

ভরতস্য পুত্রাঃ— [কারা? সায়ণ বলেন, 'ভরতবংশ্যাঃ বিশ্বামিত্রাঃ'। তু. প্রপ্রায়মগ্নির্ভরতস্য শৃণ্বে ৭।৮।৪, আসদ্যা বর্হির্ভরতস্য সূনবঃ (মরুতঃ) ২।৩৬।২ ; যদঙ্গ ত্বা ভরতাঃ সন্তরেষু (বিশ্বামিত্রাঃ) ৩।৩৩।১১ ; অতারিষুভরতাঃ (ঐ) ৩।৩৩।১২ ; আসন্ পরিচ্ছিন্না ভরতা অর্ভকাসঃ (সুদাসের জনেরা) ৭।৩৩।৬ ; দ্যুমদ্ বি ভাতি ভরতেভ্যঃ শুচিঃ ৫।১১।৪ । এই মণ্ডলে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বামিত্রের জনেরা ভরত (৩।৩৩।১১, ১২)। Geldner বলেন, এখানে 'ভরতস্য পুত্রাঃ' সুদাসের জনেরা। কিন্তু বিশ্বামিত্র শত্রুকে উদ্দেশ করে বলছেন নিশ্চয়ই দূর থেকে ; তাহলে তাদের 'ইমে' বলা কি সঙ্গত হয়?] ভরতবংশীয়েরা।

অপ-পিত্বং— [অনন্য প্রয়োগ। দ্র. 'প্র-পিত্বম্'] ।

প্র-পিত্বম্— [তু. প্রপিত্বং যন্নপ দস্যূঁরসেধঃ (ইন্দ্রঃ) ৫।৩১।৭ ; ধ্বান্তাৎ প্রপিত্বাদুদরন্ত গর্ভাঃ ১০।৭৩।২ ; নিষদে অকারি অশ্বান্ দোষা বস্তোর্বহীয়সঃ প্রপিত্বে ১।১০৪।১ ; প্রপিত্বে বাচম্ অরুণো মুষায়তী ১।১৩০।৯ ; ত্বং তাঁ অগ্ন উভযান্ বি বিদ্বান্ বেষি প্রপিত্বে মনুষো যজত্র, অভিপিত্বে মনবে শাস্যো ভূঃ ১।১৮৯।৭ ; কুৎসায় শুষ্ণম্ অশুষং নিবর্হীঃ প্রপিত্বে অহ্নঃ কুযবং সহস্রা, সদ্যো দস্যূন্ প্র মৃণ ৪।১৬।১২ ; কুয়বং...দশ প্রপিত্বে অধ সূর্যস্য ৬।৩১।৩ ; উতেদানীং ভগবন্তঃ স্যামোত প্রপিত্ব উত মধ্যে অহ্নাম্, উতোদিতা মঘবন্ত্ সূর্যস্য ৭।৪১।৪ ; মম ত্বা সূর উদিতে, মম মধ্যন্দিনে দিবঃ, মম প্রপিত্বে অপিশর্বরে বসবা স্তোমাসো অবৃৎসত ৮।১।২৯; আপিত্বে নঃ প্রপিত্বে তূয়মাগহি ৮।৪।৩ ; 'পিত্ব' উত্তরপদে: আপিত্ব, অভিপিত্ব, অপপিত্ব, সপিত্ব (১।১০৯।৭)। নিঘন্টুতে 'প্রপিত্ব' আর 'অভীক' জোড়া শব্দ ; যাস্কের ব্যাখ্যা 'প্রপিত্বে অভীক ইথাসন্নস্য, প্রপিত্বে প্রাপ্তে, অভীকে অভ্যক্তে' (৩।২০)। অর্থাৎ যাস্কের মতে 'পিত্ব' গত্যর্থক কোনও ধাতু হতে উৎপন্ন। সে-ধাতুটি কি ? পি, পিৎ || পৎ ? তাহলে 'প্রপিত্ব' শব্দের মৌলিক অর্থ হল 'প্রগতি'। কিসের প্রগতি ? 'অহ্নাম্' অর্থাৎ দিনের আলোর, সূর্যরশ্মি সমূহের (৪।১৬।১২, ৭।৪১।৪, ৮।১।২৯ ; এই সঙ্গে তুলনীয় ১।১০৯।৭)। সেখানে সূর্যরশ্মিদের সঙ্গে পিতৃপুরুষদের 'সপিত্ব' বা সমানগতির কথা আছে, আরও তু. অন্তরিক্ষেণ পততি...মুনিঃ (১০।১৩৬।৪), ব্রহ্মসূত্রে রশ্ম্যনুসারী গতি। প্রপিত্ব তাহলে দিনমানের একভাগ। খুব ভোর হল 'আ-পিত্ব', একটুখানি বেলা হলে 'প্র-পিত্ব', আরও বেলা চড়লে 'অভি-পিত্ব' আর বেলা গড়িয়ে গেলে 'অপ-পিত্ব'। 'প্র-পিত্ব' (এবং অভি-পিত্বেরও) গতিবাচক অর্থও পাওয়া যায়, যেমন ৫।৩১।৭

(সামনে গিয়ে), ১০।৭৩।২ (যা এগিয়ে আসছে, Geldner Av. Pchl ও O. Pers থেকে অর্থ করছেন 'ঘন')। এই ঋকে (এবং ১।১০৪।১, ১।১৮৯।৭-এও) Geldner সকাল-সন্ধ্যায় ঘোড়ার দানা দেওয়ার কথা কোথা থেকে টেনে আনছেন, বোঝা যায় না। সায়ণ কিন্তু ঠিক অর্থই করেছেন, 'অপপিত্বম্ অপগমনং প্রপিত্বং প্রগমনম্' কিন্তু ব্যবহার করছেন আলাদা প্রকরণে।] সকাল। সুতরাং, **অপপিত্বং** সন্ধ্যা। তৃতীয় চরণের 'নিত্যম্'এর সঙ্গে তুলনীয়। ভরতপুত্রেরা সকাল-সন্ধ্যা জানে না, তারা নিত্যই অর্থাৎ সবসময় অশ্বং হিন্বন্তি।

অশ্বং হিন্বন্তি— ঘোড়া ছোটায় (বসিষ্ঠদের বিরুদ্ধে)। অবশ্য সত্যিকার ঘোড়া নয়, যেমন পূর্বঋকের 'সায়ক' সত্যিকার বাণ নয়। এ-ঘোড়া বিশ্বামিত্রের মন্ত্রশক্তি। যুদ্ধোপকরণের সঙ্গে তার উপমা ; মনে করিয়ে দেয়, বেদের বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হলেও ইতিহাসপুরাণের বিশ্বামিত্র কিন্তু ক্ষত্রিয়, তার জীবনে দুঃসাহসের পরিচয় অনেক। তুলনায় বসিষ্ঠ শান্তশিষ্ট ; এই প্রসঙ্গে দ্র. ৭।১০৪।১৫-১৬— সেখানে বসিষ্ঠ যেভাবে দিব্যি গেলে বলছেন 'আমি যাতুধান নই' তাতে মনে হয় বিশ্বামিত্রই যেন আততায়ী।

অরণম্— [তু. নকিঃ যো অস্ত্যরণো জহুর্হিতম্ ২।২৪।৭ ; ন যেষাং গোপা অরণশ্চিদাস ৫।২।৫ ; যো নঃ স্বো অরণঃ...দেবাস্তং সর্বে ধূর্বন্তু ৬।৭৫।১৯ ; নহি গ্রভায়ারণঃ সুশেবঃ ৭।৪।৮ ; বেশং বা নিত্যং বরুণারণং বা যৎ সীমাগশ্চকৃমা শিশ্রথস্তৎ ৫।৮৫।৭ ; ন তস্য বেম্যরণং হি তৎ ৮।৪।১৭ ; পৃণন্তমন্যমরণং বিদিচ্ছেৎ ১০।১১৭।৪ ; পরিষদ্যং হ্যরণস্য রেকণঃ ৭।৪।৭ ; মা ভূম নিষ্ট্যা ইবেন্দ্র ত্বদরণা ইব ৮।১।১৩ ; জুযস্ব নঃ সখ্যা বেশ্যা চ মা ত্বৎ ক্ষেত্রাণ্যরণানি গন্ম ৬।৬১।১৪। অরণোঽ পার্ণো (অপগতোদক

সম্বন্ধঃ) ভবতি (নি. ৩।২)।] অজানা, অচেনা ; শত্রু। মন্ত্রশক্তিই শত্রু বা আততায়ী হয়ে ধাওয়া করবে বসিষ্ঠের পিছু-পিছু।

জ্যাবাজং— [অনন্য প্রয়োগ। বহুব্রীহি সমাস, কেননা উত্তরপদ সর্বোনুদাত্ত। জ্যা শব্দের দুটি অর্থ, ধনুর ছিলা অথবা জয়ন্ত (যেমন 'পরম জ্যাঃ' ৮।১।৩০ ; ৯০।১)। দ্বিতীয় অর্থে বিশেষণ, তাই এখানে খাটে; 'জ্যা' < √ জ্যা (অভিভূত করা)। 'ছিলা' অর্থ নিলে (Geld.) একটু কষ্টকল্পনা করতে হয়, অর্থও পরিষ্কার হয় না। অশ্বের বিশেষণ।] সর্বজিৎ বীর্য যার। অশ্ব বীর্য বা ওজের প্রতীক, তাই তেজস্বী ঘোড়ার নাম 'বাজী'।

পরি ণয়ন্তী— [তু. জনেষু বিরোচমানং পরি ষীং নয়ন্তি (অগ্নিং) ১।৯৫।২ ; ত্রির্মানুষাঃ পর্যশ্বং নয়ন্তি ১।১৬২।৪ । এ-সব জায়গা 'পরিণনী' চারদিকে ঘোরানো। যাস্কের মতে 'পরি ইতি সর্বতোভাবম্' (১।৩) যেমন 'পরিধাবতি' 'পরিজজ্ঞিরে'। সুতরাং এখানে 'পরি' সর্বত্র, ইতস্তত। √ 'ণী' (ঘোড়া) চালানো ; যেমন 'রথে তিষ্ঠন্ নয়তি বাজিনঃ পুরঃ যত্র যত্র কাময়তে সুষারথিঃ' (৬।৭৫।৬)। এই থেকে অশ্বের পরিণয়নের অর্থ পরিষ্কার হয় ; যজ্ঞবিধির (Geld. ১।১৬২।৪-এর নজিরে) সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নাই।] এখানে-ওখানে করে সব জায়গায় চালায় ; অর্থাৎ বিশ্বামিত্রের মন্ত্রবীর্য যুদ্ধাশ্বের মত বসিষ্ঠদের সব জায়গায় তাড়িয়ে ফেরে।

আজৌ— [< আ √ জি (জয়করা) ; নিঘন্টু. 'সংগ্রাম' ২।১৭ ; যাস্কের ব্যাখ্যা 'আজয়ন' বা 'আজবন' (৯।২৩)। দ্বিতীয় অর্থে 'ঘোড় দৌড়'। এখানে সংগ্রাম, যেমন, 'ধন্বনাজিং জয়েম' ৬।৭৫।১] সংগ্রামে। এই সংগ্রাম দুজন যাতুধান বা যাদুকরের বাণ চালাচালি।

ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন।

এই-যে, ইন্দ্র, ভরতের পুত্রেরা,—

সন্ধ্যাও জানল না, সকালও না ;

এরা ছোটায় মন্ত্রের ঘোড়াকে শত্রুর মত নিত্যই—

জয়ন্তবীর্য সেই ঘোড়াকে সব জায়গায় হাঁকিয়ে দেবে সংগ্রামে।।

৫৪

ঐন্দ্রপর্ব শেষ হল। এবার বৈশ্বদেব পর্ব।

ঋষি প্রজাপতি—বিশ্বামিত্র বা বাগ্‌দেবীর পুত্র।। ছন্দ ত্রিষ্টুপ্।

দেবতা— অগ্নি (১), দ্যাবাপৃথিবী (২-৯) আদিত্যগণ (১০) সবিতা (১১), ত্বষ্টা পূষা ও ঋভুগণ (১২), মরুদ্‌গণ (১৩)। বিষ্ণু (১৪), ইন্দ্র (১৫), অশ্বিদ্বয় (১৬), ঋভুগণ (১৭) আদিত্যগণ (১৮), বহুদেবতা (১৯-২০), ভগ (২১), অগ্নি (২২)।

১

ইমং মহে বিদথ্যায় শূষং

শশ্বৎ কৃত্ব' ঈড্যায় প্র জভ্রুঃ।

শৃণোতু নো দম্যেভির্ অনীকৈঃ

শৃণোত্ব্ অগ্নির্ দিব্যৈর্ অজস্রঃ।।

মহে— [তু. 'মহঃ' নিঘন্টুতে উদক (১।১২)। 'মহ্' শক্তি ; বৈপুল্য ; ঔদার্য জ্যোতি। মূল অর্থ 'সামর্থ্য] মহান অগ্নির জন্য।

বিদথ্যায়— [তু. যস্য ক্রতু র্বিদথ্যো ন সম্রাট্ (ইন্দ্রস্য) ৪।২১।২ ; সোমো বীরং কর্মণ্যং দদাতি সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং দদাতি ১।৯১।২০; বিদথ্যং গৃণদ্‌ভ্যো 'গ্নে রয়িং যশসং ধেহি ৬।৮।৫ ; কৃণুধ্বং প্র পূষণং বিদথ্যং ন বীরম্ ৭।৩৬।৮ ; ও শ্রুষ্টি বিদথ্যা সমেতু ৭।৪০।১ ; আ বিশ্বাচী বিদথ্যাম্ অনক্তু ৭।৪৩।৩ ; রথং ত্রিচক্রং ...পরিজ্‌মানং বিদথ্যম্ (অশ্বিনোঃ) ১০।৪১।১ ; সভাবতী বিদথ্যেব সং বাক্ ১।১৬৭।৩ ; 'বিদথ' বিদ্যার সাধনা; তার সঙ্গে যা সম্পৃক্ত তাই 'বিদথ্য'। এখানে] বিদ্যার সাধনা হতে জাত। উহ্য অগ্নির বিশেষণ।

শশ্বৎ কৃত্বঃ ঈড্যায়— বার বার করে (অতএব অতন্দ্র হয়ে, তু. দিবে দিবে ঈড্যো জাগৃবদ্‌ভির্...মনুষ্যেভিরগ্নিঃ ৩।২৯।২) যাঁকে জাগাতে হয়। এরই নাম অভ্যাসযোগ।

শূষম্— (দ্র. ৩।৪৯।২ ; তু. ইন্দ্রায় শূষম্ অর্চতি ১।৯।১০ ; প্র মন্মহে 'শবসানায় শূষম্' ১।৬২।১ ; প্র বিষ্ণবে শূষমেতু মন্ম ১।১৫৪।৩ ; ৩।৭।৬ ; স্তোমং যমস্মৈ মমতেব শূষম্ ৬।১০।২ ; কুৎসা এতে হর্যশ্বায় শূষম্...ইয়ানাঃ ৭।২৫।৫ ; অভ্যানশ্ম সুবিতস্য শূষম্ ১০।৩১।৩ ; অধ প্রিয়ং শূষম্ ইন্দ্রায় মন্ম...অবাচি ১০।৫৪।৬ ; ইন্দ্রায় শূষং হরিবন্তমর্চত ১০।৯৬।২ ; বৃহদ্দিবো বিবক্তীন্দ্রায় শূষম্ ১০।১২০।৮ ; ইন্দ্রায় শূষম্ অর্চত ১০।১৩১।১ ; তং ত্বা নাবং ন পর্ষণিং শূষস্য ধুরি ধীমহি ১।১৩১।২ ; স্তুষে শূষস্য মন্মভিঃ ৮।৭৪।১; মহীমে অস্য বৃষণাম শূষে ৯।৯৭।৫৪ ; প্র মিত্রয়োর্বরুণয়োঃ স্তোমো ন এতু শূষ্যঃ ৭।৬৬।১ ; অহাবি হব্যং শূষ্যং ঘৃতং ন পূতম্ ৫।৮৬।৬ ; অর্চা দিবে বৃহতে শূষ্যং বচঃ ১।৫৪।৩ । নিঘ. 'বল' ২।৯ ; 'সুখ' ৩।৬ । < √ শ্বস্ ; || শবস্। মৌলিক অর্থ 'প্রাণোচ্ছ্বাস' ; তাই কণ্ঠে ফোটে 'মন্ম' বা মন্ত্র হয়ে (১।১৬২।১ ; ১।১৫৪।৩ ; ১০।৫৪।৬ ; ৮।৭৪।১), কখনও-বা 'স্তোম' বা সুরের স্তবক হয়ে (৬।১০।২, ৭।৬৬।১, ৮।৭৪।১)।

তাইতে 'শূষ' কখনও 'উদান' বা দেবাবিষ্ট বাণী। বিশেষণ 'শূষ্য'। প্রাণের উচ্ছ্বাস ; উদানগাথা।

প্র জভ্রুঃ— সামনে বয়ে এনেছে (সাধকেরা)। অনবরত দেবতার উদ্দেশে প্রাণোচ্ছ্বাসকে বয়ে আনার সঙ্গে তন্ত্রের অজপা জপের সাদৃশ্য আছে। একজন সূফী ফকিরকে ছেলেবেলায় দেখেছি উচ্চৈঃস্বরে প্রশ্বাস ও নিশ্বাসের সঙ্গে 'লাইল্লাহা—ইল্লালাহা' জপ করতে। এমনি জপে কুণ্ডলিনী জেগে ওঠেন এটা তন্ত্রের প্রসিদ্ধি।

দম্যেভির্ অনীকৈঃ— দ্র. ৩।১।১৫ । তাঁর এই ঘরে অর্থাৎ আমাদের আধারে তাঁর যে পুঞ্জদ্যুতি আছে (দেহমধ্যে অধূমক জ্যোতির মত অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ বলে উপনিষদে যাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে), তাই দিয়ে।

দিব্যৈঃ [অনীকৈঃ] — দ্যুলোকে সবিতৃরূপে তাঁর যে পুঞ্জদ্যুতি আছে, তাই দিয়ে। এই আধারে যে-পুরুষ, আর ঐ আদিত্যে যে-পুরুষ, দুয়ের একত্বের কথা উপনিষদে বারবার ঘোষিত হয়েছে (ঈশোপনিষদ্; তৈত্তিরীয় উপনিষদ্)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে (১।২৮) এই ঋক্‌টি ক্ষত্রিয় যজমানের অনুষ্ঠিত সোমযাগে প্রাচীন বংশশালা হতে উত্তর বেদিতে অগ্নিপ্রণয়নের সময় হোতার অনুবাক্যারূপে বিনিযুক্ত হবে। (ফলশ্রুতি লক্ষণীয়)।

এই-যে তপোদেবতা, অতন্দ্র থেকে এই আধারে বারবার তাঁকে জ্বালিয়ে তুলতে হবে। তবেই পরমকে পাওয়ার সাধনায় ফুটবে তাঁর আলো আর শক্তির বৈপুল্য,—সিদ্ধি তখন সহজ হবে। তাঁরই কাছে এই-যে তারা নিয়ে এসেছে উচ্ছ্বসিত প্রাণের সুরের ডালি।...আমাদের এ-আকুলতা শুনুন তিনি হৃদয়ের গুহাশয়নে ঝলমল বিন্দু-চেতনা হয়ে, শুনুন মূর্ধন্য-আকাশে বিবস্বান্ আদিত্যের পুঞ্জদ্যুতি হয়ে। এ-জীবনে তাঁর দীপনী হ'ক অশ্রান্ত, অনির্বাণ:

এই-যে প্রাণোচ্ছ্বাস, বিদ্যার সাধনায় জাত সেই মহাদেবতার কাছে

তারা নিয়ে এসেছে—বারবার জ্বালিয়ে তুলতে হবে যাঁকে।

শুনুন তিনি আমাদের এ-গান আধারের পুঞ্জদ্যুতি দিয়ে,—

শুনুন্, তপোদেবতা দ্যুলোকের জ্যোতিঃপুঞ্জদিয়ে—শ্রান্তিহীন।।

২

মহি মহে দিবে অর্চা পৃথিব্যৈ

কামো ম ইচ্ছঞ্ চরতি প্রজানন্।

যয়োর্ হ স্তোমে বিদথেষু দেবাঃ

সপর্যবো মাদয়ন্তে সচায়োঃ।।

মহি— ['স্তোত্রম্ উহ্য] আলো-ঝলমল, উচ্ছ্বসিত (বন্দনাগান)।

মহে— 'দিবে' এবং 'পৃথিব্যৈ' দুয়েরই বিশেষণ। আমাদের পায়ের তলায় বিপুলা পৃথিবী, মাথার উপরে অনন্ত আকাশ ; এই দুটি বৈপুল্যের অনুভবে ব্যাপ্তিচেতনার উদ্দীপন স্বাভাবিক।

অর্চা— [তু. অর্চা মরুদ্ভ্যঃ ৫।৫২।৫ ; বৃহদর্চা গভীরং ব্রহ্ম প্রিয়ম্ বরুণায় ৫।৮৫।১ ; নূনমর্চ ঋষে বৈয়শ্ব দম্যায়াগ্নয়ে ৮।২৩।২৪ । পদপাঠ: অর্চ। পরবর্তী চরণে উত্তমপুরুষের জবানি; এখানে ক্রিয়া মধ্যমপুরুষের। কিন্তু তাতে কোনও বিরোধ হচ্ছে না, কেননা ঋষি নিজেই নিজেকে অনুজ্ঞা দিচ্ছেন, যেমন ৮।২৩।২৪ এ। Geld. 'অর্চা'। < অর্চৈ লেট্। নিঘন্টুতে 'অর্চতি'...'গায়তি'...'পূজয়তি' 'মন্যতে' একসঙ্গে (৩।১৪) ; আবার 'অর্চিঃ' 'শোচিঃ'...'তেজঃ'

একসঙ্গে (১/১৭)। দুয়েরই মূল √ অর্চ্ || ঋচ্ ; মন্ত্র, গান ইত্যাদির স্ফুরণ হয় ভিতরে আগুন জ্বলে উঠলে—যাকে বলে দেবাবেশ। √ অর্চ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই কথা মনে রাখতে হবে।] (গানের) সুরে জ্বলে ওঠ, (হে মন)।

কামঃ— [তু. মা কাম (রিরংসা) আগন্ ১।১৭৯।৪ ; উর্ব ইব পপ্রথে কাম অস্মে, তমাপৃণ ৩।৩০।১৯ ; শ্রিতঃ কামো নাসত্যা যুবদ্রিক্ ৪।৪৩।৭ ; কামো রায়ে হবতে মা ৫।৪২।১৫ ; দ্যবযুর্মম কামো গব্যুর্হিরণ্যয়ুঃ, ত্বামশ্বয়ুরেযতে ৮।৭৮।৯ ; যমস্য মা যম্যং কাম (রিরংসা) আ গন্ ১০।১০।৭ ; কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ ১০।১২৯।৪...। কামের নানা রূপ: রিরংসা, অভীপ্সা, বিশ্বদেবতার সৃষ্টি-কামনা (যার ঔপনিষদ রূপ, 'সোহ কাময়ত')। রিরংসার দুটি উদাহরণেই, নারীতে কামকে প্রথম জাগতে দেখছি ; অলঙ্কার শাস্ত্রেও আছে, 'আদৌ বাচ্যঃস্ত্রিয়া রাগঃ।' ব্যাপারটা কিন্তু অপ্রাকৃত। এখানে] অভীপ্সা। উপনিষদে এই কামের (যার আর এক নাম সঙ্কল্প) এর স্ফূর্তির কথা আছে—চেতনার বিস্ফারণের ফলে। যাজ্ঞিকের কাম্য কেবল ভোগৈশ্বর্য, একথাটা পুরোপুরি সত্য নয়।

ইচ্ছঞ্ চরতি—খুঁজে ফিরছে। কি, তা সে জানে ('প্রজানন্')। এ অন্ধ কামনার আকুলি-বিকুলি নয়। যা চাই, তা জেনে-শুনেই চাই ; সুতরাং পাব, এও নিশ্চিত। এই প্রতীতিতে কামনা ধরে সত্যসঙ্কল্পের রূপ।

বিদথেষু স্তোমে— দেবতাকে পাওয়ার অশ্রান্ত সাধনায় (তাই 'যজ্ঞ' [নিঘ. ৩।১৭] বহুবচনে অবিরতি বোঝাচ্ছে, —তু. পূর্ব ঋকের 'শশ্বৎকৃত্বঃ') যে সুরের লহর জেগে ওঠে প্রাণে, তাতে এসে আবিষ্ট হন চিৎশক্তিরা ('দেবীঃ')। দ্যাবাপৃথিবী যেন দুটি বন্ধনী, তারই মধ্যে চিৎশক্তির যত লীলা। এই পৃথিবী হতে দ্যুলোকের পানে অগ্নিষ্বাত্ত চেতনার উত্তরায়ণের যে-অভিযান, তারই পর্বে-পর্বে ঘটে চিৎশক্তির বিকাশ। এই হল তাৎপর্য।

সপর্যবঃ— [দ্র. ৩।৫০।২ ; তু. সপর্যেম সপর্যবঃ ২।৬।৩ ; সপর্যবো ভরমাণা অভিজ্ঞু ৭।২।৪ ; ইন্দ্রাগ্নী অজোহবুঃ সপর্যবঃ ৭।৯৪।১০] নিত্যপরিকর। বিস্ফারিত চেতনা যখনই দ্যুলোকে-ভূলোকে ব্যাপ্ত হয়েছে, তখনই দেবতাদের পেয়েছে তার পরিমণ্ডলের মধ্যে। তেত্রিশটি দেবতার মূলেও এই কল্পনা: আট বসু, এগার রুদ্র, বার আদিত্য, মায় দ্যাবাপৃথিবী (শ. ব্রা. ৪।৫।৭।২)।

মাদয়ন্তে— [তু. যস্মিন্ দেবা বিদথে মাদয়ন্তে ১০।১২।৭ ; ত্বে (অগ্নৌ বৈশ্বানরে) বিশ্বে অমৃতা মাদয়ন্তে ১।৫৯।১] আনন্দ করেন।

সচায়োঃ — [পদপাঠ: সচা / আয়োঃ। সচা যোগে বামী হয়। তু. প্র যে পশ্যন্নর্যমণং সচায়োঃ ১।১৭৪।৬ ; সচায়োরিন্দ্রশ্চকৃষ আঁ ১০।১০৫।৪ ; সজূর্নাবং স্বযশসং সচায়োঃ ৯। এই সব জায়গায় ইউরোপীয় সমাধান তুল্যবর্ণলোপ (haplology) দ্বারা। কিন্তু সচা-যোগে ষষ্ঠীও হয় : মে সচা ১।১৩৯।৭ ; ৮।৯২।২৯ ; বঃ সচা ৫।৪৪।১২ ; নদীনাং সচা ৫।৭৪।২; সচা যৎ সাদ্যেযাং ১০।৯৩।৫...। সুতরাং এখানে পদপাঠকে অগ্রাহ্য করবার কোনো কারণ নাই। নিঘন্টুতে আয়ুঃ (ক্লীবলিঙ্গ) 'অন্ন' (২।২৭); কিন্তু পুংলিঙ্গ 'আয়ু' মনুর মতই মনুষ্যবাচী (তু. ১।৯৬।২...)। দুটি শব্দেরই মূল √ ই (চলা), সুতরাং অর্থ 'চলন্ত, স্ফুরন্ত, জীবন্ত'। এইজন্য যজমানও 'আয়ু' (তু. 'অরি' < √ ঋ 'চলা' ; উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য চাওয়া হয়েছে সমস্ত অঙ্গের ও ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়ন [শান্তিপাঠঃ], আয়ুর প্রতরণ এবং দেবহিত আয়ুর ভোগের প্রার্থনা ঋগ্বেদেও আছে...)। এখানে দ্যাবাপৃথিবীর সঙ্গীতোৎসবে দেবতারাও আনন্দ করছেন সাধকের সঙ্গে, কেননা দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী বিশ্বচেতনার এই উল্লাস ঘটছে মানুষেরই চেতনায়। 'সচায়োঃ' যদি হয় 'সচা যয়োঃ', তাহলে তৃতীয়চরণের 'যয়োঃ'র পুনরুক্তি নিরর্থক হয়ে পড়ে।] প্রাণোচ্ছল (সাধকের সঙ্গে)।

আমার নাড়ীতে-নাড়ীতে আগুন জ্বলে উঠেছে আজ : সুরের কম্প্রশিখায় সে-আগুন ছড়িয়ে পড়ল এই বিপুলা পৃথ্বীর অঙ্গে-অঙ্গে, লেলিহান হয়ে উঠল ঐ দ্যুলোকের মহাবৈপুল্যে। ভ্রূমধ্যে জ্বলে উঠল প্রজ্ঞার দীপ ; তারই আলোতে আমার উতলা কামনা কী যে আজ খুঁজে ফিরছে ভুবনময়, তা কি আমি জানি না ?...সে-অসীমকে পাওয়ার অশ্রান্ত সাধনায় মানুষের দ্যুলোকে-ভূলোকে জেগে ওঠে যে সুরের কাকলি, তাতে বিশ্বদেবতার বিচিত্র চিদ্‌বিলাস বাঁধা পড়ে সৌষম্যের ছন্দে, মানুষ আর দেবতার হৃদয় দুলিয়ে দিয়ে যায় একই আনন্দের উন্মাদনা:

বিপুল সুরের আগুন জ্বালিয়ে তোল, হে হৃদয়, বিপুল দ্যুলোক আর বিপুলা পৃথ্বীর পানে,—

কামনা আমার কী যে খুঁজে ফিরছে, প্রজ্ঞার আলোয়।

বিদ্যার অশ্রান্ত সাধনায় এঁদেরই গীতিবিতানে দেবতারা

নিত্যসঙ্গত হয়ে আনন্দে মাতাল হন প্রাণোচ্ছল মানুষের সঙ্গে।।

৩

যুবোর্ ঋতং রোদসী সত্যম্ অস্তু

মহে ষু ণঃ সুবিতায় প্র ভূতম্।

ইদং দিবে নমো অগ্নে পৃথিব্যৈ

সপর্যামি প্রয়সা যামি রত্নম্।।

যুবোঃ— [= যুবয়োঃ] তোমাদের দুজনার ; দ্যুলোক-ভূলোকের। তাঁরাই 'জগতঃ পিতরৌ'।

ঋতং সত্যম্ অস্তু— [তু. ঋতং বদন্নৃতদ্যুম্ন সত্যং বদন্ত্ সত্যকর্মন্ (সোম ; এখানে ঋকের সঙ্গে দ্যুম্ন বা দ্যুতি এবং সত্যের সঙ্গে কর্মের সম্বন্ধ ঘটিয়ে উভয়ের অন্যোন্যশ্রেয়ত্ব দেখানো হচ্ছে) ৯।১১৩।৪ ; ঋতং চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোধ্যজায়ত ১।১৯০।১ । সত্য অধিষ্ঠান, ঋত তার শক্তি। সে-শক্তির ক্রিয়া সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তার বিপর্যয় ঘটেনা। যেখানে 'ঋত' নাই, তা 'নির্ঋতি' বা সৃষ্টির আদিতে অব্যাকৃত অবস্থা। সাংখ্যে সত্য প্রজ্ঞাতে ; ঋতম্ভরা প্রজ্ঞায় দুয়ের সম্মেলন (যো. সূ. ১।৪৮)।] তোমাদের যে-ঋত বা ছন্দোময় শাশ্বত বিধান, তা সত্য হ'ক। আমাদের জীবন এই ঋতের অনুশাসনে ; তার পরম অয়ন সত্যস্থিতিতে, যাকে চতুর্থ চরণে বলা হয়েছে 'রত্ন'। পৃথিবী প্রকৃতি, দ্যুলোক পুরুষ। পিতার থেকে পাই আত্মা, মাতা থেকে তনু। তনুতে আত্মার বিকাশই জীবনের ঋতচ্ছন্দ ; তা সত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে যখন আধারের সবখানি চিন্ময় হয়।

মহে সুবিতায়— [তু. সুবিতঃ স্তোমং সুবিতো দিবং গাঃ, সুবিতো ধর্ম প্রথমানু সত্যা সুবিতো দেবান্ত্ সুবিতোঽনু পত্ম ১০।৫৬।৩ (সুবিত কোথায় নিয়ে যায় তার বিবৃতি) ; স নো নেষন্ নেষতমৈরমূরো ঽগ্নির্বা মং সুবিতং বস্যো 'অচ্ছ' ১।১৪১।১২ ; বি...চেতি পন্থামিষস্পতিঃ সুবিতং গাতু মগ্নিঃ ৪।৫৫।৪ ; মার্ডীকম্ ঈট্টে সুবিতং চ নব্যম্ ৭।৯১।২ ; আ নো ভর সুবিতং যস্য চাকন্ ১০।১৪৮।১ ; মহো ন অগ্নে সুবিতস্য বিদ্বান্ ৭।১।২৪ ; পর্চো যথা নো সুবিতস্য ভূরেঃ ৭।১০০।২ ; সুবিতস্য মনামহে 'তি সেতুং দুরাব্যম্ ৯।৪১।২ ; অভ্যানশ্ম সুবিতস্য শূষম্ ১০।৩১।৩; রাজা সোমঃ সুবিতস্যাধেতুনঃ ১০।১০০।৪ ; স নো বিশ্বান্যা ভর সুবিতানি শতক্রতো ৮।৯৩।২৯ ; ক্ব বঃ সুম্না নব্যাংসি মরুতঃ ক্ব সুবিতা

১।৩৮।৩; বি নঃ পথঃ সুবিতায় চিয়স্ত্বিন্দ্রো মরুতঃ ১।৯০।৪; সুবিতায় রোদস্যোর্মহে ১।১৬৮।১ ; ...। নি. 'সুবিতে সু ইতে সূতে ; সুগতে প্রজায়ামিতি বা (৪।১৭)। < সু √ ই (চলা) + ক্ত; বিপরীত 'দুরিত'। 'সুবিত' সহজ পথে চলা, কল্যাণের পথে চলা; কল্যাণের পথ; পরম কল্যাণ। বেদে এই সুবিত দেবযান বা আলোর পথ, উপনিষদে 'পরাগতি'। আবার এই সুবিতই 'অধ্বর' বা সোজা পথে চলা—যা যাজ্ঞিকের যজ্ঞ।] বৃহৎ জ্যোতির পথে চলবার জন্য।

সু প্র ভূতম্—স্বচ্ছন্দে অগ্রগামী হও, অনায়াস দিশারী হও। দ্যুলোক-ভূলোকের মাঝে ঋতের যে বৃহৎ ছন্দ, তাই মানুষের জীবনায়নের দিশারী।

অগ্নে— প্রথম ঋকেই তাঁর অর্চনা গেছে। সেই আগুন এখনও হৃদয়ে জ্বলছে। ভূলোক আর দ্যুলোকের মধ্যে মানুষের অভীপ্সার আগুনই সেতু।

সপর্যামি— সেবা করি, পরিচর্যা করি।

প্রয়সা— [নিঘ. অন্ন ২।৪ ।< প্রী (নন্দিত হওয়া, নন্দিত করা, ভালবাসা), যাতে আনন্দ হয়। দেবতাকে তাই দিই যা আমি ভালবাসি, তাই তে তিনি খুশি হন। সবচাইতে খুশি হন আমার নিজেকে দিলে। বাইরের নৈবেদ্য এই আত্মদানের প্রতীক মাত্র।] প্রীতির উপচারে। ভূলোক আর দ্যুলোকের কাছে নিজেকে লুটিয়ে দিলাম, তাদের দিলাম আমার আনন্দ, দিলাম আমার প্রেম—আর আমাদের মধ্যে আড়াল রইল না কোথাও। এই পৃথিবী আর ঐ আকাশকে জানলাম আমার আপন বলে।

যামি— [তু. 'অগ্নিং বিশ্বেষাম্ অরতিং বসূনাং সপর্যামি প্রয়সা যামি রত্নম্ ১।৫৮।৭ ; তৎ ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমান স্যদা শাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ ১।২৪।১১ ; ব্রহ্মণা যামি সবনেষু দাধৃষিঃ ২।১৬।৭ ; তদ্ বো যামি দ্রবিণং সদ্যউতয়ঃ ৫।৫৪।১৫...। সায়ণের ব্যাখ্যা 'চাই'। ব্যাকরণে গত্যর্থক ধাতুমাত্রই প্রাপ্ত্যর্থক, অর্থাৎ চাইলেই পাওয়া

যাবে যেখানে সেখানে চাওয়া-পাওয়া এক। এখানেও দুই অর্থই খাটে।] পেতে চাই।

রত্নম্— [তু. যং যজ্ঞং নয়থা নর আদিত্যা ঋজুনা পথা, প্র বঃ স ধীতয়ে নশৎ।। স রত্নং মর্ত্যো বসু...অচ্ছা গচ্ছত্য স্তৃতঃ ১।৪১।৫-৬। নূ চিদ্ধি রত্নং সসতামিবারিদৎ (যজমানঃ) ১।৫৩।১ ; ১।৫৮।৭; তব প্রণীতী পিতরো ন ইন্দো দেবেষু রত্নমভজন্ত ধীরাঃ ১।৯১।১; দধাসি রত্নং দ্রবিণং চ দাশুষে (অগ্নে) ১।৯৪।১৪ ; প্রাতা রত্নং প্রাতরিত্বা দধাতি (দানস্তুতি) ১।১২৫।১ ; যৎ তে শুক্রং তন্বো রোচতে শুচি তেনাস্মভ্যং বনসে রত্নমাত্বং ১।১৪০।১১ ; ত্বমগ্নে শশমানায়...রত্নং দেবতাতি মিন্বষি ১।১৪১।১০ ; নূনং দেবেভ্যো বি হি ধাতি রত্নং (সবিতা) ২।৩৮।১ (তু. ৪।৫৪।২ 'অমৃতত্ব'); ৩।৮।৬ ; ১৮।৫ ; ২৬।৩, ৮ ; ৫৬।৭ ; স তূ নো অগ্নির্নয়তু প্রজানন্নচ্ছা 'রত্নং দেবভক্তং' যদস্য ৪।১।১০ ; আদিৎ পশ্চা বুবুধানা ব্যখ্যন্নাদিদ্ রত্নং ধারয়ন্ত দ্যুভক্তম্ ১৮ ; ২।১৩ ; দ্রবিণং রত্নং ৫।১২ ; ১২।৩; তে রত্নং ধাত শবসো নপাতঃ সৌধন্বনা অভব তামৃতাসঃ (ঋভবঃ) ৩৫।৮ ; ৪১।৩ ; ৪৪।৪; ৫।৪৮।৪; সবিতারং ভগং চ রত্নং বিভজন্তমায়োঃ ৫।৪৯।১ ; —জ্যেষ্ঠং চ রত্নং বিভজন্তমায়োঃ ২ ; ধা রত্নং মহি স্থূরং বৃহন্তম্ (ইন্দ্র) ৬।১৯।১০ ; ৬।৫।৩, ৪ ; ৭।১৬।৬ ; দধাতি রত্নং বিধতে সুবীর্যং (অগ্নিঃ) ১২ ; অস্মে দ্যুম্নম্ অধি রত্নং চ ধেহি ৭।২৫।৩; রত্নং ...অমৃক্তম্ ৭।৩৭।২ ; রত্নং দেবস্য সবিতুঃ ৭।৩৮।৬, ৫২।৩; ৭৫।৬ ; নূ নো গোমদ্ বীরবদ্ ধেহি রত্নমুষো অশ্বাবৎ পুরুভোজো অস্মে ৭।৭৫।৮ ; রত্নং ন দাশুষে ময়ঃ ৭।৮১।৩ ; অস্তি দেবা অংহোরুরু অস্তি রত্নমনাগসঃ ৮।৬৭।৭ ; (সোমঃ) বিপ্রায় রত্নমিচ্ছতি ; যদী মর্মৃজ্যতে ধিয়ঃ ৯।৪৭।৪ ; প্রজাবদ্ রত্নমাভর ৯।৫৯।১; দধাতি রত্নং স্বধয়োরপীচ্যং মদিন্তমো মৎসর

ইন্দ্রিয়োরসঃ ৯।৮৬।১০ ; ইয়মেযামমৃতানাং গীঃ সর্বতাতা যে কৃপণন্ত রত্নম্ ১০।৭৪।৩ ; তে নো রত্নানি ধত্তন ত্রিরা সাপ্তানি সুন্বতে (ঋভবঃ) ১।২০।৭ ; দধদ্ রত্না দাশুষে বার্যাণি (সবিতা) ১।৩৫।৮ ; ১।৪৭।১ ; ৩।২।১১ ; ৩।৩।১ ; রাস্ব রত্নানি দাশুষে ৩।৬২।৪ ; ৪।১৫।৩ ; বি যো রত্না ভজতি মানবেভ্যঃ (সবিতা) ৪।৫৪।১ ; দমে দমে সপ্ত রত্না দধানঃ (অগ্নিঃ) ৫।১।৫ ; আ নো রত্নানি বিভ্রতাবশ্বিনা ৫।৭৫।৩ ; স হি রত্নানি দাশুষে সুবাতি সবিতা ভগঃ, তং ভাগং চিত্রমীমহে ৫।৮২।৩ ; দমে দমে সপ্ত রত্না দধানা (সোমরুদ্রৌ) ৬।৭৪।১ ; ৭।১৭।৭ ; ৬৭।১০ ; ৭০।৪ ; ৩৮।১; ৮।৩৫।২২-২৪ ৮।৯৩।২৬ ; ৯৫।৯ ; ৯।৩।৬ ; রত্না চ যদ্ বিভজাসি স্বধাবো ভাগং নো অত্র বসুমন্তং বীতাৎ ১০।১১।৮। নিঘন্টুতে রত্ন 'ধন' (২।১০); যাস্কের মতে রমণীয় বলে 'রত্ন' (৭।১৫)। Geldner-এর মতে 'রত্নের' প্রাচীন অর্থ জয়লব্ধ সম্পদ (siegespries) বা পারিশ্রমিক (Belohnung ১।১২৫।১) ; কেউ কেউ বলেন 'রত্ন' < √ রা 'দেওয়া'। কিন্তু ঋগ্বেদে রত্নের সঙ্গে একটি ধাতুর বিশেষ যোগ, √ ধা 'নিহিত করা'। দেবতারা 'রত্নধা'—বিশেষ করে অগ্নি, ইন্দ্র, উষা, সবিতা, বরুণ ও অশ্বিদ্বয় ; আবার সবিতা রত্নের 'বিভক্তা' (√ ভজ্-এর অনুপ্রবেশ অর্থ স্মরণীয়), তাঁর সঙ্গে রত্নের বিশেষ যোগ (৪।৫৪।১ ; ৫।৪৯।১, ২, এখানে সবিতার সঙ্গে ভগেরও উল্লেখ আছে ; ৭।৩৮।৬ ; ৭।৫২।৩....)। রত্নের সঙ্গে √ রা-র যোগ মাত্র এক জায়গায় ৩।৬২।৪, এই থেকে বোঝা যায়, 'রত্ন' চেতনার এমন-একটি দীপ্তি, যা সাধনার বিশেষ স্তরে প্রকাশ পায় ; তু. গায়ত্রীতে সবিতার 'বরেণ্য ভর্গকে' নিজেদের মধ্যে আহিত করবার কথা। এক জায়গায় স্পষ্টই বলা হচ্ছে, সোম যখন সাধকের বুদ্ধিকে মার্জনা দ্বারা নির্মল করেন, তখন তাঁর ইচ্ছাতেই তার আবেশবিহ্বল হৃদয়ে রত্নের আবির্ভাব হয় (৯।৪৭।৪)। এই

'রত্ন' যে অমৃতত্ব, তার প্রমাণ মেলে—১।৯১।১, ২।৩৮।১, ৪।৫৪।২, ৪।৩৫।৮ এই কয়টি ঋক্ মিলিয়ে পড়লে। আবার এই রত্ন 'দেবতাতি' বা 'দেবত্ব'—উপনিষদের ভাষায় ব্রহ্মাত্মভাব ১।১৪১।১০ ; কোথাও-বা 'সর্বতাতি' বা সর্বাত্মভাব ১০।৭৪।৩। আবার 'রত্ন' চেতনায় দেবতার আবেশ ('দেবভক্তং' ৪।১।১০), অথবা আকাশের আলোর আবেশ ('দ্যুভক্তং' ৪।১।১৮)। কোথাও রত্ন আলো ('দ্যুম্নম্' ৭।২৫।৩), কোথাও-বা আনন্দ ('ময়ঃ' ৭।৮১।৩)। এই রত্নকে পেতে হলে ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না (১।৫৩।১), কেননা দ্যুলোকের-ভূলোকের স্বধার আড়ালে সে লুকিয়ে আছে (৯।৮৬।১০), সুতরাং তাকে পাবার জন্য তপস্যা চাই।...অবশ্য 'রত্ন' উপমান ; তার সামান্য গুণ হল আলোর জমাট বাঁধা। সুতরাং উপনিষদে যা 'বিজ্ঞানজ্ঞান', বেদান্তে 'চিদ্ঘন', তাই 'রত্ন'। প্রত্যেক আধারে (দমে দমে) এই চিদ্ঘনতার সাতটি কেন্দ্র আছে, যা যোগের 'সপ্তচক্র' ; ঋগ্বেদে তাই সপ্তরত্ন (৫।১।৫, ৬।৭৪।১; এক জায়গায় একুশটি রত্নের কথা আছে ১।২০।৭)।...এই প্রসঙ্গে প্রতীক-হিসাবে তুলনীয় 'রত্ন' আর 'মণি'। খুব সম্ভবত ঋগ্বেদের 'রত্ন' মুক্তা—সমুদ্র হতে তোলা। অন্তরিক্ষ আর দ্যুলোক দুইই সমুদ্র, দুইই ব্যাপ্তিচেতনার প্রতীক। সুতরাং রত্ন এই প্রমুক্ত চেতনার দীপ্তি (তু. ৮।৬৭।৭, সেখানে ক্লিষ্টচেতনার বৈপুল্যে মুক্তির কথা আছে, সেই নির্মলতাতেই রত্নের আবির্ভাব হয়)। 'মণি' মূল্যবান্ পাথর, তার আকর হল পৃথিবী ; সুতরাং তা পার্থিব চেতনার প্রতীক বলে অসুর ভোগ্য (তু. ১।৩৩।৮ ; সেখানে অসুরদের বলা হয়েছে 'হিরণ্যেন মণিনা শুম্ভমানাঃ', কিন্তু ইন্দ্র সূর্যের আলোতে ঝলমল)। যোগের 'মণিপুর' ব্রহ্মগ্রন্থি বা পার্থিবচেতনার চরম দীপ্তি।...'রত্ন' <√ ঋ + ত্ন? যেমন 'রথ' < √ ঋ; Av. 'রতূ' < √ ঋ।] অমৃতচেতনার দীপ্তি ; প্রজ্ঞাঘনতা।

প্রাণের অন্তরিক্ষের দুটি উপান্তে তোমাদের অধিষ্ঠান, হে দ্যুলোক, হে ভূলোক, —সেইখান হতে জীবনের প্রতি স্পন্দে সঞ্চারিত করছ ঋতের ছন্দ। অভীপ্সা তার সার্থক হ'ক, তোমাদের ঋতম্ভরা প্রবর্তনা উত্তীর্ণ করুক তাকে লোকোত্তর সত্যের পরম ব্যোমে। এই যে দেবযানের চিন্ময় সরণি আমাদের সামনে রয়েছে বিতত, তার দিঙ্‌নিলীন বৈপুল্যের পানে উত্তরপথিকের অশ্রান্ত অভিযানে তোমরাই হও দিশারী, হে আদিজননী, হে পরম জনক !...হে তপের শিখা, তুমি যে নিত্য জেগে আছ আমার অতন্দ্র সাধনার সাক্ষী হয়ে ; এই দেখ, একটি নমস্কারে নিজেকে আমি লুটিয়ে দিলাম এই শ্যামলী আর ঐ সুনীলের অকূল বিথারে...আমার রিক্ত চেতনা বিস্ফারিত হল অসীমের কূলে! ভালবাসার নম্র উপচার ছাড়া কোন্ নৈবেদ্যে তোমাদের ডালা সাজাব আজ, হে দেবমিথুন! এই লও আমার সব, অন্তরের মণিকোঠায় নিহিত কর অমৃতচেতনার রত্নদ্যুতি:

তোমাদের 'ঋত', হে রোদসী, সত্য হ'ক,—
আমাদের বৃহৎ-জ্যোতির পথে চলায় সুমঙ্গল দিশারী হও তোমরা দুজন!
এই-যে প্রণাম আমার, হে তপের শিখা, দ্যুলোক আর পৃথিবীর উদ্দেশে,—
ডালি সাজাই ভালবাসা দিয়ে। পেতে চাই অমৃতচেতনার দীপ্তি।।

৪

উতো হি বাং পূর্ব্যা আবিবিদ্র
ঋতাবরী রোদসী সত্যবাচঃ।
নরশ্চিদ্ বাং সমিথে শূরসাতৌ
ববন্দিরে পৃথিবি বেবিদানাঃ।।

উতোহি— আবার এই-যে।

পূর্ব্যাঃ— [তু. যে তে পন্থাঃ সবিতা পূর্ব্যাসঃ ১।৩৫।১১, ঋতাবানঃ কবয় পূর্ব্যাসঃ...পিতরঃ সত্যমন্ত্রাঃ ৭।৭৬।৪ ; প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্যেভির্যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেযুঃ ১০।১৪।৭। নিঘ. 'পুরাণ' ৩।২৭। তাই থেকে 'চিরন্তন' অর্থও হয়। এখানে] পূর্বতন, প্রাচীন (পিতৃপুরুষেরা)।

আবিবিদ্র— [তু. সমস্থিথা যুধয়ে শংসম্ আবিদে ১০।১১৩।৩ ; প্র তে পূর্বাণি করণানি বিপ্রা ২হবিদ্বাঁ আহ বিদুষে ৪।১৯।১০। < আ √ বিদ্ (পাওয়া, জানা) + লিট্ ইরে। উপসর্গের অর্থ সম্যক্, নিবিড়ভাবে।] জেনেছেন, পেয়েছেন (তোমাদের)। পৃথিবীর মানুষ আকুল হয় দ্যুলোকের জন্য। এই আকুলতা তার জীবন ভোর। কিন্তু মরলে পরে সে কোথায় যায়, কাকে পায়? কেউ বলেন যায় দ্যুলোকে, কেউ বলেন ফিরে আসে মাটির বুকে। কোনটা সত্য? ঋষি বলেন দুইই সত্য। দ্যুলোক-ভূলোকের আবেষ্টনে বাঁধা আমার অস্তিত্ব—নিত্য অনুষিক্ত হয়ে আছে দুয়েরই বৈপুল্যে। আমি যখন বৃহৎ হব, পাব দুজনকেই—পৃথিবী আর দ্যুলোক দুয়েরই 'উরৌ অনিবাধে' ছড়িয়ে পড়ব। যেমন জীবনে, তেমনি মরণে। পিতৃপুরুষেরাও রোদসীকে এমনি করেই পেয়েছিলেন।

ঋতাবরী— [দ্র. ঋত-বা ৩।৫৩।৮। প্রথমার দ্বিবচন] ঋতময়। আবার এই চরণেই সত্যের উল্লেখ আছে পিতৃপুরুষদের বিশেষণে। দ্যুলোক-ভূলোকের ঋতচ্ছন্দই সেই সত্যকে পাইয়ে দেয়।

সত্যবাচঃ— [তু. বিপশ্চিতং পিতরং বক্তানাম্, তং রোদসী পিপৃতং সত্যবাচম্ ২।২৬।৯ ; অন্তর্দূতং রোদসী সত্যবাচম্, মনুষ্বদ্ অগ্নিং মনুনা সমিদ্ধং ৭।২।৩ ; দ্যাবা হ ক্ষামা প্রথমে ঋতেনাভিশ্রাবে ভবতঃ

সত্যবাচা ১০।১২।১। দেখা যাচ্ছে, যেমন করেই হ'ক, সত্যবাকের সঙ্গে রোদসীর সম্বন্ধ ঘটানো হচ্ছে।] সত্যকে যাঁরা বলেন বা প্রকাশ করেন। সত্যবাক্ কখনও আচার্য (২।২৬।৯), কখনও-বা অগ্নি (৭।২।৩), কখনও দ্যাবাপৃথিবী (১০।১২।১), কখনও-বা পিতৃপুরুষেরা (এখানে)। পিতৃপুরুষেরা দ্যাবাপৃথিবীর সত্যকে জেনেছেন এবং তাকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন এই তাৎপর্য।

নরঃ— বীর সাধকেরা। 'সমিথে শূরসাতৌ' এই উক্তিতে তাদের বীর্যের পরিচয়।

সমিথে— [দ্র. ৩।১।১২ । এখানে] (সাধন-) সমরে ; দেবাসুরের লড়াই যেখানে।

শূরসাতৌ— [তু. যঃ শূরসাতা...দভ্রেভিশ্চিৎ সমৃতা হংসি ভূয়সঃ ১।৩১।৬ ; তমূতয়ো রণয়ঞ্ শূরসাতৌ (ইন্দ্রঃ) ১।১০০।৭ ; বয়ং ধনা শূরসাতা ভজেমহি ১।১৫৭।২ ; অধা হি ত্বা পৃথিব্যাং শূরসাতৌ হবামহে তনয়ে গোষ্বপ্সু ৬।১৯।১২ ; যদ্ বা দিবি পার্যে সুষ্বিমিন্দ্র বৃত্রহত্যে হবসি শূরসাতৌ ৬।২৩।২ ; সং যদ্ বিশোঽযন্ত শূরসাতা ৬।২৬।১ (এই সূক্তেই তু. ত্বং কবিং চোদয়োঽর্কসাতৌ ত্বং) ; ত্বাং হীন্দ্র...হবন্তে চর্ষণয়ঃ শূরসাতৌ ৬।৩৩।২ ; যস্য...গভীরা মদা উরবঃ...শূরসাতৌ ৮।১৬।৪ ; বৃহস্পতিং বৃষণং শূরসাতৌ ভরে ভরে অনু মদেম ১০।৬৭।৯। 'সাতি' উত্তরপদ: ধন-, মেধ-, বাজ, ক্ষেত্র-, তোক-, গো-, দ্যুম্ন-, নৃ-, স্বঃ-, অর্ক-, অর্ণ-। নিঘ. 'সংগ্রাম' (২।১৭)। 'বীর' শব্দের মত 'শূর' শব্দও এখানে গুণবাচী। তু. 'নৃ-সাতি' ; এ ছাড়া আর সর্বত্রই পূর্বপদগুলি সোজাসুজি লক্ষ্যকে বোঝাচ্ছে] শূরপদ লাভ হয় যেখানে ; শৌর্যের পরিচয় যেখানে। অর্থাৎ যেখানে জয়লাভ নিশ্চিত। দেবাসুরের সংগ্রামে

শৌর্যের পরিচয় দিতে হয়েছে যেখানে, সেখানেই বীর সাধকেরা তোমাদের ববন্দিরে।

ববন্দিরে— বন্দনা করেছেন, কেননা তোমরাই তাঁদের তিমিরোত্তরণ সাধনার আদি এবং অন্ত। দ্যুলোকের ঐ আলোর পানে হাত বাড়াই এই মায়েরই কোল থেকে ; তাই শেষ চরণের বিশেষ সম্বোধনটি পৃথিবীকে।

বেবিদানাঃ— [তু. আ রোদসী বৃহতী বেবিদানাঃ প্র রুদ্রিয়া জভ্রিরে যজ্ঞিয়াসঃ ১।৭২।৪ ; ক্রীলন্ নো রশ্ম আ ভুবঃ সং ভস্মনা বায়ুনা বেবিদানঃ ৫।১৯।৫; প্র তে মহীং সুমতিং বেবিদাম ৭।২৪।৬ ; < √ বিদ্ + যঙ্ লুক্ + শানচ, ১-ব।] ভাল করে জানেন যাঁরা (তোমাদের তত্ত্ব)।

হে রোদসী, অনন্তকাল ধরে তোমরাই জীবনায়নের ঋতচ্ছন্দের বিধাতা, মানুষের সকল এষণার তোমরাই নিয়ন্তা। পথিকৃৎ হয়ে আমাদের আগে যাঁরা এসেছিলেন, সেই পূর্বপুরুষেরা তোমাদের রহস্যের অতলে ডুব দিয়েই জেনেছেন পরমসত্যকে, বিচিত্রছন্দে তাকে প্রকাশ করেছেন আমাদের কাছে।...তারপর যুগে-যুগে আলো-আঁধারের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে অধৃষ্য শৌর্যের পরিচয় দিয়েছেন যে-বীরসাধকেরা, তাঁরাও ডুব দিয়েছেন ঐ অতলে, সিদ্ধের অগ্নিমন্ত্রে তোমাদেরই বন্দনা গেয়েছেন ফিরে এসে, হে আদিজননী:

আবার এই-যে তোমাদের সব জেনেছেন পূর্বজেরা,
হে 'ঋতাবরী রোদসী', জেনে সত্যকে বলেছেন আমাদের কাছে ;
বীরসাধকেরাও সংগ্রামে শৌর্যের পরিচয় দিতে তোমাদের
বন্দনা করেছেন, হে পৃথিবী, অনিঃশেষে সব জেনে।।

৫

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচদ্

দেবাঁ অচ্ছা পথ্যা কা সম্ এতি।

দদৃশ্র এযাম্ অবমা সদাংসি

পরেযু যা গুহ্যেযু ব্রতেযু।।

কঃ অদ্ধা বেদ, কঃ ইহ প্র বোচৎ— [পুনরুক্তি : ১০।১২৯।৬ । এই ধরণের জিজ্ঞাসা : ১।১৬৪।৫, ৬, ৭, ১৮ (কবীয়মানঃ ক ইহ প্র বোচৎ)...। 'অদ্ধা'- তু. সত্যমদ্ধা ন কিরন্য স্ত্বাবান্ ১।৫২।১৩ ; সো অদ্ধা দাশ্বধ্বরো 'গ্নে...সপ্রশংস্যঃ ৮।১৯।৯ ; অদ্ধা দেব মহাঁ অসি ৮।১০১।১১ ; নকিরদ্ধা নু বেদ ১০।১১১।৭ । নিঘ. 'সত্য' (৩।১০)। বস্তুত।। 'প্র বোচৎ'—প্র √ বচ্ (প্রকাশ করে বলা) + লুঙ্ দ্। 'প্রবচন' রহস্যের আখ্যান, 'প্রবক্তা' আখ্যাতা নবী—যিনি দেবাবিষ্ট হয়ে কিছু বলেন।] কে-ই বা জেনেছে, কে এখানে (অর্থাৎ আমাদের) বলতে পেরেছে।

দেবান্ অচ্ছা— তু. ৩।১।১। । বহুবচন এক দেবতার বিচিত্র বিভূতি বোঝাতে। বৈদিক অদ্বৈতবাদে বহুদেবতার নিরাকৃতি নাই, সেমেটিক অদ্বৈতবাদীর মত।

পথ্যা— [তু. ৩।৫৫।১৫ ; অর্বাচী তে পথ্যা রায় এতু ৭।১৮।৩ ; ব্যুযা আবঃ পথ্যা জনানাম্ ৭।৭৯।১ ; বি শ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ ১০।১৩।১; উপ প্র যন্তি ধীতয় ঋতস্য পথ্যা অনু ৩।১২।৭; আগত্য... পাহি...পথ্যা অনু স্বাঃ ৩।৩৫।৮ ; ...। রূপভেদ: পথ্, পথ, পথি, পন্থা, পন্থান্ (অথঃ) ; পথ্যা < পথি-আ ‖ 'পক্ষ্যা' (৩।৫৩।১৬)] পথ। এই পথ দেবযান (তু. সত্যেন পন্থা বিততো

দেবযানঃ মু. উ. ৩।১।৫০)। যেখানে দেবতারা স্বধয়া মদন্তি, কোন্ পথ গিয়ে সেখানে মিলেছে, কে আমায় বলে দেবে? এই পথের একটু পরিচয় চতুর্থ চরণে। দ্বিতীয় চরণের 'কা'র সঙ্গে অন্বয় চতুর্থ চরণের 'যা'র (Geld.)।

সম্ এতি— সঙ্গত হয়, গিয়ে মেলে।

দদৃশ্রে— [= দদৃশিরে < √ দৃশ্ + লিট ইরে] দেখা গেছে।

অবমা সদাংসি— [অবমানি...। তু. যা তে ধামানি পরমাণি যাবমা যা মধ্যমা বিশ্বকর্মন্নুতেমা ১০।৮১।৫ । যা সবার নিচে তাই 'অবম': তু. স ত্বং নো অগ্নেঽবমো ভবোতী নেদিষ্ঠঃ ৪।৫।১ ; যজ্ঞং পৃচ্ছাম্যবমং (অগ্নিং) স তদ্ দূতো বি বোচতি ১।১০৫।৪ ; যদিন্দ্রাগ্নী অবমস্যাং পৃথিব্যাং মধ্যমস্যাং পরমস্যামুত স্থঃ ১।১০৮।৯ ; যদুত্তমে মরুতো মধ্যমে বা যদ্ বা অবমে সুভগাসো দিবি ষ্ঠ ৫।৬০।৬...। সাধারণভাবে দেখতে গেলে পৃথিবীই অবম, সেইখানেই দেবতা 'নেদিষ্ঠ' কিনা আমাদের সব চাইতে কাছে (৪।৫।১; তু. ১।১৮৫।১১)। এই অর্থে দেবতাদের 'অবমং সদঃ' হল যজ্ঞবেদি। কিন্তু সায়ণ বলছেন, 'এষাং দিবি স্থিতানাং নক্ষত্র রূপাণাং দেবানাম্ অধোমুখানি স্থানানি দৃশ্যন্তে।' তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলছেন 'দেবগৃহা বৈ নক্ষত্রাণি' (১।৫।২।৬)। দ্যুলোকেরও যে অবম লোক (৫।৬০।৫) তা তাহলে এই নক্ষত্রলোক। পৃথিবীরও তেমনি অবম, মধ্যম, পরম তিনটি লোক আছে (১।১০৮।৯) ; সব মিলিয়ে 'ষট্ রজাংসি' (১।১৬৪।৬ ; তু. ২।১৩।১০ ; ৬।৪৭।৩; ১০।১৪।১৬)। এই হিসাবে নক্ষত্রলোক চতুর্থ ; তাকেই আমরা দেখতে পাই, তার ওপারে আর দুটি লোক গুহাহিত (দ্র. ৩।৫৬।১)। উপনিষদের মতে নক্ষত্রলোকের স্থান পঞ্চম: পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ, দ্যুলোকে সূর্য—এই ধরা যাক দিনের আলো ; সূর্য ডুবলে পর চাঁদ, যখন চাঁদও থাকে না, তখন

নক্ষত্র। সমস্ত ব্যাপারটা চেতনার উত্তরায়ণের রূপক। তারপর যখন নক্ষত্রও থাকে না, তখন তাঁর প্রকাশ, যাঁর 'ভাসা সর্বমিদং বিভাতি' (কঠ ২।২।১৫)। এইভাবে দেখতে গেলে, দেবযানী চেতনার গতির শেষ সীমা নক্ষত্রলোক পর্যন্ত ; তার ওপারে কি? নিশ্চয়ই ঋত এবং সত্য (১।১৯০।১), যাদের কথা এই প্রশস্তির গোড়াতেই বলা হয়েছে।] সব চাইতে নিচের আসন।

যা— [দ্বিতীয় চরণের 'কা'র সঙ্গে অন্বয়। তৃতীয় চরণটি বন্ধনীর মধ্যে যেন] যে (পথ)।

পরেষু গুহ্যেষু ব্রতেষু— [পুনরুক্তি : ১০।১১৪।২ । লক্ষ্যার্থে সপ্তমী। যে পথ ('যা') নিয়ে যায় দেবতাদের রহস্যলোকে। 'ব্রত'—(< √ বৃ 'বহে নেওয়া' নির্ঋতির মাঝে অনন্ত সম্ভাবনা এলোমেলো হয়ে আছে। তার মধ্যে থেকে দেবতারা একটি বেছে নিয়ে সৃষ্টিতে রূপ দেন, 'ঋতে'র শাসনে তখন তা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আপন 'ধর্ম'কে প্রকাশ করে। এমনি করে 'ব্রত' 'ঋত' আর 'ধর্ম' সৃষ্টির কাজ করে চলেছে। দেবতার 'ব্রত' বা সত্য-সঙ্কল্প আমরা সব সময় ধরতে পারি না, তাই তা 'গুহ্য' ; অথচ এখানকার যা-কিছু ঘটনা সবার মূলে তাঁরই 'অদব্ধা ব্রতানি', তাই তা 'পর' বা পরম। দেবতার এই 'পর ব্রত'ই অন্যত্র 'প্রথমানি ধর্মাণি' (১।১৬৪।৪৩, ৫০, ১০।৯০।১৬) লোকোত্তর নিগূঢ় সত্যসঙ্কল্পের মাঝে (নিয়ে যাবে আমাদের)।

হে দ্যুলোক, এ কী রহস্যনীল বারুণীমায়ায় ঢেকে রেখেছ উত্তমজ্যোতির স্বধামকে। আভাসে বুঝি, ঐখানে দেবতার ছায়াতপের লীলা, বিশ্বরূপে উচ্ছলিত তাঁর সত্যসঙ্কল্পের নিগূঢ় উৎস ঐখানে...কিন্তু আমি যে সে অমার আলোর গহন গভীরে পথ খুঁজে পাই না। উত্তরবাহিনী চেতনা ঠেকে যায় তোমার অবাঙ্মুখ ইন্দ্রনীল পাত্রের বিতানে, নক্ষত্রের ঝিলিমিলিতে দৃষ্টি হয় দিশাহারা।...কিন্তু

তারপর? কে জেনেছে সেই লোকোত্তর রহস্যকে, তার বার্তা কে আনবে আজ আমার কাছে...:

সত্যি, কে জেনেছে, কেই বা এখানে এসে বলতে পেরেছে—

বিশ্বদেবের পানে কোন্ পথ চলে গেছে...
দেখা গেছে শুধু তাঁদের সবার নিচের আসনগুলি...
যে-পথ নিয়ে যাবে নিগূঢ় পরম ব্রতের মাঝে।।

৬

কবির্নৃচক্ষা অভি ষীম্ অচষ্ট
ঋতস্য যোনা বিঘৃতে মদন্তী।
নানা চক্রাতে সদনং যথা বেঃ
সমানেন ক্রতুনা সংবিদানে।।

কবিঃ নৃ চক্ষাঃ— [দ্র. ৩।৫৩।৯ । সায়ণের মতে 'সূর্য'—যিনি আকাশে থেকে দ্যুলোক-ভূলোক দুইই দেখছেন। Geldner অনুমান করেন চতুর্থ ঋকে উল্লিখিত পিতৃপুরুষদের একজন। সূর্য বা পরমদেবতার সঙ্গে সাযুজ্যপ্রাপ্ত সিদ্ধ-পুরুষ হওয়া খুবই সম্ভব, বাজসনেয়ী সংহিতায় যিনি সূর্যকে সম্বোধন করে বলছেন 'যো অসাবসৌ পুরুষঃ সোহমস্মি।' 'নৃচক্ষাঃ'র সঙ্গে কবির যোগও লক্ষণীয়।] কবি যিনি লোকসাক্ষী।

সীম্— এঁদের (দুজনকে)।

অভি অচষ্ট— [অভি √ চক্ষ্ (দেখা) + লঙ্ ত] তাকিয়ে দেখেছেন ; দর্শন লাভ করেছেন। কী অবস্থায়? তার বর্ণনা পরের চরণগুলিতে।

ঋতস্য যোনা— [= যোনৌ। দ্র. ৩।১।৭ । নিঘন্টুতে 'ঋতস্য যোনিঃ' উদক; তু. 'সলিলানি' (১।১৬৪।৪১) ; 'অম্ভঃ গহনং গভীরং (১০।১২৯।১) ; তমঃ তমসা গূল্হমগ্রে,' প্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্ (১০।১২৯।৩)...। ঐতরেয় উপনিষদে দ্যুলোক অন্তরিক্ষ ও মর্ত্যলোককে ঘিরে 'অম্ভঃ' এবং 'আপঃ' (১।১।২)। পুরাণের কারণ সলিল প্রসিদ্ধ। এই সলিলই 'ঋতের' বা শাশ্বত বিশ্ববিধানের 'যোনি' অর্থাৎ উৎস ; এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যোনির মৌলিক অর্থ গর্ভবেষ্টনী (নি ২।৮)। অথবা 'ঋত' স্বয়ংই 'যোনি'—বিশ্বভুবনের ; তার প্রতিষ্ঠা সত্যে।] ঋতের উৎসমূলে। দ্যুলোক আর ভূলোকের তত্ত্ব সেইখানে জানা যাবে, যেখানে তারা এক হয়ে আছে। অমৃত আর মৃত্যুর একই উৎস (১০।১২১।২)।

বি-ঘৃতে— [অনন্য প্রয়োগ। 'ঘৃত' তপোদীপ্তি, অগ্নিবীর্য, নিগূঢ়সামর্থ্য। তু. ১।২২।১৪, ৬।৭০।৪] বিভিন্ন জ্যোতিঃশক্তি যাঁদের। একটি পিতৃশক্তি আর-একটি মাতৃশক্তি। একজন রেতোধা, আর-একজন জীবধাত্রী।

মদন্তী— আনন্দ করছেন। পরমব্যোমে আদি জনক-জননীর সামরস্যের ছবি।

নানা সদনং— বিচিত্র আবাস। 'সদন' (< √ সদ্ 'বসা') আসন, দেবতার অধিষ্ঠান যেখানে ; নিঘন্টুতে 'উদক' (তু. তন্ত্রে দেবতার পদ্মাসন)। পরমব্যোমে থেকে আদি-জনকজননী বিচিত্র আধার সৃষ্টি করে তাতে আবিষ্ট হয়েছেন (তু. তে মায়িনো মমিরে সুপ্রচেতসো জামী সযোনী মিথুনা সমোকসা, নব্যং নব্যং তন্তুম্ আ তন্বতে দিবি সমুদ্রে

অন্তঃ কবয়ঃ সুদীতয়ঃ ১।১৫৯।৪ ; স বহ্নিঃ পুত্রঃ পিত্রোঃ পবিত্রবান্ ১।১৬০।৩)।

যথা বেঃ— যেমন নাকি পাখির (বাসা)। এই পাখি প্রাণ বা জীবাত্মা [তু. অগ্রং পদং বেঃ ৩।৫।৫ ; ঘৃতবৎপদং বেঃ ৬ ; উৎসস্য মধ্যে নিহিতং পদং বে (অগ্নেঃ) ১০।৫।১ ; বের্ন দ্রুষদ্বা রঘুপত্মজংহাঃ (অগ্নিঃ) ৬।৩।৫ ; বে র্ন দ্রুষচ্চম্বো রাসদ্ধরিঃ (সোমঃ) ৯।৭২।৫; বের্ন বেবীযতে মতিঃ (১০।৩৩।২ ; 'মতি' বা 'ধী'র সঙ্গে পাখির তুলনা আরও আছে)। স্মরণীয়, অগ্নিচয়নের বেদির আকার পাখির মত ; মানুষের আত্মাই শ্যেন হয়ে দ্যুলোক হতে অমৃত আহরণ করে আনে]।

সমানেন ক্রতুনা— সুষম সৃষ্টিসামর্থ্য নিয়ে।

সংবিদানে— [তু. অপ শত্রূন্ বিধ্যতাং সংবিদানে ৬।৭৫।৪ ; কা স্বিৎ তত্র যজমানস্য সংবিৎ (৮।৫৮।১ বালখিল্য) ; তস্য বা ত্বং মন ইচ্ছা স বা তবা ধা কৃণুষ্ব সংবিদং সুভদ্রাম্ ১০।১০।১৪ ; সংবিদান উষসা সূর্যেণাদিত্যেভিঃ ৭।৪৪।৪ ; ত্বং সোম পিতৃভিঃ সংবিদানো নু দ্যাবাপৃথিবী আ ততন্থ ৮।৪৮।১৩ ; ইমং যম প্রস্তরমা হি সীদাঙ্গিরোভিঃ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ ১০।১৪।৪ ; ব্রহ্মণাগ্নিঃ সংবিদানো রক্ষোহা বাধতামিতঃ ১০।১৬২।১; প্রজাপতির্মহ্যমেতাররাণো বিশ্বৈর্দেবৈঃ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ ১০।১৬৯।৪ ; তাঃ সর্বাঃ (ওষধয়ঃ) সংবিদানা ইদং মে প্রাবতা বচঃ ১০।৯৭।১৪ ; নি বর্হিষি ধত্তন সোম্যাসো 'পাং নপ্‌ত্রা সংবিদানাস এনাঃ (অপঃ) ১০।৩০।১৪। < √ বিদ্ (জানা, পাওয়া দুটি অর্থেরই মিশ্রণ ঘটেছে; তু. ১০।১৪৫।১)। পাওয়া এখানে মন দিয়ে, চিত্ত দিয়ে] একচিত্ত হয়ে। এই অর্থে 'সজোষাঃ' শব্দের প্রয়োগ স্মরণীয়। মহাশূন্যের আবেষ্টনে যুগনদ্ধ জগৎ পিতা ও জগজ্জননীর যে দীপ্তি, আনন্দ, সঙ্কল্প ও সংবিৎ তাই জীবাধার সৃষ্টির কারণ।

কোন্ সে পুরাণ কবি মনীষার উত্তুঙ্গ শিখরে পেলেন লোকসাক্ষী আদিত্যের দৃষ্টি—দেখলেন যুগনদ্ধ আদি জনক-জননীর সামরস্যের হিল্লোলে প্রপঞ্চের বিসৃষ্টি : ঋতভৃৎ কারণার্ণবের অপ্রকেত আবেষ্টনে বিচিত্র দুটি বহ্নিশিখার উন্মাদন আনন্দবিহার, —তারই উল্লাস সোমসন্ধানী সুপর্ণের তরে গড়ে তুলছে কত-যে বিচিত্র কুলায় সেই দিব্যমিথুনের অন্যোন্যসঙ্গত সঙ্কল্প আর সংবিতের টানা ও পোড়েনে:

লোকসাক্ষী কোন্ কবি সে-দুজনকে দেখতে পেলেন :
ঋতের উৎসমূলে দুটি তপোদীপ্তি আনন্দে মাতাল—
কত-যে বিচিত্র কুলায় রচেছেন যেন পাখির তরে
সমান সঙ্কল্প আর সংবিত নিয়ে।।

৭

সমান্যা বিযুতে দূরে অন্তে
ধ্রুবে পদে তস্থতুর্ জাগরূকে।
উত স্বসারা যুবতী ভবন্তী
আদ্ উ ব্রুবাতে মিথুনানি নাম।।

সমান্যা— [=সমান্যৌ, 'সমানী'র ১-দ্বি.। কিন্তু তু. সমান্যা দিশা ১।১৩২।৪; কয়া শুভা সমান্যা মরুতঃ সংমিমিক্ষুঃ ১।১৬৫।১ ; সমান্যা বৃতয়া ৫।৪৮।১ ; প্র ভ্রাতৃত্বং...অধ দ্বিতা সমান্যা মাতুর্গর্ভে ভরামহে ৮।৮৩।৮। সর্বত্রই তৃতীয়ার একবচন, শেষ উদ্ধরণে ক্রিয়াবিশেষণ। 'সমানী' শব্দের প্রয়োগ : সমিতিঃ সমানী

১০।১৯১।৩ ; সমানী আকূতিঃ ১০।১৯১।৪ ; সমানীঃ...উষস ৪।৫১।৯ । এখানে ক্রিয়া বিশেষণ না ধরে বিশেষণ ধরাই উচিত, তাহলে পরেই যে 'বিযুতে' বলা হয়েছে তার সঙ্গে প্রতিতুলনা ফোটে ভাল করে। যদিও বিশেষণগুলি 'দ্যাবাপৃথিবী' উভয়ের প্রতি প্রযুক্ত, তবু এখানে পৃথিবীর প্রাধান্য বোঝাতে সব বিশেষণই স্ত্রীলিঙ্গ।] (দুজনেই) সমান, তুল্য ; কেউ ছোট কেউ বড় নয়। চোখেও দেখছি, দুয়েরই সমান বিস্তার ; আমার কাছে দুয়ের বৈপুল্যেই বৃহতের উদ্দীপন হয়।

বিযুতে— [তু. সমত্র গাবোঽভিতো ঽনবন্তেহেঽ বৎসৈর্বিযুতা যদাসন্ ৫।৩০।১০ ।< বি √ যু (একত্র করা, পৃথক করা) + ক্ত] । (তবুও) আলাদা-আলাদা। আকাশ মাথার উপরে, পৃথিবী পায়ের তলায়।

দূরে-অন্তে— [তু. উর্বী পৃথ্বী বহুলে দূরে অন্তে (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) ১।১৮৫।৭ । বহুব্রীহিতে পূর্বপদস্বর ; অনুরূপ: 'দূরে-অর্থঃ', 'দূরে আধীঃ', দূরে-ভাঃ'।] (বহু) দূরে' অন্ত বা আসান যাঁদের ; দিগন্তে ছড়িয়ে পড়া। এই পর্যন্ত নিসর্গ-বর্ণনা ; তার পরের চরণেই দিব্যভাবের ব্যঞ্জনা।

ধ্রুবে পদে— [তু. তয়োর্ (দ্যাবা-পৃথিব্যোঃ) ইৎ ঘৃতবৎ পয়ো বিপ্রা রিহন্তি ধীতিভিঃ গন্ধর্বস্য ধ্রুবে পদে ১।২২।১৪ (এখানে গন্ধর্ব অবশ্যই মায়ী বা পরমদেবতা) ; রাজানা বনভিদ্রুহা (মিত্রাবরুণৌ) ধ্রুবে সদস্যুত্তমে সহস্রস্থূণ ২।৪১।৫ ; আ যোনিমরুণো রুহৎ...ধ্রুবে সদসি সীদতি (সোমঃ) ৯।৪০।২ ; ধ্রুবাসু ত্বাসু ক্ষিতিষু ক্ষিয়ন্তঃ (যজমানাঃ) ৭।৮৮।৭ ; তং ত্বা নরো দম আ নিত্যসিদ্ধম্ অগ্নে সচন্ত ক্ষিতিষু ধ্রুবাসু ১।৭৩।৪ । অধিদৈবত দৃষ্টিতে এই 'ধ্রুবপদ' পরম ব্যোম বা বিষ্ণুর পরম পদ (দ্র. ১।১৫৪।৪-৬); অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সহস্রার ; অধিভূত দৃষ্টিতে আকাশের ধ্রুবনক্ষত্র।] ধ্রুবপদে, পরম ব্যোমে। সায়ণ বলেন অন্তরিক্ষে।

জাগরূকে— [অনন্যপ্রয়োগ। অনুরূপ: 'জাগৃবি', 'জাগৃবস্'।] দক্ষিণায়নে দেবতারা ঘুমন, উত্তরায়ণে জেগে থাকেন। কিন্তু ধ্রুবপদে তাঁরা নিত্যজাগ্রত। এই ধ্রুববিন্দু হতেই দ্যাবাপৃথিবীর বিসৃষ্টি, বহুধাভবন বা প্রজাতির লীলা। যে-আনন্দ হতে এই বিসৃষ্টি, তা লোকোত্তর। দ্যুলোক আর ভূলোক সেখানে নিত্য তরুণ আর নিত্য তরুণী (পরের চরণ দ্র.)

স্বসারা— [স্বসারৌ। একশেষ দ্বন্দ্বে স্ত্রী বাচী শব্দ থেকে গেল, যদিও পুংবাচী থাকাই বিধি] দুটি ভাই-বোন্। অথচ তাঁরা পিতামাতা। যেমন যজুর্বেদে অম্বিকা রুদ্রের বোন্। আদিমিথুনের মধ্যে সব সম্পর্কই সম্ভাবিত। কোথাও তাঁরা পিতা ও কন্যা, অথচ পিতা সেখানে দুহিতাতে গর্ভাধান করছেন ('স্বায়াং দেবো দুহিতরি ত্বিষিং ধাৎ ১।৭১।৫; ১।১৬৪।৩৩)। তু. প্রজাপতির রোহিণীগমন। একই পুরুষ, কিন্তু প্রকৃতি কখনও জননী, কখনও জায়া, কখনও কন্যা। এই রহস্যের আখ্যান তন্ত্রেও আছে: 'জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে।' অধিক বিস্তার এখানে অবান্তর।

যুবতী ভবন্তী—['ভবন্তী' এই বিশেষণটি ইঙ্গিত করছে নিত্য আবৃত্তির। তাই বিশ্বের ছন্দ।] তরুণ হয়ে চলেছেন (বারবার)। ধ্রুবপদে থেকে নিত্যজাগ্রত প্রেমযোগের অদ্ভুত বিলাস এই 'নিতুই নূতন' হওয়াতে। অগ্নিষ্বাত্ত ঊর্ধ্বস্রোতা আধারে অজর তারুণ্যের সঙ্কেত এইখানে। দক্ষিণায়নের পর উত্তরায়ণে বারবার দেখছি দ্যুলোক-ভূলোকের জরাজিৎ তারুণ্য ; তবুও আমরা জরাগ্রস্ত হই কেন? বৈদিক সাধনার মূলে এই জিজ্ঞাসা—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা না ধর্ম জিজ্ঞাসা কে বলবে? হয়তো দুইই।

ব্রুবাতে— (পরস্পরকে) ডাকেন।

মিথুনানি নাম— [= নামানি] জোড়াবাঁধা নাম ; দুটি নাম এক হয়ে গেছে যেখানে।

যেমন স্বধে, পুরন্ধী, ধিষণে, রোদসী এমনি করে চব্বিশটি নাম (নিঘ. ৩।৩০)। লক্ষণীয়, সবগুলি নাম স্ত্রীলিঙ্গ দ্বিবচন। অর্থাৎ সেই পৃথিবীর প্রাধান্য। বেদে নাকি শক্তিবাদ নাই!...এখানে, একজন আর-একজনকে একই নাম ধরে ডাকছেন। নিঘণ্টুতে দেওয়া সব নামই বিশেষণ, মোটামুটি বোঝাচ্ছে প্রতিষ্ঠা, শক্তি, জ্যোতি, গহনতা, বৈপুল্য, আনন্ত্য। কী অপূর্ব ভালবাসা উথলে ওঠে এই নামের মিথুনে!

এই-যে শ্যামলী আর ঐ-যে সুনীল, একের বুক ছুঁয়েও যেন ছোঁয় না আর-একের বুককে, আমার ব্যাপ্তিচেতনার দূর দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে যাঁদের অবাধ বৈপুল্য—তাঁরা আমার কাছে কেউ ছোট কেউ বড় তো নয়, দুইই যে আমার চিন্ময়ী আর চিন্ময়!...এই যুগনদ্ধ বৈপুল্য নিত্যজাগ্রত রয়েছে ঐ পরমব্যোমে, যেখানকার অচলস্থিতিই চলকে পড়ছে এই গতির লীলায়। ঐখানে দেখছি চিরকিশোর আর চিরকিশোরী দুটি ভাইবোনকে, আলোর খেলায় তারুণ্যের লীলায় নিত্য উপচে চলেছেন ভুবনবিসৃষ্টির ঋতচ্ছন্দে, সোহাগে বিগলিত মঞ্জুল গুঞ্জনে একই প্রিয়নাম গুঞ্জরিত হচ্ছে দুজনার কানে-কানে :

সমান দুজন, তবুও ছাড়াছাড়া—ছড়িয়ে আছেন কোন্ দিগন্তে ;
ধ্রুবপদে আছেন দুজন নিত্য জেগে।
আবার দুটি ভাই-বোন্ তরুণ হয়ে চলেছেন বারবার,
ওই যে এ ওকে ডাকছেন জোড়াবাঁধা নামে!

৮

বিশ্বেদেতে জনিমা সং বিবিক্তো
মহো দেবান্ বিভ্রতী ন ব্যথেতে।
এজদ্ ধ্রুবং পত্যতে বিশ্বম্ একং
চরৎ পতত্রি বিষুণং বি জাতম।।

বিশ্বা জনিম— [= বিশ্বানি জনিমানি। তু. অশ্বস্যাত্র জনিম ২।৩৫।৬ ; ৩।১।২০; ৩১।৮ ; ৩৮।২ ; অয়ো ন দেবা জনিমা ধমন্তঃ ৪।২।১৭ ; দেবানাং যজ্জনিমাস্ত্যুগ্র ৪।২।১৮ ; রুদ্র যৎ তে জনিম চারু চিত্রম্ ৫।৩।৩; বিশ্বা বেদ জনিমা জাতবেদাঃ ৬।১৫।১৩ ; স মজ্‌মনা জনিম মানুষাণাম্...অতি প্র সর্স্রে (ইন্দ্রঃ) ৬।১৮।৭; সূর্যা ... পুরু বিশ্বাজনিম মানুষাণাং (অবোধয়ৎ) ৭।৬২।১ ; বিশ্বেৎ স বেদ জনিমা পুরুষ্টুতঃ (ইন্দ্রঃ)৮।৪৬।১২ ; গুহাহিতং জনিম নেমমুদ্যতম্ ৯।৬৮।৫ ; দেবো দেবানাং জনিমা বিবক্তি (সোমঃ) ৯।৯৭।৭ ; ...। ব্যক্তিবাচী এবং ভাববাচী দুরকম প্রয়োগই আছে। তু. 'জন্ম', (৩।১।২১)। < √ জন্ (প্রাদুর্ভাব)। এখানে দুই অর্থেই নেওয়া চলে] নিখিল জীব (বা জীবজন্ম)।

সম বিবিক্তঃ— [সম্ √ ব্যচ্ (প্রসারিত করা) + লট্ তস্। তু. ন যং বিবিক্তো রোদসী নান্তরিক্ষাণি বজ্রিণম্ ৮।১২।২৪ (এখানে প্রসারণ থেকে 'ছাড়িয়ে যাওয়া')।] সম্প্রসারিত করলেন ; যথাস্থানে স্থাপিত করলেন— কেননা এঁরাই বিশ্বভুবনের পিতামাতা, কোলে করে রয়েছেন সবাইকে (১।১৬০।২, এখানে বিশেষণ 'উরুব্যচসা' ; ১।১৮৫।২)।

ব্যথেতে— [√ব্যথ্ (কাঁপা, টলা) + লট্ আতে] কাঁপেন না, টলেন না। অষ্ট

বসু, একাদশ রুদ্র আর দ্বাদশ আদিত্য —সবাইকে বেষ্টন করে আছেন দ্যুলোক আর ভূলোক (শ.ব্রা.)। এই দ্যাবাপৃথিবীর মাঝেই দেবতার যত মহিমা উত্তরায়ণের পথিকের চোখে পড়ে। অথচ এই দ্যাবাপৃথিবীকে বেষ্টন করে আছেন এক পরম সত্য, যাঁকে 'ঋতস্য যোনিঃ' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে (৬)। সেই 'একে'র বিবৃতি বাকী দুটি চরণে।

এজৎ ধ্রুবম্— যা কাঁপে, যা স্থির ; চরাচর, স্থাবর-জঙ্গম।

পত্যতে— [তু. উগ্রং তৎ পত্যতে শব ইন্দ্রঃ ১।৮৪।৯ ; স হব্যা মানুষাণাং পত্যতে ১।১২৮।৭ ; সে দু হব্যো দদির্যো নাম পত্যতে ২।৩৭।২; ৩।৩৬।৪ ; ৫৬।৩ ; পত্যতে বসব্যৈঃ ৬।১৩।৪ ; যঃ পত্যতে বৃষভো বৃষ্ণ্যাবান্ ৬।২২।১ ; স পত্যতে উভয়োর্নৃম্ণময়ো ৬।২৫।৬; একো বসূনি পত্যতে ৬।৪৫।২০...। < √ পত্ (আধিপত্য করা ; তু. 'পতি') + লট্ তে। নিঘ. পত্যতে ঐশ্বর্য কর্মা (২।২১)।] অধিপতি হয়ে আছেন (বিশ্ব-চরাচরের)। কে তিনি?

একম্— [তু. আবিন্দতং (অগ্নীষোমৌ) জ্যোতিরেকং বহুভ্যঃ ১।৯৩।৪ ; বি যস্তস্তম্ভ ষলিমা রজাংস্যজস্য রূপে কিমপি স্বিদেকম্ ১।১৬৪।৬ ; একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি ১।১৬৪।৪৬ ; মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ৩।৫৫।১-২২ ; ঋতেন ঋতমপিহিতং ধ্রুবং বাং সূর্যস্য যত্র বিমুচন্ত্যশ্বান্, দশ শতা সহ তস্থুস্তদেকং দেবানাং শ্রেষ্ঠং বপুষামপশ্যম্ ৫।৬২।১ ; এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ, একৈবোষাঃ সর্বমিদং বিভাত্যেকং বা ইদং বি বভূব সর্বম ৮।৫৮।২ ; স (সোমঃ) সপ্ত ধীতিভি র্হিতো নদ্যো অজিন্বদদ্রুহঃ, যা একমক্ষি বাবৃধুঃ ৯।৯।৪ ; ষলু.বীরেকমমিদ্ বৃহৎ ১০।১৪।১৬ ; যত্রা সপ্তঋষীন্ পর একমাহুঃ ১০।৮২।২ ; অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ ১০।৮২।২ ; দ্বে তে চক্রে সূর্যে ব্রহ্মাণ ঋতুথা বিদুঃ,

অথৈকং চক্রং যদ্ গুহা তদদ্ধাতয় ইদ্বিদুঃ ১০।৮৫।১৬ ; সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভি রেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি ১০।১১৪।৫; আনীদবাতং স্বধয়া তদেকম্ ১০।১২৯।২ ; তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্ ১০।১২৯।৩ ; তিস্রো মাতৃস্ত্রীন্ পিতৄন্ বিভ্রদেক ঊর্ধ্বস্তস্থৌ ১।১৬৪।১০ ; ষড্‌ভারাঁ একো অচরন্ বিভর্তি ৩।৫৬।২ ; অনু বাম্ (মিত্রাবরুণৌ) একঃ পবিরা ববর্ত ৫।৬২।২; একঃ সমুদ্রো ধরুণো রয়ীণাম্ অস্মদ্ধৃদো ভূরিজন্মা বিচষ্টে ১০।৫।১ ; একঃ সুর্পণঃস সমুদ্রমাবিবেশ স ইদং বিশ্বং ভুবনং বি চষ্টে, তং পাকেন মনসাপশ্যমন্তিত স্তং মাতা রেল্‌হি স উ রেল্‌হি মাতরম্ ১০।১১৪।৪ ।। এইবার বৈদিক অদ্বৈতবাদের প্রসঙ্গে আসা যাক। এ-সম্বন্ধে আগেও ইঙ্গিতে বলেছি কিছু-কিছু। আবার মনে করিয়ে দিই, বৈদিক অদ্বৈতবাদে বহুর সঙ্গে একের কোন বিরোধ নাই। বহু যেমন সত্য। একও তেমনি সত্য, সবই যদি চিন্ময় হয়, তাহলে বহুদেবতা যেমন সত্য, তেমনি তাঁদের মূলে একের অধিষ্ঠানও সত্য। এই মণ্ডলের ৫৫ তম সূক্তে এই কথাটি সবিস্তারে বোঝানো হয়েছে, বলা হয়েছে, সমস্ত দেবতারই যে বিপুল 'অসুরত্ব' তা এক। পরমদেবতার প্রাচীন সংজ্ঞা 'অসুর' (দ্র. ৩।৫৫।১-২২), তা আমরা জানি ; সুতরাং এই সূক্তটির তাৎপর্য দাঁড়াচ্ছে—দেবতারা এক অসুরেরই বিভূতি। পরমদেবতাকে নির্বিশেষভাবে উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে শুধু 'একম্'—ক্লীবলিঙ্গে, উপনিষদের 'ব্রহ্মের' মত। এই এক কোথাও 'একং সৎ'—এক সত্তা মাত্র (১।১৬৪।৪৬), কখনও - বা 'একং তৎ'—এক তত্ত্বমাত্র (৫।৬২।১, কিন্তু তা বিশ্বদেবতার শ্রেষ্ঠরহস্য, যা চোখের আড়াল হয়ে আছে। সূর্য ডোবে যেখানে সেইখানে যার দেখা মেলে ; একে অন্যত্র বলা হয়েছে 'অস্তম্'; আরও দ্র. ১০।১২৯।২), কখনও বা তা 'কিংস্বিদেকম' —কি যেন

একটা-কিছু (১।১৬৪।৬, অথচ তা পরার্ধ-অপরার্ধের ছ'টি লোককে ধারণ করে আছে), কখনও বা তা 'একং বৃহৎ' (১০।১৪।১৬, যা ছ'টি ভুবনকে ধরে আছে, এই 'বৃহৎ' আর ব্রহ্ম একই কথা, অথর্ববেদে তিনি 'ঋতং সত্যং বৃহৎ', ঋগ্বেদে 'ঋতং বৃহৎ' [১।৭৫।৫, ১।১৫১।৪ ; ৯।৫৬।১ ; ৯।৬৬।৪ ; (ঋতং বৃহচ্ছুক্রং জ্যোতি) ৯।১০৭।১৫ ; ৯।১০৮।৮ ; ১০।৬৬।৪ (ঋতং মহৎ স্ববৃহৎ)] কখনও বা তা শুধুই 'একম্' (৮।৮৫।২ , যা নাকি এই যা-কিছু সব হয়েছে ; এইখানে সৃষ্টি ব্যাখ্যায় পাচ্ছি বিভূতিবাদের সন্ধান্, যা বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্বের মূল সুর এবং উপনিষদের ব্রহ্মাত্মৈক্যবাদের ভিত্তি)। এই একেরও ওপারে আছে তুচ্ছ্য বা অসৎ, তপঃশক্তির মহিমায় তাই 'এক'রূপে আবির্ভূত হয়েছে (১০।১২৯।২ ; এই প্রসঙ্গে সমগ্র সূক্তটিই দ্র.), এবং সেই আদিম আবির্ভাবের ক্ষণে তা 'বিনা বায়ুতে শ্বসিত হয়েছে শুধু স্বধার শক্তিতে' (১০।১২৯।২) ; সেই 'অসৎ' ই 'অ-দ্ধ' অর্থাৎ অসম্ভূত, যার নাড়িতে 'অর্পিত' বা একাগ্র হয়ে আছে সেই 'এক' যার মধ্যে বিশ্বভুবন স্থিত (১০।৮২।৬)।...বিশ্বমূল এককে পেলাম। নির্বিশেষ ভাবে শুধু এক না বলে তাকে কখনও রূপকের ভাষায়ও বর্ণনা করা হয়েছে ; বলা হয়েছে, এই 'এক' জ্যোতিঃ স্বরূপ (১।৯৩।৪), অক্ষিস্বরূপ (৯।৯।৪, যাকে সোমের প্রেষণায় সাতটি নদীর ধারা উপচে তোলে), গুহাহিত চক্রস্বরূপ (১০।৮৫।১৬) অথবা সপ্তর্ষির ওপারে ধ্রুবপদস্বরূপ (১০।৮২।২)। কোথায়ও বা এই এক যেন একটি পাখি (সুপর্ণ)—সমুদ্রে আবিষ্ট থেকে বিশ্বভুবনকে দেখছেন, চিত্তের সমাধিপরিণাম দিয়ে তাঁকে আমি দেখি এইখানে...তিনি এক, তবুও বিপ্র কবিরা তাঁকে কল্পনা করেন বহু রূপে (১০।১১৪।৪-৫)। আবার কোথায়ও বা এই এক মিত্রাবরুণের পিছনে-পিছনে একটি চক্রনেমি যেন ৫।৬২।৫২।... এক সবিশেষ রূপে বর্ণিত যখন,

তখন তিনি পুরুষ,—সুতরাং 'একং' না হয়ে 'একঃ' ; সেই 'একঃ' উর্ধ্ব বা উচ্ছ্রিত হয়ে ধারণ করে আছেন 'তিনটি মাতাকে এবং তিনটি পিতাকে' অর্থাৎ তিনটি দ্যুলোক ও তিনটি ভূলোককে (১।১৬৪।১০) ; তিনি নিশ্চল থেকে ছ'টি ভার বইছেন (৩।৫৬।২)। নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ পুরুষের পার্থক্য সূচিত করবার জন্য ক্লীবলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ বিশেষণের প্রয়োগ উপনিষদেরও রীতি।...শেষ কথা, এই 'এক' সমুদ্র হয়ে আছেন আমাদেরই হৃদয়ে—বহু ধারার তিনি ধারক আবার বহু জীবের বিস্রষ্টা (১০।৫।১ ; হৃদ্যসমুদ্রের কথা দ্র. ৪।৫৮।৫, ১১ ; ১০।১৭৭।১)। এইখানে পাচ্ছি উপনিষদের ব্রহ্মাত্মৈক্যের বীজ।...এই গেল একের তত্ত্বরূপ। 'এই এককেই' বিপ্রেরা নানাভাবে প্রকাশ করেন, তাঁকে বলেন অগ্নি যম বা মাতরিশ্বা, বলেন ইন্দ্র, মিত্র বা বরুণ' (১।১৬৪।৪৬)। প্রত্যেক দেবতা সেই একেরই বিভূতি। তবুও চারটি দেবতাকে সুস্পষ্টভাবে একের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ঋগ্বেদে—অগ্নি, বিষ্ণু, সবিতা আর ইন্দ্রকে (দ্র. '৯')। অগ্নিকে বলা হয়েছে : পরি যদেষাং ভুবদ্‌দেবো দেবানাং মহিত্বা (১।৬৮।১) ; একঃ সত্রা সূরো বস্ব 'ঈশে' ১।৭১।৯ ; একো বরুণো ন ১।১৪৩।৪ (এখানে প্রসঙ্গত বরুণকেও এক বলা হয়েছে) ; বিশ্বান্যেকঃ শৃণবদ্ বচাংসি মে ১।১৪৫।৩। বিষ্ণুকে বলা হয়েছে : ইদং দীর্ঘং প্রযতং সধস্থম্ একো বিমমে ১।১৫৪।৩ ; একো দাধার ভুবনানি বিশ্বা ১।১৫৪।৪। সবিতাকে বলা হয়েছে: বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদ্ এক ইৎ ৫।৮১।১ ; উতেশিষে প্রসবস্য ত্বমেক ইৎ ৫।৮১।৫। ইন্দ্রকেই এক বা 'একো দেবঃ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে সব চাইতে বেশী: স বিশ্বস্য করুণস্যেশ একঃ (এখানে বিশ্বকর্মার ইঙ্গিত) ১।১০০।৭ য একশ্চর্যণীনাম্ ১।১৭৬।২ ; বিশ্বস্যৈক ঈশিষে ২।১৩।৬ ; এক

আ পপ্রৌ পৃথিবীমুত দ্যাম্ ৩।৩০।১১; একো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা ৩।৪৬।২ ; নমো হস্য প্রদিবো এক ঈশে ৩।৫১।৪ ; ত্বম্ হি এক ঈশিষ ইন্দ্র বাজস্য গোমতঃ ৪।৩২।৭ ; একঃ পুরুপ্রশস্তো অস্তি যজ্ঞৈঃ ৬।৩৪।২ ; একো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা ৬।৩৬।৪; য এক ইৎ তমু ষ্টুহি কৃষ্টীনাং বিচর্ষণিঃ ৬।৪৫।১৬ ; একঃ কৃষ্টীশ্চ্যাবয়তি প্র বিশ্বাঃ ৭।১৯।১ ; একো দেবত্রা দয়সে হি মর্তান্ ৭।২৩।৫ ; জনীরিব পতিরেকঃ সমানঃ নি মামৃজে পুর ইন্দ্রঃ সর্বাঃ (এইখানে মধুরভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়) ৭।২৬।৩ ; য একো অস্তি দংসনা ৮।১।২৭ ; এক ঈশান ওজসা ৮।৬।৪১ ; পতিঃ কৃষ্টীনাম্ এক ইদ্ বশী ৮।১৩।৯; অয়মেক ইত্থা পুরূরু চষ্টে বি বিশ্পতিঃ ৮।২৫।১৬ ; অজাগরা স্বধি দেব একঃ ১০।১০৪।৯। একের সঙ্গে ঈশ্ ধাতুর প্রয়োগ লক্ষণীয়। একজায়গায় এক 'ঈশানঃ' (৮।৬।৪১) ; ঈশান থেকেই পরে 'ঈশ্বর', যেমন গীতাতে। দেখছি, এই এক বিশ্বভুবনের ও বিশ্বজনের রাজা ও পতি, দ্যুলোক-ভূলোককে তিনিই আপূরিত করে রয়েছেন। এই বিবৃতি একেশ্বরবাদীরও প্রণিধানযোগ্য। অগ্নি ভূলোকের দেবতা, বিশেষ করে তিনিই জীবের অন্তরাত্মার প্রতীক ; ইন্দ্র অন্তরিক্ষের দেবতা, বিষ্ণু ও সবিতা দ্যুলোকের। সুতরাং দেববাদী ঋষি ভূলোকে অন্তরিক্ষে এবং দ্যুলোকে অর্থাৎ চেতনার তিনটি ভূমিতেই একককে দেখছেন। 'একই অগ্নি, এক সূর্য, এক উষা—সবার মূলে সেই এক' (৮।৫৮।২) এই উক্তিটি 'এক সৎকেই বিপ্রেরা নানা নামে ডাকেন' (১।১৬৪।৪৬) এই উক্তির পরিপূরক। তার সঙ্গে যদি 'সমস্ত দেবতারই যে বিপুল অসুরত্ব তা এক' এই উক্তিটি যোগ করা যায়, তাহলে দেববাদের মূলে যে একেশ্বরবাদ তার চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।...এই একেশ্বরবাদ খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিশ্বকর্মার উদ্দেশে দুটি সূক্তে (১০।৮১,৮২), পুরুষ সূক্তে (১০।৯০) এবং হিরণ্যগর্ভসূক্তে (১০।১২১)। এ-কল্পনা দশম

মণ্ডলের অন্তর্গত বলে অর্বাচীন, এ কথাও অযৌক্তিক ; কেননা 'অদিতি' অর্বাচীন নন, বরুণও নন। দুটি নামের নির্বচন হতেও প্রাচীন একেশ্বরবাদের প্রমাণ মেলে। অসম্পৃক্ত অবস্থায় যে-তত্ত্ব অদিতি এবং বরুণ, নিত্য সম্পৃক্তরূপে তাই 'দ্যাবাপৃথিবী' এবং তাঁদেরই মাঝে সকল দেবতা। এইটিই বৈদিক অদ্বৈতবাদের মর্মকথা। এখানেও তাই দ্যাবাপৃথিবীর কথা থেকে সহজেই সেই একের কথা এসে পড়েছে।] (চরাচর বিশ্বের পতি) এক।

চরৎ পতত্রি— যা চরে বেড়ায়, যা ওড়ে। পৃথিবীর বুকে চরে বেড়ায় যা, আবার যা আকাশে ওড়ে ; এখানে দ্যাবাপৃথিবীর ইঙ্গিত।

বিষুণম্— [তু. অসুন্বতো বি ষুণঃ সুন্বতো বৃধঃ ৫।৩৪।৬ ; বভ্রুরেকঃ বিষুণঃ সূনরঃ ৮।২৯।১ ; ঘোরস্য সতো বিষুণস্য চারুঃ সংদৃগ্ (অগ্নেঃ) ৪।৬।৬ ; স শর্ধদর্যো বিষুণস্য জন্তোঃ ৭।২১।৫ ; সখায়স্তে বিষুণা অগ্ন এতে ৫।১২।৫ ; দ্রপ্সমপশ্যং বিষুণে চরন্তম্ ৮।৯৬।১৪। নি. 'বিষম' ৪।১৯। অনুরূপ : 'বিষুরূপ' 'বিষ্বক্'। < 'বিষু' (< √ বিষ্ 'ক্রিয়াশীল হওয়া, চঞ্চল হওয়া'), বৈচিত্র্য বৈষম্য বা বৈপরীত্য বোঝাতে। এখানে] কর্মে বিচিত্র।

বি জাতম্— নানাভাবে সঞ্জাত, যেমন অণ্ড হতে, জরায়ু হতে, মাটি হতে ইত্যাদি।

চিরকিশোর এই আদিমিথুন কী মমতায় কোল পেতেছেন ভুবন জুড়ে, অব্যঞ্জন অসীমের সকল ব্যঞ্জনাকে তার মাঝে সাজিয়ে রেখেছেন থরে-থরে। সম্পরিষ্বক্ত দুটি হৃদয়ের দুরুদুরুতে দেবলীলার জ্যোতির্ময় বৈপুল্যকে বয়ে চলেছেন তাঁরা নিত্যকাল ধরে—শ্রান্তি তো তাঁদের নাই।...আর সেই যুগনদ্ধ মিথুনের বিলাসকে ঘিরে আছে লোকোত্তর একের অপ্রকেত সত্তামাত্র, তারই স্বধার বৈদ্যুতী নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ছে ভুবনময় ভূতভব্যের

ঈশান হয়ে। সেই একেরই অন্তর্যামিনী ঈশনায় কেউ টলছে, কেউ টলছে না, কেউ চরছে মাটির বুকে, কেউ উড়ছে আকাশের গায়—এ-নিখিল স্পন্দিত হচ্ছে বিচিত্র প্রাণের স্পন্দে, নিত্যনতুন রহস্যের চকিত আবির্ভাবের ছন্দে:

যা-কিছু জন্মেছে তাদের এঁরা দুজন যথাযথ করছেন বিন্যস্ত,
মহান্ দেবগণকে ধারণ করেও টলছেন না:
চঞ্চল বা ধ্রুব যা-কিছু, সবার পতি সেই এক—
যা চরে, যা ওড়ে, যা কর্মে বিচিত্র, যা জন্মে বিচিত্র—সবারই।।

৯

সনা পুরাণম্ অধ্যেম্য্ আরান্
মহঃ পিতুর্ জনিতুর্ জামি তন্ নঃ।
দেবাসো যত্র পনিতার এবৈর্
উরৌ পথি ব্যুতে তস্থুর্ অন্তঃ।।

সনা পুরাণম্— ['পুরাণ' < পুরা + ন, যেমন বিষু + ন (৮)। তু. কবিং পুরাণম্ অনুশাসিতারম্ গীতা (৮।৯)] (যিনি) সনাতন ও পুরাতন। পূর্ববর্তী ঋকের 'এক'কে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে।

অধ্যেমি— [অধি √ ই(যাওয়া) + লট্ মি। তু. অধীতং, অধ্যায়ঃ, স্বাধ্যায়ঃ ইত্যাদি শব্দ ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে, যাদের মধ্যে স্মরণ, মনন ও উপলব্ধির ব্যঞ্জনা আছে] উপলব্ধি করছি, অনুভব করছি।

আরাৎ— দূর থেকে। আমি এখানে, তিনি ওখানে। অথচ তাঁতে-আমাতে যে বন্ধন আছে তার কথা পরবর্তী চরণেই বলা হচ্ছে।

মহঃ পিতুঃ জনিতুঃ— [তু. পিতুশ্চ গর্ভং জনিতুশ্চ বভ্রে ৩।১।১০ ; দৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র, বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম্ ১।১৬৪।৩৩ ; দ্যৌষ্পিতা জনিতা সত্যমুক্ষন্ ৪।১।১০ ; পিতা দেবানাং জনিতা বিভূবসুঃ (সোমঃ) ৯।৮৬।১০ ; পিতা দেবানাং জনিতা সুদক্ষঃ ৯।৮৭।২ ; যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা, যো দেবানাং নামধা এক এব (বিশ্বকর্মা) ১০।৮২।৩ । জগৎপিতৃত্ব আরোপিত হচ্ছে দ্যুলোক, সোম আর বিশ্বকর্মাতে। বরুণের সঙ্গে আকাশ আর সোমের সম্পর্ক আছে একথা স্মরণীয়। সবাই সেই একেরই স্পষ্ট বিভূতি। 'পিতা' আর 'জনিতা'তে তফাৎ দ্র. ৩।১।১০] মহান্ পিতা এবং জনক হতে।

জামি— [তু. জামি ব্রুবাণ: ১০।৮।৭ । পরমং জামি তন্নৌ ১০।১০।৪। পুংলিঙ্গ প্রয়োগ: 'জামিঃ' সিন্ধূনাম্ ১।৬৫।(৪)৭...। < √ জন্ || জা + মি] জন্ম, উৎপত্তি। তাও অনুভব করছি ('অধ্যেমি' উহ্য)। আমরাও সেই অমৃতেরই পুত্র। অশ্বরা 'তৎ' জামি বা উৎস।

যত্র পনিতারঃ—[√ পন্ (স্তুতিবাদ বা সাধুবাদ করা) + তৃ, ১-ব। তু. অপোযদগ্নে হোতুর্মন্দ্রস্য পনয়ন্ত দেবাঃ ৩।৬।৭ ; এখানেও দেবতারা 'পনিতা'; দ্র. ৩।৫৭।১] স্তুতিপরায়ণ। দেবতারা স্তব করছেন সেই 'সনাতন পুরাণপুরুষের', কেননা তাঁরা তাঁরই বিভূতি। গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের কথা স্মরণীয়। Angel দের halleluja বা ঈশ্বরস্তবের সঙ্গে তুলনীয়। **যত্র**- ['যত্রে'র সঙ্গে চতুর্থ চরণের 'অন্তঃ'এর অন্বয়—'যত্র অন্তঃ' (সায়ণ)।] যাঁর মাঝে প্রথম চরণের পরম পুরুষকে বোঝাচ্ছে—'যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত ... সমগচ্ছন্ত বিশ্বে' (১০।৮২।৫-৬)। সমস্ত চিৎশক্তি গিয়ে সংহত হয় তাঁরই মাঝে;

তাই তাঁকে যখন উপলব্ধি করি তখন দেবলোককেও তাঁর মধ্যেই দেখি।

এবৈঃ— [তু. পুনর্ভুবা যুবতী স্বেভিরেবৈঃ...আ চরতঃ (উষসানক্তৌ) ১।৬২।৮ ; ভজন্ত বিশ্বে অমৃতম্ (অগ্নিম্) এবৈঃ ১।৬৮।(২)৪ ; আ তে (অগ্নেঃ) সুপর্ণা অমিনন্তঁ এবৈঃ ১।৭৯।২ ; গাবো ন বাশ্রা উপ তস্থুরেবৈঃ ১।৯৫।৬; বৃষন্তমঃ সখিভিঃ স্বেভিরেবৈঃ...নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ১।১০০।২ ; স জামিভির্যৎ সমজাতি...অজামিভি র্বা...এবৈঃ ১১ ; দস্যূঞ্...এবৈর্হত্বা পুরুহুত নি বর্হীৎ ১৮ ; যুবং (অশ্বিনৌ) তুগ্রায় পূর্ব্যেভিরেবৈঃ পুনর্মন্যাবভবতং যুবানা ১।১১৭।১৪ ; উপ বামবঃ শরণং গমেয়ম্...পতয়দ্ভিরেবৈঃ ১।১৫৮।৩ ; এবৈরন্যস্য পীপয়ন্ত বাজৈঃ ১।১৮১।৬ ; রমধ্বং মে বচসে...উপমুহূর্তমেবৈঃ ৩।৩৩।৫ ; আ মন্যেথামাগতং কচ্চি দেবৈঃ ৩।৫৮।৪; অতস্ত্বং দৃশ্যাঁ অগ্ন এতান্...পশ্যেরদ্ভুতাঁ অর্য এবৈঃ ৪।২।১২ ; যে (ঋভবঃ) বাতজুতাস্তরণিভিরেবৈঃ পরিদ্যাংসদ্যো অপসো বভূবুঃ ৪।৩৩।১; রুবদ্ধোক্ষা পপ্রথানেভিরেবৈঃ ৪।৫৬।১ ; সুশেব এবৈ রৌশিজস্য হোতা, যে ব এবা মরুতস্তুরাণাম্ ৫।৪১।৫ , যস্য শর্মন্নুপ বিশ্বে জনাস এবৈস্তস্থুঃ সুমতিং ভিক্ষমাণাঃ ৭।৬।৬ ; এভিঃ স্তোমেভিরেতশেভিরেবৈঃ ৭।৬২।২ ; প্রতি স্মরেথাং তুজযদ্ভিরেবৈঃ (ইন্দ্রা সোমৌ) ৭।১০৪।৭ ; যে পাকশংসং বিহরন্ত এবৈঃ ৯ ; স্বৈঃ ষ এবৈ রিরিষীষ্ট যুর্জনঃ ৮।১৮।১৩; ...। < √ ই (চলা) + ব, মৌলিক অর্থ গতি। তার থেকে চলন, ধরন, স্বভাব। বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। 'স্বধা' যেমন নিজের মধ্যে থাকা, 'স্ব এবঃ' তেমনি স্বাভাবিক চলন। তু. এব-যাঃ, এব-যাবঃ ; এব, (ভাষায়) এবম্। এখানে] স্বভাবতই, চিরকালের ধারা অনুযায়ী, নিজেদের স্বাভাবিক বৃত্তি অনুসারে।

উরৌ পথি—বিপুল পথে। এই পথ দেবযান বা জ্যোতিঃপথ। দেবতারা সারি-সারি সে পথে দাঁড়িয়ে পুরাণপুরুষের স্তব করছেন। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এ পথ সুষুম্নামার্গ। মূলাধার পৃথিবী হতে সহস্রার দ্যুলোক পর্যন্ত বিস্তৃত, তারই পর্বে-পর্বে চিৎশক্তির বিকাশ।

ব্যুতে—[প. পা. বি-উতে। < বি √ বে || বা (বোনা) + ক্ত। তু. স্তরীর্ন অৎকং ব্যুতং বসানা ১।১২২।২ ; ('নক্ত' বা রাত্রির বর্ণনা। তিনি মহানিশা বা শূন্যরূপিণী, তাই অপ্রসবিনী ; অথচ পরে আছেন তারা-ঝলমল পোশাক। Geld. এখানে তাৎপর্য ধরতে পারেন নি)] (তারা)—বোনা। দেবযান তারা-ঝলমল পথ। তু. প্র মে পন্থা দেবযানা অদৃশ্রন্... 'বসুভি রিষ্কৃতাস' (আলোয় ছাওয়া) ৭।৭৬।২)। সর্বদেবতার মূল পরমপুরুষের ধ্রুবপদকে দর্শন করে ঋষি দেবযানের পথ বেয়ে নেমে আসছেন বিশ্বদেবতাদের মধ্যে। এর পরেই বিশ্বদেবতাদের স্তুতি।

এই শ্যামলীর বুক থেকে চেয়ে আছি ঐ সুদূর সুনীলের অপার রহস্যের পানে। আমার অনিমেষ দৃষ্টির সামনে উন্মোচিত হল অজানার হিরণ্ময় আবরণ...এই যে দেখছি, এই যে পেয়েছি সেই চিরপুরাতন চিরন্তনকে আদিমিথুনের সম্প্রযুক্ত চেতনার গহন গভীরে...সেই বীজপ্রদ পিতার বিসৃষ্টির বিপুল উন্মাদনা হতে এই যে দেখেছি আমাদের অশ্রান্ত নির্ঝরণ...দেখেছি তাঁর মাঝে তারা-ঝলমল দেবযানের বিশাল বিতান, শুনেছি তার পর্বে-পর্বে বিশ্বদেবতার হৃদয়ের অনাহত-তন্ত্রীতে গুঞ্জরিত সেই চিরন্তনের বন্দনা-গান:

সেই সনাতন পুরাণকে এই-যে অনুভব করছি দূর হতে—

অনুভব করছি সেই মহান্ পিতা আর জনক হতে এই আবির্ভাব আমাদের ;

দেবতারা যাঁর মাঝে স্তুতিমুখর হয়ে স্বভাবের ছন্দে—

সুবিশাল তারা-বোনা পথে রয়েছেন দাঁড়িয়ে।।

১০

ইমং স্তোমং রোদসী প্র ব্রবীম্য্
ঋদূদরাঃ শৃণবন্ অগ্নিজিহ্বাঃ।
মিত্রঃ সম্রাজো বরুণো যুবান
আদিত্যাসঃ কবয়ঃ পপ্রথানাঃ।।

স্তোমম্— [<√স্তু (মহিমা গান করা)। আর-এক নাম স্তোত্র। কিন্তু ব্রাহ্মণে স্তোম একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সোমযাগে স্তোত্রগানের ব্যবস্থা আছে, তা সামবেদের অঙ্গ। ঋক্‌মন্ত্রেই 'সাম' বা সুর লাগিয়ে স্তোত্র রচনা করা হয়। তিনটি ঋকে একটি সাম গান করার নিয়ম। এক-একটি ঋক্ ফিরে-ফিরে গাইতে হয়। কতবার গাইতে হবে, তার সংখ্যা বাঁধা আছে নানারকম। এই সংখ্যাগুলিকে বলা হয় 'স্তোম'। যেমন, মাধ্যন্দিন পবমান নামে একটি স্তোত্র গাইতে হবে; এটিতে তিনটি ঋককে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিন পর্যায়ে পনেরটি ঋক্ করে গাওয়ার বিধান আছে। প্রথম পর্যায়ে প্রথম ঋক্‌টি তিনবার, দ্বিতীয় আর তৃতীয়টি একবার করে—মোটের উপর পাঁচটি ঋক্ গাওয়া হল। দ্বিতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় ঋকটিকে, আবার তৃতীয় পর্যায়ে তৃতীয় ঋকটিকে তিনবার করে গেয়ে ঋকের সংখ্যা পাঁচ করা হল। এমনি করে তিনটি ঋককে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পনেরটি ঋক্ করে গাওয়া হল। সুতরাং স্তোত্রটি হল 'পঞ্চদশ স্তোম'। মোটের উপর 'স্তোম' এমনি করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে সুরের স্তবকে।] মহিমা-গীতি, স্তোত্র ; সুরের স্তবক।

ঋদূদরাঃ— [তু. ঋদূদরঃ সুহবঃ (রুদ্রঃ) ২।৩৩।৫ ; ঋদূদরেণ সখ্যাসচেয় যো মা ন রিষ্যেৎ পীতঃ ৮।৪৮।১০ ; আবার, উভা তে বাহূ রণ্যা

সুসংস্কৃত ঋদূপে চিদ্ ঋদূবৃধা ৮।৭৭।১১ ; বিগ্রীবাসো মূরদেবা ঋদন্তু ৭।১০৪।২৪। 'ঋদু' < √ ঋদ্ || অর্দ্ (পিষ্ট হওয়া, গুঁড়িয়ে যাওয়া ; তু. √ মৃদ্ || মর্দ্, 'মৃদু' যাকে দ'লে নরম করা হয়েছে)। নি. 'ঋদূদরঃ মৃদূদরঃ, মৃদুরুদরেম্বিতি বা (৬।৪) ; আবার 'ঋদু ইতি মর্ম উচ্যতে (দুর্গ ৬।৩৩)। উদর হৃদয়ের প্রতিনিধি ; তু. 'of Soft bowels'] মৃদুহৃদয়, দয়ার্দ্র চিত্ত।

শৃণবন্— [√ শ্রু + লেট্ অন্] শুনুন।

অগ্নিজিহ্বাঃ— [তু. মরুদ্‌গণ ১।৪৪।১৪, ৮৯।৭ ; বিশ্বেভির্যজত্রৈঃ, যে অগ্নিজিহ্বা ৬।২১।১১ ; স্বর্বন্তো যজতা অগ্নিজিহ্বাঃ। (দেবাঃ) ৬।৫০।২ ; বিশ্বে দেবাঃ...যে অগ্নিজিহ্বা ৬।৫২।১৩ ; বহবঃ সূরচক্ষসো ঽগ্নিজিহ্বা ঋতাবৃধঃ (আদিত্যাঃ) ৭।৬৬।১০ ; দিবক্ষসো অগ্নিজিহ্বা ঋতাবৃধঃ (বিশ্বদেবাঃ) ১০।৬৫।৭। দেবতাদের সাধারণ বিশেষণ।] একটি অগ্নি আমরা এখানে জ্বালাই ; তিনি আমাদের হব্যবাহন, দেবতাদের কাছে দূত। কিন্তু আর-এক অগ্নি নেমে আসেন দ্যুলোক হতে দেবতাদের জিহ্বারূপে আমাদের আহুতি আস্বাদন করতে। আমাদের অভীপ্সাও যেমন আগুন, দেবতার স্বীকৃতিও তেমনি আগুন। সেই আগুনে আমাদের শরীর যোগাগ্নিময় হয়ে যায়। তু. ৩।১।১ ।

মিত্রঃ বরুণঃ— আদিত্যদের মধ্যে বিশেষ করে মিত্র এবং বরুণের উল্লেখ করা হচ্ছে এখানে, কেননা তাঁরাই অদিতিচেতনার উপলক্ষণ। মিত্র দিনের আলো, বরুণ রাতের আঁধার,—যথাক্রমে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত জ্যোতির দেবতা।

সম্রাজঃ— রাজা, বিরাট, সম্রাট্ ও স্বরাট—উৎসর্পিণী চেতনার এই চারটি ভূমির কথা উপনিষদে আছে (ছা.)। যিনি অতিষ্ঠা, তিনি সম্রাট। আদিত্যেরা তাই।

যুবানঃ— অক্ষয় তাঁদের তারুণ্য। মর্ত্য তারুণ্যের উপচয়ের পর অবক্ষয় আছে; কিন্তু অমর্ত্য তারুণ্যের তা নাই। সে-তারুণ্য আজ পর্যন্ত

দেখা দিয়েছে শুধু বিদ্যায়—প্রাণেও না, দেহেও না। তাই জরামৃত্যু জয়ের আকৃতি আর্যমনে চিরন্তন।

আদিত্যাসঃ—[=আদিত্যাঃ। আদিত্যেরা দেবগণ। বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণের কথা ঋগ্বেদেও আছে (৮।১২৫।১), নিঘণ্টুতে (১।৪) স্বঃ, পৃশ্নিঃ, নাকঃ, গৌঃ, বিষ্টপ্, নভঃ এই ছ'টি নাম সাধারণ, অর্থাৎ দ্যুলোককেও বোঝায়, আদিত্যকেও বোঝায়। এই প্রসঙ্গে 'আদিত্য' শব্দ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যাস্ক বলছেন, 'আদিত্যঃ কস্মাদ্ আদত্তে রসান্, আদত্তে ভাসং জ্যোতিষাম্, আদীপ্তো ভাসেতি বা, অদিতেঃ পুত্র ইতি বা' (২।১৩)। এর মধ্যে শেষের ব্যাখ্যাটিই যথার্থ ব্যুৎপত্তি, বাকীগুলি সূর্যের বর্ণনা। সূর্যই আদিত্য বা আদিতেয়: তু. যদেদেনমদধু র্যজ্ঞিয়া সো দিবি দেবা সূর্যমাদিতেয়ম্; আরও তু. ১।৫০।১২, ১৯১।৯ ; ৮।৯০।১১ (১০।৮৮।১১) এখানে অগ্নিই সূর্য। আদিত্য তাহলে আকাশ এবং সূর্যকে বোঝাচ্ছে ; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তাই বৌদ্ধের আকাশানন্ত্য এবং বিজ্ঞানানন্ত্য। অদিতি বা আনন্ত্যচেতনা দুয়েরই মূল।...এই এক অদ্বৈতচেতনারই আবার নানা বিভূতি। তাই থেকে আদিত্যগণের কল্পনা। আদিত্যদের সংখ্যা কত, তা একেবারে স্থির করে বলা হয়নি। এক জায়গায় ছ'জন আদিত্যের নাম ধরে উল্লেখ আছে: মিত্র অর্যমা ভগ বরুণ দক্ষ ও অংশ (২।২৭।১)। আবার আছে, 'দেবা আদিত্যা যে সপ্ত' (৯।১১৪।৩) ; অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতেঃ ...দেবাঁ উপ প্রৈৎ সপ্তভিঃ, পরা মার্তণ্ডমাস্যৎ (১০।৭২।৮ ; মার্তণ্ড এখানে 'মৃত অণ্ড' বা অসম্ভূতি)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অদিতির আট পুত্রের নাম : মিত্র, বরুণ, অর্যমা, অংশ, ভগ, ধাতা, ইন্দ্র ও বিবস্বান্ (১।১।৯।১)। শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্য — সংবৎসরের বারো মাসের দেবতা (৬।১।২।৮, ১১।৬।৩।৮)।

ঋগ্বেদের একজায়গায় ভগ মিত্র বরুণ অর্যমার সঙ্গে সবিতারও উল্লেখ পাই (৮।১৮।৩ ; তু. শ. ব্রা. ৬।৩।১।১৮); ভগ আর সবিতা যুগল দেবতা, সুতরাং সবিতা আদিত্য। বরুণের সঙ্গে ইন্দ্রও আদিত্য সংজ্ঞা পেয়েছেন। (৭।৮৫।৪, ২।২৭।১৪)। মোটের উপর ঋগ্বেদের আদিত্যগণ হলেন : বরুণ মিত্র অর্যমা, সবিতা ভগ সূর্য, ইন্দ্র দক্ষ অংশ ; সবার শেষে মার্তণ্ড। এর মধ্যে প্রথম তিনজনই আদিত্যদের মধ্যে প্রধান, তাঁরা আবার ভাবরূপও; পরের তিনটি বিষ্ণুর সপ্তপদীর অন্তর্গত ; ইন্দ্র পরমাত্মা, দক্ষ বিশ্বাত্মা আর অংশ জীবাত্মা। তবে আদিত্যদের মধ্যে মিত্রাবরুণই প্রধান, দুজনের মধ্যে আবার বরুণ প্রধান। বরুণ যদি সদ্ব্রহ্ম, মার্তণ্ড তাহলে অসদ্ব্রহ্ম। এমনি করে অংশ হতে মার্তণ্ড পর্যন্ত অদিতিচেতনার বিভূতি-বিস্তারের একটা ক্রম পাওয়া যাচ্ছে : অংশ, সবিতা, ভগ, সূর্য, ইন্দ্র, অর্যমা, মিত্র, বরুণ ও মার্তণ্ড—এই হল অধ্যাত্মচেতনার উদয়নের ছক ; আর দক্ষকে নিয়ে অদিতির সংসার (দ্র. ১০।৭২।৪-৫)। তবে অদিতি যখন দেবমাতা, এবং সূর্য যখন আদিত্যদের প্রতিভূ, তখন দ্যুস্থান দেবতামাত্রেই আদিত্য একথাও বলা চলে (দ্যুস্থান দেবগণের মধ্যে নিঘণ্টু 'আদিত্যাঃ...দেবাঃ...বিশ্বেদেবাঃ' সবাইকে ধরছেন [৫।৬।২৪, ২৬, ২৭])। এই প্রসঙ্গে দ্র. নি. (৭।১১) : 'অথ এতানি আদিত্যব্যক্তীনি—অসৌ লোকঃ, তৃতীয়ং সবনম্, বর্ষা, জগতী, সপ্তদশ স্তোমঃ, বৈরূপং সাম যে চ দেবগণাঃ সমাম্নাতা উত্তমে স্থানে, যাশ্চস্ত্রিয়ঃ ; অথাস্য কর্ম রসাদানং, রশ্মিভিশ্চ রসধারণং যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রবহিলতম্ আদিত্যকর্মৈব তৎ।' শুক্লযজুর্বেদ বলছেন, 'আদিত্যাস্ত্বা ধূপয়ন্তু জাগতেন ছন্দসাঙ্গিরস্বৎ' (১১।৬০) ; জগতীছন্দের প্রতিচরণে অক্ষর সংখ্যা বারো, সুতরাং এখানে দ্বাদশ আদিত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।...আদিত্যগণের

কাছে ঋষির প্রার্থনা: আদিত্যা...যুষ্মানীতো অভয়ং জ্যোতিরশ্যাম্ (২।২৭।১১), 'পুত্রাসো অদিতেঃ মর্ত্যায় জ্যোতির্যচ্ছন্ত্যজস্রম্' (১০।১৮৫।৩), যদ্ আবিঃ যদ্ অপীচ্যম্...যন্তি দুষ্কৃতং...তৎ বিশ্বম্...আরে অস্মদ্ দধাতনা (৮।৪৭।১৩)—অভয় জ্যোতি, অজস্র জ্যোতির অধিকার আমরা পাই যেন, স্পষ্ট বা গোপন যা-কিছু দুস্কৃতি আছে সব দূরে হটিয়ে দিও ; 'ত আদিত্যা আ গতা সর্বতাতয়ে (১০।৩৫।১১)—তোমরা সর্বাত্মভাবের বৈপুল্য এনো আমাদের মাঝে।

পপ্রথানাঃ— (আকাশ হতে) যাঁরা ছড়িয়ে পড়ছেন (পৃথিবীর 'পরে কিরণরূপে)। এখানে প্রথ্ধাতুর প্রয়োগ দ্যাবাপৃথিবীর মিলনের ধ্বনি আনছে।

এই-যে মহিমাগীতি, হে রোদসী, তোমাদের সামনে গাইছি—
মৃদুচিত্ত আদিত্যেরা শুনুন তা—অগ্নি যাঁদের রসনা।
শুনুন মিত্র আর বরুণ, শুনুন তরুণ সম্রাট্
আদিত্যেরা—যাঁরা কবি, ছড়িয়ে পড়েছেন পৃথিবীর 'পরে।।

১১

হিরণ্যপাণিঃ সবিতা সুজিহ্বস্
ত্রির্ আ দিবঃ বিদথে পত্যমানঃ।
দেবেষু চ সবিতঃ শ্লোকম্ অশ্রের্
আদ্ অস্মভ্যম্ আ সুব সর্বতাতিম্।।

হিরণ্যপাণিঃ— [সবিতার বিশেষণ ১।৩৫।৯, ৬।৫০।৮, উৎ...হিরণ্যপাণিঃ প্রতিদোষম্ অস্থাৎ ৭১।৪, ১।২২।৫, ৭।৩৮।২; অশ্বৈর্হিরণ্যপাণিভিঃ, দেবাস উপ গন্তন ৮।৭।২৭ । অনুরূপ : 'হিরণ্যহস্ত' ১।৩৫।১০ (সবিতা), ১।১১৬।১৩, ১১৭।২৪ (বধ্রিমতীর ছেলে—অশ্বিদ্বয়ের দান। বধ্রিমতী = স্তরী (১।১২২।২) = রাত্রি; তাহলে এই হিরণ্যহস্তও সবিতা। এক জায়গায় ইন্দ্রকে 'হিরণ্যবাহু' বলা হয়েছে (৭।৩৪।৪)। সবিতার আর-একটি বিশেষণ 'সুপাণিঃ'। 'হিরণ্য' (< হরিণ < 'হরি', উজ্জ্বল) জ্যোতির প্রতীক ; নিঘন্টুতে তার প্রতিশব্দ পাই 'চন্দ্রম্। রুক্মম্। মরুৎ'—অর্থ উজ্জ্বল। স্বভাবতই দ্যুলোকের সঙ্গে তার সম্পর্ক। বেদে পরম দেবতা 'হিরণ্যগর্ভঃ' ; উপনিষদে পাওয়া যায় 'হিরণ্ময়' কোথাও 'হিরণ্ময়' পাত্রের কথা। কিমিয়াবিদ্যাতে অন্যান্য ধাতুকে হিরণ্যে পরিণত করার সাধনা। ন্যায় দর্শনে 'হিরণ্য' পার্থিব পদার্থ হয়েও তেজঃপদার্থের অন্তর্ভুক্ত কেন হবে তা নিয়ে অনেক বিচার করা হয়েছে। 'পাণি' কর ; সবিতা সৌরদেবতা, সুতরাং তাঁর কিরণই কর। সবিতা হিরণ্যপাণি কেন হলেন, তার ব্যাখ্যা সায়ণ কৌষীতকী ব্রাহ্মণ থেকে উদ্ধার করছেন: 'সাবিত্রে প্রাশিত্রং প্রতিজহ্রুঃ, তৎ তস্য পাণী প্রচিচ্ছেদ, তস্মৈ হিরণ্ময়ৌ প্রতিদধুঃ, তস্মাৎ হিরণ্যপাণিঃ'। আখ্যায়িকার তাৎপর্য ঠিক বোঝা যায় না। দর্শপূর্ণমাস যাগে 'প্রাশিত্র' ব্রহ্মার ভাগ।

সবিতা— [<√ সূ (প্রেরণা দেওয়া ; প্রসব করা)। একটি পিতার গর্ভাধানের তুল্য, আর একটি মাতার গর্ভমোচনের; সবিতার মাঝে প্রথম ভাবের প্রাধান্য, যদিও দ্বিতীয়টির ধ্বনিও আছে। ব্রাহ্মণে পাই 'সবিতা প্রাজনয়ৎ' (তৈ. ১।৬।২।২), প্রজাপতিঃ সবিতা ভূত্বা প্রজা অসৃজত (তৈ. ১।৬।৪।১) ; সবিতা আর প্রজাপতিকে লোকে এক বলে (শ. ১২।৩।৫।১)। এর মূল ঋগ্বেদে: 'ভুবনস্য

"প্রজাপতিঃ"—"অজীজনৎ" সবিতা সুম্নমুক্থ্যম্' (৪।৫৩।২ ; অথচ এই সূক্তেই আছে 'বৃহৎ সুম্নঃ প্রসবীতা' [৬], সুতরাং দ্বিতীয় ঋকের 'অজীজনৎ' এরই বিবৃতি) ; দ্যুর্বীং পৃথ্বীং সৃজানঃ (৭।৩৮।২); ১০।১৪৯।২। সবিতা আর প্রজাপতির এই সাম্য মনে রাখতে হবে।...যাস্ক বলেন 'সবিতা সর্বস্য প্রসবিতা' (১০।৩১)। শতপথ ব্রাহ্মণে পাই, 'সবিতা বৈ দেবানাং প্রসবিতা' (১।১।২।১৭), কৌষীতকীতে 'সবিতা বৈ প্রসবিতা' (৬।১৪), 'সবিতা প্রসবানাম্ ঈশে' (১।৩০, ৫।২, ৭।১৬), তাণ্ড্যে 'এতাভি র্বৈ রাত্রিভিঃ সবিতা সর্বস্য প্রসবমগচ্ছৎ' (২৪।১৫।২)। ঋগ্বেদে, সবিতার সঙ্গে-সঙ্গে প্রায়ই এই প্রসবক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রসবের অর্থ স্পষ্ট হয়, গায়ত্রীমন্ত্রে সবিতার এই বিবৃতিতে 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' (৩।৬২।১০)। প্রসব দেবতার 'প্রচোদনা', আমাদের বুদ্ধির পরে তাঁর ক্রিয়া, যা আমাদের অমৃতের পথে এগিয়ে দেয়। বিচিত্র তাঁর প্রসব বা প্রচোদনা—'সবিতা প্রসবানাম্ অধিপতিঃ স মাবতু অস্মিন্ ব্রহ্মণি, অস্মিন কর্মণি, অস্যাং পুরোধায়াম্, অস্যাং প্রতিষ্ঠায়াম্, অস্যাং চিত্ত্যাম্, অস্যাম্ আকূত্যাম্, অস্যাম্ আশিষি, অস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা (অর্থব ৫।২৪।১)। ঋগ্বেদ বলেন, সবিতা 'প্রাসাবীদ্ ভদ্রং দ্বিপদে চতুষ্পদে' (৫।৮১।২), "রত্নানি" দাশুষে সুবাতি (৫।৮২।৩), 'দাশুষে সুবতি "ভূরি বামম্" (৬।৭১।৪), 'দিবেদিবে বামমস্মভ্যং সাবীঃ(৬।৭১।৬), 'প্রজাবৎ সাবীঃ সৌভগম্' (৫।৮২।৪), "দেবেভ্যো হি প্রথমম্" অমৃতত্বং সুবসি ভাগমুত্তমম্ (৪।৫৪।২), 'বিশ্বা জাতানি প্র সুবাতি' (৫।৮২।৯), 'নৃভ্যো, "মর্ত ভোজনং" সুবানঃ' (৭।৩৮।২), "বৃহৎসুম্নঃ" প্রসবীতা (৪।৫৩।৬)। জীবনের যা-কিছু অভীপ্সিত সমস্তই ফুটে উঠছে তাঁর প্রেরণায়। শুধু তাই নয়, সেই প্রচোদনার শক্তিতে পথের যা-কিছু বাঁকাচোরা

তাও দূর হয়ে যাচ্ছে: বিশ্বানিদেব সবিত র্দুরিতানি পরা সুব, যদ ভদ্রং তন্ন আ সুব (৫।৮২।৫)। ঋষির প্রার্থনা, 'দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং, প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়' (বা. স.৯।১), কেননা 'সবিতাসি সত্যপ্রসবঃ'।... কে এই সবিতা? যাস্ক বলেন, কোথাও তিনি মধ্যমস্থান দেবতা, কিন্তু মুখ্যত 'আদিত্যোঽপি সবিতোচ্যতে' (১০।৩২,১২।১৩)। শতপথে 'অসৌ আদিত্যো দেবঃ সবিতা' (৬।৩।১।১৮), এষ বৈ সবিতা য এষ (সূর্যঃ) তপতি (৩।২।৩।১৮, ৪।৪।১।৩ ; ৫।৩।১।৭) ; ঋগ্বেদের বর্ণনায়, 'নৃচক্ষা এষ দিবো মধ্য আস্তে, আপপ্রিবান্ রোদসী অন্তরিক্ষম্ (১০।১৩৯।২), 'সূর্যরশ্মির্হরিকেশঃ পুরস্তাৎ সবিতা জ্যোতিরুদয়াঁ অজস্রম্ (১০।১৩৯।১)। অথচ সূর্যে সবিতায় তফাৎও আছে : সূর্য প্রত্যক্ষ আদিত্য, সবিতা তাঁরও প্রচোদিতা (১।৩৫।৯) — তিনি সূর্যের অন্তর্যামী। একথা একটু পরেই স্পষ্ট হবে।...প্রত্যক্ষদৃষ্ট সবিতাকে বিষ্ণুর সপ্তপদীবর্ণনায় নিঘন্টুকার স্থাপিত করছেন তৃতীয় পদে—অর্থাৎ উষার পরেই সবিতা। এই স্থাপনার মূল পাই ঋগ্বেদেই—সবিতা বরেণ্যো অনু "প্রয়াণমুষসো" বি রাজতি (৫।৮১।২)। যাস্ক বলছেন, 'তস্য কালো যদা দ্যৌরপহত তমস্কাকীর্ণরশ্মির্ভবতি...অধোরামঃ সাবিত্র ইতি অধস্তাৎ তদ্‌বেলায়াং তমো ভবতি...কৃকবাকুঃ সাবিত্র ইতি' (১২।১২-১৩), অর্থাৎ প্রাচীমূলে তখনও আঁধার, কিন্তু উপরে আলোর আভা, মোরগ ডাকছে, এই সময়টি সবিতার। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই সবিতার স্থান নাভিতে, ব্রহ্মগ্রন্থিতে। এই গ্রন্থিভেদ করলেই জীব পশু ভাব হতে মুক্ত হয়, তার নতুন জন্ম আরম্ভ হয়। এইটি সাবিত্রী-শক্তির বিশেষ ক্রিয়া। এই জন্যই ঋগ্বেদেই সবিতাকে বলা হয়েছে 'অপাং নপাৎ'—যা চিদগ্নি বা জীবসত্ত্বের নাম (১।২২।৬ ; ১০।১৪৯।২)। হঠযোগে নাভি বা

মণিপুর অগ্নিস্থান। এইখান থেকে অন্তরিক্ষলোকের আরম্ভ, তাই নিরুক্তে সবিতা মধ্যমস্থান দেবতাও। দিব্যজীবনের সাধকের সত্তায় দেবতার প্রচোদনা এইখান থেকে আরম্ভ হয় বলেই সবিতা ব্রহ্মচারীর ইষ্ট, সাবিত্রী ব্রহ্মচারীর নতুন জন্মের মাতা (মনুসংহিতা)।...সবিতার দিব্যরূপের বর্ণনায় ঋগ্বেদ বলছেন, তিনি 'হিরণ্যাক্ষ' (১।৩৫।৮), হিরণ্যপাণি, 'হিরণ্যজিহ্বঃ (৬।৭১।৩), 'হরিকেশ' (১০।১৩৯।১)—এক কথায় তিনি যেন হিরণ্যস্তূপ (১০।১৪৯।৫)। অমন 'সোনার ঠাকুর' ঋগ্বেদে আর একটি নাই। ইনি আর কেউ নন, উপনিষদের সেই হিরণ্ময় পুরুষ যিনি 'এষ অন্তরাদিত্যে দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ (ছান্দোগ্য ১।৬।৬)। সবিতা এই ঔপনিষদ পুরুষ ; আবার তিনি প্রাচীন বৈদিক 'অসুর'ও (৪।৫৩।১)। তাঁর নামের সঙ্গে প্রায়ই 'দেব' বিশেষণ জুড়ে দেওয়া এই দিক থেকে বিশেষ অর্থপূর্ণ...। সবিতার সঙ্গে ভগের ঘনিষ্ঠ যোগের কথা আগেও বলেছি (দ্র. 'ভগ')। ভগ ভাগবতদের প্রেমের ঠাকুর, সবিতাও তাই—যদিও দুয়ে একটু তফাৎ আছে বলাই বাহুল্য। সবিতার বর্ণনায় একটি বৈশিষ্ট্য তিনি 'প্রাস্রাগ্ বাহূ ভুবনস্য প্রজাভ্যঃ'—বিশ্বের সবার আগে দুটি বাহু বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন (৪।৫৩।৪ ; দ্র. ২।৩৮।২, ৪।৫৩।৩, ৬।৭১।১, 'উপবক্তেব' যেন ডাকছেন সবাইকে ৬।৭১।৫, তাঁর শিথিল দুটি হিরণ্ময় বাহু দ্যুলোকের দিগন্তে এলিয়ে পড়েছে ৭।১০৭।২)। এ-বর্ণনা কেবল সবিতার বেলায়,—তারই অনুকরণে অন্যান্য দেবতারাও অমন করে দুহাত বাড়িয়ে দেন বটে কখনও-কখনও (অগ্নি ১।৯৫।৭, উষা ৭।৭৯।২, বৃহস্পতি ১।১৯০।৩)। এই ভঙ্গিটি Christ-এর ক্রুশ-চিহ্নকে মনে পড়িয়ে দেয় (স্বস্তিক সূর্যের প্রতীক এবং তার সঙ্গে ক্রুশের সম্পর্ক আছে)। এতেও সবিতা যে প্রেমের ঠাকুর

তার পরিচয় মেলে, যেমন মেলে তাঁর ভর্গকে বরেণ্য বলাতে (দ্র. ৩।৬২।১০)। সে-পরিচয় মধুরারতিতে অভিষিক্ত হয়ে ফুটে ওঠে যখন ঋষি বলেন: 'পতিরিব জায়াম্ অভি নো ন্যেতু ধর্তা দিবঃ সবিতা বিশ্ববারঃ'—পতি যেমন জায়ার পানে, তেমনি আমাদের গভীরে নেমে আসুন দ্যুলোকের ধর্তা বিশ্বের বরেণ্য এই সবিতা ১০।১৪৯।৪ ।...তাঁর বাহন 'গরুত্মান্ সুপর্ণে'র উল্লেখ আছে এক জায়গায় (১০।১৪৯।৩)। সবিতা, বিষ্ণু ও কৃষ্ণের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। নিরুক্তে সবিতা যদিও ভোরের সূর্য, ঋগ্বেদে কিন্তু তাঁর উদয় আর অস্ত দুয়েরই বর্ণনা পাওয়া যায়: যেমন তিনি 'বৃহৎসুম্নঃ প্রসবিতা', তেমনি আবার 'নিবেশনো জগতঃ স্থাতুরুভয়স্য' (৪।৫৩।৬), 'বিশ্বস্য নিবেশনে প্রসবে চ' (৬।৭১।২; তু. ২।৩৮।৩-৪)। এখানে ভাগবতের কৃষ্ণের গোচারণ ও রাসলীলার ব্যঞ্জনা পাই। অথর্ববেদে সবিতা 'দমূনা দেবঃ বরেণ্যঃ'—আমাদের ঘরের ঠাকুর, প্রেমের ঠাকুর (৭।১৪।৪)।] (প্রচোদয়িতা) সবিতা।

সুজিহ্বঃ— ['কল্যাণ জিহ্বঃ' (নি. ৮।৬)। অগ্নির বিশেষণ ১।১৪।৭, ১৪২।৪, তনূনপাৎ ১০।১১০।২; সবিতার ৭।৪৫।৪ ; মরুদ্‌গণ ১।১৬৬।১১ ; 'দৈব্যৌ হোতারৌ' এর ১।১৩।৮ । প্রত্যেক ক্ষেত্রে নামের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। সবিতাও সুজিহ্ব, কেননা তিনি 'উপবক্তা' (৬।৭১।৪ ; তু. শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির ডাক ; দ্র. তৃতীয় চরণের ব্যাখ্যা)। তাঁকে 'হিরণ্যজিহ্ব'ও বলা হয়েছে (৬।৭১।৩)] মধুর রসনা যাঁর।

ত্রিঃ দিবঃ— ['দিবঃ' দ্যুলোক হতে (সা) ; Geld. দিনে (তিনবার)। তু. ৩।৫৬।৬, ৭ ; ৪।৫৪।৬] দিনে তিনবার। তু. সোমের তিনটি সবন, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীর উপাসনা।

বিদথে— (আমাদের) বিদ্যার সাধনায়। এইটি এখন ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা।

আ পত্যমানঃ— (তুমিই) হও পতি। কেননা তোমাকেই আমরা ডাকি।

দেবেষু শ্লোকম্— ['শ্লোক' দ্র. ৩।৫৩।১০। সবিতার সঙ্গে 'শ্লোকের' বা শব্দের বিশেষ সম্পর্ক। নিসর্গদৃষ্টিতে, সূর্যের উদয়ে পৃথিবী শব্দময়ী হয়ে ওঠে তাই। Keith বলেন German-দের বিশ্বাস সূর্য ওঠবার সময় শব্দ ক'রে ওঠে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এটি নাদের অভিব্যক্তি। জ্যোতি আর নাদ একসঙ্গে ; তাই বেদের 'স্বর্', তান্ত্রিকের 'পশ্যন্তী বাক্'। একটি ধারা যেমন আছে, আগে দেখা, তারপর শোনা, তেমনি আর-একটি ধারা আগে শোনা, তারপর দেখা। শ্রীমতী আগে বাঁশি শুনলেন, তারপর দেখলেন। চিত্ত আকাশের মত শূন্য—যেমন বয়ঃসন্ধিতে কুমারীর চিত্ত ; তাঁর মধ্যে জাগল 'বাঁশির সুর', ফুটল পূর্বরাগের অরুণ আলো। এইটিই সবিতার 'শ্লোক', সাধারণ ভাবে যাকে বলা হয়েছে 'শ্রবঃ'] বিশ্বদেবতার মাঝে রয়েছে যে-নাদ। যে-কোনও দেবতাকে ধরে বিশ্বদেবতার মধ্যে পৌঁছন চাই আগে, তারপর 'একং সতের' মাঝে। বিশ্বচেতনার মধ্যে যে পশ্যন্তীবাণীর ঝঙ্কার, সবিতাই তার আশ্রয়। এটি দ্যুলোকের কথা, পরের চরণে বলা হচ্ছে ওখান থেকে ফিরে ভূলোকে আসার কথা।

অশ্রেঃ— [√ শ্রি (আশ্রয় করা) + লুঙ্ স্। অনেকক্ষেত্রে এই ধাতুটির ব্যবহারে পাওয়া যায় আশ্রয় বা অধিষ্ঠানের পর শক্তির ব্যঞ্জনা: যেমন 'চিত্রং দিবো দুহিতা ভানুমশ্রেৎ' ১।৯২।৫ ; সূর্যো...জ্যোতির শ্রেৎ ১।১২৪।১, ৪।৬।২...। 'শ্রী' তাই বিষ্ণুর জ্যোতির বিচ্ছুরণ। এখানেও এই বিচ্ছুরণের ভাবটি আছে] (দিব্যশ্রুতিতে) অধিষ্ঠিত হয়ে বিচ্ছুরিত করেছ (তাকে)।

আৎ— এরপর, এখন।

আ সুব— ফুটিয়ে তোল। √ 'সূ'র প্রয়োগ লক্ষণীয়।

সর্বতাতিম্— [তু. ত আদিত্যা আ গতা সর্বতাতয়ে ১।১০৬।২ ; ১০।৩৫।১১; অনাগাস্ত্বম্ অদিতে সর্বতাতা ১।৯৪।১৫ ; আনাগান্ নো বোচতু সর্বতাতা ৩।৫৪।১৯ ; শততমং বেশ্যং সর্বতাতৌ (শম্বরের ৯৯টি পুর ধ্বংস করবার পর) ৪।২৬।৩ ; রায়ে মিত্রাবরুণা সর্বতাতে লে

তোকায় তনয়ায় শংযোঃ ৫।৬৯।৩ ; যক্ষদ্ রাজন্ (অগ্নে) সর্বতাতেব নু দ্যৌঃ ৬।১২।২ ; আ তে স্বস্তিমীমহে (পূষন্)...অদ্যা চ সর্বতাতয়ে শ্বশ্চ সর্বতাতয়ে ৬।৫৬।৬ ; জনিষ্বা দেববীতয়ে সর্বতাতা স্বস্তয়ে (অগ্নে) ৬।১৫।১৮ ; প্রাত্র ভেদং সর্বতাতা মুষায়ৎ (রূপক অর্থ সম্ভব) ৭।১৮।১৯ ; অচ্ছা সূরীন্ ত্সর্বতাতা জিগতে (মরুতঃ) ৭।৫৭।৭ ; অজীতয়ে হ্ন হতয়ে পবস্ব (সোম) স্বস্তয়ে সর্বতাতয়ে বৃহতে ৯।৯৬।৪; সবিতা পশ্চাতাৎ সবিতা পুরস্তাৎ সবিতোত্তরাত্তাৎ সবিতাধরাত্তাৎ; সবিতা নঃ সুবতু সর্বতাতিম্ ১০।৩৬।১৪ ; সর্বতাতা যে কৃপণন্ত রত্নম্ ধিয়ং চ যজ্ঞং চ সাধন্তঃ (দেবাঃ) ১০।৭৪।৩ ; আ সর্বতাতিম্ অদিতিং বৃণীমহে ১০।১০০।১-১১। 'সর্বতাতা সর্বাসু কর্মততিষু' নি ১১।২৪। উদ্ধরণ হতে দেখা যাচ্ছে, সর্বতাতির প্রার্থনা আদিত্যদের কাছে, বিশেষ করে অদিতির কাছে (দ্র. ১০।১০০); আবার সর্বতাতির সঙ্গে যোগ স্বস্তি (৬।৫৬।৬, ৯।৯৬।৪) এবং বৃহতের (৯।৯৬।৪) ; শম্বরের ৯৯টি পুর ধ্বংস হবার পর শততম 'বেশ্য' বা নিবেশনে আবিষ্কৃত হয় সর্বতাতি (Geld. প্রভৃতি এখানে শততম বেশ্য শম্বরের বলে ভুল করছেন ; শম্বরের পুর ৯৯টিই, শততমটি আঁধারের ওপারে) ; সবিতা যখন আমার সামনে পেছনে উত্তরে দক্ষিণে অর্থাৎ সর্বত্র তাঁকে অনুভব করছি যখন, তখনই সর্বতাতির আবির্ভাব (১০।৩৬।১৪) ; দেবতারা আমাদের 'ধী' এবং 'যজ্ঞকে' সিদ্ধ করে 'রত্নের' দীপ্তি ফোটাচ্ছেন এই সর্বতাতির জন্য ১০।৭৪।৩ । এরপর আর সন্দেহ থাকে না, 'সর্বতাতি' যে সিদ্ধির পূর্ণতা আনে, তা উপনিষদের সর্বাত্মভাব ছাড়া আর-কিছুই নয়। এর জোড়া হচ্ছে 'দেবতাতি'—যা উপনিষদের ব্রহ্মসাযুজ্য। 'দেবতাতি' যেমন দেবত্বলাভ, 'সর্বতাতি' তেমনি সর্বাত্মভাব: উপনিষদের ভাষায় তার বিবৃতি: 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছা.

৩।১৪।১), যস্য 'সর্বম্' আত্মৈবাভূৎ (ঈশা. ১।৭), 'সর্বো' ভূত্বা সর্বমাবিবেশ, সর্বং পশ্যতি, 'সর্বঃ' পশ্যতি। অদিতিচেতনা ছাড়া এ সম্ভব হয় না ; এবং সবিতা আমাদের প্রচোদিত করছেন এরই পানে। ... ব্যু? যাস্ক <√ তন্ (ছড়িয়ে পড়া); কিন্তু তা হলে আকার কেন? সম্ভবত দুটি ভাববাচী প্রত্যয়ের একত্র সমাবেশ ; শেষের কৃৎপ্রত্যয়টি কি বলক্রিয়া (dynamism) বোঝাতে? তু. পাণিনি 'সর্বদেবাৎ তাতিক্, শিবসামরিষ্টস্য করে (এইখানে 'কৃতের' অর্থ পাওয়া যাচ্ছে), ভাবে চ' ৪।৪।১৪১-৪৩। অনুরূপ: শিবতাতি, শন্তাতি, অরিষ্টতাতি, জ্যেষ্ঠতাতি, গৃভীততাতি। তু. Lat. Salutati…Geld. 'সর্বতাতি' অর্থে পূর্ণতা (Vollzahligkeit); কিন্তু সে-পূর্ণতা বোঝায় অনেক ছেলে পুলে বা পূর্ণ পরমায়ু! তু. অবেস্তা: হৌর্বতাৎ...] সর্বাত্মভাব।

মূর্ধন্য-আকাশে ঐ যে সবিতা—ঐ যে আমাদের সত্তার মর্মমূলে আদিত্যদ্যুতির অবন্ধ্য প্রচোদনা! ঐ যে হিরণ্ময় পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর হিরণ্ময় দুটি বাহুর আদিগন্ত প্রসারণে এ কী নিবিড় আশ্লেষের ব্যাকুলতা, এ কী মধুঝরা আহ্বান তাঁর বিহ্বল কণ্ঠে! উদয়াস্ত চেয়ে থাকি তাঁর পথের পানে, তৃষার্ত হৃদয়ের চাওয়াকে তিনটি বার তিনি সার্থক করেন তাঁর অন্তর্যামিনী ঈশনার প্রৈষাতে—উষার অরুণ কামনা তাঁরই বুকে চোখ বোজে উষসীর রক্তরাগে।...হে সবিতা, আকাশের সুনীল রহস্যগুণ্ঠন ঐ যে হল উন্মোচিত, ঐ যে শুনি তোমার সহস্ররশ্মির স্বর্ণতারে পশ্যন্তী বিশ্বচেতনার বিদ্যুৎ-ঝঙ্কার...হে দেবতা, এবার প্রাণের মৃণালে ঢাল সহস্রদল উন্মীলনের উৎসর্পিণী উন্মাদনা, আমরা সবার মাঝে নিজেকে ফুটিয়ে তুলে নিজেকে পাই অদিতিচেতনার অনিবাধ বিচ্ছুরণে:

হিরণ্যপাণি সবিতা—মধুবর্ষী তাঁর রসনা,

তিনবার দিনের মাঝে আমাদের পাওয়ার সাধনায় সঞ্চারিত করেন তাঁর ঈশনা।...

বিশ্বদেবের মাঝে, হে সবিতা, ঐ যে বাক্, তাকে করেছ বিচ্ছুরিত ;

এইবার আমাদের মাঝে উন্মিষিত কর সর্বাত্মতার ভাবনা।।

১২

সুকৃৎ সুপাণিঃ স্ববাঁ ঋতাবা

দেবস্ ত্বষ্টা ঽবসে তানি নো ধাৎ।

পূষণ্বন্তো ঋভবো মাদয়ধ্বম্

ঊর্ধ্বগ্রাবাণো অধ্বরম্ অতষ্ট।।

সবিতার আলো ফুটেছে চিদাকাশে। তার মাঝে জীবন-শিল্পী ত্বষ্টা আর ঋভুদের আবাহন। রূপ দিতে হবে অপ্রমত্ত অগ্রাভিযানের সাধনাকে।

সু-কৃৎ— [যেমন দেবতার, তেমনি সাধকেরও বিশেষণরূপে বহুপ্রযুক্ত। ত্বষ্টা বিশ্বকর্মা (দ্র. ৩।৪৮।৪), তাই বিশেষণটি বিশেষ করে তাঁতে খাটে] সুকর্মা, যাঁর কাজে কোনও খুঁত নাই।

সু-পাণিঃ— [সবিতার বিশেষণ ৩।৩৩।৬, ৭।৪৫।৪ ; ত্বষ্টা সুপাণির্দধাতু বীরান্ ৭।৩৪।২০ ; ত্বষ্টার ৬।৪৯।৯, মিত্রাবরুণের ১।৭১।৯, ৩।৫৬।৭; অশ্বিদ্বয়ের ১।১০৯।৪। পাণি শিল্পকর্মের করণ। প্রহরণ, বর এবং অভয় ধারণের জন্যও বটে। ত্বষ্টা এখানে শিল্পী হিসাবে সুপাণিঃ] নিপুণ পাণি যাঁর। জীবনের নতুন রূপ গড়বেন ত্বষ্টা।

স্ব-বান্— [সবিতার বিশেষণ ১।৩৫।১০ ; = অশ্বিদ্বয়ের রথ ১।১১৮।১;

ইন্দ্রের ৬।৪৭।১২, ১৩, ১০।১৩১।৬, ৭ । স্ববাঁ ঋতাবা...যো দাশতি ত্মন্ ৬।৬৮।৫ ; শিবঃ স্ববান্ (রুদ্রঃ) ১০।৯২।৯। উপনিষদে অনুরূপ: 'আত্মন্বী'] আপনাতে আপনি আছেন যিনি। তাই থেকেই তিনি **ঋত-বা,** সত্যের ছন্দে লীলায়িত। তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠা হতেই ঋতচ্ছন্দের আবির্ভাব।

অবসে— তাঁর চিন্ময় প্রসাদ রূপে।

তানি— যা তাঁর আছে। প্রথম চরণেই বলা হয়েছে কি-কি আছে—নৈপুণ্য আত্মস্থতা আর ঋতচ্ছন্দ। আমরাও যেন স্ব-স্থ হই, ঋতচ্ছন্দা হই, সুশিল্পী হই।

পূষণ্বন্তঃ— [দ্র. ৩।৫২।৭ ; বি. দ্র. ৩।৬২।৭-৯] পূষাকে সঙ্গে নিয়ে। পূষা ভ্রূমধ্যের ওপারের দিশারী ; রামকৃষ্ণ বলতেন, ওখানে গেলে আর হুঁশ থাকেনা।

ঋভবঃ— [দ্র. ৩।৫২।৬ ; বি. দ্র. ৩।৬০] (দেবমানব) ঋভুরা। পূষা গুরুশক্তি আর ঋভুরা আত্মশক্তি। দুয়ের মিলন বোঝাচ্ছে। তাতেই আদিত্যপুরুষের সাযুজ্য সিদ্ধ হয়, হিরণ্ময় পাত্রের ঢাকা খুলে যায় (ঈশা. ১।১৫)।

মাদয়ধ্বম্— [প্রায়ই স্বার্থে ণিচ্। তু. ঋভুক্ষণো বাজা মাদয়ধ্বম্ অস্মে সুতস্য ৭।৪৮।১ ; উত ঋতুভি র্ঋভবো মাদয়ধ্বম্ ৪।৩৪।২ ; সজোষস আদিত্যৈ র্মাদয়ধ্বম্ ৮ ; ... ।] (নিজেদের) নন্দিত কর ; নন্দিত হও। দেবতার শিল্পনৈপুণ্য আর দেবমানবের সিদ্ধবীর্য দুয়ের সঙ্গম আমাদের জীবনে ; তাই এই উল্লাস।

উর্ধ্ব-গ্রাবাণঃ— [অনন্য প্রয়োগ। কিন্তু তু. 'যত্র গ্রাবা পৃথুবুধ্ন ঊর্ধ্বো ভবতি সোতবে ১।২৮।১ ; ঊর্ধ্বো গ্রাবা বৃহদগ্নিঃ সমিদ্ধঃ ১০।৭০।৩ ; গ্রাবাণ ঊর্ধ্বা অভিচক্ষুরধ্বরম্ ১০।৯২।১৫ ; ঊর্ধ্বো গ্রাবা বসবো অস্তু সোতরি ১০।১০০।৯ ; পূর্বেই ইঙ্গিত করেছি, অদ্রিযোগ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যোনিমুদ্রা। এখানেও দেখছি 'গ্রাবা' বা

সোমকণ্ডনের পাষাণ 'উর্ধ্ব' হতেই আগুন জ্বলে ওঠে এমনি একটা ব্যঞ্জনা পাওয়া যাচ্ছে (১০।৭০।৩ ; ১০।১০০।৯)। এই প্রসঙ্গে দ্র. গ্রাবসূক্ত ১০।১৭৫ ; লক্ষণীয় তার ঋষি 'অর্বুদের পুত্র উর্ধ্বগ্রাবা সর্প'। অর্বুদ আঁব বা tumour ; তু. তন্ত্রের যোনিকন্দ, যেখানে পীড়ন করলে কুণ্ডলিনী সর্পিণীর মত ফণা ধরে ওঠে।] উদ্যত রয়েছে (সোমাভিষবের) পাষাণ যাঁদের হাতে ; উর্ধ্বস্রোতা। গ্রাবার পেছনে সবিতার প্রেরণা (১০।১৭৫।১, ৪)—এও লক্ষণীয়।

অধ্বরম্— [দ্র. 'অধ্বর্যবঃ' ৩।৪৬।৫] ঋজুগতি ; ঋজুপথ ; দেবযান ; এইপথে যাবার সাধন 'যজ্ঞ'।

অতষ্ট— [√ তক্ষ্ + লুঙ্ত।] (দেবযানের পথকে) রূপ দিয়েছেন। কারা? ঋভুরা। আমরা এখন সেই পথ ধরে চলব।

কীর্ণরশ্মি সবিতার বরেণ্যভর্গ ছড়িয়ে পড়েছে চিদাকাশে, তারই মাঝে আবাহন করি ত্বষ্টাকে—বিশ্বের চিন্ময় রূপকার যিনি। তাঁর আঙুলের নিপুণ ছোঁয়ায়, যা কল্যাণতম তাই রূপ ধরুক আমাদের জীবনে—নিহিত হ'ক তার মর্মমূলে তাঁর অচল প্রতিষ্ঠা, লীলায়িত হ'ক তার পর্বে-পর্বে তাঁর ঋতের ছন্দ: তাঁর আলোর প্রসাদ অক্ষয়কবচ হয়ে বাঁচাক আমাদের অসত্য আর অনৃতের অভিঘাত হতে।...এস দেবযান জ্যোতিঃসরণির পুরোগামী ঋভুগণ, এস উত্তরজ্যোতির অভিযানে পূষাকে দিশারী ক'রে ; আজ হৃদয়ের অঙ্গনে জ্যোতিরুৎসবে নন্দিত হও, নন্দিত কর, দিব্যজীবনের হে রূপকার! আধারে রসের স্রোতকে উজান বইয়েছ তোমরাই, তমিস্রার গ্রন্থিল বাধাকে বিদীর্ণ করে আলোর ঋজুপথ রচনা করেছ যে তোমরাই:

সুকৃৎ নিপুণপাণি যিনি, —যাঁর আছে আত্মপ্রতিষ্ঠা, আছে ঋতের ছন্দ, —
সেই দেবতা ত্বষ্টা আলোর প্রসাদরূপে সেসব আমাদের মাঝে করুন নিহিত।
পূষাকে সঙ্গে নিয়ে হে ঋভুগণ, নন্দিত হও তোমরা:
'ঊর্ধ্বগ্রাবা' হয়ে সিদ্ধির ঋজুপথকে রচনা করেছ যে তোমরাই।।

১৩

বিদ্যুদ্রথা মরুতো ঋষ্টি মন্তো
দিবো মর্যা ঋতজাতা অযাসঃ।
সরস্বতী শৃণবন্ যজ্ঞিয়াসো
ধাতা রয়িং সহবীরং তুরাসঃ।।

প্রাণের স্রোত উজান বয়ে চলুক। আলোর ঝড় বয়ে যাক তার বুকের উপর দিয়ে।

বিদ্যুদ্-রথাঃ— [অগ্নির বিশেষণ ৩।১৪।১ । কিন্তু মরুদ্গণকেই বলা হচ্ছে 'বিদ্যুন্মহসঃ' ৫।৫৪।৩, 'বিদ্যুদ্ধস্তাঃ' ৮।৭।২৫ । তাঁদের সঙ্গেই বিদ্যুতের বিশেষ সম্পর্ক। আরও তু. 'বিদ্যুন্মদ্ ভি র্মরুতঃ...রথেভি র্যাত ১।৮৮।১ । 'বিদ্যুৎ' হঠাৎ আলোর ঝলকানি। প্রাতিভজ্ঞান বা শক্তির দপ্ করে জ্বলে ওঠা। উষার আলোর সঙ্গে এইখানে তার তফাৎ—একটি সিদ্ধ, আর-একটি সাধ্য।] বিদ্যুতের রথে চড়া।

মরুতঃ— [মরুতেরা দেবগণ। সাধারণত তিনটি দেবগণ প্রসিদ্ধ—বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ। তার মধ্যে **রুদ্রগণই ঋগ্বেদে মরুদ্গণ** ; যদিও তাঁরা স্পষ্টতই রুদ্রের পুত্র বা রুদ্রিয় বলে উল্লিখিত

(১।৩৮।৭, ২।৩৪।১০, ৫।৬০।৫, ১।১১৪।৬, ৯ ; ২।৩৩।১...), তবুও **রুদ্র বলেও তাঁদের উল্লেখ** ঋগ্বেদে পাওয়া যায় (১।৩৯।৪,৭...) বলা যেতে পারে **মরুদ্গণ রুদ্রগণেরই প্রাচীন সংজ্ঞা**। নিঘন্টুতে মরুদ্গণ ও রুদ্রগণ দুয়েরই উল্লেখ আছে (৫।৫।৯) ; যাস্ক বলেন দুইই মধ্যমস্থান দেবগণ, তবে কিনা মরুদ্গণ 'প্রথমগামিনো ভবন্তি' (১১।১৩)। বায়ুও মধ্যমস্থান দেবতাদের প্রথম। বাতও মধ্যমস্থান দেবতা। মধ্যম বা অন্তরিক্ষ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণলোক। অতএব বাত, বায়ু ও মরুদ্গণ—সবাই প্রাণশক্তি। আধিভৌতিক বায়ুমণ্ডল যে চিৎশক্তির দ্বারা আবিষ্ট, তাই বাত, আমাদের প্রাণনক্রিয়ার আশ্রয় (তু. 'আনীদ্ অবাতম্' ১০।১২৯।২)। তারই অন্তর্গত সূক্ষ্মতর প্রাণশক্তি 'বায়ু' (দ্র. ৩।৪৯।৪)। **যোগের ক্রিয়ায় এই বায়ু যখন ভ্রূমধ্য ভেদ করে মহাশূন্যে উঠে যায়, তখন যে আলোর ঝড়ের মত জ্যোতির্ময় বিশ্বপ্রাণের অনুভব হয় তাই 'মরুদ্গণ'** (দ্র. ৩।৪৭।১)।... **দেবগণের কল্পনা** বৈদিক অদ্বৈতবাদের একটি বৈশিষ্ট্য। একই তত্ত্ব, কিন্তু বিচিত্র তার বিভূতি—তখনই পাই দেবগণ। মরুদ্গণের মধ্যে অদ্বৈতের ব্যঞ্জনা বিশেষ করে ফুটেছে এইভাবে, তাঁরা সবাই একরকম, একজন থেকে আর-একজনকে রূপে বা ক্রিয়ায় পৃথক করা যায় না ; তাঁদের মধ্যে ছোট মাঝারি বা বড় কেউ নাই (৫।৬০।৫, ৫।৫৯।৬)। এই সঙ্গে তুলনীয়, 'আপঃ' ; নিশ্চয় তাঁরাও বহু, কিন্তু তাঁদেরও পৃথক করবার উপায় নাই। দুটিই প্রাণের প্রতীক, —একটি পৃথিবীস্থান (নি. ৯।২৬), একটি মধ্যমস্থান। এই হতে বৈদিক প্রাণাদ্বৈতবাদের একটা বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাচ্ছে—ব্যাকৃতির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ব্যাকৃতি সেখানে স্পষ্টত উপলব্ধ হচ্ছে না। অথচ আদিত্য চেতনায় তা হচ্ছে। এ ব্যাপারটি প্রণিধানযোগ্য।...মরুদ্গণ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগ্রন্থের উক্তি:

'মরুতো রশ্ময়ঃ' (তাণ্ড্য ১৪।১২।৯ ; তু.- শতপথ ৫।১।৪।৯); মরুতো বা দেববিশোঽন্তরিক্ষভাজনা ঈশ্বরাঃ (কৌ. ৭।৮ ; তু. তাণ্ড্য ২।৫।১।১২, ৬।১০।১০, ১৮।১।১৪, ঐত. ১।৯, শত. ৪।৫।২।১৬, ২।৫।২।৬..., তৈ. ২।৭।২২ ; তাৎপর্য, ইন্দ্র দেবতাদের রাজা, বৃত্রবধে মরুতেরা তাঁর সঙ্গে থেকে লড়েছেন, অতএব তাঁরা 'বিশঃ' ; ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের বর্ণনা করছেন শতপথ: মরুতো বৈ ক্রীড়িনো বৃত্রং হনিষ্যন্তমিন্দ্রমাগতং তমভিতঃ পরিচিক্রী ভূর্ম হয়ন্তঃ ২।৫।৩।২০, তু.কৌ. ৫।৫)। তৈ.ব্রা. বলছেন, মরুতো বৈ দেবানামপরাজিতমায়তনম্ (১।৪।৬।২), কেননা বৃত্রের শেষ বাধা তাঁরাই ভাঙেন। তাঁদের স্বরূপ সম্পর্কে শতপথ বলছেন, 'প্রাণা বৈ মারুতাঃ' (৯।৩।১৭?); এই তত্ত্বেরই ইঙ্গিত করতে ঐতরেয় বলছেন 'আপো বৈ মরুতঃ' (৬।৩০, কৌ. ১২।৮, ৫।৪) পশুবো বৈ মরুতঃ (৩।১৯)। একটি সূত্র পাচ্ছি, 'অন্নং বৈ মরুতঃ' (তৈ. ১।৭।৩।৫, ১।৭।৫।২, ১।৭।৭।৩)—এখানে প্রাণাগ্নিহোত্রের রহস্যের ইঙ্গিত আছে, মোটের উপর **বিশ্বব্যাপ্ত চিন্ময় প্রাণই মরুদ্গণের স্বরূপ**। কিন্তু গ্রন্থিভেদ না হলে এ-জ্ঞান হয় না। এই জন্যই ঋগ্বেদে মরুদ্গণের বর্ণনায় শৌর্যের দিকটাই বিশেষ করে ফুটে উঠেছে।...ঋগ্বেদে মরুদ্গণের সংখ্যা একজায়গায় ৩ × ৭ (১।১৩৩।৬ ; অথর্ববেদেও 'ত্রিষপ্তাসো মরুতঃ' ১৩।১।৩)। আর-এক জায়গায় ৭ × ৭ (সপ্ত...সপ্ত... শাকিনঃ ৫।৫২।১৭ ; তু. বা. স. সপ্ত সপ্ত হি মরুতা গণাঃ ১৭।৮০-৮৫, ৩৯।৭ ; দ্র. শ. ব্রা. ৫।৪।৩।১৭, ৯।৩।১।২৫; মরুদ্গণকে সপ্তকপাল পুরোডাশ দেবার কথা আছে তা. ব্রা. ২১।১০।২৩, শ. ব্রা. ২।৫।১।১২, ৫।৩।১।৬ ; উপনিষদে 'প্রাণা নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত' মুণ্ডক ২।১।৮, ইতিহাস পুরাণে ৪৯ মরুৎ)। এক জায়গায় আছে 'ত্রিঃ ষষ্টিঃ ...মরুতঃ—উস্রা ইব রাশয়ঃ'—তিন্ ষাট (= ১৮০) মরুদ্গণ, যেন

আলোর রাশি (৮।৯৬।৮) ; তিন ষাটকে অনেকে ব্যাখ্যা করেন ৬৩ বলে, কেননা তাতে সাতের গুণিতক পাওয়া যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, এখানে তিন ষাট = ১৮০ ; ১৮০ বলতে উত্তরায়ণের ১৮০ দিন বোঝাচ্ছে — যখন আলোর উপচয়ে ইন্দ্রকে মরুতেরা উপচিত করে চলেছেন ('ত্বা বাবৃধানাঃ')। এই প্রসঙ্গে দ্র. সূর্যরশ্মির সঙ্গে মরুদ্গণের তুলনা ; 'শ্রিয়ে চিদা প্রতরং বাবৃধুর্নরঃ, বিরোকিণঃ সূর্যস্যেব রশ্ময়ঃ (৫।৫৫।৩ ; তু. তাণ্ড্য. ব্রা ২।৫।১।১২...)। সায়ণ 'ত্রিঃ ষষ্টিঃ' বলতে ৬৩ই বুঝেছেন এবং যজুর্বেদ থেকে প্রমাণ উদ্ধার করছেন। কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাই সাতজন করে পাঁচটি গণের উল্লেখ (৪।৬।৫।৫-৬) ; বাজসনেয়ী সংহিতায় আর দুটি গণ ধরে (তার মধ্যে একটি গণ খিলমন্ত্রে) পুরো সাতটি গণ পাই (১৭।৮০-৮৬)। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুটি গণের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাদের মাঝে পুনরুক্তি থাকায় সায়ণের নবগণ অতএব ৬৩ সংখ্যা পূর্ণ হয় না। (৪।২৪-২৫ ; তু. য. বা ১৭।৮৬) ; তৈত্তিরীয় এবং বাজসনেয়ী সংহিতার বিবরণ মিলিয়ে সাতটি গণে ৪৯ মরুতের নাম পাওয়া যাচ্ছে ; তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নামগুলি ধরলে (বৈকল্পিক নাম শুদ্ধ) আর দশটি নাম বেশী পাওয়া যায় ; তাতেও ৬৩ হয় না। বাজসনেয়ীর 'সাসহবান্' আর তৈত্তিরীয়ের 'সহসহবান্' যদি এক হয়, তাহলে আরও একটি কমে যায়। মরুদ্গণের সংখ্যা যখন আছে, তখন তাঁদের নামও আছে, নামগুলো থেকে এক-একটা অর্থও বের করা যায় ; কিন্তু তবুও আদিত্যগণের মত তাঁদের পৃথক্ পৃথক্ ভাবনার কথা কোথাও নাই।...এইবার মরুদ্গণের জন্মকথা। তাঁদের পিতা রুদ্র ; মাতা পৃশ্নি (২।৩৪।২, ৫।৫২।১৬, ৫।৬০।৫, ৬।৬৬।৩...) অথবা গৌ (১।৮৫।৩ ; তু. ৮।২০।৮ 'গোবন্ধবঃ') অথবা সিন্ধু (১০।৭৮।৬, তু. গাং বোচন্ত মাতরম্ ৫।৫২।১৬; অশ্বিদ্বয়

১।৪৬।২, সরস্বতী ৭।৩৬।৬ ও সোমও তাই ৯।৬১।৭) এদের মধ্যে পৃশ্নিরই উল্লেখ বারবার। প্রশ্ন হয়, পৃশ্নি কে? 'পৃশ্নি'র ধেনুরূপে বর্ণনা ঋগ্বেদের একাধিক জায়গায় আছে, কিন্তু তা বলে পৃশ্নি অর্থ ধেনু নয়। মনে হয় নিঘন্টুর ব্যাখ্যাই যথার্থ—পৃশ্নি, আদিত্য বা দ্যৌঃ (১।৪)। যাস্ক বলছেন, 'পৃশ্নিয়াদিত্যো ভবতি প্রাশ্নুতে এনং বর্ণ ইতি নৈরুক্তাঃ, সংস্প্রষ্টা বসান্, সংস্প্রষ্টা ভাসং জোতিষাং, সংস্পৃষ্টো ভাসা ইতি বা ; অথ দৌঃ সংস্পৃষ্টা জ্যোতিভিঃ পুণ্যকৃদ্ভিশ্চ ইতি (২।১৪)। 'মধ্যে দিবো নিহিতঃ পৃশ্নিরশ্মা' (৫।৪৭।৩), এখানে 'পৃশ্নি' স্পষ্টই সূর্যপিণ্ড বা আদিত্য; 'গৌঃ পৃশ্নিঃ' ও সূর্য (১০।১৮৯।১), 'অধি সানু পৃশ্নেঃ' (৬।৬।৪) এখানে পৃশ্নি 'দ্যৌঃ'। যাস্ক ব্যুৎপত্তি দিচ্ছেন <√স্পৃশ্ ; কিন্তু এই স্পর্শের মধ্যে ব্যাপ্তিবোধ আছে, তু. 'পৃষ্টঃ' ৩।৪৯।৪, আকাশ এবং আলো অথবা আকাশভরা আলো সব-কিছুকে ছুঁয়ে আছে, জড়িয়ে আছে ; তাই আদিত্য এবং 'দ্যৌ' 'পৃশ্নিঃ'। এই থেকে পৃশ্নির আর-এক অর্থ 'উজ্জ্বল' 'হিরণ্ময়' ; মণ্ডূক সূক্তে ব্যাঙের বর্ণের কথা বলতে গিয়ে 'পৃশ্নি' আর 'হরিৎ' বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে (৭।১০৩।৪, ৬,৯) ; সেখানে 'পৃশ্নি' চকচকে সোনালী, হরিৎ সবজে (চিত্রবিচিত্র রং-এর কথা এখানে আসছেই না, সুতরাং পৃশ্নি mottled storm-cloud নয়)। যদি রুদ্রকে শিবেরই ঘোররূপ বলে স্বীকার করি, আর শিব যদি হন 'দ্যৌঃ পিতা', তাহলে মরুদ্‌গণ রুদ্র আর পৃশ্নির পুত্র একথার **পৌরাণিক বিবৃতি** এই দাঁড়ায়, মরুদ্‌গণ **শিব আর পার্বতীর পুত্র**, আমাদের সুপরিচিত দেবসেনাপতি কুমারের মাঝে তাঁদের সংহত রূপটি পাচ্ছি। **দেবসেনাপতির দেবসেনাই মরুদ্‌গণ**, —একথা বুঝতে কষ্ট হয় না। মরুদ্‌গণের **কুমার রূপের** বর্ণনা পাই : তে হর্ম্যেষ্ঠাঃ শিশবো ন শুভ্রা বৎসাসো না প্রক্রীড়িনঃ পয়োধাঃ (৭।৫৬।১৬), শিশূলা

ন ক্রীলয় সুমাতরঃ (১০।৭৮।৬), ক্রীলন্তি ক্রীলা ১।১৬৬।২ ; তে ক্রীলয়ঃ (১।৮৭।৩ ; তু. তৈ. ব্রা. ২।৫।৩।২০)...। বিশেষ করে দুটি শিশু দেবতা ঋগ্বেদে—অগ্নি আর মরুদ্‌গণ, একটি কুমার পার্থিব, আর-একটি দিব্য ; একটিকে বড় যত্নে লালন করতে হয়, আর-একটি অধৃষ্যশক্তির সহজতায় শিশু (যেমন তন্ত্রে বটুক-ভৈরব ; দ্র. অগ্নি-মরুদ্‌গণের সংস্তব ১।১৯, ৫।৬০)। দ্যুলোকে পৃশ্নি যাঁদের মাতা, অন্তরিক্ষে তাঁরা 'সিন্ধুমাতরঃ' আর পৃথিবীতে 'গোমাতরঃ'। যদিও মরুদ্‌গণ 'দিবঃ পুত্রাঃ...আদিত্যাসঃ' ১০।৭৮।২; (এইখানে পাচ্ছি রুদ্র = দ্যৌঃ, এবং পৃশ্নি = অদিতি; তু. 'আদিত্যেন নাম্না শম্ভবিষ্ঠাঃ' ১০।৭৮।৮), তবুও তাঁরা 'বাবৃধন্ত পার্থিবা য উরাবন্তরিক্ষ আ, বৃজনে বা নদীনাং, সধস্থে বা মহো দিবঃ' (৫।৫২।৭)। এক কথায় তাঁরা আছেন সব জায়গায়। এ-লক্ষণটি প্রায় সব দেবতারই।...ঋগ্বেদের মধ্যে একমাত্র মরুদ্‌গণকেই ঋষিরা মনের সাধে সাজিয়েছেন—**আভরণ আর প্রহরণ** দুইই দিয়ে ; শক্তি সাধকেরা শক্তিকে যেমন সাজিয়েছে। ঋষিরা মরুদ্‌গণের মাথায় দিয়েছেন চূড়া ('শিপ্র' ; তার অর্থ 'চাঁচর. চিকুরও' হতে পারে), বাহুতে কেয়ূর, হাতে কঙ্কণ, পায়ে নূপুর (সবারই নাম 'খাদি'), গলায় সোনার হার, ফুলের মালা (৫।৫৩।৪) ; অস্ত্রের মধ্যে হাতে কুঠার, বর্শা আর ধনু, পিঠে তূণীর—তার মধ্যে বর্শা বিদ্যুতের তৈরী। কান্তি আর বীর্যের এমনিতর মিলন আমরা কুমার বা কার্তিকের কল্পনাতেও পাই। (লক্ষণীয়, নিঘন্টুতে 'রূপ'নামের তালিকায় 'মরুৎ' শব্দ পাওয়া যায় ৩।৭ ; আমরাও বলি 'রূপে কার্তিক' অথচ বস্তুত তিনি শৌর্যের দেবতা)।...মরুদ্‌গণ **ইন্দ্রের 'অনুবর্ত্মা'** (য. বা. ১৭।৮৬), সুতরাং ইন্দ্রাণী তাঁদের সখী (উতাহমস্মি বীরিণীন্দ্রপত্নী মরুৎসখা ১০।৮৬।৯)। সরস্বতীও তেমনি 'মরুৎসখা' (৭।৯৬।২) ; এক

জায়গায় সরস্বতীকে বলা হচ্ছে মরুদ্‌গণকে নন্দিত করতে (৭।৩৯।৫); বর্তমান ঋকেও মরুদ্‌গণের সঙ্গেই সরস্বতীর উল্লেখ আছে; আবার মরুদ্‌গণের মতই সরস্বতীও 'সিন্ধুমাতা' (৭।৩৬।১)। সুতরাং মরুদ্‌গণ আর সরস্বতী ভাই-বোন; কার্তিক আর সরস্বতীকে আমরাও দুর্গার ছেলে-মেয়ে করেছি। বৈদিক সরস্বতী অন্তরিক্ষস্থান দেবতা,—চিন্ময় প্রাণের স্রোত; মরুদ্‌গণেরাও অন্তরিক্ষের উপান্তে চিন্ময় প্রাণের ঝঞ্ঝা ও প্লাবন দুইই। সুতরাং **সরস্বতী আর মরুদ্‌গণ** একই তত্ত্বের দুটি বিভাব। কিন্তু মরুদ্‌গণের সবচাইতে ঘনিষ্ঠ যোগ রোদসীর সঙ্গে (দ্র. রোদসী ৩।৪৯।৩)। নিঘন্টুতে এই রোদসী 'রুদ্রপত্নী', সুতরাং মরুদ্‌গণের মাতা। মরুদ্‌গণের মা বোন আর বান্ধবীর সন্ধান পাওয়া গেল, কিন্তু জায়ার উল্লেখ নাই। অথচ এক জায়গায় আছে, 'মর্যাসো ভদ্রজানয়ঃ'—তোমরা তারুণ্যে উজ্জ্বল, জায়া তোমাদের কল্যাণী (৫।৬১।৪)। কিন্তু এই জায়ার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। মহাভারতে কুমার 'দেবসেনাপতি' বলে দেবসেনা নামে তাঁর এক জায়া কল্পনা করা হয়েছে। আমাদের কল্পনায় কুমার সশক্তিক হয়েও অসঙ্গ, যেমন কুমারী জননী হয়েও অসঙ্গা। ইন্দ্রের সঙ্গে মরুদ্‌গণের সহচারের কথা আগেই করেছি—যার জন্য ইন্দ্রের একটি বিশেষণ 'মরুত্বান' (দ্র. ৩।৪৭।১)।...অধিভূত দৃষ্টিতে মরুদ্‌গণের যোগ পর্বত ও নদীর সঙ্গে (তু. বি পর্বতেষু রাজথ ৮।৭।১, মরুতঃ পর্বতানামধিপতয়ঃ অথর্ব ৫।২৪।৬; একটি নদীর নাম 'মরুদ্‌বৃধা' ১০।৭৫।৫)। তাঁদের বর্ণনায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে তাঁদের 'দম' বা গতির উপর—তাঁরা ছুটে চলেন ঝড়ের বেগে, আর তখন মাটি পাহাড় সব কাঁপতে থাকে; ঝড় বিদ্যুৎ আর বৃষ্টি নিয়ে তাঁদের খেলা। অথর্ববেদের একটি সূক্তে এর একটি সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছে (৪।১৫।৫-১০; এই

প্রসঙ্গে তু. ৫।৫৪, ৫।৫৭, ৫।৫৮, ৫।৫৯...)। মেঘের আবরণ বিদীর্ণ করে 'দুগ্ধ' (১।১৬৬।৩...) 'ঘৃত' (১।৮৫।৩, ১০।৭৮।৪) বা 'মধু'র ধারা (৫।৫৪।৮) বইয়ে দেওয়ার তাৎপর্য কি তা আমরা জানি।...এমনি করে তাঁরা শুধু প্রাণ নয়, **আলোকেও মুক্তি দেন** (তু. 'সৃজন্তি রশ্মিমোজসা পন্থাং সূর্যায় যাতবে' ৮।৭।৮ ; 'গূহতা গুহ্যং তমঃ...জ্যোতিষ্কর্তা যদুশ্মসি'—দূর কর গূঢ় অন্ধকার, ফোটাও আলো যা আমরা চাই ১।৮৬।১০)। তাঁরা অমৃতত্বের ঈশান (৫।৫৮।১)। অমৃতত্বের দাতা (৫।৫৫।৪); তাঁরা আলোর সাধকদের মাঝে আনেন সর্বাত্মভাবের স্বস্তি (৭।৫৭।৭)।...শ্যাবাশ্ব আত্রেয় ৫।৫২-৬১ ; বিশেষ সাধক।

ঋষ্টিমন্তঃ— [যেমন ইন্দ্রের বজ্র তেমনি মরুদ্‌গণের 'ঋষ্টি' বা বর্ষা (< √ ঋষ্‌ 'বিদ্ধ করা' ; 'ঋষ্ব' তুঙ্গ)। এই ঋষ্টি বিদ্যুতের তৈরী (তু. 'ঋষ্টি বিদ্যুতঃ' ১।১৬৮।৫, ৫।৫২।১৩)। ইন্দ্রের বজ্র বৃত্রের বাধাকে গুঁড়িয়ে দিল, সঙ্গে-সঙ্গে ঝলসে উঠল মরুদ্‌গণের বিদ্যুতের ফলা—অগ্র্যাবুদ্ধির চরম বিজয়ের পরিষ্কার ছবি।] বর্ষাধারী।

দিবঃ মর্যাঃ— [তু. রুদ্রস্য মর্যাঃ ১।৬৪।২ ; নরো মর্যা অরেপসঃ ৫।৫৩।৩ ; দিবো মর্যাঃ ৫।৫৯।৬ ; রুদ্রস্য মর্যাঃ ৭।৫৩।১ ; ক্ষিতীনাং ন মর্যা ১০।৭৮।১ । তা ছাড়া শুধু 'মর্যাঃ' ও আছে। 'দিবো মর্যাঃ' আর 'রুদ্রস্য মর্যা' যদি একই অর্থের বাচক হয়, তাহলে রুদ্র = দ্যৌঃ। তন্ত্রে শিবের আকাশবীজ (হং)। § 'মর্য' ৩।৪৭।১ দ্র.] তারুণ্যে ঝলমল দ্যুলোকের (কুমারেরা)।

ঋতজাতাঃ— [অশ্বিদ্বয়ের রথ ৩।৪৮।৮ ; হংস বা সূর্য ৪।৪০।৫ ; অগ্নি ১।১৪৪।৭, ১।১৮৯।৬, ৩।২০।২, ৬।১৩।৩, ১।৩৬।১৯, ৩।৬।১০ ; সোম ৯।১০৮।৮ ; শুশোচ সূর্য ঋতজাতয়া গিরা ১০।১৩৮।২ ; মরুদ্‌গণ ৫।৬১।১৪ ; আদিত্যগণ ৭।৬৬।১৩ ।

বিশ্বের ছন্দ ঋত ; তার সঙ্গে জীবনের ছন্দকে মিলিয়ে নেওয়াই বৈদিক সাধনার রহস্য—যার আর-এক নাম 'সর্বতাতি'। এই অর্থে ঋত সত্যের সাধনা বা যজ্ঞ। তাহতে আবির্ভূত হন দেখছি : অগ্নি, সূর্য, সোম, মরুদ্‌গণ ও আদিত্যগণ। তাৎপর্য সুস্পষ্ট] ঋত বা বিশ্বলীলার ছন্দ হতে জাত।

অয়াসঃ— [মরুদ্‌গণের বিশেষণ ১।৬৪।১১, ১।১৬৭।৪, ১।১৬৮।৯, ১।১৬৯।৭, ৫।৪২।১৫, ৬।৬৬।৫ ; গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ ১।১৫৪।৬ ; অজয়া অয়াসঃ (অগ্নিশিখাঃ) ৩।১৮।২ ; অয়াস স্ত্বেষাসো অগ্নে অর্চয়শ্চরন্তি ৪।৬।১০ ; প্র যে গাবো ন ভূর্ণয়স্ত্বেষা অয়াসোঅক্রমুঃ ঘ্নন্তঃ কৃষ্ণামপ ত্বচম্ ৯।৪১।১ ; সোমের বিশেষণ ৯।৮৯।৩ ; অযাসম্ অশ্বং রথে যুঞ্জন্তি ৯।৮৯।৪ ; সিন্ধুম্ অযাসম্ ৩।৩৩।৩ । শিখা, কিরণ, অশ্বের সঙ্গে তুলনা হতে বোঝাচ্ছে] প্রাণচঞ্চল, অশ্রান্ত (< √ যস্ 'শ্রান্ত হওয়া' ; তু. 'অযাস্যঃ')।

সরস্বতী— [নিঘন্টুতে 'সরঃ' (< √ সৃ 'বয়ে চলা') উদক (১।১২) এবং বাক্ (১।১১) দুইই। অবশ্য উদক অর্থই আদিম। তাই থেকে 'সরস্বতী'র মৌলিক অর্থ স্রোতস্বতী, জলের ধারা। নিঘন্টুতে 'সরস্বতী' বোঝায় নদী (বহুবচনে, ১।১৩) এবং বাক্ (১।১১ ; তার আগেই আছে 'সূর্যা' এইটি লক্ষণীয়)। যাস্ক বলেন 'নদীবচ্চ দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি' (২।২৩) ; এটি চিন্ময় প্রত্যক্ষবাদের স্বাভাবিক পরিণাম। অধিভূত দৃষ্টিতে যা জলের ধারা, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তাই প্রাণের ধারা, অধিদৈবত দৃষ্টিতে চিৎশক্তির প্রবাহ। এই প্রবাহই দেবতা,—যেমন আমার আধারে, তেমনি বিশ্বভুবনে। ঋগ্বেদে সরস্বতীর বর্ণনায় তিনটি ভাবই মিশে গেছে। আমাদের কাছেও গঙ্গা যেমন নদী, তেমনি নাড়ী, তেমনি আবার মা। গঙ্গার নাড়ীরূপ যোগীর কাছে, কিন্তু সাধারণের কাছে নদী আর মা এক হয়ে গেছে।...সরস্বতীর নদীরূপের কথাই আগে বলি। তবে মনে রাখতে হবে, এই অধিভূত রূপের পিছনে আর

দুটি রূপের ব্যঞ্জনা রয়েছে, কখনওবা তা স্পষ্ট অভিব্যক্ত। এক জায়গায় ঋষি বিগলিত হয়ে সম্বোধন করছেন 'অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি'! —তোমার মত মা নাই, তোমার মত নদী নাই, তোমার মত দেবী নাই, ওগো সরস্বতী (২।৪১।১৬); চলতি ভাষায় এই 'অম্ব' ভাবের তুলনা নাই। সরস্বতীর মাতৃ-মূর্তির অপূর্ব বর্ণনা ফুটে উঠেছে তাঁর স্তনের প্রশস্তিতে: 'যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্যাণি, যো রত্নধা বসুবিদ্ যঃ সুদত্রঃ সরস্বতি তমিহ ধাতবে কঃ'—তোমার যে-স্তন মাতিয়ে তোলে, আনন্দে যা গলে পড়ে, যা দিয়ে পুষ্ট করছ বিশ্বের যা-কিছু বরেণ্য, যা আধারে নিহিত করে অমৃতচেতনার দীপ্তি, যা খুঁজে আনে আলো, যা অকৃপণ, ওগো সরস্বতি, সেই স্তনটি এইখানে বাড়িয়ে দাও—আমরা পান করি (১।১৬৪।৪৯)। মাতৃমূর্তির এমন বর্ণনা ঋগ্বেদে আর নাই।...সরস্বতী যখন নদী, তখন তিনি 'অসুর্যা নদীনাম্'—প্রাণোচ্ছলতায় নদীদের মধ্যে পরমা (৭।৯৬।১), 'একাচেতৎ সরস্বতী নদীনাম্'—একা তিনিই চিন্ময়ী নদীদের মাঝে (৭।৯৫।২), সুদূরের ব্যবধানকে মুছে ফেলে ('পারাবতঘ্নী') পাহাড়ের সানু ভেঙে নেমে আসেন (৬।৬১।২), — শুভ্রশুচি ধারায় নেমে আসেন পৃথিবীর গিরিশিখর হতে, অন্তরিক্ষের সমুদ্র হতে (৭।৯৫।২), বৃহৎ দ্যুলোক হতে তপোদীপ্তিতে নিত্যসঙ্গতা (৫।৪৩।১), যত সিন্ধুর প্রাণস্রোত তাঁকে উপচে তোলে (৬।৫২।৬)। পূষারই মতন আঁধারের বুকে খাত কেটে চলেন তিনি পরমপ্রাপ্তির পানে (৬।৬১।৬) ; যেমন তিনি সুমঙ্গলা ('সুভগা'), তেমনি আবার ঘোরা, বৃত্রঘাতিনী, হিরণ্ময়জ্যোতির আবর্ত রচনা করে চলেন চলার পথে (৬।৬১।৭), দেবতাকে যে মানে না তার কণ্ঠে ঢালেন বিষ, তাকে নির্মূল করেন এই বজ্রযোগিনী (৬।৬১।৩)। এখানে অধিভূত রূপকে ছাপিয়ে ফুটছে তাঁর অধ্যাত্মরূপ।...ঋগ্বেদের বহু জায়গায় সপ্তসিন্ধুর কথা আছে, যাদের

অবরুদ্ধ ধারাকে মুক্ত করাই বৃত্রঘাতী ইন্দ্রের কাজ। সরস্বতী এই সপ্তসিন্ধুর মধ্যে সপ্তমী ('সপ্তথী') অর্থাৎ পরমা—সিন্ধু তাঁর মাতা (৭।৩৬।৬ তু. 'সপ্তস্বসা' ৬।৬১।১০)। নদীসূক্তে (১০।৭৫) একুশটি সিন্ধুর কথা পাচ্ছি, তার মধ্যে এক জায়গায় পরপর আছে 'গঙ্গে যমুনে সরস্বতি' অর্থাৎ আমাদের সুপরিচিত ত্রিবেণী (৫)। 'সরস্বতী সরযূ সিন্ধু'র কথা পাচ্ছি আর-এক জায়গায়—আর্যাবর্তের এক প্রান্ত হতে আর-এক প্রান্তের ইঙ্গিত (১০।৬৪।৯)। একসময় সরস্বতীর তীরে-তীরেই বৈদিক সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল তার প্রমাণ ঋগ্বেদেই আছে (৮।২১।১৮ ; তু. ঐ. ব্রা.) এবং একে উপলক্ষ্য করেই সরস্বতীর অধ্যাত্মরূপান্তর ঘটে। এক জায়গায় একটি প্রাচীন ত্রয়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়—সরস্বতী দৃষদ্বতী এবং আপয়া (৩।২৩।৪) ; দৃষৎ বজ্রের নামান্তর, সহজেই তন্ত্রের বজ্রাণী নাড়ীর কথা মনে পড়ে। তিনটি নদীতে বা নাড়ীতে আগুন জ্বলবার তাৎপর্য সুস্পষ্ট।...সরস্বতী নদীরূপের কথা ছেড়ে দিলে বেদে তাঁর দুটি ভাবরূপ পাই—একরূপে তিনি চিন্ময় প্রাণ, আর এক-রূপে বাক্। প্রাণরূপে তিনি মাতা, তিনি 'বৃহদ্দিবা'—দ্যুলোকের বৃহৎজ্যোতি (৫।৪২।১২, ১০।৬৪।১০ ; তু. বৌদ্ধের মহাকাশে প্রজ্ঞার দীপ্তি ; এটি একটি সাধারণ সংজ্ঞা, বৈদান্তিকের ব্রহ্মজ্যোতির সমার্থক), এবং ত্বষ্টা তখন পিতা (১০।৬৪।১০)। সরস্বতী আর ত্বষ্টাকে মিলিয়ে পাই আদিমিথুনকে (এই প্রসঙ্গে তু. সরস্বতী পুরাণে ব্রহ্মার পত্নী, ব্রহ্মা < প্রজাপতি < ত্বষ্টা)। সরস্বতী তখন মহেশ্বরী, —তাঁর 'অমঃ' বা শক্তি 'অনন্তো অহ্রুতস্ত্বেষশ্চরিষ্ণুরর্ণবঃ' (৬।৬১।৮), তিনি 'ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পঞ্চজাতা বর্ধয়ন্তী (৬।৬১।১২), আপূরিত করে রয়েছেন পৃথিবী অন্তরিক্ষ আর বিপুল দ্যুলোক (৬।৬১।১১), বৃহতী হয়ে ব্যাকৃত করছেন

নিজেকে বিভূতির বৈচিত্র্যে, তাঁর বলক্রিয়ার আর বিরাম নাই (৬।৬১।১৩), —আমাদের নিয়ে চলেছেন উত্তরজ্যোতির পানে (৬।৬১।১৪)। পথে বৃত্রের বাধাকে (তু. ২।১।১১) হেলায় জয় করে চলেছেন তিনি, কেননা তিনি মরুত্বতী (২।৩০।৮), মরুৎসখা (৭।৯৬।২), তু. মরুৎসু দেবেষ্বর্পিতা (১।১৪২।৯), ইন্দ্র আর অগ্নির মাঝেও তাঁরই বজ্রবীর্য (৮।৩৮।১০)।...সরস্বতীকে এক জায়গায় বলা হচ্ছে 'বীরপত্নী' (৬।৪৯।৭)। এই 'বীর' কে? মরুদ্‌গণকে অনেক জায়গায় বলা হয়েছে 'বীরাঃ' (১।৮৫।১, ৬।২৬।৭, ৬।৬৬।১০...)। আবার এক জায়গায় তাঁরা 'ভদ্রজানয়ঃ' (৫।৬১।৪); সরস্বতীও 'ভদ্রা—ভদ্রমিৎ কৃণবৎ' (যা থেকে 'ভদ্রকালী' হওয়া সম্ভব ৭।৯৬।৩)। এই থেকে সরস্বতী ও মরুদ্‌গণের মধ্যে জায়া-পতি সম্পর্ক কল্পনা করা যেতে পারে। সখা-সখী বা ভাই-বোন সম্পর্ক যে হতে পারে না তা বলে তা নয়। আগেই বলেছি, এই সম্পর্কগুলিকে দেখতে হবে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, লৌকিক দৃষ্টিতে নয়। সরস্বতী আর মরুদ্‌গণ এই চিন্ময় প্রাণের দুটি রূপ।...কিন্তু সরস্বতী যেমন মাতা জায়া বা সখী, তেমনি আবার তিনি 'কন্যা' বা অসঙ্গা কুমারী—'পাবীরবী কন্যা চিত্রায়ুঃ'—বজ্রজাতা কুমারী, চিন্ময় প্রাণশক্তির আধার (৬।৪৯।৭; এই মন্ত্রেই আবার তিনি 'বীরপত্নী')।... ভরা পূর্ণিমার দেবী রাকার সঙ্গে সরস্বতীর বিশেষ সম্পর্ক: 'সরস্বতী বৃহদ্দিবা উত রাকা' (৫।৪২।১২ ; এখানে শুধুই আলোর ছবি ; রাকা < √ রা 'দান করা', ইনি পূর্ণতা, শ্রী, কমলা ; তু. 'লক্ষ্মী পূর্ণিমা ; দুর্গা প্রতিমার দুপাশে আমরা লক্ষ্মী আর সরস্বতীকে স্থাপন করেছি) ; 'যা গুঙ্গূর্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী, ইন্দ্রামহ্ব ঊতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে' (২।৩২।৮ ; এখানে আলো আর কালোর ছবি: 'গুঙ্গু' [তু. Pers. gung, হিন্দী গূঙ্গা 'বোবা'] ভরা অমাবস্যার নৈঃশব্দ্য 'সিনীবালী'

[= এলোকেশী, এইখানে কালীকে পাচ্ছি], পূর্বা অমাবস্যা ; আবার ইন্দ্রাণী বজ্রের দীপ্তি ; বরুণানী আকাশের শূন্যতা)। সরস্বতী পূর্ণিমার আলোর মত—শুভ্রা (৭।৯৫।৬), শুচি (১।১৪২।৯)।...এই প্রাণ-রূপিণী চিন্ময়ী.জীবজন্মের মূলে। তাই গর্ভাধানমন্ত্রে পাই : 'গর্ভং ধেহি সিনীবালী, গর্ভং ধেহি সরস্বতী' (১০।১৮৪।২ ; তু. প্রজাং দিদিড্ঢি ২।৪১।১৭)। একসঙ্গে অমা-পূর্ণিমার আবাহন, সেই সঙ্গে নিশীথের বুকে আলোকস্পন্দনের দেবতা অশ্বিদ্বয়ের—সব মিলিয়ে জন্ম রহস্যের এক অপরূপ ব্যঞ্জনা। সরস্বতী এখানে রাকার প্রতিনিধি, গর্ভে চিজ্জ্যোতিকে আহিত করছেন তিনিই ; তিনিই আহিত গর্ভের জীবাত্মা। তাই আমাদেরও সরস্বতী মরালবাহিনী (এই সঙ্গে তু. সরস্বতীর পুং রূপ 'সরস্বান্' [১।১৬৪।৫২, ৭।৯৫।৩, ৭।৯৬।৪-৬] ; প্রথম মন্ত্রে তিনি 'দিব্য সুপর্ণ, বৃহৎ বায়স'—যা অগ্নি বা সূর্য দুইই বোঝাতে পারে। অগ্নি জীবাত্মা, সূর্য পরমাত্মা। সরস্বতীর 'হংস' দুয়েরই প্রতীক)।...কিন্তু সরস্বতী বাগ্‌দেবী হলেন কি করে? সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছেন নিরুক্তকার : 'বাগর্থেষু বিধীয়তে, তস্মান্নাধ্যমিকাং বাচং মন্যতে (১১।২৭)। সরস্বতী নদীরূপিণী—পৃথিবীতে ; কিন্তু তত্ত্বত তিনি শুভ্র প্রাণের স্রোত (তু. ত্বে শ্রিতায়ূংষি ২।৪১।১৭)। প্রাণের ভূমি অন্তরিক্ষ। এইখানেই বজ্র আর বিদ্যুৎ দিয়ে বৃত্রের সঙ্গে সংগ্রাম চলছে ইন্দ্রশক্তির। সেই সংগ্রামের যে কোলাহল, তাই 'মাধ্যমিকা বাক্' অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোকের শব্দ। এই বাকের দুটি রূপ—ঝড়ের গর্জন আর বজ্রের গর্জন। একটির অধিষ্ঠাতা মরুদ্‌গণ, তাঁরা ঝড়ের দেবতা; আর-একটির অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, তিনি 'পাবীরবী' বা বজ্রের কন্যা, ইন্দ্র 'সরস্বতীবান্'। নীচে বোবা পৃথিবী, আর উপরে নিস্তব্ধ আকাশ—জড়ের আর চৈতন্যের মাঝখানে এই প্রাণের কুরুক্ষেত্র, সংগ্রামের কোলাহল। সংগ্রামে

যখন ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, তখন মরুদ্‌গণ এবং সরস্বতী দুইই 'ঘোর'; কিন্তু সংগ্রামের শেষে মরুদ্‌গণ কান্ত, সরস্বতী কল্যাণী। ঝড়ের গর্জন মরুদ্‌গণের কণ্ঠে তখন ফোটে গান হয়ে, তাই তারা 'অর্কিণঃ'; আর আমাদের কল্পনায় সরস্বতী বীণাবাদিনী (তাঁর এ-রূপ ঋগ্বেদে নাই, কিন্তু তার বীজ ঐখানেই)।...অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণের আকূতি ফোটে বাকে; সে বাক্ মন্ত্র। মন্ত্র চিত্তের একাগ্রতার পরিণাম, তাই তার আর এক নাম 'ধী' (নিঘন্টুতে 'ধী' প্রজ্ঞা এবং কর্ম অর্থাৎ জ্ঞান এবং জ্ঞানযোগ দুইই)। এই বাক্ বা মন্ত্র বা ধী যাঁর প্রচোদনায় স্ফুরিত হয়, তিনিই বাগ্‌দেবী সরস্বতী। অম্ভৃণ কন্যা বাকের দর্শন আমরা পাই দেবীসূক্তে (১০।১২৫) ; এইখানে সরস্বতীর পূর্ণরূপটি ফুটে উঠেছে। সেখানে তিনি বলছেন, 'যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তম্ ঋষিং তং সুমেধাম্'—যাকে যখন আমি চাই, তাকে করি বজ্রতেজা, করি ব্রহ্মবিদ্, করি ঋষি, করি সুমেধা (৫)। এই দিক থেকে সরস্বতী সাবিত্রী শক্তি, 'ধী'র প্রচোদনা তাঁর বিশেষ কাজ। ঋগ্বেদে তিনি 'ধিয়াবসু' ধ্যানলভ্য জ্যোতিঃ (১।৩।১০) 'ধিয়ো বিশ্বা বি রাজতি' —বিশ্বের ধ্যানবৃত্তিতে বিরাজমানা (১।৩।১২), 'ধিয়ং সাধয়ন্তী' —ধ্যানযোগকে করেন সিদ্ধ (২।৩।৮), 'বীরপত্নী ধিয়ং ধাৎ'—বীরপত্নী ধীকে আধারে করেন নিহিত (৬।৪৯।৭), 'ধীনাম্ অবিত্রী' ধীকে ঘিরে থাকেন (৬।৬১।৪), 'সরস্বতী সহ ধীভিঃ'—ধ্যানশক্তির দ্বারা পরিবৃতা (৭।৩৫।১১, ১০।৬৫।১৩), 'চেতয়ন্তী সুমতীনাম্'—আমাদের মাঝে কল্যাণমননের চেতনা আনেন তিনি (১।৩।১১), 'মহো অর্ণঃ প্রচেতয়তি কেতুনা'—বিপুল জ্যোতিঃ প্লাবনের প্রচেতনা আনেন প্রজ্ঞার দ্বারা (১।৩।১২)। দেখছি, ধী চেতনা এবং প্রচেতনার সঙ্গে তাঁর নিত্যযোগ। এই হতেই সরস্বতী বাক্ এবং প্রজ্ঞার দেবতা।...কেউ-কেউ বলেন, সরস্বতী বাগ্‌দেবী

রূপে কল্পিত হয়েছেন পরে—বাজসনেয়ী সংহিতায় (১৯।১২), ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩।১।১০) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে আমরা তাঁকে এই রূপে পাই। কিন্তু স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও সরস্বতী এবং বাকের তাদাত্ম্যের ইঙ্গিত ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়। মনুতে আছে, ব্রহ্মযজ্ঞের ফলে দুগ্ধ দধি ঘৃত ও মধুক্ষরণের কথা ; ঋগ্বেদে পাই, 'পাবমানী (পবমান সোমের উদ্দেশে রচিত ঋকসমূহ, নবম মণ্ডল) যো অধ্যেতি...তস্মৈ সরস্বতী দুহে ক্ষীরং সর্পির্মধূদকম্' (৯।৬৭।৩২)। এখানে বেদাধ্যয়নের সঙ্গে সরস্বতীর যোগ সুস্পষ্ট। সরস্বতী যে বাগ্‌দেবী, এ তার অনুকূলে একটা প্রমাণ।...উপসংহারে এই বলতে পারি, ঋগ্বেদেই সরস্বতী একাধারে প্রাণ ও প্রজ্ঞার দেবতা, বাক্ রূপে তিনিই বিশ্বভুবনের প্রবর্তিকা।

ধাত— নিহিত করুন।

সহবীরং রয়িম্— [তু. ধত্তং রয়িং সহবীরং বচস্যবে (অশ্বিনৌ) ১০।৭০।১৩। 'রয়ি'কে ঋগ্বেদের ভাষাতেই বলা চলে কামনার সংবেগ যা 'মনসো রেতঃ' (১০।১২৯।৪)। মরুদ্‌গণ ও সরস্বতী দুইই চিন্ময় প্রাণের দেবতা, তাঁদের কাছে আমরা খরস্রোতা অভীপ্সার বীর্যই চাইতে পারি] বীর্যসহ প্রাণের সংবেগ।

তুরাসঃ— [= তুরাঃ। ব্রহ্মণস্পতির বিশেষণ ১।১৮।২ ; ইন্দ্রের ১।১২১।৩, ১।১৭৩।৯, ৬।২৫।৫, ৪৪।৩, ১।১৬১।১৩, ৬।১৮।৪, ৮।৭৮।৭..., ৭।২২।৫; সাধকের ৭।৪১।২, অব ত্বানেনা নমসা তুর ইয়াম্ ৮৬।৪, ৭।৫৬।১৯, ১।৯৬।৮ ; ৮।২৬।৪, ৮।৩।১৩; তুরো দ্যামিব রোহতি (বরুণঃ) ৮।৪১।৮ ; তুরো মদ ইন্দ্রস্য (সোমঃ) ১০।২৫।১০, তুরং (ক্রি. বি.) যতীষু তুরয়ন্ (দধিক্রাঃ) ৪।৩৮।৭; তুরং (ক্রি. বি.) ভগস্য ধীমহি (সবিতুঃ) ৫।৮২।১ ; সং ভরামসি যজ্ঞমুক্‌থং তুরং (= সংবেগঃ) বচঃ

৮।৬৬।৫ ; ভিষক্তি বিশ্বং যৎ তুরম্ (= আতুরম্ ; সোমঃ) ৮।৭৯।২ ; পূষা এবং বায়ুর বিশেষণ ৫।৪৩।৯ ; পতী 'তুরস্য রাধসঃ' (ইন্দ্রাগ্নী) ৫।৮৬।৪ ; —৬।৪৪।৫ ; মরুদ্‌গণের ১।১৭১।১, ১।১৬৪।১৪, ৫।৪১।৫, ৬।৪৮।১২... ; অবন্তু নো অমৃতাসস্তুরাসঃ ৫।৪২।৫ ; ...। যাস্কের ব্যুৎপত্তি < √ তৃ অথবা √ ত্বর্। ক্ষিপ্রগতি সংবেগ বা অভিভব বোঝাচ্ছে।] ক্ষিপ্রগামী। মরুদ্‌গণের ঝঞ্ঝামত্ত গতি অথবা সরস্বতীর ক্ষিপ্রধারা দুইই বৃত্রঘাতী।

এই সূক্তের টীকা সম্পূর্ণ বর্ণিত ; ভাষ্য ও অনুবাদ অবর্ণিত।

১৪

বিষ্ণুং স্তোমাসঃ পুরুদস্মম্ অর্কা
ভগস্যেব কারিণো যামনি গ্মন্।

উরুক্রমঃ ককুহো যস্য পূর্বীর্
ন মর্ধন্তি যুবতয়ো জনিত্রীঃ।।

বিষ্ণুং— [মন্ত্রসংখ্যার বিচারে বিষ্ণু ঋগ্বেদের গরিষ্ঠ দেবতা নন বটে, কিন্তু মহিমায় তিনি বরুণেরই মত। বিষ্ণু দ্যুস্থান দেবতা, নিরুক্তে অশ্বিদ্বয় হতে যে দ্যুস্থান দেবতার গণনা আরম্ভ হয়েছে, বিষ্ণু তার সপ্তম স্থানে। মধ্যরাত্র হতে যে আলোর অভিযান শুরু হয়েছিল, মধ্যন্দিনে পৌঁছল তা চরম পর্বে ; বিষ্ণু সেই পরম জ্যোতির দেবতা। বাজসনেয়ী সংহিতার একটি মন্ত্রে (৮।৫৯; অ. ৭।২৫।১) এবং অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে (৭।২৫।২) বিষ্ণু আর বরুণের উদ্দেশে পূর্বহুতি উচ্চারণ করা হচ্ছে এই বলে যে, তাঁদের

ওজঃশক্তিই লোকসংস্থানের স্তম্ভস্বরূপে, তাঁরাই বিশ্বপতি ; সব-কিছু তাঁদের প্রশাসনে। চিদাকাশে মধ্যদিনের সূর্য, এই বরুণ আর বিষ্ণুর রূপ। ঋগ্বেদে মিত্রাবরুণের দেবতাদ্বন্দ্বে তাঁরা সমধিক পরিচিত। পৌরাণিক বিষ্ণু নীলবর্ণ—বরুণকে আত্মসাৎ করে।...অশ্বিদ্বয় হতে বিষ্ণু সপ্তম স্থানে, সুতরাং অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তিনি সহস্রারে। ঋগ্বেদে তাকে বলা হয়েছে 'বিষ্ণুর পরমপদ' (১।২২।২০, ২১ ; ১।১৫৪।৫, ৬)। এই পরম পদে আছে মধু-র উৎস (তু. সহস্রারচ্যুতামৃত), আছে 'ভূরিশৃঙ্গ প্রাণচঞ্চল গোযুথ' (স্মরণীয় বৃন্দাবনের গোষ্ঠ), যে-সে এই পরমপদের নাগাল পায় না, যাঁরা আলোর মানুষ তাঁরাই সবসময় একে দেখতে পান দ্যুলোকে বিতত চক্ষুর মত, কম্পহৃদয়ে জেগে আছেন যাঁরা তাঁরাই এই পরমপদকে জ্বালিয়ে তোলেন আপন হৃদয়ে, সেই পরমপদের জ্যোতি ঐখান থেকে এইখানে ঝরে পড়ছে অজস্র ধারায়।...এই পরমপদ দ্যুলোকে বিষ্ণুর তৃতীয় পদক্ষেপ। তাঁর তিনটি পদক্ষেপ বা 'বিক্রমে'র (একজায়গায় 'বিগাম' ১।১৫৫।৪) কথা অনেক জায়গায় আছে (১।২২।১৭, ১৮, ১।১৫৪।১, ২, ৩ ; ১।১৫৫।৪, ৫; ৭।১০০।৩...)। শাকপূণি বলেন তিনটি পদক্ষেপ যথাক্রমে পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে এবং দ্যুলোকে ; ঔর্ণবাভ বলেন সমারোহণে [উদয়গিরিতে] বিষ্ণুপদে [মাধ্যন্দিন অন্তরিক্ষে] এবং গয়শীর্ষে [অস্তঙ্গিরিতে] (নি. ১২।১৯ ; লক্ষণীয়, গয়শীর্ষ বুদ্ধক্ষেত্র বা শূন্যতার ধাম)। বাইরের সূর্যের উদয়াস্তের সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকলেও আছে রহস্যার্থে। শাকপূণির ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট ; বিষ্ণুর তিনটি পদক্ষেপ পৃথিবী হতে দ্যুলোক পর্যন্ত চেতনার উৎক্রমণকে বোঝাচ্ছে। ঔর্ণবাভের ব্যাখ্যা আপাতত নৈসর্গিক বলে মনে হয় ; কিন্তু তাঁর গয়শীর্ষ শব্দের ব্যবহার ব্যঞ্জনাবহ। গয়শীর্ষকে 'অস্ত' বলে ধরলেও (যেমন দুর্গ ধরেছেন), অস্তের একটা রহস্যার্থ আছে, তাতে বিষ্ণুপদ থেকে

পশ্চিমে না ঢলে পড়ে সূর্যদ্বার ভেদ করে অনাবৃত্তির পথ ধরা বোঝায়। ঋগ্বেদে, 'ইদং "দীর্ঘং প্রযতং সধস্থম্" একো বিমমে ত্রিভিরিৎ পদেভিঃ' (১।১৫৪।৩) এই উক্তিতেও আবৃত্তি বোঝায় না, বোঝায় "অধ্বরগতি"। তৃতীয়পদের বর্ণনাতেও আলোর কথা আছে, আনন্দের কথা আছে—নৈসর্গিক সূর্যাস্তের সঙ্গে তা খাপ খায় না। আবার এক জায়গায় আছে, এই পৃথিবী হতেই সাতটি আলোর চরণ ফেলে ('সপ্ত ধামভিঃ') বিষ্ণুর বিক্রমণের কথা (১।২২।১৬)। যোগীরা জানেন, এ-আবর্তন নয়, উৎক্রান্তি। অথর্ববেদের 'বিষ্ণুক্রম'...বিষ্ণুর বিক্রমণের বিশেষত্ব এই, রৈখিক গতির সঙ্গে-সঙ্গে এখানে চলে আলোর একটা ক্রমিক বিস্ফারণ, তাই তাঁর বিশেষ নাম 'উরুগায়', 'উরুক্রম'। গতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈপুল্যের ব্যঞ্জনা। তার চরম পর্বে তিনি যেন আরোহণ করেন গিরিশৃঙ্গে—তিনি তখন 'গিরিষ্ঠাঃ' 'গিরিক্ষিৎ', বিশ্বভুবন তাঁর তিনটি বিক্রমণের অন্তর্ভুক্ত (১।১৫৪।২, ৩ ; যজুর্বেদে রুদ্রও এমনি 'গিরিশান্ত' ; [দ্র. তৈ. ৩।৪।৫।১] , আমাদের শিবও 'গিরিশ'। কেউ-কেউ কল্পনা করেছেন, 'গিরি' এখানে মেঘ, সুতরাং গিরিষ্ঠাঃ বিষ্ণু মেঘের চূড়ায় সূর্য ; কিন্তু মেঘ বৃত্রের প্রতীক, বিষ্ণু আলোর দেবতা, তাঁকে মেঘে-ছাওয়া আকাশে স্থাপন করা চলে না। তবে একটা কথা আছে। উত্তরায়ণের শেষ পর্ব পড়ে বর্ষায়, অথচ তখনই সব চাইতে আলো পাই আমরা। যে-মেঘ বর্ষায় গলে পড়ে, সে ঢালে অমৃত। ইন্দ্রের সঙ্গে বিষ্ণুও মেঘের কুণ্ডলী ভেঙে প্রাণের ধারাকে মুক্ত করেন [১।১৫৬।৪] এই অর্থে তাঁকে 'গিরিষ্ঠাঃ' বলাও যায়। তবে এখানে গিরির সহজ অর্থ নেওয়াই ভাল। গিরি দৃঢ়তা এবং তুঙ্গতার প্রতীক। দৈবী চেতনার মত বৈষ্ণবী চেতনাও অধৃষ্য তুঙ্গতম চেতনা; তাই তাঁরা দুজনেই অধিষ্ঠিত গিরিশৃঙ্গে)।...বিষ্ণুর একটি বিশেষণ, তিনি 'অকুমারঃ'

(১।১৫৫।৬)। অগ্নি হলেন কুমার, এই পৃথিবীর বুকে আলোর' শিশু ; বিষ্ণু দ্যুলোকে সেই আগ্নেয়ী চেতনারই পরম পূর্ণতা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাই দেখি, সোমযাগের গোড়ায় দীক্ষণীয় ইষ্টির প্রথমেই একটি আগ্না বৈষ্ণব পুরোডাশ আহুতি দেবার কথা এই বলে যে 'অগ্নি আছেন সবার নীচে, বিষ্ণু সবার উপরে, মাঝে আর-সব দেবতা' (১।১)। পৃথিবীর বুকের আগুন যখন দ্যুলোকের ব্যাপ্তি-চেতনাতে উত্তীর্ণ হয়, তখনই তার সার্থকতা (দ্র. ১০।১।৩; ৫।৩।৩)।...বিষ্ণুর আর একটি বিশেষণ 'সুমজ্জানি' (১।১৫৬।২)। জায়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে মাত্র, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। 'সুমৎ' অর্থ সুন্দর, শোভন (যাস্ক 'স্বয়ং' ৬।২২)।...তাঁর 'শিপিবিষ্ট' বিশেষণটি নিয়ে (৭।৯৯।৭, ১০০।৫, ৬, ৭) একটু ধাঁধা আছে। নিঘন্টুর 'শিপিবিষ্টঃ বিষ্ণুঃ'। এই খণ্ডের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যাস্ক বলছেন, "শিপিবিষ্ট আর বিষ্ণু দুটিই বিষ্ণুর নাম'। ঔপমন্যব বলেন আগেরটির অর্থ অশ্লীল' (৫।৮)। 'শিপি' || 'শেপ' শব্দের অর্থ পুংজননেন্দ্রিয়। তাই থেকে নামটির এক অর্থ হতে পারে 'শেপ ইব নির্বেষ্টিতঃ' ('অনাচ্ছাদিত, বেষ্টনত্বগ্-বর্জিত' বলছেন ভোজনিবাস ; মহাভারতে 'হীনরোমা মোক্ষধস' ৩৪২।৬৯-৭১ ; মুসলমানদের সুন্নত-প্রথার কথা মনে পড়ে) ; যাস্ক বলছেন, নামটির ভাল অর্থও হতে পারে যদি 'শিপি' বলতে বুঝি কিরণ, তাহলে 'শিপিবিষ্ট' মানে কিরণদ্বারা আবিষ্ট। যেখানে ঐ নামটি পাওয়া যায় ঋগ্বেদে (৭।১০০।৫-৭), সেখানে তার অর্থ নিয়ে একটু বিতর্কের আভাস আছে। তাহলে ঔপমন্যবের অশ্লীল অর্থের ইঙ্গিতটার একটা-কিছু ভিত্তি ছিল। শিব লিঙ্গরূপী, সুতরাং তাঁকে শিপিবিষ্ট বলা যেতে পারত স্বচ্ছন্দে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুর শিলারূপের কথাও স্মরণীয়—শালগ্রাম শিলা বিষ্ণুর প্রতীক (বিস্তৃত বর্ণনা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে দ্র.)। এই শিলাটির সঙ্গে

স্ত্রী চিহ্নের যোগ আছে বলে মনে হয়। মোটের উপর দেখতে পাচ্ছি, শিবের পাহাড়ে থাকা আর তাঁর লিঙ্গরূপ (এবং তারই বিকল্প শিলারূপ) এই দুটি বৈশিষ্ট্য ঋগ্বেদের বিষ্ণুতেও পাওয়া যাচ্ছে। সোমযাগে শিলার প্রয়োজন হত সোম ছেঁচবার জন্য। একটি সূক্তে সোম ছেঁচাক 'উলূখল-মুসলের'—ব্যাপারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (১।২৮) এবং সেখানে প্রজনন ক্রিয়ার ইঙ্গিতও আছে। অগ্নিমন্থনেও এই ধরণের একটা আভাস আছে (তু. ৩।২৯)। সোমকণ্ডনের ঊর্ধ্বগ্রাবা এবং অগ্নিমন্থনের উত্তরারণি দুইই দেবাবিষ্ট পুংস্ত্বের প্রতীক হতে পারে। সোমযাগের ঊর্ধ্বগ্রাবা পর্যায়ক্রমে বিষ্ণু বা রুদ্ররূপে কল্পিত হতে পারেন। দুটি একসঙ্গে ধরলে উলূখল-মুসলের কল্পনা আসে। বিষ্ণু তখন স্ত্রী, রুদ্র পুরুষ (তু. সমুদ্র মন্থনের অমৃত উঠলে পর বিষ্ণুর মোহিনীমূর্তিধারণ ; তাছাড়া, বিষ্ণু এখনও বিশেষ করে গৃহস্থের দেবতা, যেমন শিব সন্ন্যাসীর)। এইসব মিলিয়ে বিষ্ণুর 'শিপিবিষ্ট' নামের একটা ক্ষীণ তাৎপর্য পাওয়া যায়।...মৈত্রায়নী সংহিতায় (২।২।১৩) 'শিপিবিষ্ট' অর্থ দেওয়া হয়েছে 'ক্ষোদিষ্ঠ' বা ক্ষুদ্রতম। তাই থেকে Geldner অনুমান করছেন, 'শিপিবিষ্ট' নাম বিষ্ণুর বামনাবতারের দ্যোতক। অসম্ভব নয়। তবে এইসঙ্গে স্মরণীয় উপনিষদের 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ'; বিষ্ণু 'জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ', অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষও 'মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি' (তন্ত্রে হৃদয়ে বাণলিঙ্গ শিব)। এই অঙ্গুষ্ঠপুরুষের সঙ্গে শিবলিঙ্গের এবং বিষ্ণুশিলার যোগ আছে মনে হয়।...এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা। গর্ভাধান মন্ত্রে আছে, 'বিষ্ণু র্যোনিং কল্পয়তু'। তাই থেকে কেউ-কেউ কল্পনা করছেন, সন্তানজন্মের সঙ্গে এবং গর্ভ-ধারণযোগ্যা তরুণীদের সঙ্গে বিষ্ণুর যোগ আছে। এতটা কল্পনা করবার কোনও দরকার হয় না। গর্ভাধান-মন্ত্রে শুধু বিষ্ণুর নাম করা হয়নি, ত্বষ্টা প্রজাপতি

এবং ধাতার নামও করা হয়েছে। স্বচ্ছন্দে ধরা যেতে পারে চারজনই প্রজাপতি ; একমাত্র যে-সৃষ্টি ব্যাপারের সঙ্গে মানুষের নিবিড় যোগ, তার গোড়ায় প্রজাপতির স্মরণ এবং আবাহন খুবই স্বাভাবিক। বিষ্ণুকে সেখানে সবার আগে স্মরণ করায় এইটুকু বোঝা যায় গার্হস্থ্যজীবনের তিনিই মূলাধার, ভাবী সন্তানের জন্য গর্ভাশয় রচনা করছেন তিনিই।...ঋক্‌সংহিতায় বিষ্ণুকে ইন্দ্র সহচর বলে বর্ণনা করা হয়েছে অনেক জায়গায় (১।৬১।৭ ; বাং বাস্তুনি ১।১৫৪।৬ ; ১।১৫৫।১, ২, ৭।৯৯।৪-৬, ৮।১২।২৭, ৪।২।৪, ৪।৫৫।৪, ৮।১০।২, ১০।৬৬।৪, ৬।৬৯...)। ইন্দ্রের বৃত্রহত্যার সময় বিষ্ণু তাঁর সঙ্গী ; ইন্দ্র তখন বলছেন 'সখে বিষ্ণো বিতরং বি ক্রমস্ব'—সখে বিষ্ণো, আরও আরও ছড়িয়ে পড় তোমার পদক্ষেপে (৪।১৮।১১)। বিষ্ণু আর ইন্দ্র দুজনে মিলেই দাসের মায়াকে বিনষ্ট করলেন, শম্বরের নিরানব্বইটি পুর ভেদ করলেন (৭।৯৯।৪), অবরুদ্ধ প্রাণের ধারাকে মুক্তি দিলেন (১।১৫৬।৪)। দুজনেই একসঙ্গে সোমপান করেন (৮।৩।৮, ১২।৬), 'ত্রিকদ্রুকে' সোমের রস বিষ্ণুই নিংড়ে দেন ইন্দ্রের জন্য (২।২২।১)। এমনি করে ইন্দ্র আর বিষ্ণুর মৈত্রীর কথাই নানাভাবে পাই ঋগ্বেদে। বিষ্ণু যদি পরম জ্যোতির দেবতা হন, তাহলে ইন্দ্র বৃত্র বা অন্ধকারের বাধা অপসারিত করবার পরই সে-জ্যোতির প্রকাশ হবে, এতো স্বতঃসিদ্ধ কথা। এরই স্মৃতিকে অবলম্বন করে পুরাণে বিষ্ণু 'উপেন্দ্র', কি না ইন্দ্রের কাছাকাছি থাকেন, তিনি 'ইন্দ্রাবরজ' কিনা ইন্দ্রচেতনার পরেই তাঁর আবির্ভাব। এতে ইন্দ্রোপাসনাকে হটিয়ে দিয়ে বিষ্ণুপাসনা প্রচলিত হয়েছিল একথা প্রমাণ হয় না। ভাগবতে ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের ঝগড়া, বিষ্ণুর সঙ্গে নয়। কৃষ্ণ গীতাতেও বেদবাদের উপর একহাত নিয়েছেন, অথচ নিজেকে বলছেন 'আমিই বেদবিৎ', এবং

যজ্ঞকে অবশ্যকর্তব্য বলেছেন। প্রত্যেক যুগপ্রবর্তক সংস্কারকই এমন কথা বলে থাকেন। যেমন ইন্দ্রের সঙ্গে তেমনি ইন্দ্রসহচর মরুদ্‌গণের সঙ্গেও বিষ্ণুর খুব ঘনিষ্ঠতা (দ্র. ৫।৮৭, ১।৮৫।৭, ২।৩৪।১, ৮।২০।৩, ৬।১৭।১১...)। এরও তাৎপর্য সুস্পষ্ট।...সংহিতায় বিষ্ণুর এই পরিচয় হতে আসা যাক ব্রাহ্মণে। ব্রাহ্মণেও বিষ্ণু ত্রিবিক্রম (শতপথ ১।৯।৬।৯, তৈত্তিরীয় ৩।১।২।৭...)। তাঁর তৃতীয় চরণক্ষেপ দ্যুলোকে, তাই হল যজ্ঞসাধনার 'গতি এবং প্রতিষ্ঠা' (শতপথ ১।৯।৩।১০)। দর্শপূর্ণ মাস যাগে যজমানকে এই বিষ্ণুক্রমের অনুকরণ করতে হয়। ব্রাহ্মণের একটি অতি সাধারণ উক্তি: 'বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ'—বিষ্ণুই যজ্ঞস্বরূপ (শতপথ ১।৯।৩।৯, তু. নিঘন্টু বিষ্ণু = যজ্ঞ ৩।১৭...)। বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করাই যজ্ঞসাধনার লক্ষ্য ; সে পরম পদ অবশ্যই আমাদের নিত্যদৃষ্ট আদিত্যমণ্ডল (তু. 'এষা গতিরেষা এষা প্রতিষ্ঠা য এষ তপতি, তস্য যে রশ্ময়স্তে সুকৃতঃ, অথ যৎ পরং ভাঃ প্রজাপতির্বা স স্বর্গো বা লোকঃ' শতপথ ১।৯।৩।১০)। এই আদিত্যমণ্ডল বিষ্ণুর চাক্ষুষ রূপ, যাকে পাওয়াই আমাদের সিদ্ধি। সিদ্ধি এবং সাধনা দুইই তিনি—পৃথিবী হতে তাঁর উৎক্রান্তির বর্ণনা এই সাধনারই বর্ণনা। এমনি করে বিষ্ণু যজ্ঞপতি এবং যজ্ঞ দুইই।...বিষ্ণুর চাক্ষুষ রূপ যাকে পাওয়াই আমাদের সিদ্ধি। সিদ্ধি এবং সাধনা দুইই তিনি—পৃথিবী হতে তাঁর উৎক্রান্তির বর্ণনা এই সাধনারই বর্ণনা। এমনি করে বিষ্ণু যজ্ঞপতি এবং যজ্ঞ দুইই।...বিষ্ণুর অবতারবাদের বীজ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়, তারও আবার মূল,—ঋগ্বেদে। শতপথ ব্রাহ্মণে তিনি বামনরূপে (১।২।৫, ৫।২।৫।৪, ১৩।২।২।৯ ; তু. তৈ. ১।৬।১।৬ ; ১।৭।২।২, ৩...) অসুরদের বঞ্চিত করে দেবতাদের ত্রিলোকের আধিপত্য এনে দিয়েছিলেন (তু. তৈ. স. ২।১।৩।১)। বিষ্ণুর

অসুরনাশনের কথা ঋগ্বেদেই আমরা পেয়েছি—সেখানে স্বরূপেই তিনি তাদের নিহন্তা। তাঁর বামনরূপ আর উপনিষদের অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ যে একই, একথার ইঙ্গিত পূর্বেই করেছি। তাঁর বামনরূপে ত্রৈলোক্যজয় সিদ্ধ চেতনারই তিমিরবিদার অভ্যুদয়ের কাহিনী (এই প্রসঙ্গে দ্র. শতপথ ১৪।১।১, তৈ. আ. ৫।১।১-৭, পঞ্চবিংশ ৭।৫।৬; বিষ্ণুশির ছিন্ন ও উৎক্ষিপ্ত হয়ে আদিত্য হল—স্পষ্টতই এটি যজ্ঞসাধকের আদিত্যসাযুজ্যের রূপক ; যোগীর ত্রিকূটভেদের পরের অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়)।...বিষ্ণুর বরাহ অবতারের বীজ আছে ঋগ্বেদে। সেখানে বৃত্রকে বরাহরূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বরাহের বিশেষণ হয়েছে 'এমুষ' (= এমুষম্ ৮।৭৭।১০ ; তু. ১।৬১।৭)। ব্রাহ্মণে বরাহের নামই হয়েছে 'এমুষ' (শতপথ ১৪।১।২।১১ ; এইখানে আমরা পাই এমুষের প্রলয়সলিল হতে পৃথিবীর উদ্ধরণের কথা ; 'এমুষ' সেখানে 'প্রজাপতি' ; দ্র. তৈ ব্রা ১।১।৩।৫)। ঋগ্বেদের বরাহ অবশ্যই প্রাণময় পৃথিবীতত্ত্ব, যার আড়ালে দৈবীসম্পদ গোপন রয়েছে ; ইন্দ্র বিষ্ণুর সহায়ে এই বরাহকে বিদ্ধ ক'রে সে-সম্পদ উদ্ধার করেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আর-একটু যোজনা : নিহত বরাহকে যজ্ঞরূপী বিষ্ণু দেবতাদের কাছে নিয়ে এলেন যজ্ঞরূপে (৬।২।৪।২-৩), আবার এই সংহিতাতেই পাচ্ছি, প্রলয়সলিলে পৃথিবীকে দেখে বরাহরূপে প্রজাপতি তাকে উদ্ধার করলেন (৭।১।৫।১)—এইখানেই পৌরাণিক বরাহ অবতারের সন্ধান মেলে। ঋক্ সংহিতায় বরাহ আবরক তত্ত্ব ; তৈত্তিরীয় সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে বরাহ উন্মোচক তত্ত্ব। অর্থাৎ একই তত্ত্ব এক জায়গায় আবরণ, অন্য জায়গায় প্রকাশ ; এই ভাবনার সঙ্গে অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুতরণের উপদেশের মিল আছে (ঈশোপনিষদ)। এই প্রসঙ্গে দ্র. 'ত্বষ্টা'।...বিষ্ণুর আর দুটি অবতার মৎস্য এবং কূর্মের উদ্দেশও ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়—তবে তাদের বেলায় বিষ্ণুর উল্লেখ নাই

('মৎস্য' শতপথ ১।৮।১।১ ; স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও এই মৎস্যকে আচরণ থেকে প্রজাপতি বলে ধরে নেওয়া চলে ; 'কূর্ম' শতপথ ৭।৫।১।৫, তু. তৈ-স ১।২৩।৩ — এখানে কূর্ম প্রজাপতি বলে উল্লিখিত)। তত্ত্বত বিষ্ণুর প্রজাপতি হতে কোনও বাধা নাই। নৃসিংহ অবতারের উল্লেখ সংহিতায় বা ব্রাহ্মণে না থাকলেও ঋগ্বেদে একজায়গায় বিষ্ণুর বর্ণনায় আছে 'মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ' (১।১৫৪।২)—এইখানে 'ভীমঃ মৃগঃ' = সিংহ। এখান থেকে নৃসিংহ অবতারের কল্পনা আসা অসম্ভব নয়।...মোটের উপর বেদে মৎস্য কূর্ম বরাহ সিংহ ও বামন—বিষ্ণু বা প্রজাপতির এই পাঁচটি রূপের সাক্ষাৎ পাই। বামন অবতারের পর থেকেই পুরাণে পাচ্ছি বিষ্ণুর মানুষ-অবতার। অবশ্য বামনরূপে তিনি সবারই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত—এ-ভাবনায় বামন অবতার তাঁর সার্বভৌম অবতার। এরপরের সকল অবতারই ঐতিহাসিক অর্থাৎ বিশেষ-কোনও ব্যক্তিতে বিষ্ণুর লোকোত্তর আবেশ। বিষ্ণু তখন আর শুধু যাজ্ঞিকদের নন, তিনি সবার। এও লক্ষণীয়, অবতারবাদ মূলত বৈষ্ণবমতেরই বৈশিষ্ট্য। আর-কোনও দেবতা মানুষের এত কাছে আসেন নি। যজ্ঞরূপী বিষ্ণুকে আমরা হারিয়েছি, কিন্তু আজও তিনি আমাদের প্রাণের ঠাকুর। বৈদিক যুগেও তিনি তাই ছিলেন—ছিলেন বলেই আজ যজ্ঞ গেছে, তিনি আছেন [তু. 'ভগ']... এইবার আসা যাক নামের ব্যুৎপত্তিতে। যাস্কের নিরুক্তি: 'অথ যদ্বির্ষিতো (ব্যাপ্তঃ) ভবতি তদ্বিষ্ণুর্ভবতি, বিষ্ণু র্বিশতে বা, ব্যশ্নোতের্বা' ১২।১৮ ; এই ব্যাখ্যায় তাঁর পরমাত্মা এবং জীবাত্মা দুই রূপেরই ইঙ্গিত পাই। তাঁর ব্যাপ্তিরূপের বর্ণনা আছে ঋগ্বেদে: তিনি 'বৃহচ্ছরীরঃ' (১।১৫৫।৬), 'পরো মাত্রয়া তন্বা বৃধানঃ' (৭।৯৯।১) [ইউরোপীয়েরা অনুমান করেন < √ বিষ্ (ক্রিয়াপর

হওয়া), অথবা < বি + সানু > স্নু ; কারও মতে বি (= পাখি) + স্নু প্রত্যয়।] বিষ্ণুর উদ্দেশে।

পুরুদস্মম্— [অনন্য প্রয়োগ। বিষ্ণুর বিশেষণ, § 'দস্ম'—(দ্র. ৩।৩।২) < √ দস্ (অভিভূত করা ; ছারখার করা, তু. 'দস্যু'), তেজ, আঁধারের বাধাকে যা পর্যুদস্ত করে ; তু. 'দস্র' বিশেষ করে অশ্বিদ্বয়ের বিশেষণ, প্রতিযু 'দস্যু', 'দাস' যারা আলোর শত্রু।] সব-ছাওয়া তেজ যাঁর। বিষ্ণু মূর্ধন্যচেতনায় মাধ্যন্দিন সূর্যের দীপ্তি, আঁধারের লেশমাত্র অবশেষ বা সম্ভাবনা নাই সেখানে।

অর্কাঃ— [< √ অর্চ্ (আলো দেওয়া, ঝলমল করা, তু. 'অর্চিঃ' ; গান গাওয়া তু 'ঋচ্')। গানের বেলায় আলোর অর্থও আসে, কেননা কবিহৃদয় উদ্দীপ্ত না হলে গান জাগে না। 'ঋকের' দেবতা অগ্নি বা অভীপ্সার দীপ্তি।] (আগুনভরা) গান। তারাই সুরের স্তবকে-স্তবকে উঠে গেছে দেবতার পানে।

ভগস্য ইব্ কারিণঃ— [দ্র. ৩।৪৯।৩ ।] যেমন কীর্তনের দেবতা ভগের যামনি।

যামনি— [তু. যঃ (ইন্দ্রঃ) স্তোতৃভ্য হব্যো অস্তি যামন্ ১।৩৩।২ ; নি যামঞ্ চিত্রমৃঞ্জতে (মরুতঃ) ১।৩৭।৩ ; যে শুম্ভন্তে...যামন্ রুদ্রস্য সূনবঃ (মরুতঃ) ১।৮৫।১; ঈল়ে...অগ্নিং...যামান্নিষ্টয়ে ১।১১২।১ ; অজোহবীৎ... মহে যামন্ পুরুভুজা পুরন্ধিঃ ১।১১৬।১৩ ; এধেব যামন্ মরুতস্তুবিষ্বণঃ ১।১৬৬।১ ; যামন্নযামঞ্ছ্রুতং হবং মে ১।১৮১।৭; যামঞ্ছুভ্রাসঃ (মরুতঃ) ২।৩৬।২ ; শুচিং ন যামন্ (অগ্নিম্) ৩।২।১৪ ; চিত্রো ন যামন্ (অগ্নিঃ) ৩।২৯।৬ ; 'উষসো যামন্নক্তোর্বিবস্বত্যাঃ' ৩।৩০।১৩, ৬।৩৮।৪ ; স যামন্না মঘবো মর্ত্যায়...বরিবো ধাৎ ৪।২৪।২ ; ৫।৪৪।৪ ; ৫।৫২।২ ; প্রথিষ্ট যামন্ পৃথিবী চিযোষাং (মরুতাম্) ৫।৫৮।৭ ; তা (অশ্বিনৌ) যামন্ যামহূতমা যামন্না মৃল়য়ত্তমা ৫।৭৩।৯ ; ৬।১৫।৫; দৈবস্য

যামঞ্জনস্য ৬।৩৮।১ ; বিশ্বো বো যামন্ ভয়তে ৭।৫৮।২ ; যয়োর্ (মিত্রাবরুণয়োঃ) অসূর্যমক্ষিতং জ্যেষ্ঠং বিশ্বস্য যামন্নাচিতা জিগত্নু ৭।৬৫।১ ; ৭।৬৬।৫ ; ...স (বরুণঃ) যামনি প্রতি শ্রুধি ১।২৫।২০; ...অবিতা নো অজাশ্বঃ পূষা যামনিযামনি ৯।৬৭।১০...। < √ যা (চলা), চলন, গতি ; আবির্ভাব (১।১৮১।৭, ৩।৩০।১৩, ৬।৩৮।৪...) ; পথ ; সাধনা। এখানে সাধনায়। ভগদেবতার সাধনা হত নামকীর্তন দ্বারা ; এই কীর্তনের আর-এক নাম 'যাত্রা'। ['উপাসনায়' যেমন দেবতার কাছে বসা, 'যামে' তেমনি তাঁর কাছে যাওয়া।] সাধনপন্থা বোঝাতে 'যান' শব্দ সুপ্রাচীন এবং সুপ্রচলিত: দেবযান, পিতৃযান, মহাযান, সহজযান ইত্যাদি। সুতরাং এখানে অর্থ দাঁড়াচ্ছে, বিষ্ণুর উদ্দেশে গানের ধারা তেমনি চলেছে যেমন চলে ভগের কীর্তনে বা যাত্রায়।

গ্মন্— [= অগচ্ছন্, < √ গম্ + লুঙ্ অন্] গেল।

উরুক্রমঃ— [সর্বত্র বিষ্ণুর বিশেষণ ১।৯০।৯, ৫।৮৭।৪, ৮।৭৭।১০, ১।১৫৪।৫, ৭।৯৯।৬] বিপুল যাঁর পদবিন্যাস।

ককুহঃ— [তু. প্র বাং নিচেরুঃ ককুহো বশাঁ অনু (অশ্বিনোঃ) ১।১৮১।৫ উগ্রো বাং ককুহো যয়িঃ (অশ্বিনোঃ) ৫।৭৩।৭ ; উত বাং (অশ্বিনোঃ) ককুহো মৃগঃ ৫।৭৫।৪ ; উদানট্ ককুহো দিবম্ ৮।৬।৪৮ ; ককুহঃ সৌম্যো রসঃ ৯।৬৭।৮ ; ককুহং চিৎ ত্বা কবে মন্দন্তু...ইন্দবঃ (ইন্দ্রং) ৮।৪৫।১৪ ; বাং (অশ্বিনোঃ) ককুহা অপ্সু জাতাঃ ১।১৮৪।৩; হিরণ্যবর্ণাণ্ ককুহান্ (মরুতঃ)...রাধ ঈমহে ২।৩৪।১১ বাং ককুহাসঃ (অশ্বিনোঃ) ১।৪৬।৩ ; বহন্তি যৎ ককুহাসো রথে বাম্ (অশ্বিনৌ) ৪।৪৪।২, রূপান্তর: 'ককুভ্' দিক্ (নিঘ. ১।৬), কিন্তু ঋগ্বেদে শিখরও (অবাভিনৎ ককুভঃ পর্বতানাম্ ৪।১৯।৪), আবার দিকও (অষ্টৌ ব্যখ্যৎ ককুভঃ পৃথিব্যাঃ

১।৩৫।৮)। মনে হয় ককুভের আদিম অর্থ 'দিক্'। দিক্ নিরূপণ হয় আলোর প্রকাশ দিয়ে, যেমন সূর্য বা নক্ষত্রের উদয় দিয়ে (তু. দিকের নাম 'কষ্ঠাঃ, হরিতঃ' নিঘ. ১।৬)। আলোর খেলা আকাশে, তাই যা উচুঁ, তাও 'ককুহ'। এইসব মিলিয়ে অশ্বিদ্বয়ের অশ্বেরা 'ককুহ'—কেননা তারা আকাশসঞ্চারী কিরণ (এই সঙ্গে তু. ৮।৪৫।১৪)। এখানে বিচার্য, শব্দটি অকারান্ত না হসন্ত। অকারান্ত ধরলে (অধিকাংশ প্রয়োগই তাই), 'ককুহঃ' বিষ্ণুর বিশেষণ ; কিন্তু তাহলে 'যস্যপূর্বীঃ' এই অংশটুকু খাপছাড়া হয়ে পড়ে, কেননা 'পূর্বী' কে 'জনিত্রী'র বিশেষণ করলে 'মর্ধন্তি' এই ক্রিয়াপদ অনুদাত্ত হতে পারে না। তাই 'ককুহ'কে হসন্ত স্ত্রীলিঙ্গ ধরে (তু. ৯।৬৭।৮, সেখানে 'ককুহঃ' পঞ্চমীর এক বচন, অর্থ 'শৃঙ্গ হতে') 'পূর্বীঃ'র সঙ্গে অন্বিত করাই সঙ্গত। তু. প্রায় অনুরূপ চরণ: বাবৃধানঃ তবিষী র্যস্য পূর্বীঃ ৪।২১।১ ; মিথস্তুর ঊতয়ো যস্য পূর্বীঃ ৭।২৬।৪ । তাহলে 'ককুহঃ' এখানে] কিরণমালা। তারা **পূর্বীঃ** —সব ছাওয়া। বিষ্ণুর কিরণমালাকে অন্যত্র বলা হয়েছে 'গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ' (১।১৫৪।৬)। ককুহের মাঝেও এই উপমার আভাস মেলে।

ন মর্ধন্তি— [< √ মৃধ্ (অবহেলা করা)। কর্মের উল্লেখ নাই: তু. ইন্দ্রাগ্নী ন মর্ধতঃ ৬।৬০।৪ ; আবার, ন মর্ধন্তি স্বতবসো হবিষ্কৃতম্ ১।১৬৬।২ । এখানেও ধরা যেতে পারে 'হবিষ্কৃতং' বা অনুরূপ কর্ম ঊহ্য।] অবহেলা করেন না (ভক্তকে)।

জনিত্রীঃ— [তু. মাতৃতমা বিশ্বস্য স্থাতুর্জগতো জনিত্রীঃ (আপঃ) ৬।৫০।৭ ; পিতুভৃতো জনিত্রীঃ (ওষধয়ঃ, অগ্নির সম্পর্কে) ১০।১।৪ ; জনিত্রীর্ভুবনস্য পত্নীরপো বন্দস্ব সবৃধঃ সযোনীঃ ১০।৩০।১০ । এখানেও বিশ্বমূল অপ্-শক্তিরাই লক্ষিত হয়েছে (তু. পুরাণের

'কারণসলিল')। 'অপ্'-এরা 'যুবতয়ঃ' ২।৩৫।৪, ১০।৩০।৬।] (বিশ্বের) জননীরা। এঁরা সৃষ্টির মূলে প্রবাহিত চিরতারুণ্যের ধারা। বিষ্ণুপদে যে পৌছেছে, সে এই তারুণ্যামৃতের সন্ধান পায়: তু. উরুক্রমস্য...বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ ১।১৫৪।৫।

আমার মূর্ধন্যচেতনার মহাকাশে জ্বলে উঠল বিষ্ণুর তিমিরনাশন মধ্যাহ্নদীপ্তি, নিঃসীম দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল তার প্রচ্ছটা। তারই ছোঁয়ায় হৃদয়ের আগুন সুরের স্তবকে-স্তবকে মঞ্জরিত হয়ে ছুটে চলল তাঁর পানে—যেমন করে তাঁরই আনন্দরূপের পানে উৎসারিত হয়ে চলে ভক্তের অন্তর হতে সুধার স্রোত।...তাঁর চরণক্ষেপে ঊর্ধ্বাভিসারী আলোর ফোয়ারা উছলে ওঠে মহৎ হতে মহত্তর বৈপুল্যে, তাঁর অনস্তমিত কিরণমালা বিশ্বভুবন ছাপিয়ে পড়ে, —নিত্যতারুণ্যের সঞ্জীবনী ধারারা ভালবেসে জড়িয়ে ধরে দেবযানের উত্তরপথিককে:

বিষ্ণুর উদ্দেশে চল্‌ল সুরের স্তবকেরা, সবছাওয়া তীব্রতেজের দেবতার পানে
চলল যত আগুনভরা গান,—

কীর্তন-বন্দিত ভগদেবতার আরাধনায় যেমন চলে, চলল তারা তেমনি করে।

বিপুল তাঁর চরণক্ষেপ, কিরণমালারা তাঁর সব ছেয়েছে:

হেলা করে না তাঁর ধামে অভ্যাগতকে যুবতী জননী প্রাণধারারা।।

১৫

ইন্দ্রো বিশ্বৈর্ বীর্যৈঃ পত্যমান

উভে আ পপ্রৌ রোদসী মহিত্বা।

পুরন্দরো বৃত্রহা ধৃষ্ণুষেণঃ

সংগৃভ্যা ন আ ভরা ভূরি পশ্বঃ।।

ঋকের দ্বিতীয় চরণ = ৪।১৬।৫ (ইন্দ্র), ৮।২৫।১৮ (বরুণ বা মিত্র)।

পত্যমানঃ— [তু. মহ্নাবিব্যক্ পৃথিবীং পত্যমানঃ (ইন্দ্রঃ) ৭।১৮।৮] সবার প্রশাস্তা, অধীশ্বর। ইন্দ্রের বীর্য সর্বাভিভাবী।

আ পপ্রৌ— [তু. ইন্দ্র আ পপ্রৌ পৃথিবীম্ উত দ্যাম্ ৩।৩০।১১ ; ৪।১৬।৫, < √ পৃ (পূর্ণকরা) + লিট্ অ] আপূরিত করলেন (দ্যুলোক ভূলোকের প্রত্যন্তকে)।

মহিত্বা— তাঁর মহিমা দিয়ে।

পুরন্দরঃ— [সর্বত্র ইন্দ্রের বিশেষণ, —কিন্তু অগ্নির ৭।৬।২ ; ইন্দ্রাগ্নীর ১।১৩৯।৮ । 'পুর্' অসুরশক্তির দুর্গ। শম্বরের নিরানব্বুইটি দুর্গের উল্লেখ আগে করেছি; ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অসুরদের লোহার, রূপার আর সোনার তিনটি পুরের উল্লেখ আছে। এই পুর উপনিষদে 'গুহাগ্রন্থি' (মুণ্ডক ৩।২।৯) ; তন্ত্রের ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি এবং রুদ্রগ্রন্থি স্মরণীয়। তুলনীয়, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের complex, neurosis।] ইন্দ্র শুদ্ধমনের বজ্রতেজ দিয়ে আধারে আঁধারের কুণ্ডলীকে বিদীর্ণ করেন, অবরুদ্ধ দিব্যপ্রাণ আর দিব্যজ্যোতি তাতে মুক্তি পায়।

ধৃষ্ণু-ষেণঃ— [মরুদ্গণের বিশেষণ ৬।৬৬।৬ । § সেনা < √ সি (ছুঁড়ে দেওয়া), যা ছুঁড়ে দেওয়া যায়, অস্ত্র (তু. 'সেনা-জুবা' অশ্বিদ্বয়ের বিশেষণ

১।১১৬।১) ; যোদ্ধার অভিভব শক্তি বা বীর্য ; যোদ্ধা।] (শত্রু-) ধর্ষক বীর্য যাঁর। অথবা 'সেনা' এখানে বজ্র।

সংগৃভ্য— [তু. অতঃ সংগৃভ্যাভিভূত আ ভর ১।৫৩।৩] সংগৃহীত করে, এক জায়গায় গুটিয়ে এনে।

পশ্বঃ ভূরি— [= পশোঃভূরি। তু. (অগ্নে) দেহি অস্মে ভূরি তোকায় তনয়ায় পশ্বঃ ৬।১।১২ ; কৃণোষি যচ্ছবসা ভূরি পশ্বঃ (অগ্নে) ৬।১৩।৫। পশু মোটের উপর প্রাণশক্তির প্রতীক।] প্রাণের প্রাচুর্য। আধারে আগুন জ্বললে সাধন শৌর্য থেকে এটি সম্ভব হয় (তু. ৬।১৩।৫)। পশুকে দেবতার কাছে বলি দিতে হবে। শুদ্ধ প্রাণ আবার দেবতার বাহন। তাই প্রাণের নিগ্রহ নয়, কিন্তু তার শুদ্ধি এবং আপ্যায়নই কাম্য।

আঁধার আছে আধার ছেয়ে, তারই মাঝে আছে অদিব্যশক্তির কুণ্ডলী—শম্বরের বিচিত্র যত মায়াপুরী। দেবতার বজ্রতেজ মরণহানা হানল তাদের 'পরে,—ভাঙ্‌ল ক্লিষ্ট চেতনার অবরোধ, কাট্‌ল অবিদ্যার তমো ঘোর। অকুণ্ঠ নিঃসীম তাঁর বীর্য করেছে তাঁকে বিশ্বের ঋতচ্ছন্দের প্রশাস্তা,—তাঁর জ্যোতির্মহিমা এই-যে আপূরিত করেছে আমার অন্তরাকাশের দুটি প্রত্যন্ত।...হে ইন্দ্র, প্রাণের প্রাচুর্য আনো আমাদের মাঝে, নিখিল হতে তিল-তিল সঞ্চয়ে তাকে সংহত কর প্রবুদ্ধ আধারে:

ইন্দ্র অখণ্ড বীর্যের প্রভাবে অধীশ্বর সর্ব-কিছুর,

রুদ্রভূমির দুটি উপান্তকে আপূরিত করেছেন তাঁর জ্যোতির্মহিমায়—

অসুর-পুরীকে দীর্ণ ক'রে, বৃত্রকে মরণ হেনে, ধর্ষক বজ্রের তেজে।

গুটিয়ে এনে দাও আমাদের তরে প্রাণের প্রাচুর্য।।

১৬

নাসত্যা মে পিতরা বন্ধুপৃচ্ছা

সজাত্যম্ অশ্বিনোশ্ চারুনাম।

যুবং হি স্থো রয়িদৌ নো রয়ীণাং

দাত্রং রক্ষেথে অকবৈর্ অদব্ধা।।

নাসত্যা— [= নাসত্যৌ। অশ্বিদ্বয়ের একটি সংজ্ঞা। ব্যুৎপত্তি? 'সত্যৌ এব নাসত্যৌ ইতি ঔর্ণবাভঃ, সত্যস্য প্রণেতারৌ ইতি আগ্রায়ণঃ, নাসিকাপ্রভবৌ বভূবতুরিতি বা' (নি. ৬।১৩)। পাশ্চাত্য ভারতজ্ঞেরা এসব ব্যুৎপত্তির কোনটাই স্বীকার করেন নি। সংজ্ঞাটি আবেস্তায় 'নাত্তঙ্হৈথ্যৎ' (দানবের নাম)। মিতান্নির দেবমণ্ডলীর মধ্যে এই নামটি পাওয়া যায় ; সন্ধি পত্রে নামটি থাকায় Cuny মনে করেন ঔর্ণবাভের ব্যুৎপত্তি সম্ভাবিতও হতে পারে। Brunhofer মনে করেন, সংজ্ঞাটি < √ nas 'save' as in Goth. nasyan। নাসিকার সঙ্গে সম্বন্ধকে কেউই স্বীকার করেন না। কিন্তু লক্ষণীয়, অশ্বিদ্বয় দ্যুস্থান দেবতার আদিতে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দ্যুস্থান শুরু হয় ভ্রূমধ্য বা নাসাগ্র হতে। যেখানে তন্ত্রের রুদ্রগ্রন্থি। যাস্কের ব্যুৎপত্তি এই ভাবনার ইঙ্গিত হতেও প্রসূত হতে পারে।]

বন্ধু পৃচ্ছা— [=-পৃচ্ছৌ। অনন্য প্রয়োগ। যার সঙ্গে বাঁধন বা আত্মীয়তা আছে সেই 'বন্ধু'।] আপনজনকে (কুশল) শুধাও, তাঁর খোঁজখবর কর।

সজাত্যম্— [তু. তব (অগ্নেঃ) গ্নাবো মিত্রমহঃ সজাত্যম্ ২।১।৫ ; অস্তি হি বঃ সজাত্যং...দেবা সো অস্ত্যাপ্যম্ ৮।২৭।১০ ; সমানং বাং সজাত্যং সমানো বন্ধুরশ্বিনা ৮।৭৩।১২ ; অস্য নঃ সজাত্যস্য

মরুতো বুবোধথ ১০।৬৪।১৩ ; অধি ন ইন্দ্রেষাং বিষ্ণো সজাত্যানাম্ ৮।৮৩।৭ ; যুষ্মে ইদ্ বো অপি ষ্মসি সজাত্যে ৮।১৮।১৯ ; গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন...সবন্ধবঃ ৮।২০।২১। যাস্কের ব্যাখ্যা 'সমানজাতিতা' (৬।১৪)। এই সমানজাতিতা দেবতার সঙ্গে মানুষের (তু. অমর্ত্যো মর্ত্যেন সযোনিঃ ১।১৬৪।৩০, ৩৮ ; উপরের উদ্ধরণগুলিতেও এই ভাব, মানুষ দেবতা হচ্ছে এমনি করে)] সাজাত্য, একই মূল হতে উৎপত্তি। অশ্বিদ্বয় এবং আমি এক —দেবতার সঙ্গে উপাসকের এই সাযুজ্যই পরমপুরুষার্থ।

চারু নাম— [তু. মনামহে চারু দেবস্য নাম ১।২৪।১,২ (এইখানে জপযোগের আভাস মেলে) ; ঋতুশ্চক্রে ঈড্যং চারুনাম (অগ্নিঃ) ৩।৫।৬ ; আদিত্যানাম্ অহ্বে চারু নাম ৩।৫৬।৪ ; অভ্যর্ষ গুহ্যং চারুনাম (সোম) ৯।৯৬।১৬ ; বিভর্তি চার্বিন্দ্রস্য নাম যেন বিশ্বানি বৃত্রা জঘান (সোমঃ) ৯।১০৯।১৪ । নাম শুধু দেবতার সংজ্ঞা নয়, তাঁর শক্তিও (তু. ৯।১০৯।১৪)। এই শক্তিকে আমরা অনুভব করি আবেশ রূপে, তখন নামে 'নেমে আসার' আভাস পাওয়া যায় (তু. ৩।৫।৬) দ্র. (১৭)] (অশ্বিদ্বয়ের) প্রিয় নাম। তু. 'ইষ্ট নাম'। এখানে 'মনৈ' (তু. ১০।৯৭।১) বা অনুরূপ ক্রিয়ার অধ্যাহার করতে হবে, 'সাজাত্যং' এবং 'চারু নাম' হবে তার কর্ম (তু. ১।২৪।১, ২)।

রয়ীণাং রয়ি দৌ— [অনন্য প্রয়োগ। একটি 'রয়ি' পুনরুক্ত।] (প্রাণ-) সংবেগের বিধাতা। ভ্রূমধ্য পার হয়ে গেলে চেতনা অনায়াস তীব্রবেগে আকাশ ভেঙে চলতে থাকে।

দাত্রং— [তু. তদ্ বাং (অশ্বিনোঃ) দাত্রং মহি কীর্তেন্যং ভূৎ ১।১১৬।৬; দীর্ঘং বো (মরুতঃ) দাত্রমদিতেরিব ব্রতম্ ১।১৬৬।১২ ; অনেহো দাত্রমদিতেরনর্বম্ ১।১৮৫।৩; দাত্রং দাশুষে দাঃ (ইন্দ্র)

৬।২০।৭ ; ...] দান ; তোমরা যা দিয়েছ। এখানে 'রয়ি'। তাকে তোমরা **রক্ষেথে**—রক্ষা কর, তার সংবেগকে শিথিল হতে দাওনা।

অকবৈঃ— [দ্র. 'অকবারি' ৩।৪৭।৫ । এখানে 'অবোভিঃ' উহ্যঃ তু. স ত্বং ন ইন্দ্র অকবাভিরূতী...অবিতা ভূঃ ৬।৩৩।৪] (তোমাদের) সুমঙ্গল (প্রসাদ) দিয়ে।

আমার ভ্রূমধ্যের উজানে তোমাদের প্রথম আলোর ঝলক, হে অশ্বিযুগল, আনল দেবজন্মের সূচনা, তোমরাই তার বীজপ্রদ পিতা। তোমাদের সঙ্গে যে আমার নাড়ীর বাঁধন, তাইতে তোমাদের দৃষ্টি অতন্দ্র আমার 'পরে। আমারও মাঝে অচ্ছিদ্র মননের ছন্দে আবর্তিত কান্ত তোমাদের নাম আনে নিবিড় সাযুজ্যের চেতনা, তখন মর্ত্যের জীবনকে জানি অমৃতেরই নির্ঝরণ বলে।...তারপর সে লোকোত্তর ভাবনা নেমে আসে পৃথিবীর বুকে, —দেখি, আমাদের হৃদয়ে-হৃদয়ে অভীপ্সার বহ্নিস্রোতকে উজান বওয়ায় তোমাদেরই আলোর আকূতি। আমাদের মাঝে এই তো তোমাদের দান ; তাকে অক্ষয় কর তোমাদের অকুণ্ঠ ঔদার্যের প্রসাদ দিয়ে:

নাসত্যেরা আমার পিতা, বন্ধুকে শুধান কুশল তাঁরা ;

মনন করি অশ্বিযুগলের সাজাত্যের, মনন করি তাঁদের চারু নামের।

তোমরা দুজনেই যে প্রাণের সংবেগ ঢেলে দাও আমাদের মাঝে প্রাণের উৎস হতে—

আবার সে-দানকে রক্ষাও কর সুমঙ্গল প্রসাদ দিয়ে অপ্রতিহত বীর্যে।

১৭

মহৎ তদ্ বঃ কবয়শ্ চারু নাম

যদ্ধ দেবা ভবথ বিশ্ব ইন্দ্রে।

সখ ঋভুভিঃ পুরুহূত প্রিয়েভির্

ইমাং ধিয়ং সাতয়ে তক্ষতা নঃ।।

মহৎ তদ্ বঃ চারু নাম— দ্র. (১৬)। এখানে নাম সংজ্ঞাকে শুধু বোঝাচ্ছে না, বোঝাচ্ছে নামের শক্তিকে, বৈভবকে। এই বৈভবের সঙ্গে তু. 'মহদ্দেবানামসুরত্বম্' (৩।৫৫)। তার পরিচয় মেলে ইন্দ্রের মাঝে সবার সমাবেশে (দ্বিতীয় চরণ)। সুতরাং ইন্দ্র সর্বদেবময় মহেশ্বর।

কবয়ঃ— দেবতারা কবি, তাঁদের কাব্য এই জগৎ (তু. পশ্য দেবস্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি, অথঃ)। সব সৃষ্টির মূলেই থাকে আকূতি বা কামনা, নিজের বাইরে নিজেকে প্রতিভাসিত দেখবার ইচ্ছা। যা বিসৃষ্ট হয়, তা কিন্তু 'অর্ভক' বা ক্ষুদ্র ; কিন্তু বড় হবার আকূতি তার মধ্যেও থাকে। নিজেকে প্রতিভাসিত করবার আকূতিতে দেবতা যেমন কবি, তেমনি নিজেকে বৃহৎ করবার আকূতিতে মানুষও কবি।

বিশ্বে দেবাঃ ইন্দ্রে ভবথ— বিশ্বদেব তোমরা ইন্দ্রে হও (পর্যবসিত)। সুতরাং দেবতারা ইন্দ্রেরই বিভূতি। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইন্দ্র শুদ্ধ প্রাণ, শুদ্ধ মন কিংবা দুইই। প্রাণ-বৃত্তি এবং মনোবৃত্তিরা তাহলে ইন্দ্রবীর্য বা 'ইন্দ্রিয়'—অথচ তারা চিদ্‌বিভূতি (তু. ঈশোপনিষদে 'দেবাঃ' (৪) বলতে শঙ্কর বুঝেছেন 'ইন্দ্রিয়')। ইন্দ্রে সমস্ত দেবতার সমাবেশ সুতরাং বৃত্তির একমুখীনতা। এই প্রসঙ্গে তু. চণ্ডীতে সমস্ত দেবতার তেজ হতে দেবীর আবির্ভাব এবং দেবীতে সমস্ত দেবশক্তির লয়।

সখা— (আমাদের) সখা (হয়ে)। ইন্দ্র উদ্দেশ্য, তাঁকে সম্বোধন করা হচ্ছে পুরুহূত বলে।

পুরুহূত— (প্রায় সর্বত্র ইন্দ্রের বিশেষণ, কেবল অগ্নির ১।৪৪।৭, ১০।৯৮।৯; সোমের ৯।৮৭।৬ ; অশ্বিদ্বয়ের ৬।৬৩।১, ঐ রথের ১০।৪১।১; উষসানক্তের ৭।২।৬। তাতে ইন্দ্রেরই প্রাধান্য সূচিত হচ্ছে)। ঋগ্বেদে দেবতার সঙ্গে সখ্যের সম্পর্কটিই সব চাইতে উজ্জ্বল। এই প্রসঙ্গে তু. 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' (১।১৬৪।২০), যেখানে জীব আর শিব দুটি সখা।

প্রিয়েভিঃ ঋভুভিঃ— [= প্রিয়ৈঃ ...। দ্র. ঋভুসূক্ত ৬০] (তোমার) প্রিয় ঋভুদের সহায়তায়। ঋভুদের সঙ্গে ইন্দ্রের বিশেষ যোগ (দ্র. ৩।৫২।৬ ; তু. ইন্দ্রস্য সখ্যমৃভবঃ সমানশুঃ ৩।৬০।৩ ; ইন্দ্রের এক নাম 'ঋভুক্ষন্')। বিশ্বদেবের ন্যায় ঋভুরাও ইন্দ্রে সঙ্গত ; অর্থাৎ দেবতার প্রসাদ এবং আত্মবীর্য দুইই চাই সাধনায়।

ধিয়ং— [দ্র. 'ধীতিভিঃ ৩।৫২।৬। নিঘ. ধী 'কর্ম' (২।১), 'প্রজ্ঞা' (৩।৯)। বৈদিক দৃষ্টিতে কর্মে আর জ্ঞানে কোনও বিরোধ নাই, কেননা কর্ম বস্তুত জ্ঞানের উপায় এবং ফল দুইই। দেবোদ্দিষ্ট যে-কর্ম, তারও দুটি রূপ—একটি বাহ্য, আর-একটি আন্তর। যেমন যজ্ঞ বাহ্যকর্ম, ভাবনা আন্তর কর্ম। ভাবনার প্রকাশ যে-বাকে, তাও 'ধী' হতে পারে। সবই দেবতার সঙ্গে সাযুজ্যের সাধন। তু. প্রাচীমু...ধিয়ং মে...সাতয়ে কৃতম্ ৭।৬৭।৫] ধ্যানচেতনাকে।

সাতয়ে— [তু. ধনানাং সাতয়ে ১।৪।৯ ; তে (ঋভবঃ) নো হিন্বন্তু সাতয়ে ধিয়ে জিষে ১।১১১।৪ ; স্বশ্চ নো মঘবন্ত্ সাতয়ে ধাঃ ৩।৩১।১৯; ইমাং...প্রভৃতিং সাতয়ে ধাঃ (ইন্দ্র) ৩।৩৬।১ ; ভবা নঃ শুভ্র সাতয়ে (বর্হিঃ) ৫।৫।৪ ; (অগ্নিঃ) ভু বদ্ বাজস্য সাতয়ে ৫।৯।৭ ; ইন্দ্রমেব ধিষণা সাতয়ে ধাৎ ৬।১৯।২ ; উপ ত্বা সাতয়ে নরো বিপ্রাসো যন্তি ধীতিভিঃ ৭।১৫।৯ ; বি পথঃ সাতয়ে সিতম্

(অশ্বিনৌ) ৮।৫।৯ ; মৃজ্যসে সোম সাতয়ে (৯।৫৬।৩) ; পুরূণিসাতয়ে বসূনি ৯।৮৮।২ ; ...। তাছাড়া 'সাতি'র কর্ম 'অশ্ব, সহস্র, মেধ, ক্ষেত্র, গো, তোক, দ্যুম্ন, নৃ, শূর, স্বঃ, অর্ক, অর্ণ'...। যেখানে বিশিষ্ট কর্মের উল্লেখ নাই, সেখানে 'সাতি' = পুরুষার্থ লাভ (তু. ১।৬।১০, ৯।৬৯।৯)। < √ সন্ (আহরণ করা, পাওয়া)] (পরম) প্রাপ্তির তরে।

তক্ষত— [তু. ঋভুসূক্ত ১।১১১ (বিশেষত, 'আ তক্ষত সাতিমস্মভ্যমৃভবঃ ... সাতিং নো জৈত্রীম্' ৩ ; 'ঋভুর্ভরায় সং শিশাতু সাতিম্' ৫ ; রয়িমৃভবঃ সর্ববীরমা তক্ষত ৪।৩৫।৬ ; ইহ শ্রবো বীরবৎ তক্ষতা নঃ (ঋভবঃ) ৪।৩৬।৯ ; আ নো রয়িমৃভবস্তক্ষতা বয়ঃ ৪।৩৬।৮। সুতরাং এখানেও ধাতুটির কর্তা মুখ্যত ঋভুগণ, যদিও পূর্বচরণে 'ঋভুভিঃ' তৃতীয়ান্ত এবং 'সখা' (ইন্দ্র) একবচনান্ত বলে কর্তা হবার দাবি রাখে ; কিন্তু লক্ষণীয়, ক্রিয়াপদটি বহুবচনান্ত। ইন্দ্র এবং ঋভুগণ উভয়েই তক্ষণকর্মের কর্তা এইটি ঋষির আশয়] কুঁদে বার কর ; আকার দাও (আমাদের ধ্যানচেতনাকে, যাতে আমাদের পরমার্থ লাভ হয়)।

হে বিশ্বদেবগণ, সুদুরের হে স্বপনধ্যানী, হৃদয় আমাদের নন্দিত হল তোমাদের মহাবৈভবের পরিচয়ে, যখন দেখলাম প্রমুক্ত চেতনায় তোমাদেরই শক্তিসঙ্গমে হল বজ্রসত্ত্ব শতক্রতুর আবির্ভাব।...হে মহেশ্বর, ব্যাকুল আহ্বানে বারবার সাড়া দিয়েছ তুমি, সাযুজ্যের আশ্বাসে মর্ত্যের অন্তরে জাগিয়েছ সখ্যের গৌরব ; এবার এসো তোমাদের প্রিয়সহচর ঋভুদের সঙ্গে নিয়ে—অরূপের যাঁরা রূপকার, আমাদের ধ্যানচেতনার এই নীহারিকাকে জ্যোতির্ঘন ক'রে উত্তীর্ণ কর তোমরা পরম পাওয়ার কূলে:

মহৎ সেই তো তোমাদের, হে কবিগণ, মনভুলানো বৈভব—
এই-যে, হে বিশ্বদেবগণ, সঙ্গত হলে ইন্দ্রের মাঝে।
সখা তুমি, হে 'পুরুহূত' ; প্রিয় ঋভুগণকে নিয়ে
এই ধ্যানচেতনাকে পরমার্থের তরে ব্যাকৃত কর আমাদের।।

১৮

অর্যমা ণো অদিতির্ যজ্ঞিয়াসো
হৃদব্ধানি বরুণস্য ব্রতানি।
যুযোত নো অনপত্যানি গন্তোঃ
প্রজাবান্ নঃ পশুমাঁ অস্তু গাতুঃ।।

অর্যমা— ঋগ্বেদে অর্যমার বহু উল্লেখ সত্ত্বেও তাঁর উদ্দেশে একটিও সূক্ত নাই, নিঘন্টুর দৈবতকাণ্ডেও তাঁর উল্লেখ নাই। অথচ অর্যমা প্রসিদ্ধ দেবত্রয় বরুণ-মিত্র-অর্যমার অন্যতম, ঋগ্বেদে একসঙ্গে তাঁদের নাম করা হয়েছে অনেকবার। তাঁরা তিনজনেই অদিতির পুত্র, অতএব আদিত্য (অদিতি র্মাতা মিত্রস্য রেবতোঽর্যম্ণো বরুণস্য চ ৮।৪৭।৯)। তাঁদের সাধারণ পরিচয়, তাঁরা সর্বগত (পরিজ্মা ১।৭৯।৩), জনগণের মাঝে জাগান প্রযত্ন (যাতয়জ্জন ১।১৩৬।৩), তাঁরা 'গোপাঃ' (৮।৩১।১৩), ত্রাতা (৮।২৭।১৭) পার করে নিয়ে যান ক্লিষ্টচেতনার পরপারে (৮।৬৭।২ ; তু. ১০।১২৬।৩-৭), অজস্র জ্যোতির দাতা (১০।১৮৫।৩), ভোরের আলোর সঙ্গে তাঁদের বিশেষ যোগ (৭।৬৬।৪, ৭, ১২; তু.

প্রাতর্যাবানঃ ১।৪৪।১৩) ইত্যাদি। এ থেকে অবশ্য অর্যমার বিশেষ পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না। একা অর্যমার কয়েকটি বিশেষণ: দ্যুলোকবাসী (দ্যুক্ষ ১।১৩৬।৬), না চাইতেই দেন (অভিক্ষদা ৬।৫০।১) ইত্যাদি ; এ থেকেও তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু বোঝা যায় না।...যিনি সব-কিছু আবৃত করে আছেন, সেই বরুণ ব্রহ্মের সদ্‌ভাবের দ্যোতক; মিত্র সেই সত্তার বুকে বিশ্ব-চেতনার দীপ্তি। বরুণ সৎ, মিত্র চিৎ, স্বভাবতই মনে হয় অর্যমা আনন্দের দেবতা। বরুণ-মিত্র-অর্যমাই বেদান্তের সৎ-চিৎ-আনন্দ—তাঁরা তিনে এক, একে তিন। অর্যমা যে আনন্দস্বরূপ তার এই কটি প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে: এক জায়গায় অগ্নিকে বলা হচ্ছে 'ত্বমর্যমা সৎপতির্যস্য সম্ভুজম্'—তুমিই সত্তার ঈশ্বর অর্যমা যাঁর আছে সম্ভোগের আনন্দ (২।১।৪) ; আর-এক জায়গায় তাঁকে বলা হচ্ছে 'মন্দ্রং সৃপ্রভোজসম্'—তিনি আনন্দে মাতাল, উচ্ছল তাঁর সম্ভোগ (৬।৪৮।১৪); আর-এক জায়গায় তিনি 'ময়োভু'—আনন্দরূপে ফুটে ওঠেন (২।২৭।৫)। মিত্রাবরুণ ছাড়া অন্যান্য দেবতার সঙ্গে উল্লিখিত হলেও দেখা যায় ভগের সঙ্গে অর্যমার একটি বিশেষ যোগ: সংগোভি...ভগ ইবেদর্যমণং নিনায় ১০।৬৮।২ সম্ অর্যমা সং ভগো নো নিনীয়াৎ ১০।৮৫।২৩; অর্যমণা ভগঃ ৯।১০৮।১৪; ভগো বা গোভিরর্য মেমনজ্যাৎ ১০।৩১।৪; এছাড়া তু. ২।২৭।১, ৪।৩০।২৪, ৪।৫৫।১০, ৪।৩।৫, ১০।১৪১।২...; শ. ব্রা ৫।৩।৫।৯। এক জায়গায় অগ্নিকে বলা হচ্ছে 'ত্বমর্যমা ভবসি যৎ কনীনাম্' (৫।৩।২) ; এখানে অর্যমার অভিধা সহচর হলেও তার ব্যঞ্জনা কিন্তু আনন্দের দেবতা অর্যমার দিকেই ; এই প্রসঙ্গে তু. 'ভগঃ কনীনাম্' (১।১৬৩।৮ ; দ্র. 'ভগ')।...মনে হয়, বরুণ যদি দূরের আকাশ, মিত্র তাঁর বুকে সৌরদীপ্তি, তাহলে অর্যমা আমাদের ঘরের দেবতা, ভগের মতই প্রাণের ঠাকুর। নরনারীর

মাঝে ভালবাসার গ্রন্থিবন্ধন করতে আসেন অর্যমা, অথর্ববেদে তার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে: 'অয়মাযাত্যর্যমা পুরস্তাদ্ বিষিতস্তূপঃ, অস্যা ইচ্ছন্নগ্রুবৈ পতিমুত জায়ামজানয়ে'—এই-যে এগিয়ে আসছেন অর্যমা চুল এলিয়ে দিয়ে,—চাইছেন এই মেয়েটির বর হ'ক, যার বউ নাই তার বউ হ'ক (৬।৬০।১)। (ঋগ্বেদে) নব বধূকে বর বলছে, ভগ অর্যমা সবিতা পুরন্ধি তোমায় আমাকে দিয়েছেন ঘর পাতব বলে (১০।৮৫।৩৬) ; এখানেও ভগ আর অর্যমা দুটি দেবতা পাশাপাশি। অর্যমার কাছেই প্রার্থনা করা হচ্ছে, বর আর বধূকে যেন বুড়ো বয়স পর্যন্ত তিনিই একসঙ্গে মিলিয়ে রাখেন (১০।৮৪।৪৩)।...অর্যমার মাঝে এই মৈত্রীবন্ধনের ভাবটি ফুটে উঠেছে শব্দটির সাধারণ প্রয়োগে : তখন 'অর্যমা' অর্থ 'ঘরের লোক' (তু. নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ম্ ১০।১১৭।৬ ; অর্যম্যং বরুণ মিত্র্যং বা ৫।৮৫।৭, গীতায় 'অর্যমা' পিতৃগণের মুখ্য ১০।২৯)।... বিশেষ করে অর্যমার পথের কথা বলা হয়েছে কয়েকজায়গায় (তু. কদর্যম্ণো মহস্পথাতি ক্রামেম দূঢ্যঃ ১।১০৫।৬; অতূর্তপন্থাঃ পুরুরথো অর্যমা ১০।৬৪।৫ ; এষ উপরিষ্টাদ্ অর্যম্ণঃ পন্থাঃ শ. ব্রা. ৫।৩।১।২, ৫।৫।১।১২), তাই থেকে কেউ কেউ মনে করেছেন এটি ছায়াপথ। এ-পথ ঊর্ধ্বস্রোতা আনন্দের পথও হতে পারে।...শব্দটির ব্যুৎপত্তি কি? যাস্ক বলেন 'অর্যমা আদিত্যঃ, অরীন্ নিযচ্ছতি' (১১।২৩)। অর্যমা যদি গৃহপতি হন, তাহলে স্বামী-বাচক 'অর্য' শব্দের প্রসারণে 'অর্যমন্' শব্দের উৎপত্তি হওয়া বিচিত্র নয় (তু. 'সুত্রাত্রঃ' ‖ 'সুত্রামন্', যেখানে মূলশব্দ 'সুত্রা' স্বয়ং গুণবাচক বিশেষণ)।

অদিতিঃ— ঋগ্বেদে অদিতির উল্লেখ আছে বহুবার, —কিন্তু তাঁর উদ্দেশে কোনও সূক্ত নাই, বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি ঋক্ আছে মাত্র (৮।১০১।১৫, ১৬; ১০।৬৩।১০; ১০।৮৯।৬)। কিন্তু এতে তাঁর মহিমার ন্যূনতা সূচিত হয় না ; বরুণের মতই, এমনি-কি তাঁর চাইতে স্বল্পস্তুত হয়েও বৈদিক দেবমণ্ডলীর মধ্যে নিঃসন্দেহে তিনি

গরিষ্ঠা। দ্যুস্থান দেবতা আদিত্যেরা স্পষ্টতই তাঁর পুত্র (তু. যূয়ং ...পুত্রা অদিতেঃ...দেবাঃ ২।২৮।৩ ; তাই তিনি 'সুপুত্রা' ৩।৪।১১, ৭।২।১১ ; 'রাজপুত্রা' ২।২৭।৭ ; উপনিষদে 'অদিতি দেবতাময়ী' কঠ ২।১।৭)। তিনি যে মাতা, এ-কথা বারবার এমন করে বলা হয়েছে যে (তু. ১।৭২।৯, ৮।২৫।৩, ১০।৬৩।৩ ; 'মহীমাতা' তাঁর একটি বিশেষ পরিচয় ৮।২৫।৩, বা. স. ২১।৫, অ ৭।৬।৪; আরও তু. ১।২৪।১, ২ ;— ৮।৪৭।৯ ; তাঁর পুত্র-সংখ্যা কোথাও সাত, কোথাও বা আট (১০।৭২।৮, ৭), নিঃসন্দেহে সেখানে লক্ষ্য আদিত্যেরা ; তাছাড়া অগ্নি তাঁর দামাল ছেলে ১০।১১।১; তিনি রুদ্রগণের মাতা ৮।১০১।১৫), তাঁকে অনায়াসে বিশ্বজননীর আসন দেওয়া যেতে পারে। প্রাকৃতজগতে যেমন দেখি, মাতাই সন্তানে রূপান্তরিত হন, তেমনি তিনিই সব-কিছু হয়েছেন: 'অদিতি র্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষ মদিতি র্মাতা স পিতা স পুত্রঃ, বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতি র্জনিত্বম'—অদিতিই দ্যুলোক, অদিতিই অন্তরিক্ষ, অদিতিই মাতা। তিনিই পিতা, তিনিই পুত্র, অদিতিই সকল দেবতা, তিনিই পঞ্চজন, যা কিছু হয়েছে তাও অদিতি, যা-কিছু হবে তাও অদিতি (১।৮৯।১০)। এই ঋকের যা তাৎপর্য, উপনিষদে পাই তারই সূত্ররূপ: 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১ ; এই প্রসঙ্গে তু. কঠ ২।১।৭, যেখানে অদিতিকে বলা হয়েছে 'প্রাণেন সম্ভবতি, গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীম্...ভূতেভির্ব্যজায়ত' অর্থাৎ তিনি বিশ্বপ্রাণ, হৃদয়গুহায় অনুপ্রবিষ্ট এবং স্থিত, সর্বভূতের সঙ্গে বিচিত্ররূপে জাত)। সুতরাং অদিতি নিঃসন্দেহে ব্রহ্মরূপিণী।...এই ভাবটি অদিতির ব্যুৎপত্তি হতেই পাওয়া যায়। অদিতি < নঞ্ √ দা (বাঁধা) + ক্তি ; অতএব অদিতির মৌলিক অর্থ 'অবন্ধনা'। আর একটি √ দা আছে, তার অর্থ খণ্ডিত করা ; তারও সঙ্গে অদিতির যোগ আছে কিনা বলা

কঠিন, —ঋগ্বেদে ক্ত-প্রত্যয়ান্ত দুটি শব্দে 'সংদিত' (১।২৫।৩) এবং 'অসংদিত' ৪।৪।২ < √ দা বন্ধনে, 'অসংদিন' ৮।১০২।১৪ < দা খণ্ডনে। কিন্তু যাস্ক যখন অদিতির ব্যুৎপত্তি দিচ্ছেন 'অদীনা দেবমাতা' ৪।২২, তখন সন্দেহ হয় 'অদীনা = অদিনা' অখণ্ডিতা, নতুবা ব্যুৎপত্তিটি ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। এই ব্যাখ্যা স্বীকার করলে অদিতির দুটি অর্থ—অবন্ধনা, অখণ্ডিতা।...প্রথম অর্থটিই বেশী খাটে, কেননা ঋগ্বেদে অদিতিকে আমরা বিশেষ করে পাচ্ছি মুক্তির দেবতারূপে: ঋষি বলছেন, 'তে ন আস্নো বৃকাণামাদিত্যাসো মুমোচত, স্তেনং বদ্ধমিবাদিতে'—হে আদিত্যগণ, হে অদিতি, তোমরা বৃকের মুখ থেকে আমাদের মুক্ত কর, আমরা যেন চোরের মত বাঁধা পড়েছি (আমাদের মুক্ত কর) ৮।৬৭।১৪ ; 'আদিত্যাঃ ...মুমোচতি বন্ধাদ্বদ্ধমিবাদিতে ৮।৬৭।১৮ (এই প্রসঙ্গে তু. ১।২৫, সেখানে বরুণের পাশমোচনের কথা আছে এবং সূক্তের গোড়াতেই আছে অদিতির জন্য আকূতি)।...এই মুক্তি কি হতে? ঋষি সংক্ষেপে বলছেন 'আগঃ' হতে। অদিতির কাছে এই একটি বিশেষ প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের 'অনাগাঃ' করেন (তু. ৭।৯৩।৭, ৩৯।৪, ৬০।১ ; ৯।৮১।৫, ১।১৬২।২২, ১০।৬৪।৫, ১০।১২।৮, ১।২৪।১৫, ৫।৮২।৬, ৪।৩৯।৩, ৪।১২।৪)। কেননা তিনি স্বয়ং 'অনাগাঃ' (১০।৬৩।১০, ৮।১০১।১৫)। 'আগঃ' শব্দের মৌলিক অর্থ 'অঞ্জন', মালিন্য (দ্র. 'অনাগান' ১৯)। অদিতি নিরঞ্জনা, তাঁর আবেশে চেতনা নির্মল হয়। এই নির্মলতার একটি নাম 'অনাগাস্ত্ব', যা অদিতিরই ধর্ম (৭।৫১।১, তু. ১।১৬২।২২)। ঋগ্বেদে এই শব্দটির বিশেষ যোগ সূর্যের সঙ্গে (১।১০৪।৬, ৬।৫০।২ ; ১০।৩৫।২, ১০।৩৭।৯ ; আরও তু. ১।১২৩।৩, ৭।৬০।১, ৭।৬২।২ ; সবিতার প্রসঙ্গে ৪।৫৪।৩ , আদিত্যগণের ৮।৬৭।৭) ; এই হতে আলোর ব্যঞ্জনা আরও স্পষ্ট

হয়। মুক্তি তাহলে প্রধানত অন্ধকারের আবরণ হতে মুক্তি, অজস্র জ্যোতিতে চেতনার উত্তরণ (তু. ৯।১০১।৭, ৯...)। অধিচিত্ত (psychological) দৃষ্টিতে তার আর একটি লক্ষণ 'অংহঃ' বা 'অংহুঃ' অর্থাৎ ক্লিষ্ট চেতনা হতে মুক্তি। একটি ঋকে এই দুটি লক্ষণ এক সঙ্গে পাওয়া যায়: 'অস্তি দেবা অংহোরুর্বস্তি রত্নম্ অনাগসঃ, আদিত্যা অদ্ভুতৈনসঃ' হে দেবগণ, ক্লিষ্ট চেতনা হতে বৈপুল্যে উত্তরণ আছে, 'অনাগার' তরে আছে ঋতচেতনার দীপ্তি, —আদিত্যেরা নিষ্পাপ' (৮।৬৭।৭)।...অদিতি এই মুক্তির দেবী, অনিবাধ চিন্ময় বৈপুল্যের অধিশ্বরী। তাঁর প্রতীক দ্যুলোকের আলোঝলমল মহাব্যাপ্তি: তাই তিনি কোথাও 'দ্যৌরদিতিঃ' (৫।৫৯।৮, ১০।৬৩।৩; তু. যে স্থ জাতা অদিতেরদ্‌ভ্যস্পরি যে পৃথিব্যাঃ ১০।৬৩।২ — এখানে স্পষ্টতই 'অপ্' অন্তরিক্ষ এবং অদিতি দ্যুলোক), কোথাও 'জ্যোতিষ্মতী ধারয়ৎক্ষিতিঃ স্বর্বতী'—জ্যোতির্ময়ী, পৃথিবীকে ধরে আছেন আলোময় হয়ে (১।১৩৬।৩), কোথাও 'উরুব্যচা' বিপুল তাঁর ব্যাপ্তি (৫।৪৬।৬), তাঁর জ্যোতি অনির্বাণ (৭।৮২।১০, ৮৩।১০)।...এইদিক দিয়ে অদিতির সঙ্গে বরুণের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বরুণ যদি হন রাত্রির আঁধার বা লোকোত্তর শূন্যতা, তাহলে অদিতি তাঁরই জ্যোতিঃশক্তি—যদিও সে-জ্যোতি অবর্ণ হতেও বাধা নাই, কেননা ব্যক্ত আদিত্য-জ্যোতির উৎস ঐ অদিতিই। আবার বরুণ অদিতির পুত্র ; অদিতি তাহলে শূন্যেরও শূন্যতা। চিৎশক্তিসমূহের মধ্যে সম্বন্ধবিপর্যয় কোনও লৌকিক রীতি বা যুক্তিকে অনুসরণ করে চলে না, কেননা মরমীয়ার অনুভব দার্শনিকের বাঁধা রাস্তা ধরে চলতে বাধ্য নয়। অদিতি আর বরুণ ঋগ্বেদের দেবকল্পনায় দুটি নিঃসঙ্গ মহিমা, অথচ দুটি একই ভাবনার এপিঠ আর ওপিঠ। এক অসঙ্গ কুমার আর অসঙ্গা কুমারীর অনির্বচনীয় যুগনদ্ধতাই

তার স্বরূপ। ঋষি বসিষ্ঠ দুটি ঋকে এই অন্তরাবৃত্ত মিথুনকে পাশাপাশি রেখেছেন, —তার একটিতে নিত্যধামের অধিবাসী হয়ে বরুণের কাছ থেকে চেয়েছেন 'মুক্তি' আর অদিতির কোল থেকে চেয়েছেন 'প্রসাদ' (৭।৮৮।৭ ; তু. ৭।৮৭।৭)। অদিতি-বরুণের এই নিগূঢ় সম্পর্কের দ্যোতনা ফুটেছে পুরাণে শিব আর সতীর সম্বন্ধে। সতী শিবের শক্তি হয়েও কুমারী যোগিনী ; আবার সেই সতীদেহই বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হয়ে মিশে আছে পৃথিবীর সঙ্গে ; শিব-সতীর অসঙ্গ যুগনদ্ধতার পরের পর্বই হল উমা-মহেশ্বরের মিলন—উমা তখন কুমার-জননী। এ সমস্ত ভাবনারই মূল রয়েছে বেদে। ঋগ্বেদে অদিতি দক্ষসুতা এবং দক্ষমাতা দুইই: 'অদিতে র্দক্ষো অজায়ত, দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি, অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব, তাং দেবা অন্বজায়ন্ত' (১০।৭২।৪, ৫) ; আবার অর্থববেদে পৃথিবী অদিতি—'হিরণ্যবক্ষা অদিতিঃ পরমে ব্যোমন্'; অগ্নি (পুরাণে কুমারজন্মের সঙ্গে তাঁর যোগ আছে) অদিতির 'যহ্বঃ' বা দামাল ছেলে (১০।১১।১ ; এখানে বরুণের প্রসাদ আছে ঋকের উত্তরার্ধে ; অদিতি বরুণ আর অগ্নি তিনটিকে মিলিয়ে পাচ্ছি উমা মহেশ্বর আর কুমারের আভাস ; আরও তু. 'অদিতি র্মাতা স পিতা স পুত্রঃ' ১।৮৯।১০, নিরুক্তে অদিতি 'অগ্নি' ১১।২১)।...অদিতির একটি বিশেষণ 'অনর্বা' (২।৪০।৬, ৭।৪০।৪, ১০।৯২।১৪) বোঝায় 'অবিচল' (দ্র. 'অর্বা ৩।৪৯।৩); 'অটুট'—এইটি তাঁর অসঙ্গত্ব ও সতীত্বের দ্যোতক ধরা যেতে পারে। অধ্যাত্মভাবনায় এইটিই ক্রমে বৌদ্ধ নৈবাত্ম্য দেবীর কল্পনায় পর্যবসিত হয়েছে (এই প্রসঙ্গে তু. ১০।৭২।৮, ৯ ; সেখানে অদিতির অষ্টম পুত্র 'মার্তাণ্ডে'র কথা আছে। 'মার্তাণ্ড' < মৃতাণ্ড, যার থেকে কিছু ফোটেনা, —অতএব মৃত্যু, অসম্ভূতি বা শূন্যতার প্রতীক। লৌকিক সংস্কৃতে 'মার্তণ্ড' সূর্যের এক নাম।

বস্তুত সাতটি আদিত্য সাতটি সূর্য, আর মার্তাণ্ড অতিসূর্য বা শূন্যতা)।...অদিতি শুধু বরুণের পার্শ্বচারিণী নন, তিনি আবার সর্বদেবময়ী। বসুগণ, রুদ্রগণ এবং আদিত্যগণ নিয়ে দেবমণ্ডলের পূর্ণতা ; ঋষি জমদগ্নি বলছেন, অদিতি, 'মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানাম্ অমৃতস্য নাভিঃ' (৮।১০১।১৫)। বলা বাহুল্য, এখানে অধ্যাত্মচেতনারূপিণী অদিতির উত্তরায়ণের ছবি—অভীপ্সার আগুন থেকে তাঁর জন্ম, তারপর তিনি চিন্ময় মহাপ্রাণের প্রসূতি এবং অবশেষে অনন্ত চিজ্জ্যোতির সঙ্গে তিনি একাকার, তিনিই অমৃত চেতনার উৎস।...অদিতি সর্বদেবময়ী হলেও যেমন বরুণের সঙ্গে, তেমনি অর্যমার সঙ্গেও তাঁর বিশেষযোগ আছে দেখা যায়। ঋগ্বেদের অনেক জায়গায় (যেমন এখানেও) অদিতিকে অর্যমারও পার্শ্বচারিণী রূপে পাই (তু. ৭।৯৩।৭, ৭।৩৯।৫, ৭।৬০।১, ৯।৮১।৫, ১০।৬৪।৫ ; আরও তু. ৬।৫১।৩, সেখানে ভগেরও উল্লেখ আছে)। অর্যমা আনন্দের দেবতা ; অদিতি তাহলে আনন্দময়ী। এইরূপে তিনি 'পস্ত্যা'—আমাদের ঘরের মেয়ে (৪।৫৫।৩), আবার তিনি 'বিশ্বজন্যা'—বিশ্বজনের সবার আপন (৭।১০।৪), তিনি সবার মা। বারবার শুনি তাঁর 'উপস্থ' বা স্নেহময় কোলের কথা—সে-কোল থেকে ঝরছে সোমের আনন্দ ধারা (৯।২৬।১, ৯।৭১।৫, ৯।৭৪।৫ ; আরও তু. ৯।৯৬।১৫), সে-কোলে সাজানো আছে আনন্দধাম যত (১০।৭০।৭), সে কোল পাতা আছে পরম ব্যোমে অসম্ভূতি আর সম্ভূতির আধার রূপে (১০।৫।৭)। সবাইকে কোল দিয়েছেন যিনি, তিনি যে সবার 'কল্যাণশরণ, কল্যাণী নেত্রী—যেন শোভনক্ষেপণীযুক্ত দিব্য নৌকা তিনি, তাঁতে চড়ি আমরা স্বস্তির কূলে পাড়ি দিতে' (১০।৬৩।১০)।...ঋগ্বেদে অদিতি আবার গোরূপিণী (ধেনুরদিতিঃ ১।১৫৩।৩ ; গামদিতিং ৮।১০১।১৫,

এখানে গোবধ নিষেধের কথা আছে ; ৮।১০১।১৬)। গোমিথুন আদিজনক-জননীর প্রতীক (তু. ১০।৫।৭...)। গো আর বাক্‌কে ঋগ্বেদেই এক বলা হয়েছে (৮।১০১।১৬)। বাক্ যে আদ্যাশক্তি, এই বৈদিক ভাবের সঙ্গে আমরা আগেই পরিচিত হয়েছি।...নিঘন্টুতে অদিতি 'পৃথিবী' (১।১), 'বাক্' (১।১১), 'গো' (২।১১) এবং 'দ্যাবাপৃথিবী' (৩।৩০) ; যাস্ক বলেন, অদিতি 'মধ্যস্থানা স্ত্রী' অর্থাৎ অন্তরিক্ষের দেবী এই সব উক্তিরই বীজ আমরা ঋগ্বেদে পেয়েছি। যাস্কের উক্তিটি প্রণিধেয়। ঋগ্বেদে কুৎস ঋষির অনেকগুলি সূক্তের ধুয়ায় আছে 'অদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ' (১।৯৪... ; তু. বামদেব ৪।৫৪।৬)। পৃথিবী এবং দ্যুলোকের সঙ্গে সিন্ধুর উল্লেখ স্পষ্টতই অন্তরিক্ষের প্রাণপ্রবাহকে লক্ষ্য করছে। এই প্রবাহের একটি মূর্তরূপ আকাশগঙ্গা। বরুণ আকাশ এবং অদিতি তাঁর বুকে (অথবা আকাশ গঙ্গা আমাদের মাথার উপরে দেখা দেয় বলে তাঁর মাথায়) গঙ্গার ধারা—এই ছবিটি পৌরাণিক হর-গঙ্গার কথা মনে করিয়ে দেয় (এই গঙ্গা যে সহস্রারচ্যুত সৌম্য আনন্দধারা, তা বলাই বাহুল্য ; এই প্রসঙ্গে তু. ৯।৯৬।১৫)।...ইতিহাস-পুরাণে অদিতি কশ্যপের স্ত্রী, কশ্যপ (> কচ্ছপ) মহাকাশ, যা কাছিমের খোলার মত পৃথিবীকে আবৃত করে রয়েছেন। আবার জানি অদিতি পৃথিবী হয়েও পরমব্যোমে হিরণ্যবক্ষা। সুতরাং অদিতি মহাশূন্যের অব্যক্তশক্তি এবং ব্যক্তবিভূতি দুইই।...অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অদিতি বলতে কি বুঝায়, ঋগ্বেদে তার ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট। অদিতি যে বস্তুত দ্যুলোকের অনিবাধ বৈপুল্যে আনন্ত্য চেতনার প্রমুক্তি এবং উল্লাস, একথা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি। 'আমরা অমৃত হয়েছি, জ্যোতিতে পৌঁছেছি, দেবতাদের পেয়েছি (৮।৪৮।৩)—এই সাযুজ্যের ঘোষণায় যেমন পাই আর্য সাধনার পরমাসিদ্ধির

পরিচয়, তার আকৃতিকেও ফুটে উঠতে দেখি এই মন্ত্রে: 'আদিত্যাসো অদিতয়ঃ স্যাম'—হে আদিত্যগণ, আমরা অদিতি হব (৭।৫২।১) ; 'কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ'—কে আমাদের বিপুলা অদিতির কাছে আবার সঁপে দেবে (১।২৪।১, ২)। অদিতি আর এখানে পরাক্ কল্পিত দেবতা নন, তিনি প্রত্যক্ বৃত্ত চেতনা। মুক্তির আর-এক নাম 'অদিতিত্ব' (৭।৫১।১)। জীবন্মুক্তের জীবনে তার প্রকাশ 'সর্বতাতিতে' বা সর্বাত্মভাবে—চেতনার আবরণ (আগঃ) এবং সঙ্কোচ (অংহঃ) হতে মুক্ত হয়ে আমরা তখন সর্বময় (তু. ১০।১০০ সূক্তের ধুয়া 'আ সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে' ; আরও তু. ১।৯৪।১৫)। এইখানেই পুরুষার্থের মহাসিদ্ধি।

যজ্ঞিয়াসঃ— [= যজ্ঞিয়াঃ। 'অর্যমা' এবং 'অদিতিঃ'র সঙ্গে অন্বয়, অথচ বহুবচন ; সুতরাং আরও দেবতার কথা ঋষির মনে আছে। পরের চরণেই বরুণের উল্লেখ পাচ্ছি। সুতরাং উহ্য দেবতা এখানে মিত্র এবং বরুণ। বরুণ, মিত্র এবং অর্যমা এই ত্রয়ী আবার স্মরণ করিয়ে দেয় সৎ-চিৎ-আনন্দের কথা। 'যজ্ঞসম্পাদিনঃ' (নি. ৯।১৮ ; তু. ৭।২৭)] যজনযোগ্য ; যজ্ঞসম্ভূত।

বরুণস্য— অদিতির মত অল্পস্তুত হলেও ঋগ্বেদে বরুণের উদ্দেশে রচিত কয়েকটি পুরো সূক্তই পাওয়া যায় (১।২৪, ১।২৫, ২।২৮, ৫।৮৫, ৭।৮৬-৮৯, ৮।৪১) ; তাছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর উল্লেখও আছে প্রচুর। তাঁর স্বরূপ আলোচনা করলে, অদিতির মত তিনিও যে বৈদিক দেবমণ্ডলীর মধ্যে গরিষ্ঠ একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। সূক্ত সংখ্যা দিয়ে যে সবসময় দেবগৌরব মাপা যায় না, এ তার একটা উদাহরণ। অদিতি আর বরুণের যুগনদ্ধ সত্তা রহস্যের আড়ালে থেকে বৈদিক দেবভাবনার উপর আলো ঢালছে, এ-সত্য মরমীর অনুভব ছাড়া শুধু পুঁথির পাতা ঘেঁটে আবিষ্কার করা যায়

না।...বরুণের স্বরূপ কি? অদিতিরও যা, বরুণেরও তাই স্বরূপ। অদিতি আনন্ত্যের অবন্ধনা চেতনা, বরুণ তার অধিষ্ঠান। একটিতে পাই সত্তার শক্তিরূপ, আর একটি তার আধার ; একটি সতী, আর-একটি সৎ। প্রতীকের ভাষায় বরুণ আকাশ।...এ-তথ্যটি বরুণের ব্যুৎপত্তি হতেই পাওয়া যায়। 'বরুণ' < √ বৃ (ঘিরে থাকা, আবরণ করা) ; আকাশের মহাশূন্য পৃথিবীকে ঘিরে আছে, তার উপর নুয়ে পড়ে তাকে 'আবৃত' করে আছে। দুয়ের মাঝে বর্ষার ধারায় চলছে শক্তির বিদ্যুৎ-বিনিময়। অথচ পৃথিবী-রূপিণী অদিতির কৌমারী সত্তা বরুণের এই বর্ষোচ্ছলতাকে ছাপিয়ে পরম ব্যোমে স্তব্ধ হয়ে আছে ; অদিতি তখন মাতা, —বরুণ তাঁর পুত্র, বরুণ আদিত্য। বরুণও তেমনি যুগপৎ 'প্রতিষ্ঠাঃ' এবং 'অতিষ্ঠাঃ' ; তিনিই পুরুষ সূক্তের পুরুষ—যিনি ভূমিকে 'বিশ্বতো বৃত্বা (এইখানে আবার পাচ্ছি √ বৃ-র সার্থক প্রয়োগ) অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্'—এই ভূমিকে সবদিক হতে 'আবৃত' করে ছাপিয়ে গেছেন দশ আঙ্গুল (১০।৯০।১)। পুরুষ যেখানে 'অতিষ্ঠাঃ', প্রকৃতি সেখানে অব্যঞ্জনা কৌমারীশক্তি। ঋগ্বেদে কোথাও-কোথাও তাঁকে তখন দুহিতা বলা হয়েছে (১।৭১।৫, ১।১৬৪।৩৩, ১০।৬১।৫, ৭); পিতার দুহিতাতে গর্ভাধানের প্রসঙ্গও সেখানে আছে (এক জায়গায় এই দুহিতা 'কনা' বা 'কন্যা' অর্থাৎ কুমারী ১০।৬১।৫)। অসঙ্গ কুমার এবং অসঙ্গাকুমারীর সামরস্যই সৃষ্টির আদিবীজ এবং এই থেকেই রহস্যশাস্ত্রে কুমারী জননী বা Virgin mother-এর কল্পনা। এই নিগূঢ় তত্ত্বের বিস্তার এখানে করব না শুধু অদিতি-বরুণের মর্ম-রহস্যের একটু ইঙ্গিত দিয়ে রাখলাম। ...বরুণ সামান্যত আকাশ হয়েও 'বিশেষ' করে রাত্রির আকাশ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।১।৭।৪, ৬।৪।৮।৩; দ্র. ১।২৪।১০, যেখানে বরুণের ব্রতের প্রসঙ্গে বিশেষ করে চন্দ্র এবং তারার উল্লেখ পাওয়া যায়।)

আবার সেই সঙ্গেই বলা হচ্ছে মিত্র দিনের আকাশ। অথর্ববেদে পাচ্ছি 'বরুণ যাকে গুটিয়ে নেন, সকালবেলা মিত্র তাকে ছড়িয়ে দেন' ৯।৩।১৮ ; সন্ধ্যায় তিনি হন বরুণ, অগ্নি,—সকালে উঠে হন মিত্র ১৩।৩।১৩। আরও লক্ষণীয়, মিত্র এবং বরুণের উদ্দিষ্ট পশুর রং যথাক্রমে সাদা এবং কালো হওয়া চাই। অর্থাৎ মিত্র-বরুণ একই আকাশের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত দুটি রূপ। সূর্যকে একাধিক বার বলা হয়েছে 'মিত্র-বরুণের চক্ষু' (১।১১৫।১, ৬।৫১।১, ৭।৬১।১, ৭।৬৩।১, ১০।৩৭।১); এই কল্পনা হতেও আকাশ যে মিত্র-বরুণের প্রতীক, তা প্রমাণিত হয়। একই আকাশের দুটি রূপ—একটি কালো, একটি আলো। যা আলো, তা প্রাণ ; যা কালো তা শুদ্ধ আকাশ বা মহাশূন্য। বেদান্তে ব্রহ্ম আকাশ এবং প্রাণ দুইই; বেদে তাই বরুণ এবং মিত্র, —দর্শনের ভাষায় নির্গুণ এবং সগুণ ব্রহ্ম, কিন্তু সম্যক্ ভাবনায় দুটিতে মিলে যে একটি মিথুন একথা ভুললে চলবে না।... এই আকাশরূপী বরুণের আছে 'স্পশঃ', তারা তাঁকে ঘিরে বসে থাকে (১।২৫।১৩)। 'স্পশ্' শব্দের মৌলিক অর্থ 'যে দেখে' অথবা 'দৃষ্টি' ; তাই থেকে 'চর'। শেষের অর্থটি পাওয়া যায় এই ঋকে: 'ন তিষ্ঠন্তি, ন নি মিষন্ত্যেতে দেবানাং স্পশ ইহ যে চরন্তি' (১০।১০।৮)। বরুণ রাজা, অতএব তাঁর চরের কল্পনা স্বাভাবিক। কিন্তু বিশেষ করে বরুণেরই (এবং তাঁর সাহচর্য বশত মিত্রেরও ৬।৬৭।৫, ৭।৬১।৩) স্পশের উল্লেখ করাতে মনে হয়, এই 'স্পশঃ' মুখ্যত আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী। বরুণ যখন রাতের আকাশে চন্দ্রমার অমৃতজ্যোতি, তখন তাঁকে ঘিরে বসে আছে তাঁর স্পশেরা (১।২৫।১৩), এই উক্তিতে তারাছাওয়া আকাশের ছবিই মনে জাগে। স্পশ্ তাহলে ঠিক চর নয়, তাঁর অনিমেষ দৃষ্টি—যারা 'ঋতাবানঃ কবয়ো যজ্ঞধীরাঃ প্রচেতসো...ইষয়ন্ত মন্ম'—

ঋতময়, ক্রান্তদর্শী, যজ্ঞেধীর, প্রচেতা, মনীষার প্রর্বতক (৭।৮৭।৩)। নক্ষত্রখচিত নৈশাকাশের উপমা থেকেই তাঁকে বলা হয়েছে 'সহস্রচক্ষাঃ' (৭।৩৪।১০; এই বিশেষণটি তিনবার পাই সোমের বেলায় [৯।৬০।১, ২ ; ৯।৬৫।৭] – সোমের সঙ্গে বরুণের সম্পর্ক সুস্পষ্ট ; একবার অগ্নির বেলায়, সেখানে অক্ষি নিশ্চয় স্ফুলিঙ্গ; একবার ইন্দ্রের বেলায় [১।২৩।৩, বায়ু সেখানে সহচরিত মাত্র] ; একবার পুরুষের বেলায় ১০।৯০।১)। দিনের আলোতে যে-আকাশ 'সূরচক্ষাঃ' (৭।৬৬।১০), রাত্রের আঁধারে তাই 'সহস্রচক্ষাঃ'। স্পশেরা যে নক্ষত্র, তার আরও প্রমাণ : তারা আছে দ্যুলোকের তুঙ্গতায়, —সেইখান থেকে বরুণ এবং মিত্র তাদের নিহিত করেন ওষধিতে এবং মানুষে (৭।৬১।৩ ; এখানে বরুণের স্পশ্ চন্দ্র-কিরণ এবং নক্ষত্র-কিরণ—স্মরণীয়, চন্দ্র পুরাণে ওষধিপতি ; আর মিত্রের স্পশ্ সূর্যকিরণ যা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে)। আবার বরুণের স্পশেরা 'ভূর্ণয়ঃ' অর্থাৎ কম্প্র (৯।৭৩।৪) ; এ-বর্ণনা নক্ষত্রের ঝিকিমিকির। বরুণ ছাড়া সোমের স্পশের বর্ণনা আছে, তারাও 'স্বঞ্চঃ' অর্থাৎ চঞ্চল (৯।৭৩।৭)। এক জায়গায় অগ্নির স্পশের উল্লেখ আছে : 'প্রতিস্পশো বি সৃজ তূর্ণিতমঃ'. (৪।৪।৩) ; সেখানে বিসৃষ্টি বা বিচ্ছুরণের কথা থাকায় 'স্পশ্' স্পষ্টতই স্ফুলিঙ্গ (তু. মুণ্ডকোপনিষৎ)। স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে নক্ষত্রের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এইসব বিচারের দ্বারা বরুণ যে নৈশাকাশ বা অব্যক্তের স্তব্ধতা এই প্রতীতিই দৃঢ় হয়।...বরুণের অধিভূত এবং অধিদৈবত পরিচয় থেকে এবার আসা যাক তাঁর অধ্যাত্মপরিচয়ে। বরুণ আকাশে ; উপনিষদে এই আকাশ ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহতের চেতনা। ব্রহ্মসূত্র বলছেন, ব্রহ্মের সমস্ত লক্ষণ আকাশে আছে, অতএব উপনিষদে আকাশ শব্দ ব্রহ্মবাচী। বাইরের আকাশ যে ভিতরে আছে এবং তার বিজ্ঞানই যে

আমাদের পরম পুরুষার্থ, এ-সম্বন্ধে একটি চমৎকার বিবৃতি আছে ছান্দোগ্যোপনিষদে (৮।১।১—৩)। সেখানে বলা হচ্ছে, এই-যে ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ দেহে ছোট্ট একটি কমলের ঘর আছে, তার মাঝে আছে একফালি আকাশ ; তারও মাঝে যা আছে, তাই খুঁজতে হবে, বিশেষ করে তাকে জানতে হবে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, কি আছে সেখানে? তাহলে বলবে, যত বড় এই বাইরের আকাশ, তত বড় এই বুকের মাঝের আকাশ, দ্যুলোক-ভূলোক দুইই রয়েছে এর মাঝে...বাইরে যা আছে অথবা নাই, সবই এর মাঝে সমাহিত রয়েছে। হৃদয়ের আকাশ বাইরের আকাশকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে, এই অনুভবের মাঝে আমরা পাই ব্রহ্মভাবনার বীজ। উপনিষদের 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (মাণ্ডূক্য ২) মহাবাক্যে এই ভাবনারই বিবৃতি। এর মূলে আছে কবিচিত্তের স্বাভাবিক বিস্ফারণ, রামকৃষ্ণ যাকে বলতেন 'উদ্দীপন'। প্রাকৃত দৈহ্যচেতনায় সঙ্কোচের সংস্কার প্রবল, মনে হয় আমি যেন চৌদ্দ-পোয়ার মাঝে গুটিয়ে আছি। সঙ্কোচ ভাঙে উদ্দীপনায়, একটা বড় কিছুর সংস্পর্শে এলে। বাহ্য প্রকৃতিতে বিরাটের দুটি রূপ আমরা দেখতে পাই, আকাশ আর সমুদ্র। অনিবাধ বৈপুল্যের ('উরুরনিবাধঃ' ; প্রাকৃত মানুষ তার বিপরীত, সে 'সবাধঃ') এই দুটি আয়তনই ঋগ্বেদে বরুণের প্রতীক। অর্থাৎ বরুণ বৃহৎ, বরুণ ভূমা,—উপনিষদের সংজ্ঞা অনুসারে বরুণ ব্রহ্ম। সংহিতায় তিনি পরাক্‌বৃত্ত (objective), উপনিষদে প্রত্যক্‌বৃত্ত (subjective)। ঋগ্বেদের পরম ব্যোম, আর বৌদ্ধের শূন্যতা একই তত্ত্বের বিভিন্ন বিবৃতি—দৃষ্টির পরাক এবং প্রত্যাক বৃত্তিকে আশ্রয় করে। সংহিতার বরুণ যে উপনিষদের ব্রহ্ম, তার প্রমাণ বরুণের পরিচয় হতেই স্পষ্ট হবে।...(এই প্রসঙ্গে তু. 'এবা বন্দস্ব "বরুণং বৃহন্তং" নমস্যা ধীরমমৃতস্য গোপাম্' ৮।৪২।২ ; বৃহন্তং মানং বরুণ স্বধাবঃ সহস্রদ্বারং জগমা গৃহং তে

৭।৮৮।৫)।...এইটি লক্ষণীয়, তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাকে বলা হয়েছে 'ভাগবী বারুণী বিদ্যা' (৩।৬।১)—বরুণ সেখানে বিদ্যার প্রবক্তা, ভৃগু গ্রহীতা। এই উপনিষদের শেষ দুটি বল্লীতে লোক-সংস্থান এবং অধ্যাত্মচেতনার অনুক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্রহ্মবিদ্যার যে সুসংবদ্ধ বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, নিঃসন্দেহে তা সুচিরাগত গবেষণার ফল। ব্রহ্ম-বিদ্যাকে এখানে স্পষ্টতই 'বারুণী-বিদ্যা' বলে একটি প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখা হয়েছে। যে-দেবতা ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রবক্তা, তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম। উপনিষদে আর তিনটি দেবতাকে আমরা ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রবক্তারূপে পাই—প্রজাপতি, ইন্দ্র এবং যম। তার মধ্যে প্রজাপতির সঙ্গে বরুণের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ; দুজনই পরমদেবতা। একজন যাজ্ঞিকদের, আরেকজন তত্ত্ববিদ্‌দের। ঐতরেয় উপনিষদে ইন্দ্রও পরমচেতনা বা পরমদেবতা। এই তিনজনই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেববাদীদের অধ্যক্ষপুরুষ ; যম আত্মবাদীদের। ইতিভাবনা এবং নেতিভাবনাকে মুখ্য করে ব্রহ্মবিদ্যার দুটি প্রস্থানের ইঙ্গিত এর মাঝে পাওয়া যায়। ...কেনোপনিষদের হৈমবতী-উপাখ্যানটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সেখানে অধ্যাত্মচেতনার ক্রমিক উদয়নের একটি ছবি পাওয়া যায়। অগ্নি বায়ু ইন্দ্র উমা এবং যক্ষ—এই হল দিব্যচেতনার উন্মেষের ক্রম। উমা এবং যক্ষকে স্বচ্ছন্দেই অদিতি এবং বরুণেরই নামান্তর বলা যেতে পারে। যে-'আকাশে' যক্ষ মিলিয়ে গেলেন, সেই আকাশেই আবির্ভূত হলেন হৈমবতী উমা, এই আকাশেই ইন্দ্রচেতনা ব্রহ্মকে সবচাইতে নিকটে গিয়ে স্পর্শ করল, এ যেন বিদ্যুতের উন্মীলন এবং নিমীলন—উপনিষদের এই বর্ণনাগুলি প্রণিধানযোগ্য। সংহিতায় ইন্দ্র-বরুণের সাযুজ্যের কথাও এই উপলক্ষে স্মরণীয়। উপনিষদের অবাঙ্‌মানসগোচর অমানব পুরুষ, যোগের অসম্প্রজ্ঞাতযোগগম্য কেবল পুরুষ,

বৌদ্ধের লোকোত্তর নির্বাণ বা শূন্যতা—এসমস্তেরই একমাত্র প্রতীক সব-ছাওয়া অমার আঁধার। আর সংহিতার সংজ্ঞানুযায়ী তাই বরুণ। অসম্ভূতির দিকে বরুণতত্ত্বের ইশারা রয়েছে বলে সংহিতায় তাঁকে নিয়ে কোনও আখ্যান রচনা করা হয়নি, এটিও লক্ষণীয়।...এইবার সংহিতায় বরুণের পরিচয়। তিনি যে সর্বোত্তম এবং সর্বময়, নানা বিশেষণে তা বোঝানো হয়েছে। তাঁর একটি বিশেষণ 'অসুর'। এই বিশেষণটি ঋগ্বেদে বিশেষভাবে বরুণের বেলায় প্রযুক্ত হয়েছে। (দ্র. ৩।৫৩।৭) : তিনি 'অস্তভ্নাদ্ দ্যাম্ অসুরো বিশ্ববেদাঃ' (৮।৪২।১), 'অসুর প্রচেতাঃ' (১।২৪।১৪)...। অথর্ববেদেও তিনি 'দেবানামসুরঃ' (১।১০।১), 'অপো নিষিঞ্চন্নসুরঃ পিতা নঃ' (৪।১৫।১২), মহান্ অসুর (৫।১১।১)। তাঁর আরেকটি বিশেষণ 'মেধির' (১।২৫।২০ ; একাগ্রভাবনার দ্বারা তত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট হবার শক্তি হল 'মেধা'; অগ্নিসম্পর্কেই বিশেষণটির প্রয়োগ সবচাইতে বেশী, দ্র. ৩।২১।৪)। অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ হলেই আমরা পাই আবেস্তার পরমদেবতা 'অহুরমজ্‌দা'। দেবতাদের অসুরত্বের মাঝে আছে দুটি ভাব—সত্তা এবং শক্তি অথবা সত্তার শক্তি। দেবতা যে শুধু আছেন তাই নয়, থেকে আপনাকে মহাশক্তিতে বিচ্ছুরিত করছেন (দ্র. ৩।৫৫)। তাঁর এই আত্মবিচ্ছুরণ বা সম্ভূতি এবং বিভূতিই জগৎ। তাই উপনিষদে আকাশই নাম-রূপের নির্বহিতা ('আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা' ছা. ৮।১৪।১)। নানাভাবে এই অর্থেরই বিবৃতি পাই সংহিতাতে : বরুণ 'সতো অস্য রাজা'—এই যা-কিছু সৎ, তার তিনি শাস্তা (৭।৮৭।৬), তিনটি দ্যুলোক আর তিনটি ভূলোক তাঁরই মাঝে নিহিত (৭।৮৭।৫, ৮।৪১।৯; তু. ৩।৫৬।১, সেখানে 'যে-এক

অচল থেকে ছ'টি ভার ভরণ করছেন' তিনি নিঃসন্দেহে পরমদেবতা বা বরুণ), তাঁরই মাঝে বিশ্বরূপা বিচিত্র কবিকৃতি চক্রে নাভির মত সংহত হয়ে আছে (৮।৪১।৬), অদিতি চেতনার দ্বারা আবিষ্ট তিনি বিশ্বের বিধৃতি এবং স্রষ্টা দুইই (২।২৮।৪ ; তু. ৮।৪১।৫, 'ধর্তা দাধার ত্রীণি' অথর্ব ৫।১।১), তিনি সম্রাট হয়ে আসীন রয়েছেন এই বিশ্বভুবনে (৮।৪২।১ ; তু. 'বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা ৫।৮৫।৩), এই পৃথিবীর বৈপুল্যকে তিনি ছেয়ে আছেন (অমিমীত বরিমাণং পৃথিব্যাঃ ৮।৪২।১ ; পুরুষ সূক্তে এই ভাবেরই ধ্বনি পাই, 'স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্ ১০।৯০।১; সর্বত্রই √ বৃ এবং √ মা-র প্রয়োগ লক্ষণীয় ; তাঁর ছেয়ে থাকা আলো হয়ে, তাই তাঁর মিতি বা 'মায়া'), সব-কিছুর প্রথম তিনি,—বিশ্বের সকল ধর্মের মূলে নিষণ্ণ থেকে আলোর বিপুল ছটা বিকীর্ণ করে চলেছেন (অথর্ব ৫।১।২), তাঁর এই আত্মবিকিরণের মহিমা অনুভব করেই বলতে পারি, তাঁর রূপ যেন আলোঝলমল দ্যুলোকের মত (রূপং দৌরিব পুষ্যতি ৮।৪১।৫)। তাঁর অসুরত্বের এই প্রাণোচ্ছল ঐশ্বর্যের দিকে তাকিয়েই (অথর্বসংহিতায় তিনি 'অমৃতাসুরদদ্ধাসুঃ' ৫।১।১) তাঁকে বলি 'সম্রাট'। সাম্রাজ্য দিব্য ভাবনার পরমভূমি (দ্র. ৩।১০।১)। অসুরের মত এই বিশেষণটিও ঋগ্বেদে বিশেষ করে বরুণের (তু. ৭।৩৮।৪, ১।১৩৬।১, ২।৪১।৬, ৫।৬৮।২, ৮।২৩।৩০, ৮।২৫।৪, ৮।২৫।৭, ৮।২৫।৮, ৮।২৫।১৭, ৮।২৯।৯, ১০।৬৫।৫, ৫।৬৩।৫, ৫।৮৫।১, ৬।৬৮।৯, ১।১৭।১, ১।২৫।১০, ৫।৬৩।২, ৫।৬৩।৩, ২।২৮।৬, সম্রাল়ন্যঃ স্বরাল়ন্য উচ্যতে বাং মহান্তাবিন্দ্রাবরুণা মহাবসূ ৭।৮২।২, ৮।৪২।১ ; আদিত্যগণ সম্রাট্, তাঁদের মধ্যে বরুণও আছেন ৩।৫৪।১০, ১০।৬৩।৫,

৮।২৭।২২ ; আবার বৈশ্বানর অগ্নিও 'অসুরঃ সম্রাট্' ৭।৬।১, তু. ৬।৭।১ ; উভয়ত্রই সাম্রাজ্য ধ্বনিত করছে ব্যাপ্তিচৈতন্যকে ; এছাড়া ইন্দ্রও সম্রাট্ ১।১০০।১, ৪।১৯।২, ৪।১৯।১০, ৮।৪৬।২০, ১০।১১৬।৭, ১০।১৩৪।১ বরুণের সাযুজ্যবশত নিশ্চয়ই)। সাম্রাজ্যের মাঝে যে আনন্ত্যের ধ্বনি আছে তার পরিচয় মেলে বরুণ সম্পর্কে নানাভাবে 'সহস্র'-শব্দের প্রয়োগে : তিনি 'সহস্রচক্ষাঃ' (৭।৩৪।১০), তাঁর ধ্রুবসদনে সহস্র স্থূণা (৫।৬২।৬), গৃহে সহস্রদ্বার (৭।৮৮।৫) ইত্যাদি।...তিনি আছেন মহাশূন্যে, পাখিরা উড়ে-উড়েও তাঁর নাগাল পায় না (এই বর্ণনা আছে বিষ্ণুর সম্পর্কেও ১।১৫৫।৫ ; বিষ্ণুও ব্যাপ্তির দেবতা, সুনীল আকাশে পুঞ্জিতচেতন কৌস্তুভের দ্যুতি)। এই মহাশূন্য 'অবুধ্ন' বোধাতীত অতল গহন (১।২৪।৭), 'অপদ' সেখানে পা রাখবার ঠাঁই নাই (১।২৪।৭)। সেইখানে আছে বিশ্ববৃক্ষের উর্ধ্বমূল, সেখান থেকে আমাদের আধারের গভীরে চেতনার রশ্মিকে নিহিত করছেন তিনি, রচনা করছেন সূর্যের জন্য চলার বিপুল পথ (১।২৪।৮, ৭।৮৭।১), দাঁড়াবার ঠাঁই করে দিচ্ছেন লোকোত্তরের যাত্রীর জন্য। ঐ মহাশূন্যে তাঁর পরমধাম (পস্ত্যা স্বা ১।২৫।১০ ; বা. ১০।৭ ; তু. ধ্রুবে সদস্যুত্তমে ২।৪১।৫, ধ্রুবং সদঃ ৮।৪১।৯)—সে এক বিপুল বিস্তার, এক সহস্রদ্বার প্রাসাদ (৭।৮৮।৫) ; ঐখানে তিনি সম্রাটরূপে আসীন থেকে যা-কিছু ঘটছে, যা-কিছু ঘটবে, চিন্ময় দৃষ্টিতে তা দেখেন (১।২৫।১১ ; অথর্ব ৪।১৬।৫)। অন্তরিক্ষে পাখি উড়ে চলে, সমুদ্রে নৌকা ভেসে যায়, বিপুল ঝড় আকাশে পাক খেয়ে ওঠে—ওখান থেকে তিনি তা দেখেন, জানেন—জানেন কালের অশ্রান্ত গতিতে বার মাসের পরে কি করে আসে আরেকটি উপমাস (১।২৫।৭-৯)।

ঐখান থেকে বিশ্বের প্রথম ধর্মের প্রবর্তন করেন তিনি, ছড়িয়ে দেন আলোর পূর্ণচ্ছটা (অথর্ব ৫।১।২)। ঐখানে এক হিরণ্ময় আলোর নির্মল আবরণ অঙ্গে তুলে বসে আছেন তিনি, তাকে ঘিরে আছে তাঁর 'স্পশেরা'।... এই হিরণ্ময় আলোর আবরণ ('দ্রাপিং হিরণ্যয়ম্) স্মরণ করিয়ে দেয় উপনিষদের হিরণ্ময় পাত্রের কথা, যা সত্যের মুখকে অপিহিত করে রেখেছে (ঈশ. ১৫)। পুরাণে এই আলোর আড়ালকে বলা হয়েছে যোগমায়া (তু. নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ গীতা ৭।২৫)। তিনি চোখ ধাঁধানো আলোর অন্তরালে আছেন, তাই তাঁকে দেখতে পাই না, অথচ তাঁকে জানি। তাঁর স্বরূপ এবং শক্তি দুইই আমাদের কাছে অনির্বচনীয়। এই তাঁর মায়া। ঋগ্বেদেও বরুণ বিশেষ করে 'মায়ী' (৭।২৮।৪, ১০।৯৯।১০, ১০।১৪৭।৫, ৬।৪৮।১৪ ; মহীং মায়াং বরুণস্য, কবি তমস্য ৫।৮৫।৫,৬ ; দ্র. 'মায়া' ৩।২০।৩। আবার এমনও বলা হয়েছে, তাঁর জ্যোতির্ময় চরণের আঘাতে অদেবী মায়াকে তিনি ছিটকে দেন ৮।৪১।৮ । লক্ষণীয়, বৃত্রেরও 'মায়া', বরুণেরও 'মায়া'। একই √ বৃ হতে বৃত্র এবং বরুণ—একটি আঁধারের আড়াল, আরেকটি আলোর আড়াল। আমরা আছি দুয়ের মাঝখানে)। স্মরণীয়, বেদান্তের ব্রহ্ম এবং মায়া।...বরুণ 'অসুর' বা অমূর্ত (অথর্ব ৫।১।৯, ৫।১১।৫), কেননা তিনি সর্বময় (৮।৪১।১-৭) এবং সেই জন্যই তিনি সর্বাধিবাস। দুটিতে বসে নিরিবিলিতে যেখানে কথা বলে, সেখানে তিনি তৃতীয় হতে তাদের সব কথা শোনেন (অথর্ব ৪।১৬।২), যে-কথা মুখ ফুটে আমরা বলিনি তাও তিনি জানতে পারেন (অথর্ব ৫।১।২), তিনি বিবেকী 'রাজা বরুণঃ...সত্যানৃতে অব পশ্যঞ্জনানাম্'—মানুষের মাঝে কি সত্য আর কি মিথ্যা তা ওপর থেকে দেখেন (৭।৪৯।৩)। ঋগ্বেদে বরুণের একটি বৈশিষ্ট্য হল তাঁর 'পাশ'। এই

পাশ দিয়ে যেমন তিনি বাঁধেন, তেমনি তিনিই আবার আমাদের পাশমুক্ত করেন। তাই অদিতির মতই তিনিও ঋগ্বেদে বিশেষ করে মুক্তির দেবতা। তাঁকে লক্ষ্য করেই মুমুক্ষু আর্যচিত্তের আকুলতা মহাবৈপুল্যের কূলে বার-বার উচ্ছসিত হয়ে উঠেছে (১।২৪।৯, ১২, ১৩; ১৪, ১৫; ১।২৫।২১; ২।২৮।৫; ৬, ৭; ৫।৮১।৭, ৭।৮৬।৫, ৭।৮৮।৭, অথর্ব ৪।১৬।৬ ; বা. ৮।২৩; তু. ৮।৪১।৮)। যিনি বাঁধেন, তিনিই মুক্তি দেন, এ-ভাবটি আমরা চণ্ডীতেও পাই। এ-পাশ আমাদের 'এনঃ', 'অংহঃ' 'আগঃ', 'অচিত্তিঃ'—এক কথায় আমাদের অনৃত, যার প্ররোচনায় আমরা দিনের পর দিন তাঁর ব্রতকে লঙ্ঘন করি (১।২৫।১ ; তু. অথর্ব ৪।১৬।৬, ৭)। বরুণ বিবেকী, ঋত হতে অনৃতকে বিবিক্ত করেন; তখন বৃত্রের আধিপত্য দূর হয়ে যায়, ফোটে আলো, কল্যাণ, প্রকাশ আর অন্তরিক্ষের বৈপুল্য (১০।১২৪।৫, ৬ ইন্দ্রের উক্তি)। শুনঃশেপ বরুণের উত্তম মধ্যম এবং অধম—তিনটি পাশের কথা বলেছেন (১।২৪।১৫, ১।২৫।২১)। স্মরণীয়, তন্ত্রের তিনটি 'গ্রন্থি' ; গুহাগ্রন্থির কথা উপনিষদেও আছে ('গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি' মুণ্ডক ৩।২।৯ ; তু. 'হৃদয়-গ্রন্থি' ২।২।৮, 'অবিদ্যাগ্রন্থি' ২।১।১০)। এদের বৈদিক রূপ অসুরের তিনটি পুর—পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে এবং দ্যুলোকে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, দেহে প্রাণে এবং মনে অদিব্যশক্তির বাধা ; এই বাধাগুলি জয় করেই ইন্দ্র হন গোজিৎ অশ্বজিৎ এবং স্বর্জিৎ (তু. ১।২১।১)। অথর্ববেদ 'পাশে'র কথা আর-একটু বিস্তার করে বলছেন, তারা 'সপ্ত সপ্ত ত্রেধা তিষ্ঠন্তি বিষিতা রুশন্তঃ'—সাত সাতটি পাশ, তিনভাগে ছড়িয়ে আছে ঝলমল হয়ে (৪।১৬।৬)। ঋগ্বেদে আছে নদীর কথা, 'প্র সপ্ত-সপ্ত ত্রেধা হি চক্রমুঃ' ; তারা নিশ্চয়ই তিনটি লোকে সপ্তসিন্ধুর মুক্তধারা। এরা অবরুদ্ধ হলেই পাই একুশটি পাশ।

অনৃতসেবীর কাছে এই পাশগুলি ঝলমলে, যদিও তারা অদিব্যশক্তির পাশ ; উপনিষদেও অসুর 'বিরোচন'। আঁধারের শক্তি আনে আলোর বঞ্চনা—এই তো মায়া।...বরুণের আরেকটি বৈশিষ্ট্য, তিনি নাবিক। তাঁর সঙ্গে যজমানের নৌকাবিহারের কথা একাধিকবার পাওয়া যায় (আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎসমুদ্রমীরয়াব মধ্যম্ ৭।৮৮।৩; বসিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যাধাৎ ৭।৮৮।৪ ; তু. সুতর্মাণমধি নাবংরুহেম্ ৮।৪২।৩)। এই নৌকার প্রসঙ্গ বরুণের সঙ্গে সমুদ্রের যোগের ইঙ্গিত করছে। বরুণের সঙ্গে মধ্য সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার কথা ঋগ্বেদেই পাচ্ছি (৭।৮৮।৩) ; এই মধ্যসমুদ্র অন্তরিক্ষের প্রাণ সমুদ্র। বরুণ তার অধিপতি, একথা অথর্ববেদে আছে (বরুণোপামধিপতিঃ ৫।২৪।৪ ; অপো নিষিঞ্চন্ ৪।১৫।১২)। বরুণ মূলত আকাশের দেবতা হলে এই সমুদ্র বস্তুত চিদাকাশ (তু. 'স সমুদ্রো অপীচ্যস্তুরো দ্যামিব রোহতি—তিনি গোপন সমুদ্র, সব ছাপিয়ে আরোহণ করছেন দ্যুলোকে সূর্যের মত ৮।৪১।৮)। এক জায়গায় আছে, 'সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ, অনুক্ষরন্তি কাকুদম্'—হে বরুণ তুমি সুদেব, তোমার কাকুৎ ('তালু' নি. ৫।২৭) হতে ঝড়ে পড়ছে সপ্ত সিন্ধুর ধারা (৮।৬৯।১২)। এখানে তালু যদি ব্রহ্মতালু হয়, তাহলে এই ছবিতে আমরা গঙ্গামৌলি মহাদেবের আভাস পাচ্ছি (তালু টাকরাই হ'ক বা চাঁদিই হ'ক তা থেকে সিন্ধুর ক্ষরণ একটা যৌগিক ব্যাপার; দ্র. ১।৮।৭, ৬।৪১।২)। Geldner বলেন, বরুণের কাকুৎ সমুদ্র; যে-সমুদ্র হতে সপ্ত-সিন্ধুর ধারা ক্ষরিত হচ্ছে, তা নিশ্চয়ই মহাকাশ (তু. 'প্র সু ব আপো মহিমানমুত্তমং কারুর্বোচাতি সদনে বিবস্বতঃ' ১০।৭৫।১ ; বিবস্বতের সদন হল পরমব্যোম, সিন্ধুর ধারা নেমে আসছে সেইখান থেকে)। পুরাণে বরুণ রীতিমত সমুদ্রের দেবতা হয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং সে-সমুদ্র পার্থিব

সমুদ্র।...অথর্ববেদে বরুণ জলের অধিপতি; সুতরাং বর্ষাঋতুর সঙ্গে তাঁর যোগ থাকা স্বাভাবিক। এই যোগের প্রথম ইঙ্গিত পাই ঋগ্বেদে, বর্ষার জলে দ্যাবাপৃথিবীকে তিনি সিক্ত করছেন (৫।৮৫।৩-৪ ; ৫।৬৩)। নিঘন্টুতেও দেখি, বরুণ যেমন দ্যুস্থান দেবতা, তেমনি আবার অন্তরিক্ষস্থানও। বায়ু-বরুণ-রুদ্র-ইন্দ্র-পর্জন্য নিঘন্টুর এই দেবতা-পরম্পরার মাঝে বর্ষার পুরা ছবিটি পাওয়া যায়। বর্ষার প্রথমে এলোমেলো হাওয়া বইতে থাকে, তারপর আকাশ মেঘে ঢেকে যায়, তারপর গুরু-গুরু দেয়ার ডাক, তারপর বজ্র আর বিদ্যুৎ, অবশেষে অঝোরে বর্ষণ। গ্রীষ্মের শুষ্কতা পরাভূত করে জল ঝরছে, আর অন্ধকার পরাভূত করে আলো ফুটছে—এই দুটি প্রাকৃতিক ঘটনা বেদে অধ্যাত্মসাধনার দুটি প্রসিদ্ধ-প্রতিরূপ। একটি অন্তরিক্ষের ব্যাপার, আরেকটি দ্যুলোকের। নিঘন্টুতে দুয়েরই ছবি ধরা আছে। বরুণকে আমরা দু'জায়গাতেই পাই। বর্ষার বরুণ জলভরা মেঘ হয়ে চিত্তের আকাশে থমথম করছেন। এই মেঘ যখন বৃষ্টি হয়ে ঝরে না, তখন সে 'বৃত্র' (যে ঢেকে থাকে), 'নমুচি' (যে ছাড়ে না) ; যখন ঝরে, তখন সে 'বরুণ'। সেই বরুণ নমুচির সঞ্চিত বিত্তকে ছিনিয়ে নেন ('আদত্ত নমুচের্বসু' বা. ২০।৭১ ; তু. বরুণো নিরপঃ সৃজৎ ১০।১২৪।৭ ; মিত্রা বরুণ-সূক্ত ৫।৬৩ : তাঁদের বৃষ্টি 'মধুমৎ' 'অমৃতত্বং রাধঃ' বা অমৃত সিদ্ধি ইত্যাদি ; ...)। বর্ষার সঙ্গে বরুণের যোগ যজ্ঞবিধি হতেও পাওয়া যায়। সংবৎসরে তিনটি চাতুর্মাস্য যাগের বিধি ছিল, —বসন্তের প্রারম্ভে বৈশ্বদেব, বর্ষার প্রারম্ভে বরুণপ্রঘাস এবং হেমন্তের প্রারম্ভে সাকমেধ। সূর্যের দক্ষিণায়নপ্রবৃত্তিতে বর্ষার আরম্ভ। সূর্য তখন উত্তরায়ণের পরমবিন্দুতে, বছরের সবচেয়ে বড়দিনে। বরুণ সেই পরমজ্যোতির দেবতা। বরুণপ্রঘাসে চারটি বিশেষ আহুতির ব্যবস্থা

ছিল, —ইন্দ্রাগ্নি, বরুণ ও মরুদ্‌গণের উদ্দেশে তিনটি, সর্বশেষে 'ক'-এর উদ্দেশে এক কপাল (একটি খাপরায় সেঁকা) পুরোডাশের একটি আহুতি। 'ক' হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি বা ব্রহ্ম। তিনিই বরুণ। এক কপাল পুরোডাশ অদ্বৈতবোধের জ্ঞাপক। বরুণপ্রঘাসে দিনের আলো সবচাইতে বেশী, দ্যুলোক হতে অমৃতধারা ঝড়ে পড়ছে, দেবতা হিরণ্যগর্ভ, এক কপাল পুরোডাশে তাঁর যাগ—সব মিলে পাই অন্তর্যাজীর অদ্বয় ব্রহ্মভাবনার ইঙ্গিত। শ্রৌতসূত্রে, ব্রাহ্মণগ্রন্থে এবং যজুর্বেদে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় 'বরুণ প্রঘাস' যাগের বিধান মেলে। এই তিথিটি এখনও আমাদের গুরুপূর্ণিমা বা ব্যাসপূর্ণিমা, বুদ্ধের ধর্মচক্রপ্রবর্তনের দিন।...তারপর দেবতাদ্বন্দ্বের কথা। মিত্রের সঙ্গে বরুণের যোগ সুপ্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদে দুটি দেবতাকে প্রায়ই একসঙ্গে পাওয়া যায় (দুজনের উদ্দেশে পুরা সূক্ত ১।১৩৭, ১।১৫১, ১।১৫২, ১।১৫৩, ৫।৬২—৭২, ৬।৬৭, ৭।৬১, ৭।৬৪, ৭।৬৫, ৭।৬৬, ৮।২৫, ১০।১৩২ ; তা ছাড়া বিক্ষিপ্ত ঋক অনেক আছে; শুধু মিত্রের উদ্দেশে ৩।৫৯)। দুজনের সাযুজ্যের তাৎপর্য কি তা পূর্বেই বলেছি। আবার মিত্র-বরুণের নিত্য সহচরিত দেবতা হলেন অর্যমা ; সংহিতার বরুণ-মিত্র-অর্যমা বেদান্তের সৎ-চিৎ-আনন্দ (দ্র. 'অর্যমা' এই মন্ত্রেই)। ... বরুণ যদি আদিত্য বা অদ্বয়চেতনার পরম প্রকাশ হন (বরুণ-মিত্র-অর্যমাতে যাঁর ত্রিধামূর্তি, যেমন একই প্রাণের পঞ্চাত্মকতা), তাহলে তাঁর কাছে পৌঁছতে হলে ভূস্থান অগ্নি এবং অন্তরিক্ষস্থান ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যোগ ঘটানো আবশ্যক। অভীপ্সার শিখা বজ্রের তেজে বৃত্রের বাধা ভেঙে আরূঢ় হবে মহাশূন্যে, এই হল অধ্যাত্মসিদ্ধির পরিচয়। একটি মন্ত্রে এই ভাবটি সুস্পষ্ট হয়েছে : 'ইহেন্দ্রাণীমুপ হ্বয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে, অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে' —অগ্নি, ইন্দ্র এবং বরুণের শক্তিকে এখানে আবাহন করা হচ্ছে (১।২২।১২, তু.

৫।৫।১১, সেখানে মরুদ্‌গণেরও উল্লেখ আছে)।... ঋগ্বেদের মাত্র একটি জায়গায় বিশেষ করে অগ্নি-বরুণের উল্লেখ পাওয়া যায়—চতুর্থ মণ্ডলের গোড়াতেই, বামদেবের অগ্নিসূক্তে, তু. 'অগ্নেরনীকং বরুণস্য মংসি' ৭।৮৮।২; 'আয়োর্হ স্কম্ভ উপমস্য নীলে' (অগ্নিঃ) ১০।৫।৬ = (বরুণঃ) অর্থব ৫।১।৬)। পাঁচটি মন্ত্রে অগ্নিকে বলা হচ্ছে বরুণকে আবাহন করে আনতে, তার পরেই শুরু হয়েছে যথারীতি অগ্নিস্তুতি। সূক্তের এই ভূমিকাটুকু তাই কেমন খাপছাড়া ঠেকে, কেননা আর্য মণ্ডলের আর-কোথাও এমনটি দেখা যায় না। সমাধান এই হতে পারে, বরুণই বামদেবের ইষ্টদেবতা। বরুণ মহাশূন্য স্বরূপ, তন্ত্রে শিবও তাই, পরবর্তী যুগে শিবের এক নাম বামদেব, এই যোগাযোগগুলি ব্যঞ্জনাবহ। বামদেব সম্বন্ধে যেসব প্রসঙ্গ আছে, তাতে ঋষিদের মাঝে তাঁর একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যই সূচিত হয়। চতুর্থ মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তটি বামদেবের অযৌন জন্মকাহিনী (ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন, ইন্দ্রের জন্মকাহিনী ; দ্র. Geldner সূক্তভূমিকা)। মাতৃগর্ভে থাকতেই তাঁর দেববিজ্ঞান আরম্ভ হয়েছিল (৪।২৭।১), নিজের ভাবী জীবন সম্পর্কেও চিত্তে একটা আভাস ফুটেছিল ('অপরে যা করেনি, এমন অনেক-কিছু আমায় করতে হবে, কারও সঙ্গে লড়তে হবে, বিতর্কে নামতে হবে কারও সঙ্গে' ৪।১৮।২)। 'আমিই মনু, আমিই সূর্য (লক্ষণীয়, মনু মানুষ, সূর্য দেবতা), বামদেবের এই আত্মঘোষণা (৪।২৬।১-৩) বিশ্বামিত্রের (৩।২৬।৭) এবং বাগ্‌দেবীর (১০।১২৫) আত্মঘোষণার সঙ্গে তুলনীয়। ঋগ্বেদের এই ব্রহ্মঘোষগুলি উপনিষদের জীবব্রহ্মৈক্যবাদের ভিত্তি। দেবতার সঙ্গে সাধকের সাযুজ্যসিদ্ধি দেববাদের চরম পরিণাম। বামদেবই কি আর্যসমাজে এর প্রবর্তক? তিনিই কি আদি ব্রহ্মবাদী? বামদেব গোতমবংশীয়। গোতম

আন্বীক্ষিকী, বা ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্তক। ত্রয়ীর পাশেই আন্বীক্ষিকী, মীমাংসার পাশেই তর্ক। একটির অবলম্বন বোধি, আরেকটির বুদ্ধি। তার্কিক গোতম বৈদান্তিক ব্যাসের গুরু ; অর্থাৎ দেবোপাসনা ব্রহ্মবিচারে পর্যবসিত হয়েছে তর্কের প্রভাবে? বুদ্ধও গৌতম। প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা ছিলেন শৈবসন্ন্যাসী। এইসব হতে হনে হয় না কি, গৌতমেরা প্রচলিত দেববাদের পাশাপাশি আরেকটি ধারার প্রবর্তক অর্থাৎ তাঁরা আত্মবাদী দার্শনিক! (কঠোপনিষদের নচিকেতাও গৌতম ; তাঁর গুরু মৃত্যু, তাঁর তৃতীয় প্রশ্ন দেববাদকে ছাপিয়ে গেছে)। বামদেব এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন বলে কি তাঁকে বৃত্তিহীন হতে হয়েছিল ('অবর্ত্যা শুন আন্ত্রানি পেচে'), এমন কি স্ত্রীর অপমান দেখতে হয়েছিল (অপশ্যং জায়ামমহীয়মানাম্' ৪।১৮।১৩)? বৃত্তিহীন বামদেবের দারিদ্র্য আর তাঁর পত্নীর লাঞ্ছনা স্মরণ করিয়ে দেয় ভিখারী শিবের আর সতীর অপমানের কথা। এই হল বামদেবের একদিক। আরেকদিকে বামদেবকে পাই বামদেব্য-সামের রচয়িতারূপে— যা বিয়ের সময়ে গাওয়া হত ; উপনিষদে পাই বামদেব্য-ব্রতের কথা—যার বিধান হল 'স্বেচ্ছায় আগত কোনও নারীকেই পরিহার করবে না' (ছান্দোগ্য)। এইগুলিতে পাই শিব-শক্তিযোগের ইঙ্গিত, যার বিস্তার দেখি তন্ত্রে। বৃত্তিহীনতা এবং শক্তিযোগ দুইই শিবের আর বামদেবের বৈশিষ্ট্য। বামদেবই কি আদি শৈব? তাঁর উপাস্য শূন্যের দেবতা বরুণই কি পরে শিবে রূপান্তরিত হলেন? অগ্নি আর বরুণের প্রতিরূপই কি পৌরাণিক কুমার আর শিব? বামদেব কিন্তু এখানে বরুণকে বলছেন অগ্নির ভাই এবং সখা (৪।১।২, ৩)। অবশ্য দেবতাদের অন্যোন্য-সম্পর্ককে সাধারণভাবে না নিয়ে নিতে হবে ভাবের দিক দিয়ে।...তারপর বরুণের সঙ্গে ইন্দ্রের যোগ। ঋগ্বেদে এইটিই প্রাধান্য পেয়েছে মিত্র-বরুণের পরেই

(১।১৭, ৩।৬২।১-৩, ৪।৪১, ৪।৪২ [ইউরোপীয় মতে, ভারতীয় মতে প্রধানত ত্রসদস্যুর আত্মস্তুতি], ৬।৬৮, ৭।৮২-৮৫, ৮।৫৯)। এই দেবতাদ্বন্দ্বের পরিচিতিতে বলা হচ্ছে : তাঁরা দুজনেই সম্রাট (১।১৭।১), দুজনেই 'চর্ষণিধৃৎ' (১।১৭।২), দুজনেই বজ্রধারী (৪।৪১।৪), বৃত্রঘাতী (৬।৬৮।২), দুজনেই বর্ষণ করেন সৌম্যধারা (৬।৬৮।১১), দুজনেই বন্ধনহীন বন্ধন দিয়ে আমাদের বাঁধেন (যৌ সেতৃভিররজ্জুভিঃ সিনীথঃ। ৭।৮৪।২; এ বাঁধন ভালবাসার বাঁধন, কেননা বরুণ 'বেনন্' বা বঁধু ১।২৫।৬), দুজনেরই জাগান পৌরুষ, দেখান সূর্যের আলো (৪।৪১।৬ ; তু. ৭।৮২।৩)। তবু দু'জনের মাঝে সূক্ষ্ম একটা ভেদ আছে। দু'জনেই মহান্, দু'জনেই মহাজ্যোতি ; কিন্তু একজন সম্রাট্, আরেকজন স্বরাট্ (৭।৮২।২; তু. ইন্দ্রের স্বরাজ্য ১।৮০, তাতে আছে বৃত্রাভিভাবী পৌরুষের পরিচয়)। ইন্দ্র বৃত্রকে বজ্র হানেন শৌর্যভরে, বরুণ ভাবকম্প্র হয়ে প্রসক্ত থাকেন সাধনবীর্যে (৬।৬৮।৩)। একজন অমিত্রঘাতী, আরেকজন এতটুকু দিয়ে ঠেকিয়ে রাখেন অতখানিকে (৭।৮২।৬)। একজন সংগ্রামে বৃত্রবধ করেন, আরেকজন বিশ্ববিধানকে অবিচ্যুত রাখেন সর্বদা (৭।৮৩।৯)। একজন অপ্রতিম শত্রুদের নিধন করেন, আরেকজন তাঁর স্বয়ংবৃত সাধকদের ধরে থাকেন (৭।৮৫।৩)। অর্থাৎ একজন যুযুৎসু প্রাণের সংবেগ, আরেকজন মহাবৈপুল্যের প্রশান্তি ; একজন বজ্রের তেজ, আরেকজন আকাশের শূন্যতা। কিন্তু দু'জনেই আমাদের দেন অদিতির অমৃতজ্যোতির অধিকার (৭।৮২, ৮৩।১০)। বস্তুত ইন্দ্র 'অর্ধদেব' (৪।৩২।৮, ৯); ইন্দ্র আর বরুণ দুজনে মিলে একটি দিব্য মহিমা, তাই দিব্য ভাবনায় তাঁরাই শ্রেষ্ঠ সাধন (৭।৮৪।২)। ইন্দ্র যদি অর্ধদেব হন, তাহলে ইন্দ্র আর বরুণের মাঝে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বিরোধ-কল্পনা অমূলক হয়ে

পড়ে। বাস্তবিকপক্ষে, বৈদিক দেবমণ্ডলী হতে বরুণ কোনদিনই সরে যাননি, চিরকাল ছিলেন রহস্যজ্যোতির আড়ালে। ঋগ্বেদেও দেখি, ঋষি তাঁকে সম্বোধন করছেন 'যক্ষিন্' বা রহস্যময় বলে (৭।৮৮।৬ ; স্মরণীয়, কেনোপনিষদের ব্রহ্ম 'যক্ষ'। 'যক্ষ' সম্পর্কে দ্র. Geldner ৪।৩।১৩ : Heimlichkeit oder Blendwerk)। তাঁকে উদ্দেশ করে যে চাতুর্মাস্যযাগ, তার স্মৃতি আজ পর্যন্ত আমাদের মাঝে অক্ষুণ্ণ রয়েছে।...ইন্দ্র-বরুণের সঙ্গে মরুদ্গণের সঙ্গতির উল্লেখ পাই ৩।৬২।২, (তু. ৫।৫।১১, ৭।৮২।৫ ; বরুণ প্রঘাসে ইন্দ্র ও বরুণের সঙ্গে মরুদ্গণও আহুতির দেবতা। সব মিলিয়ে পাই অগ্নি-মরুদ্গণ-ইন্দ্র-বরুণ এই একটি পরম্পরা, যার আনুরূপ্য দেখি কেনোপনিষদের হৈমবতী উপাখ্যানে। রহস্যময়ী অদিতির সঙ্গে তাঁর যোগের কথা আগেই বলেছি, দু'জনেই বন্ধন মোচনের দেবতা। অদিতি 'অঘ্ন্যা', অমৃতারূপিণী ; তাঁর একুশটি নামের কথা বরুণই এসে বলে যান সমাধিমান পুরুষকে ; কিন্তু সে গোপন রহস্য তো কাউকে বলতে নাই (৭।৮৭।৪)।...এই পরমদেবতার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ ঋগ্বেদে ফুটে উঠেছে একটি বেদনাবিধুর আকূতির ভিতর দিয়ে। বরুণ যে বিশেষ করে পাশমোচনের দেবতা, এ-কথা আগেই বলেছি। শুনঃশেপের বন্ধন ও মোচনকাহিনী আছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।১৬)। ঋগ্বেদের দুটি সূক্তে পাওয়া আভাস হতে তার কল্পনা (১।২৪, ২৫)। প্রথম সূক্তের গোড়াতেই প্রকাশ পেয়েছে 'মহী অদিতির' জন্য, অবন্ধন বৈপুল্যের জন্য আকূতি, যাতে 'দেখতে পাই পিতাকে এবং মাতাকে' ('পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ' ১।২৪।১,২ ; মাতা অদিতি, পিতা দ্যৌঃ বা বরুণ)। দেখার উপায় করে দেবেন অগ্নি এবং সবিতা, প্রথম পাঁচটি মন্ত্রে তাঁদের মনন। তারপর দুটি সূক্তের একত্রিশটি মন্ত্রে বরুণের স্তুতি—যেমন ভাবে গম্ভীর, তেমনি

হৃদয়ের আকূতিতে টলমল। শেষের দিকে দেবতাকে প্রত্যক্ষ দেখার কথা আছে ('পিতরং চ দৃশেয়ং' এই ছিল প্রার্থনা ; শেষে পাই 'দর্শং নু বিশ্বদর্শতম্' [১।২৫।১৮] ; সুতরাং বিশ্বদর্শী বরুণই যে পিতা, তাতে আর সন্দেহ থাকে না। পিতামাতাকে দেখা মানে সূর্যকে দেখা অতএব অনেকদিন বাঁচা, Geldner -এর এই ব্যাখ্যা অসমর্থনীয়। পিতাকে দেখার পরেই বন্ধন খসে গেল, পেলাম অবন্ধনা অদিতিকে বা মাতাকে —এই ভাব দিয়ে স্তুতির সমাপ্তি; সুতরাং 'কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ' এই প্রথম আকূতিরও তর্পণ হল। সূক্ত দুটির উপক্রম এবং উপসংহারে সুন্দর সঙ্গতি আছে। বরুণ এবং অদিতির একসঙ্গে উল্লেখ প্রথম সূক্তের শেষেও আছে। সুতরাং শুনঃশেপের আকূতি যে এই দেবমিথুনের জন্যই তাতে আর সন্দেহ থাকে না)।...এই আকূতি মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে: 'কদা ন্বন্তর্বরুণে ভুবানি'—কখন আমি বরুণের মাঝে গিয়ে থাকব (৭।৮৬।২)। শুনঃশেপের সূক্তদুটির মতই বসিষ্ঠের চারটি বরুণসূক্ত (৭।৮৬-৮৯) অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, বিশেষত শেষের সূক্তটি প্রার্থনা হিসাবে সমস্ত ঋগ্বেদের মধ্যে অতুলন। ঋষি বলছেন, 'হে বরুণ, হে রাজা, আমি যেন মাটির ঘরে না যাই! প্রসন্ন হও, হে কল্যাণবীর্য, প্রসাদ দাও! আমি যে ছুটছি ছটফটিয়ে ফাঁপানো মশকের মত, হে বজ্রধর! প্রসন্ন হও...। ওগো, আমার সঙ্কল্প যে দুর্বল, তাই কেবলই চলি উলটাপথে, হে নির্মল! প্রসন্ন হও...। জলের মাঝে রয়েছে তোমার কবি, তবু তাকে তৃষ্ণায় পেল। প্রসন্ন হও, হে কল্যাণবীর্য, প্রসাদ দাও! বাস্তবিক, আমরা সামান্য মানুষ হয়েও দেবদ্রোহী হই, বুঝতে না পেরে তাঁর ধর্মকে লঙ্ঘন করি দিনের পর দিন। দেবতার প্রসাদ ছাড়া আমাদের এ-পাপের মার্জনা কোথায়? তাইতো মনে ভয়, দেবতা যদি আমার আহুতি না নেন, হেলায় মুখ ফিরিয়ে চলে

যান! জানি না, বুঝি না কত অন্যায়ই যে করি, তাই তাঁকে শুধ'ই এই যে তোমার কাছে এসেছি, বলে দাও কোথায় আমার অপরাধ? তিনি প্রভু, আমি দাস হয়ে নিজেকে লুটিয়ে দিলাম তাঁর কাছে, আমি যা জানি না, তিনি তা জানিয়ে দেবেন।...কিন্তু এত যে আর্তি, এত যে অনাদরের ভয়, তবুও জানি, অনাদিকাল হতে তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সখ্যের, সেই কোন্ যুগ হতে আমরা দুজন জড়িয়ে ছিলাম, আমাদের মাঝে কোনও আবরণ ছিল না। তাই আমিও অবগাহন করতে পারি তাঁর মহাবৈপুল্যে, এই মাটির ঘর ছেড়ে ঠাঁই নিতে পারি তাঁর হাজারদুয়ারী ঘরে!' বরুণের সঙ্গে এই সখ্যের কথা অথর্ববেদেও আছে: 'একই বাঁধনে আমরা বাঁধা, হে বরুণ, একই আমাদের জন্মস্থান,—আমাদের এই সমজন্মের কথা আমি ভাল করেই জানি ; আজও তোমাকে যা দিইনি, এই যে তা দিলাম, আমি যে নিত্যযুক্ত তোমার সঙ্গে, সাত পা চলে হয়েছি তোমার সখা (৫।১১।১০) ; তুমি যে আমাদের পরম বন্ধু (৫।১১।১১)' ; 'তিনি যে আপনদের মাঝে সবচাইতে আপন (৫।২।৭)'। দেবতার সখ্য বা সাযুজ্যই উত্তরকালে পর্যবসিত হয়েছে জীবব্রহ্মৈক্যভাবনায়। বরুণের সঙ্গে সাধকের সাযুজ্য বেদান্তের সাযুজ্যমুক্তিরই নামান্তর। সাযুজ্যের উলটাপিঠেই নির্বাণ—সেখানে কেউ থাকে না,—এত যে আপন বরুণ, তিনিও না। এই শূন্যতার আতঙ্ক বা মোক্ষভীতির আভাস একটি মন্ত্রে আছে বলে মনে হয় (ধ্রুয়া ২।২৭, ২।২৮, ২।২৯: দেবতা সেখানে বরুণ ; অভাববাচী 'শূন' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়, যা থেকে পরে এসেছে 'শূন্য')। এই প্রসঙ্গে দ্র. 'প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্যেভির্যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেযুঃ, উভা রাজানা স্বধয়া মদন্তা যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবম' (১০।১৪।৭)। মৃত্যুর পরে প্রেত পরম ব্যোমে (দ্র. পরের ঋক্ ; সেখানে 'অস্তে'র কথাও আছে ; 'অস্ত' ঘর ;

মিত্র যেমন উদীয়মান সূর্য, বরুণ তেমনি অস্তগামী সূর্য ; মরা আর অস্তে ঢলে পড়া একই কথা) দুটি রাজাকে দেখতে পাবে স্বপ্রতিষ্ঠ আনন্দে উচ্ছল—একজন যম, আর একজন বরুণ। অতএব বরুণও মৃত্যুপতি। মৃত্যু, শূন্যতা, নির্বাণ সবই একই পর্যায়ের।] বরুণের। এই চরণটি = ১।২৪।১০ ।

যুযোত— [তু. যুযোত বিষ্বগ্রপস্তনূনাম্ ৭।৩৪।১৩ ; অস্মদ্ যুযোত দিদ্যুম্ ৭।৫৬।৯ ; যুযোত শরুমস্মদাঁ আদিত্যাস্ঃ ৮।১৮।১১ ; আদিত্যাসো যুযোতনা নো অংহসঃ ৮।১৮।১০ ; দ্বিষো যুযোতু যূযুবিঃ (দেবঃ নেতা) ৫।৫০।৩ ; আরাচ্চিদ্ দ্বেষঃ সনুতর্যুযোতু ৬।৪৭।১৩ ; মা নঃ সূর্যস্য সংদৃশো যুযোথাঃ ২।৩৩।১...। < √ যু (বিযুক্ত করা) + লোট্ ত।] বাঁচাও।

অনপত্যানি—[= অনপত্যত্বানি। 'অপত্যং কস্মাৎ? অপততং ভবতি, নানেন পততীতি বা' (নি. ৩।১)। তু. 'নপাৎ'। মৌলিক অর্থ 'অবিচ্ছিন্নতা' (তু. 'প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ' তৈ. উ. ১।১১।১)] অপত্যহীনতা। 'গন্তোঃ'-র কর্ম। আমরা যেন অপত্যহীন না হই। ঘরে যে গৃহপতি অগ্নিকে প্রতিষ্ঠিত করেছি, তাঁকে যেন নিবিয়ে না দিতে হয়। এই প্রার্থনাই পরে নিরগ্নি এবং অক্রিয়দের দ্বারা উপনিষদে পুত্রৈষণা বলে নিন্দিত হয়েছে। তাঁরা করেছেন ভিক্ষুজীবনের প্রশস্তি (বৃহদারণ্যক)। অপত্যের রহস্যার্থ হল 'সন্ততি, অবিচ্ছেদ অনুবৃত্তি।' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, বিদ্যা-সম্প্রদায়, বিদ্যাজন্ম বা বিদ্যাবংশ (দ্র. বংশ ব্রাহ্মণম্ সায়ণভাষ্য ১ ; বৃহ. উপ. ৪।৬, ৬।৫ শাঙ্কর ভাষ্য ; কৌষীতকী উপ. ২।১৫)। অপত্যের আরেক সংজ্ঞা 'প্রজা'। প্রজাসন্ততি পর্যবসিত হবে 'বিজা'র উৎপত্তিতে (দ্র. ৩।১।১৩ 'বিজাবা')। বংশানুক্রমে বিদ্যার স্বরূপ আধারে আরও প্রজ্বল হবে, এই হল প্রজাবিসৃষ্টির তাৎপর্য।

গন্তোঃ— [তু. মা নো মধ্যা রীরিষতায়ুর্গন্তোঃ ১।৮৯।৯ (ষষ্ঠ্যর্থে)। < √

গম্ + তোঃ ; 'অনপত্যানি' কর্ম] যাওয়া হতে। 'অনপত্যানি গন্তোঃ' — অপত্যহীন হওয়া হতে।

প্রজাবান্— [তু. অস্মে অস্তু ভগ ইন্দ্র প্রজাবান্ ৩।৩০।১৮ ; বৃষভো বিশ্বরূপ...পুরুধ প্রজাবান্ ৩।৫৬।৩ ; গোমাঁ অগ্নেহবিমাঁ অশ্বী যজ্ঞো নৃ...ইলাবাঁ এযো...প্রজাবান্ (যজ্ঞও প্রজাবান্ এবং পশুমান্) ৪।২।৫, রয়িং প্রজাবন্তম্ ৪।৫১।১০, ৪।৫৩।৭ ; যজ্ঞং প্রজাবন্তং স্বপত্যং ক্ষয়ং নঃ ৭।১।১২; বিশ্বাহা ত্বা... প্রজাবন্তো... জ্যোগ্‌জীবাঃ প্রতি পশ্যেম সূর্য ১০।৩৭।৭ ; বয়ং সোম ব্রতে তব মন স্তনূষু বিভ্রতঃ, প্রজাবন্তঃ সচেমহি (অমৃতের সাধনা অবিচ্ছেদ হ'ক আমাদের) ১০।৫৭।৬ ; অস্মে আয়ুর্নি দিদীহি প্রজাবৎ ১।১১৩।১৭ = (১।১৩২।৫); প্রজাবৎ রত্নম্ ৩।৮।৬ ; প্রজাবৎ সৌভগম্ ৫।৮২।৪ ; ব্রহ্ম প্রজাবদ্ আ ভর জাতবেদঃ (এখানে সাধারণ সন্তান অর্থ খাটেই না ; দ্র. Geldner) ৬।১৬।৩৬, ৯।৮৬।৪১ ; প্রজাবদ্ রেতঃ ৭।৬৭।৬, ৯।৬০।৪ ; গোজিদশ্বজিদ্বিশ্বজিৎ সোম রণ্যজিৎ, প্রজাবদ্রত্নমা ভর (তু. ৪।২।৫) ৯।৫৯।১ ; স (সোমঃ) ভন্দনা উদিয়র্তি প্রজাবতীঃ ৯।৮৬।৪১ ; প্রজাবতো রাজান্ ১।৯২।৭; ৩।১৬।৬ ; রায়ঃ ...প্রজাবতঃ স্বপত্যস্য ২।২।১২ (৩।১৬।৩) ৮।২৩।২৭ ; প্রজাবতা বচসা ১।৭৬।৪ ; প্রজাবতা রাধসা ১।৯৪।১৫ ; প্রজাবতী...ইলা ধেনুমতী ৮।৩১।৪ ; গাবঃ ... প্রজাবতীঃ পুরুরূপাঃ ৬।২৮।১, ৭ (১০।১৬৯।৩) ; প্রজাবতীরিষঃ ৬।৫২।১৬, ৯।২৩।৩; সহস্রধারে... তৃতীয়ে রজসি প্রজাবতীঃ, চতস্রো নাভঃ ৯।৭৪।৬ ; মা শূনে অগ্নে নি যদাম নৃণাং মাশেযসোহবীরতা পরি ত্বা, প্রজাবতীষু দুর্যাসু দুর্য (এখানে অসৎ এবং সতের প্রতিতুলনা) ৭।১।১১ । প্রজা 'অপত্য' নিঘ. (২।২)। অপত্য যেমন 'অবিচ্ছেদ' বোঝায়, প্রজা তেমনি বোঝায় 'বিসৃষ্টি'।

এই অর্থে স্মরণীয়, উপনিষদের 'অহং বহু স্তাং প্রজায়েয়'। উদ্ধরণগুলিতে দেখা যাচ্ছে, কোনও কোনও জায়গায় শব্দটি স্পষ্টতই রহস্যার্থে প্রযুক্ত হয়েছে, সেখানে অন্য অর্থ সম্ভবই নয়; অন্যান্য জায়গায় শব্দটি দ্ব্যর্থক, শুধু লৌকিক অর্থে প্রয়োগ দু' একজায়গায় মাত্র। হিরণ্যগর্ভ 'প্রজাপতি'] প্রজাযুক্ত ; সম্ভূতিমান্।

পশুমান্— [তু. সহস্রদাতু পশুমদ্ধিরণ্যবৎ ৯।৭২।৯ ; প্রজায়ৈ পশুমত্যৈ দেবাসো বনতে মর্ত্যো বঃ ৫।৪১।১৭ ; পশু রহস্যার্থে 'প্রাণ' ; দ্র. আপ্রীসূক্ত ৩।৪] পশুযুক্ত ; প্রাণবান্।

গাতুঃ— [তু. অদর্শি গাতুরুরবে বরীয়সী (আলোর পথ) ১।১৩৬।২ ; ৩।৪।৪ ; ইন্দ্রায় গাতুরুশতীব যেমে ৫।৩২।১০ ; উবিব গাতু (সোমঃ) ৯।৯৬।১৫ ; অর্যঃ (অগ্নিঃ) বিশাং গাতুরেতি ১০।২০।৪; ১০।২০।৬ ; প্র দেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেতু (দেবতার উদ্দেশে যাত্রা) ১০।৩০।১ ; পিতরো নঃ...চক্রুর্দিবো বৃহতো গাতুম স্মে ১।৭১।২; কৃণ্বানাসো অমৃতত্বায় গাতুম্ ১।৭২।৯, ৩।৩১।৯ ; যাভিঃ (ঊতিভিঃ অশ্বিনৌ) পুরা মনবে গাতুমীষথুঃ ১।১১২।১৬ ; (মিত্রাবরুণৌ) অধ ক্রতুং বিদতং গাতুমর্চতে ১।১৫১।২ ; এষ স্তোম ইন্দ্র... এতেন গাতুং হরিবো বিদো নঃ ১।১৭৩।১৩ ; যজ্ঞেন গাতুমপ্তুরো বিবিদ্রিরে...উশিজো মনীষিণঃ ২।২১।৫ ; ৩।১।২; ইন্দ্রো নৃভিরজনদ্ দীদ্যানঃ সাকং সূর্যমুষসং গাতুমগ্নিম্ ৩।৩১।১৫; য (অগ্নিঃ) ঈবতে ব্রহ্মণে গাতুমৈরৎ ৪।৪।৬ ; গাতুং কৃণবন্নুষসো জনায় ৪।৫১।১ ; মনবে গাতুমিচ্ছন্ ৫।৩০।৭ ; মিত্রো অংহোশ্চিদাদুরু ক্ষয়ায় গাতুং বনতে ৫।৫১।১ ; মনবে গাতুমিচ্ছন্ ৫।৩০।৭ ; মিত্রো অংহোশ্চিদাদুরু ক্ষয়ায় গাতুং বনতে ৫।৬৫।৪; যজ্ঞেন গাতুমব ইচ্ছমানঃ ৬।৬।১ ; বৈশ্বানর ব্রহ্মণে বিন্দ গাতুম্ ৭।১৩।৩ ; উরুং নো গাতুং কৃণু সোম মীঢ়ঃ ৯।৮৫।৪ ; বিদদ্ গাতুং ব্রহ্মণে পূয়মানঃ (সোমঃ) ৯।৯৬।১০ ; প্রষ্থিং ন বি ষ্য

গ্রথিতং পুনান ঋজুং চ গাতুং বৃজিনং চ সোম (নাড়ীর পথে গ্রন্থি ভেদ) ৯।৯৭।১৮ ; যমো নো গাতুং প্রথমং বিবেদ ১০।১৪।২; অহং... যুধা বিদং মনবে গাতু মিষ্টয়ে ১০।৪৯।৯ ; ক্ষয়ায় গাতুং বিদন্নো অস্মে (ইন্দ্রঃ) ১০।৯৯।৮ ; সপ্তাপো দেবীঃ... যাভিঃ সিন্ধুমতর ইন্দ্র পূর্ভিৎ, নবতিং স্রোত্যা নব চ স্রবন্তীর্দেবেভ্যো গাতুং মনুষে চ বিন্দঃ (প্রাণসিন্ধুর নিরানব্বুইটি ধারা পার হয়ে গেলেন পুরন্দর সাতটি দিব্য ধারার সহায়ে, তাইতে দেবতা আর মানুষ 'পথ' খুঁজে পেল'; Geldner নিগূঢ় তাৎপর্য না ধরতে পেরে বলছেন, 'কেমন যেন বেয়াড়া ঢঙে বলা!') ১০।১০৪।৮ ; ঘৃতনির্ণিগ্ (অগ্নিঃ) ব্রহ্মণে গাতুমেরয়ঃ ১০।১২২।২ ; ... । নিঘ. 'পৃথিবী' (১।১), আবার শব্দটি নৈগমকাণ্ডেও আছে ৪।১।৫৫ । < √ গা (চলা) + তু। মৌলিক অর্থ 'পথ' ; প্রায় সর্বত্রই সূচিত হয়েছে 'সাধনপথ', আলোর পথ, দেবযান, উত্তরায়ণ ইত্যাদি। এই পথের শেষে আছে 'ব্রহ্ম' 'অমৃতত্ব', 'ক্ষয়' (পরমপদ), 'বৈপুল্য'। এই পথ প্রথম আমাদের দেখিয়ে দেন মৃত্যুপতি যম ; পিতৃপুরুষেরা যজ্ঞ দিয়েও বৃহৎ দ্যুলোকে এই পথ রচে দিয়েছেন আমাদের জন্য ; ইন্দ্র শম্বরের পুর বিদীর্ণ করে রচেন এই পথ ইত্যাদি।] (আলোর) পথ, উত্তরায়ণমার্গ। তাতে বিসৃষ্টি এবং প্রাণোচ্ছলতার অবিচ্ছেদ সংবেগ হবে আমাদের পাথেয়।

আমাদের উৎসর্গ-ভাবনায় আধারে আবির্ভাব হয় যাঁদের, সেই অদিতি আর তাঁর দিব্যসম্ভূতিদের জানাই অন্তরের ব্যাকুল কামনা: আমাদের উত্তরায়ণের পথে কোথাও যেন তন্তুচ্ছেদ না হয়। উচ্ছল প্রাণ আর সিসৃক্ষার অবন্ধ্য বীর্য নিয়ে আমরা যেন চলে যাই আলোর পথে বৃহতের পানে, হে অবন্ধনা অদিতি, হে শূন্যের দেবতা, হে দ্যুলোকের অমৃতদ্যুতি, হে আনন্দময় নিত্যসহচর! জানি, আমাদের এ-আকুলতা উত্তীর্ণ হবে পরমা-সিদ্ধির কূলে, কেননা মহাশূন্যের সত্য-

সঙ্কল্পকে প্রতিহত করতে পারে না কেউ, —তাঁর প্রসাদ যে আজ ছুঁয়ে গেছে আমাদের ললাট:

অর্যমা মিত্র বরুণ আর অদিতি আমাদের আহ্বান শুনুন :

তাঁরা আমাদের যজ্ঞ হতেই সম্ভূত।

অপ্রতিহত বরুণের যত সত্যসঙ্কল্প।

নির্মুক্ত রাখুন তাঁরা আমাদের অপত্যহীনতার সম্ভাবনা হতে,—

প্রজাবান আর পশুমান হ'ক আমাদের আলোর পথ।।

অবর্ণিত ঋক্

দেবানাং দূতঃ পুরুধ প্রসূতোঽনাগান্নো বোচতু সর্বতাতা।
শৃণোতু নঃ পৃথিবী দ্যৌরুতাপঃ সূর্যো নক্ষত্রৈরুর্বন্তরিক্ষম্।। ১৯
শৃণ্বন্তু নো বৃষণঃ পর্বতাসো ধ্রুবক্ষেমাস ইলয়া মদন্তঃ।
আদিত্যৈর্নো অদিতিঃ শৃণোতু যচ্ছন্তু নো মরুতঃ শর্ম ভদ্রম্।। ২০
সদাসুগঃ পিতুমাঁ অস্তু পন্থা মধ্বা দেবা ওষধীঃ সং পিপৃক্ত।
ভগো মে অগ্নে সখ্যে ন মৃধ্যা উদ্ রায়ো অশ্যাং সদনং পুরুক্ষোঃ।।২১
স্বদস্ব হব্যা সমিযো দিদীহ্যস্মদ্র্যক্ সং মিমীহি শ্রবাংসি।
বিশ্বাঁ অগ্নে পৃৎসু তাঞ্জেষি শত্রূনহা বিশ্বা সুমনা দীদিহী নঃ।।২২

নির্দেশিকা

[এতে আছে বিষয়-সূচী, নাম-সূচী, আর শব্দ-সূচী। যাস্ক আর সায়ণ, Geldner-3, বেদব্যাখ্যার দিশারী—বাহুল্য ভয়ে তাঁদের নাম নির্দেশিকার অন্তর্ভুক্ত করা হলো না। শব্দগুলির সমস্ত উল্লেখ তালিকাভুক্ত করা হয়নি। কোন-ও বিশিষ্ট তত্ত্ব বা তথ্য থাকলে সূচকসংখ্যাগুলি স্থূলাক্ষরে ছাপা হয়েছে। প্রধান-প্রধান বিষয়বস্তুর কিছুটা বিস্তৃত সূচনা দেওয়া হয়েছে—যেমন 'অগ্নি', 'আদিত্যগণ', 'ইন্দ্র' ইত্যাদি। সেখানকার বিন্যাস বর্ণানুক্রমিক নয়। কোথাও-কোথাও পূর্বতন খণ্ডের সূচনা দেওয়া হয়েছে, তবে তা পাদচ্ছেদে দেখতে হবে। এখানে প্রথম সংখ্যাটি 'খণ্ডের' সূচক।]

অগ্নি ৩/৩৪-৩৯, ৪/১৭, ১৯

অদিতি ৩/৫৪, ৫৫, ২০৭, ২০৯; ৪/১২৪

অসুর ৪।৯৮

ইন্দ্র ৩।১-২২১ ; ৪।১-১৭৯

ত্বষ্টা ৪।১৩১-১৩৯

ভগঃ ৪/১৫৩-১৬২

শ্রীঅনির্বাণ: মরমী বেদভাষ্যকার, মনীষী অধ্যাত্মপুরুষ। ৮ই জুলাই ১৮৯৬ সালে মৈমনসিংহে জন্ম। পূর্বনাম নরেন্দ্রচন্দ্র ধর। পিতা ডাঃ রাজচন্দ্র ধর ও মাতা সুশীলা দেবী। ঢাকা ও কলিকাতায় কঠোর ছাত্রজীবন যাপন করে ম্যাট্রিকে বৃত্তিলাভ এবং বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পিতা সপরিবারে সংসার ত্যাগ করে শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নরেন্দ্রচন্দ্রও তাঁর কাছে ১৯১৪ সালে ব্রহ্মচর্য ও ১৯২৭ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস নাম শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দ সরস্বতী। আসামের কোকিলামুখ-স্থিত 'আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠে' সুদীর্ঘ বারো বৎসর পরিচালক, ঋষি-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরে আচার্য এবং 'আর্য্যদর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১৯৩০ সাল থেকে স্বাধীন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে নিভৃতে সাধনা করেন। আলমোড়ায়, বালক বয়সে দৃষ্ট জীবনদেবতা হৈমবতী বা বেদময়ী বাকের পূর্ণ উদ্ভাস লাভ করে বেদকে সমগ্র ভারতীয় সাধনা, দর্শন ও সংস্কৃতির মূলাধাররূপে দর্শন করেন। তাঁর বাকি জীবন এই সত্যদর্শনেরই বিবৃতি। এই মহাসমন্বয়ের উপলব্ধিকে বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে মণ্ডিত করে তিনি রচনা করেন মহাগ্রন্থ 'বেদ-মীমাংসা'। ১৯৭৮ সালে ৩১শে মে তিনি প্রয়াত হন।

শ্রীঅনির্বাণ রচিত ও *অনুদিত কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ

ঋগ্বেদ-সংহিতা: গায়ত্রী মণ্ডল
(পাঁচ খণ্ড)

বেদ-মীমাংসা
(তিন খণ্ড)
।। রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত; সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা ।।

উপনিষদ্-প্রসঙ্গ
(পাঁচ খণ্ড—ঈশ, ঐতরেয়, কেন, কঠ ও কৌষিতকী)
।। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান ।।

***দিব্যজীবন**
(দুই খণ্ড)

দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ

সাহিত্য প্রসঙ্গ

অন্তর্যোগ

গীতানুবচন
(তিন খণ্ড)

পথের সাথী
(তিন খণ্ড)

পত্রলেখা
(পাঁচ খণ্ড)

বেদান্ত-জিজ্ঞাসা

শিক্ষা

কাবেরী

উত্তরায়ণ

অদিতি

প্রশ্নোত্তরী

স্নেহাশিস্

বিচিত্রা